Digitized by eGangotri
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/325 MB 1.2

LIBRARY
No. 11/32B
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেন সহ)

দ্বিতীয় খণ্ড

11/3203

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেন সহ)

LIBRARY
No. 8-H 11/32-B
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—
মহেশ লাইব্রেরী।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা।
ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

১৩৫৮

R-41-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীকালীপদ মৈত্র
৭৭, যতীন দাস রোড
কলিকাতা—২৯

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্রম্ *

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	নিরপরাধ জপপঞ্চকম্	...	...	৭
২।	স্মর পঞ্চকম্	...	...	৪৪
৩।	যোনি পঞ্চকম্	...	..	৪৯
৪।	লিঙ্গ পঞ্চকম্	...	...	৫০
৫।	ইষ্টে পরম নিবিষ্টতা (যোগ, ভক্তি, জ্ঞান)			৬৭
৬।	সাধনে ছন্দঃ পঞ্চকম্	...	...	৭৪
৭।	শ্রীগুরুর মাধ্যমিকতা	...	...	৮২
৮।	হযবরল—ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব	...	...	৮৯
৯।	ভঙ্গুর পঞ্চকম্	...	...	১০৫
১০।	নাদোরুক্রমাষ্টকম্	...	...	১১১
১১।	অর্দ্ধ মাত্রা	...	...	১২৭
১২।	মিথুনতত্ত্ব—শিবলিঙ্গ	...	...	১৩৩
১৩।	অদ্বৈতাদ্বৈত দশকম্—রসবস্তু ও রাস	...	...	১৪৪
১৪।	সুভদ্র দশকম্ (শ্রীহরিতোষণম্)	...	...	১৮০
১৫।	তপঃ সূত্রম্	...	...	১৮৬
১৬।	ব্যাহৃতি সপ্তক সূত্রাণি	...	...	১৯১
১৭।	চাতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণ সূত্রাণি	...	...	২৭১
১৮।	তৎ সূত্রম্	...	...	২৯৭
১৯।	সৎ সূত্রম্ (প্রপত্তিত্রয়ী)	...	...	৩০৬
২০।	পরিশিষ্ট (ক) নাদানুসন্ধানম্	...	...	৩৩৩
২১।	পরিশিষ্ট (খ) হংস	...	...	৩৪১

* বর্ত্তমান খণ্ডে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিশ্লেষণ মূলগ্রন্থেই দেওয়া হইয়াছে। কতিপয়মাত্র বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের সূচী দেওয়া হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

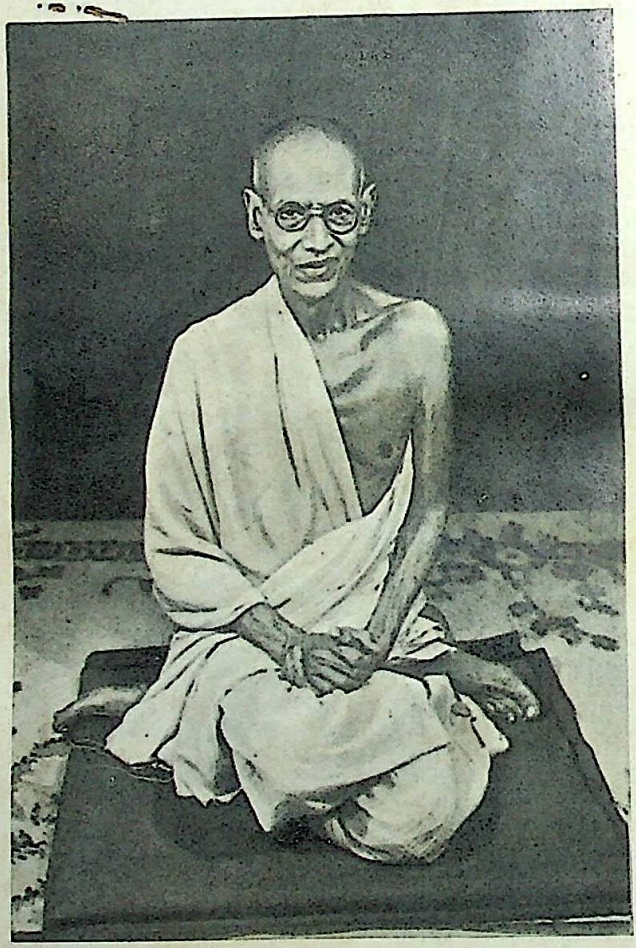

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় 'জপসূত্রম্' গ্রন্থের ২য় খণ্ড অবশেষে প্রকাশিত হইল। এই অভিনব গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মুদ্রণের ফলে সুধী ও সাধক সমাজে যে সাড়া জাগিয়াছে, যে বিস্ময়বিমিশ্র কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা পরম আশান্বিত হইয়াছি এই ভাবিয়া যে ভারতবর্ষ এই সংশয়সমাকুল যুগেও তার প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি, সাধনরাজ্যের গহন সম্পদের প্রতি একান্ত উদাসীন হয় নাই। শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গ দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য দীর্ঘকাল সাগ্রহে অপেক্ষমাণ—ইহাও আমরা জানি এবং আমাদের আন্তরিক তৎপরতা সত্ত্বেও এই খণ্ডের প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গেল বলিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত। পূজ্যপাদ স্বামিজীর দৃষ্টিক্ষীণতার দরুণই বিশেষতঃ গ্রন্থের প্রগতি ব্যাহত হইয়াছে, তবু তাঁর আশ্চর্য্য দিব্যপ্রতিভা এ সমস্ত বাধাবিঘ্নের আবরণ বিদীর্ণ করিয়াও আপন ভাস্বর ছটা বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছে, ইহাই পরম সৌভাগ্য।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে মূল গ্রন্থের সূত্র খুব অল্পই স্থান পাইয়াছে এবং সে হিসাবে অনেকে নিরাশ হইতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বহু কারিকা ও তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। এ খণ্ডটিকে প্রধানতঃ "ব্যাহৃতি খণ্ড"ই বলা চলে, কারণ ব্যাহৃতি সম্বন্ধেই বিশদ আলোচনায় ইহার প্রায় সমগ্র অংশ নিয়োজিত হইয়াছে। বিশ্ব-বীণাটি এই সপ্তগ্রাম, সপ্তসুরেই বাঁধা, আপন জীবন-বীণার তারে জপরূপ মহা সাধন দ্বারা এই সপ্তধামের প্রজ্ঞাবিশাল ও ভক্তিরসাল ভূমিগুলির ক্রম-উন্মীলনই সাধকের লক্ষ্য। তাই ব্যাহৃতির স্থান জপসাধনায় এত বিশিষ্ট ও ব্যাপক। আশা করা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় জপের প্রকৃতি ও সাধন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা ছবি পাঠকবর্গের মনে ফুটিয়া উঠিবে। পূজ্যপাদ স্বামিজীর লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের দুরূহ আলোচনার গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে এক শ্রেণীর পাঠকবর্গ মাঝে মাঝে কথঞ্চিৎ শ্রান্ত বোধ করিলেও প্রায়ই আবার ভাব-মধুর এবং রসনিবিড় স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়াকুঞ্জে জুড়াইবার স্থানও পাইবেন—এ আশ্বাস আমরা দিতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশের মধ্যে একজনের অপ্রকাশ আমাদের আজ গভীর বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছে। এই গ্রন্থের মূল প্রেরণা তিনিই পূজ্যপাদ স্বামিজীর অন্তরে প্রথম সঞ্চারিত করেন। এক ধ্যান—মৌন নিবিড় সন্ধ্যার সান্দ্র লগ্নে শ্রীবালানন্দ আশ্রমের পুণ্য পরিবেশে আপন নিভৃত সাধনকক্ষে বসিয়া পুণ্যশ্লোক শুক্লসন্ন্যাসী ৺প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় পূজ্যপাদ স্বামিজীর সঙ্গে মানসজপের অগাধ রহস্য সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন হ'ন। সেদিন মাহেন্দ্রক্ষণে যে শুভপ্রেরণা রূপ বীজটি স্বামিজীর প্রতিভাদীপ্ত হৃদয়ে সঙ্কল্পরূপে আত্মসম্বিৎ লাভ করিল, সেটি কিছুকাল পরেই 'জপসূত্রম্' রূপ মহাবনস্পতির আশ্চর্য্য অভিব্যক্তিতে সকলকে বিস্মিত ও পুলকিত করিয়া দিল। আজ এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশের পূর্ব্বেই তিনি তনুত্যাগ করিয়া অপ্রকট হইলেন—এ খেদ পূজ্যপাদ স্বামিজীর হৃদয়ে গভীরভাবে বাজিতেছে। তিনি যে কি আগ্রহ দিয়া ও কতটা সাক্ষাৎ অনুভূতি সহকারে এই 'জপসূত্রে'র আলোচন ও আস্বাদন করিতেন, তা যাঁরা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাঁরাই প্রত্যক্ষ জানেন। তাই কেবল মনে খেদ জাগিতেছে—আর কাহার জন্যই বা এ রসের পশরা সাজাইয়া পরিবেশনের আয়োজন! সে আস্বাদয়িতা আজ কোথায়? এই গ্রন্থের শেষ কয়টি শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় তিনি সাগ্রহে শুনিয়া গিয়াছেন। শেষ যখন তাঁর স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বলেন—"ভগবান একটি বড় কাজের ভার ন্যস্ত করেছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এটি যেন নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়।" তাঁর এই অমোঘ শুভেচ্ছা আমাদের গ্রন্থ সমাপ্তির পথে অক্ষয় পাথেয় হইয়া থাকিবে।

প্রথম খণ্ডের আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশের বহু সুধী ও মনীষিবৃন্দ ইহার সম্বন্ধে নানা গভীর তথ্যপূর্ণ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রেই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় বিবুধাগ্রগণ্য পূজনীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের কথা। তিনি প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া এতই উল্লসিত হইয়াছেন যে শুধু একটি নাতিদীর্ঘ সুচিন্তিত সমালোচনা লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভবিষ্যতে ইহার আরও বিশদ আলোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। সংস্কৃত ভাষার একনিষ্ঠ সেবক, সুরসিক, শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুনিপুণ বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনা আমাদের মুগ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছে। তিনি প্রকাশকদের যেসব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলিয়াছেন, আমরা ভবিষ্যতে সে সব বিষয়ে তৎপর হইব। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ আলোচনাও আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ইহাদের সকলের নিকটই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই খণ্ডের (খ) পরিশিষ্টে প্রকাশিত 'হংস' সম্বন্ধে সুচিন্তিত সারগর্ভ নিবন্ধটি আমাদের পাঠাইয়া নীরব জ্ঞানসাধক শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছেন। সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রথমখণ্ডে অনবধানতাবশতঃ যেমন কিছু ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডও তাহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এখানে কয়েকটি মারাত্মক ভ্রমের সংশোধিত পাঠ দেওয়া যাইতেছে।*

পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশিত করার জন্য আমরা যত্নবান্ থাকিব। বলা বাহুল্য, সুধী ও সহৃদয় পাঠকবর্গের আগ্রহও এপক্ষে আমাদের উৎসাহ দান করিবে।

সর্ব্বশেষে ভুল ভ্রান্তির প্রসঙ্গ করিতে বসিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রসিদ্ধ নারায়ণী স্তবে "ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা" দেবীর এই ভ্রান্তিরূপটিকে স্বামিজী কয়েকটি কারিকায় যেভাবে ধ্যান করিয়াছেন সেটি সুধী পাঠকবৃন্দকে এস্থলে জানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

ত্বদ্‌ভ্রান্তির্মম মূঢ়স্য মাতুর্মদ্ ভ্রান্তিরীদৃশী।
প্রত্যক্তয়া জগদ্‌ভ্রান্তিঃ পাশভ্রান্তিঃ স্মিতেক্ষণাৎ॥
জপভ্রান্তি র্ধ্বনিস্ফোটে জ্যোতিষি ভ্রান্তিরস্য চ।
জ্যোতির্ভ্রান্তী রসৈ কস্মিন্ দ্বৈতভ্রান্তী রসে সমে॥

---

* পৃঃ ৭—৬-এর শ্লোকে শেষ লাইনে 'কথং বাল্যে'র পর 'লভ্যং' বসাইতে হইবে।

পৃঃ ৮২—৩৭ শ্লোকে প্রথম লাইনে 'কচিদপি'র 'কিং' শব্দটি ভুলক্রমে বসিয়াছে, উহা বাদ যাইবে।

পৃঃ ৯৯—১৩ লাইনে 'ময়য়েস' স্থলে 'সময়য়ে' হইবে।

পৃঃ ১১১—৫৮ শ্লোকে প্রথম চরণে 'মনস্তস্তাব-দুদ্ধার কর্ম' 'স্ত'টি বাদ পড়িবে।

পৃঃ ২২১ 'Integral' স্থলে Interval হইবে।

পৃঃ ২২৬ অষ্টম লাইনে 'এই' স্থলে 'সেই' হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্তিভ্রান্তির্মহাশ্চর্য্যে তুষ্ণীম্ভাবে পরেস্থিতা।
নবধা ভ্রান্তিরূপা যা নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

মাগো আমি তোমার মূঢ় সন্তান তাই তোমায় আমি এমন ভাবে ভুলিয়া আছি কিন্তু তুমিও আবার আমাকে কেন যে এমন করিয়া ভুলিয়া আছ, (ত্বদ্‌ভ্রান্তিঃ) তাও ত বুঝি না (মদ্‌ভ্রান্তিরীদৃশী)।

যদি সৌভাগ্যোদয় বশতঃ আমার এই বহির্ম্মুখ চিত্ত অন্তর্ম্মুখীন হইয়া যায়, তবে আমার এই জগতেরও ভ্রান্তি হইয়া থাকে ; আর মাগো যদি তুমি একটিবার সহাস্য নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবে আমার সর্ব্ববিধ বন্ধনের এবং তন্নিমিত্ত মহাভয়েরও ভ্রান্তি হইয়া যায় (জগদ্‌ভ্রান্তিঃ, পাশভ্রান্তিঃ) তারপর জপ করিতে করিতে নাদের সন্ধান পাইলে (ধ্বনিস্ফোটে), জপের ভ্রান্তি হইয়া যায় (জপভ্রান্তিঃ) তারপর নাদের ভিতর হইতে জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিলে নাদেরও ভ্রান্তি হইয়া যায় (নাদভ্রান্তিঃ) জ্যোতিঃ আবার রসরূপে নিজেকে ঘনীভূত করিলে জ্যোতিরও ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে (জ্যোতির্ভ্রান্তিঃ) পুনশ্চ সেই রস যখন শ্রুতি প্রসিদ্ধ 'একরস' এবং 'সমরস' হইয়া দাড়ায়, তখন হয় দ্বৈতভ্রান্তি। আর শেষকালে যে মহাশ্চর্য্য পরম তুষ্ণীম্ভাব—সেখানে যাইলে ভ্রান্তিরও ভ্রান্তি হইয়া পরম উপরম রইয়া যায় (ভ্রান্তি-ভ্রান্তিঃ) এবম্বিধ নবধা ভ্রান্তিরূপে মাগো তুমি সংস্থিতা রহিয়াছ ; অতএব আমি পুনপুনঃ আমার সেই নবধা ভ্রান্তিরূপিণী জননীকে প্রণাম করিতেছি। ইতি

শ্রীপঞ্চমী—
১৩৫৮

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
(অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপসূত্রম্

ভূরাদি ব্যাহৃতি, ছন্দঃ এবং সাধন (তত্ত্ব ও চর্য্যা) সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কারিকাসহ সাধারণ আলোচনা।

(১)

জপসূত্রের প্রথমখণ্ডে যে কয়কটি সূত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, তার পরে সন্নিবেশিত হইবে প্রথম যে সাতটি সূত্র—সেগুলি সপ্ত ব্যাহৃতির লক্ষণ সূত্র। ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি ব্যাহৃতি গায়ত্র্যাদি জপে, যাগহোমাদি অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এগুলি কি অর্থহীন, অথবা যদৃচ্ছাকল্পিতার্থ কতকগুলি শব্দ মাত্র? প্রাচীন আর্যবিজ্ঞান এদের মুখ্য স্থানেই বসাইয়াছেন। পুরাণাদি ভাসা ভাসা পড়িয়া এগুলিকে সাতটি 'লোক' এর নাম বলিয়া ধারণা হয়। সেসব লোকের কিছু কিছু বর্ণনাও যে না পাই তা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া, কিংবা সেই কারণে যে ভূরাদি ব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাত' মনে হয়না। শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়—তিন দিক্ দিয়াই ব্যাহৃতির নিশ্চয়ই এক গভীর রহস্য ব্যঞ্জনা আছে। ভূরাদি নিশ্চয়ই মন্ত্রশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলির অন্যতম। শ্রুতি, আগম, পুরাণ স্থানে স্থানে আভাষে ইঙ্গিতে সে কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই যেন, তাঁদের রহস্যমণিমঞ্জুষা সর্ব্বসমক্ষে অবারিত উন্মোচিত করেন নাই। না করার সঙ্গত হেতু ছিল। রহস্য সংবাদের নিমিত্ত আরণ্যক, উপনিষৎ, আগম, গুরুবক্ত্র এবং আত্মপ্রত্যয়—এর কাছেই তাঁরা বায়না দিতেন। যাঁরা সংবাদ লইতেন, তাঁরাও গুহ্য বলিয়া সে সংবাদ যত্রতত্র ভাঙ্গিতে চাহিতেন না।

সাধারণ শ্রদ্দধানতার পটভূমি অতীতে ও বর্ত্তমানে

তারপর, তত্ত্ব (থিওরি) বিষয়ে কথঞ্চিৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও প্রয়োগ বা চর্য্যা (প্রাক্‌টিস্) দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভের পথ রুদ্ধ ছিল না। অবশ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'উপনিষৎ' রহস্যবিৎ না হইলে পূর্ণ ও পরম ফল লাভ হয় না। শ্রুতি, স্মৃতি, আগম একবাক্যে সে কথা বলিয়াছেন। তথাপি, যথাসম্ভব শ্রদ্ধা ভাব এবং কুশল প্রয়োগবিদ্যা (টেকনিক) আশ্রয় করিয়াই অধ্যাত্মজীবনের 'পরীক্ষাগারে' লাগিয়া যাওয়া অসম্ভব হইত না। ভূয়িষ্ঠ স্থলেই তাহাই হইত। বর্ত্তমান যুগে ভূতবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে। পরীক্ষার মূলে যে যুক্তি বা থিওরি, সেটা কতিপয় অভিজ্ঞ পুরুষই অবগত আছেন। বাকি যারা কাজে নামিতেছে, তারা এই বিশ্বাসে নামিতেছে যে, মূলে যুক্তি অবশ্যই রহিয়াছে ; এবং অপরে 'হাতে কলমে' পরীক্ষাটি যথাযথভাবে করিয়া ফল পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। এক কথায়, বর্ত্তমানে বহির্বিজ্ঞান (থিওরি, একস্‌পেরিমেণ্ট, এপ্লিকেশন্ সবতাতেই) একটা সাধারণ 'শ্রদ্দধানতা' (শ্রদ্ধানুকূল মনোভাব)—আপনার পক্ষে অনুকূল একটা আন্তর 'আবহাওয়া' সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে নৈমিষারণ্যের যুগে অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে এইপ্রকার এক শ্রদ্দধানতার বাহালী আবহাওয়া ছিল। কেবল সে যুগে নয়, পরবর্ত্তী যুগেও সেটা বিলুপ্ত হয় নাই। এখন কৃত্রিম বারিবর্ষণ আমরা এ যুগের 'বিদ্যায়' শ্রদ্দধানা হইয়া করিতে চেষ্টা করিতেছি ; সে যুগে, করিতাম তখনকার বিদ্যায় (যাগাদিতে) শ্রদ্দধানা হইয়া। অপরাপর অনেক কিছু সম্বন্ধেও এই কথা।

বর্ত্তমান শ্রদ্ধা সঙ্কট

কিন্তু, অধ্যাত্মসাধন ও সিদ্ধি-বিষয়িণী সে শ্রদ্দধানতা বর্ত্তমানে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু বিপ্লুত, বিদ্রুত (confused, confounded) হইয়াছে সন্দেহ নেই। একদিকে অবিশ্বাস, অশ্রদ্দধানতা, বিরুদ্ধানতা অন্যদিকে 'অন্ধ বিশ্বাস' (তামসশ্রদ্ধা) এবং 'যান্ত্রিক', 'গতানুগতিক' আনুষ্ঠানিকতা—এই দুয়ের মাঝে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' দশা অনেকেরি ঘটিতেছে। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'—কাজেই, যাঁরা সাধনপথে চলিতে একান্তই ইচ্ছুক, তাঁদের গতি কি ?—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' ? কিন্তু 'মহাজন'টিকে তো 'চিনিয়া বাছিয়া' লইবেন এই সাধারণ 'অভাজন' ! কাজেই, সঙ্কট সহজ হইতেছে কৈ ? তারপর, মহাজন যদি বা ভাগ্যে মিলিল, তিনি যে ভাব-বিশ্বাস-নিষ্ঠার 'গুরুদক্ষিণা' (তাঁতে এবং তাঁর দেওয়া সাধনে) 'দাবী' করেন, তা শুনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো আমাদের মত 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব'দের সেই একলব্যের গুরুদক্ষিণার কথাই মনে উদিত হয়। ঐ ভাব দক্ষিণাটিরই তো অভাব! ভাব-ভক্তি-বিশ্বাস খাঁটি খাঁটি মেলে কোথায়, কতটুকু? একদিকে 'বিদ্যা', অপরদিকে 'উপনিষৎ'—এই দুইকে 'ফাঁকি দিবার' মতলবেই না অনেক সময় 'অহেতুক ভাবের' ভূমিকা গ্রহণ করি! 'নিষ্কৈতব নিষ্কিঞ্চন' ভাব ভাবের পরাকাষ্ঠাতেই সহজ। দীর্ঘকাল সৎকারাসেবিত সাধননৈরন্তর্য্যদ্বারা এই সহজ ভাবটিতে স্থিত হইতে যত্ন করিতে হয়, বিরাম বা ভঙ্গ দিয়া এ ভাবে সহজ স্বচ্ছন্দ স্থিতিটি সম্ভবে না। কাজেই, কেহই—কোন শাস্ত্র বা মহাজনই —'হাত না বাড়াতেই গগনের গোটা চাঁদ' হাতে ধরিয়া দেবার ভরসা দেন নাই! সুতরাং উপযুক্ত 'কার্য্যকরী' বিদ্যা এবং যথাসম্ভব রহস্যোপদেশ ও সিদ্ধান্তশ্রবণের আবশ্যকতা না মানিয়া চলিতেছে কৈ?

সাধনায় 'অব্যর্থ মুষ্টিযোগ'

প্রথম খণ্ডের একাধিক স্থলে ইহা বিবেচিত হইয়াছে—অধ্যাত্ম সাধনের যে সকল শাস্ত্রমহাজনজুষ্ট পর পর ভূমি, সে সকল অধিগমের নিমিত্ত কোনও 'সহজ মুষ্টিযোগ' আছে অথবা থাকিতে পারে কিনা। বেদমার্গ কলিতে সর্ব্বথা সাধ্যাশ্রয় না বলিয়া তন্ত্রোক্ত সাধন অনুকল্পে বা বিকল্পে বিহিত হইল। কিন্তু যাঁরা তন্ত্রতত্ত্ব, বিধি, আম্নায়, চর্য্যাদি অনুশীলন করিয়াছেন, অথবা সাক্ষাদ্‌ভাবে আগমাচারাচরিত পন্থাঃ এবং পারগ পান্থবর্গের সন্ধান লইয়াছেন, তাঁরা কেহই বলিবেন না যে—তন্ত্র কলিতে জীবের ভুক্তি মুক্তির নিমিত্ত 'সহজ মুষ্টিযোগ' বাতলাইয়াছেন। জীবের মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব এবং সেই প্রয়োজনানুকূল সম্বন্ধতত্ত্ব ঠিকই আছে। যুগটা 'ঘোরকলি' বলিয়া সেটাকে কুত্রাপি খাট' বা 'সস্তা' করা হয় নাই। তবে 'অধিকার' অন্যরূপ হইয়াছে যুগাদির পরিবর্ত্তনবশতঃ। সুতরাং অধিকার বর্ত্তমানে সচরাচর যেরূপ, 'বিষয়'টাও বর্ত্তমানে তদনুরূপ ও তদুপযোগী করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন আগমাদি শাস্ত্র এবং তদনুশীলক আচার্য্যবর্গ। 'বিষয়' বলিতে 'বিদ্যা' (সাধন প্রণালী, চর্য্যা ইত্যাদি)ও বুঝিতে হইবে। শ্রীনারদাদি ভক্তিসূত্র প্রবর্ত্তক যাঁরা, শ্রীভাগবতাদি যেসব শাস্ত্র 'নবধাভক্তি সাধনের' ও উত্তম ভাগবতাদির লক্ষণ খ্যাপন করিয়াছেন যাঁরা, তাঁরা কেহই 'উপেয়' এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'উপায়'কে 'জলের দরে' বিকান নাই! 'রসিক'ও 'ভাবুক'কে আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়া নয়, এক পঙ্‌ক্তিতেই 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' যে ভাগবতামৃত সেটি পরিবেশন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে যাঁরা ভাগবত ধর্ম্মকে জীবনে মূর্ত্ত করার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁরাও 'নিরপরাধ' হইয়াই সে পরমধর্ম্ম জীবকে আচরিতে বলিয়াছেন। কাজেই, 'অপরার' অধঃ যাতে না হয়, সে উপায়টিতো সর্ব্বপ্রযত্নে করিতেই হইবে। যে ব্যক্তি 'পশুঘ্ন' নয়, সেই ব্যক্তিরই 'পশুপাঙ্গজ-চরণাম্বুজ' সেবার অধিকার। নিম্নের দুটি কারিকা ভাবনা করতঃ পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ ভূরাদিব্যাহৃতি আলোচনার 'গহনে' প্রবিষ্ট হইতে সাহসী হও।

মন্ত্রেশাস্যাৎ পরমকৃপয়োচ্চারিতং সিদ্ধমন্ত্রং
শ্রীবিদ্যায়া নিজমবিতথং শক্তিযন্ত্রং ত্বদর্থম্।
তন্ত্রেশী তে গহনকুশলাং তন্ত্রভাসং বিধত্তে
শৃঙ্গে বীজং পয়সি লিখনং দীপ আন্ধ্যে তথাপি ॥১
শ্রদ্ধাবীর্য্যং ধৃতিবলমৃতে লভ্যতে নায়মাত্মা
ত্যক্ত্বা ত্যাগং প্রবচনতপোযাগমেধাদিভির্বা।
স্বাত্মানং তে কৃপণমবরং কিং বৃণীতাত্মবর্য্যো
নোত্তিষ্ঠেশ্চেদ্ বরমনুভবং কে বরা দাতুমাপ্যাঃ ॥২

সিদ্ধমন্ত্রাদিরও ভাব ও অধিকারানুরূপ উপযোগ

মন্ত্র কোথায় মিলিবে চিন্তা করিতেছ? কিন্তু সাক্ষাৎ মহামন্ত্রেশ্বর যিনি, তিনি (শ্রীজগদ্‌গুরু এবং মদ্‌গুরু এই দুইরূপেই) স্বমুখোচ্চারিত সিদ্ধমন্ত্র (প্রণবাদি) অশেষ করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক তোমায় শোনাইতেছেন যে! তুমি 'বধির' সাজিয়া আছ, তাই সে মন্ত্র শুনিতেছ না ভাবিয়া কদাচিৎ কাতরও হইতেছ! অর্থাৎ, মন্ত্র, মন্ত্রদাতা এবং মন্ত্রদান—এ তিনই আসলে নিত্য; কেবল, সে সম্বন্ধে তোমার 'সচেতন সংযোগ'টিই ব্যভিচারী, এই আছে এই নাই। আচ্ছা, মন্ত্র না হয় মিলিল। কিন্তু সর্ব্বশক্তির আধার ও আকৃতিরূপ যে যন্ত্র, সেটি? যন্ত্রাশ্রয়েই তো জপধ্যান হোমাদি কৃত্য তোমায় করিতে হইবে! শ্রীবিদ্যারূপিণী স্বয়ং ত্রিপুরাসুন্দরী তোমার নিমিত্ত (ত্বদর্থং) শক্তিযন্ত্র মধ্যে সর্ব্বোত্তম সর্ব্বভাবন যে যন্ত্র (অর্থাৎ শ্রীযন্ত্রাদি) সেটি নিজেই অবিকলভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(নিজং অবিতথং) অঙ্কন করিয়াই রাখিয়াছেন যে! কিন্তু সে যন্ত্রের স্বচ্ছন্দে ও স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠার ঠাঁইটি তুমি কিছুতেই দিতেছ না যে! যন্ত্র তো পূর্ণ-সাঙ্গ, অনবদ্য, কিন্তু সে সাঙ্গের অঙ্গীকার তোমার হইতেছে কৈ? তারপর, তন্ত্র অথবা প্রয়োগ ও চর্য্যার সমর্থ সরণি। কর্ম্মের গতি অতীব গহনা। এ গহনে—সংশয় সঙ্কটাদিস্থলে—কেই বা পথের আলোটি অপ্রকম্প করে তুলিয়া ধরিবে? কিন্তু তার জন্যই বা ভাবনা কিসের? স্বয়ং তন্ত্রেশী ভুবনেশ্বরী—স্বহস্তেই তন্ত্রদীপটি নিত্যই তুলিয়া ধরিয়া আছেন। সর্ব্বাবস্থাতেই অনির্ব্বাণ তার স্থির জ্যোতিঃ, সকল গহন সঙ্কটেই কুশল দিশারিণী তার বিমল ছটা (গহনকুশলাং তন্ত্রভাসং বিধত্তে)। কিন্তু তুমি যদি 'অন্ধ' সাজিয়া থাক, চোখের পাতায় ভাঁজের পর ভাঁজ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াই রাখ, তবে সে দীপই বা তোমার কি কাজে লাগিবে বল? তাই—মহানাম বা বীজ পেয়েও সেটি যদি 'শৃঙ্গে'—গো-মহিষাদির শৃঙ্গের মতো অস্থির মানসে, অথবা শৈল শৃঙ্গের মতো বারিবিন্দুহীন পাষাণ বক্ষে ধারণ কর, তবে কি হইবে বল? ও বীজ অবশ্য নষ্ট হবার নয়, কিন্তু তোমার যে অপেক্ষা-প্রতীক্ষা ধা'তে সয় না! কাজেই, 'অপরাধের' বোঝা দিয়া সেটিকে 'অধঃ' করিয়া রাখিতে তোমার যত্নের যে অন্ত থাকে না! তারপর, বাহ্যপূজাদিতে, এবং হৃদয়াদি স্থানে জপধ্যানের নিমিত্ত যে সর্ব্বভাবন শক্তি যন্ত্র তোমার মিলিয়াছে, সে যন্ত্রটি তুমি অঙ্কন করিলে কোথায়? জলে?—পয়সি লিখনম্! আর, চলার পথে ঐ তন্ত্র দীপ কোথায়ই বা জ্বালাইলে? আন্ধ্যে—আপন তামস সংস্কার কল্পিত, আপন জন্ম-জন্মান্তর অভ্যস্ত আন্তর দৃষ্টিহীনতায়?

'ন লভ্যঃ' এবং 'তেন লভ্যঃ' শ্রুতিদ্বয়ের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ

উপায়? 'যে একের কৃপা বিনে সব ছারেখারে গেল'—সেই একের কৃপা আত্মকৃপা, সম্বল করা চাই-ই। কর্ত্তব্যে নির্ব্বেদ, 'কশ্মল', কল্মষ উপস্থিত হইয়াছিল অর্জ্জুনের মতো বীর সাধকেরও। ক্লৈব্য পরিহার করতঃ, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতঃ 'উঠিয়া পড়িবার' উপদেশ তাই গোড়াতেই শ্রীভগবানের মুখে। তারপর না যত তত্ত্বকথা, বিভূতি বিশ্বরূপ ইত্যাদি! তাই না শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। শ্রদ্ধাবল এবং ধৃতিবল—অন্ততঃ এই দুই আকারে বলের সম্বল নিজের ভিতরে মেলা চাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা মেলান চাই। এ বলের উৎস অভিমান তো নয়ই। বরং খাঁটি নিরভিমান না হইলে এ বল মিলে না। 'তুমি আছ, তোমার নামটি আছে', 'তুমি সত্য, তোমার নাম সত্য'—এ বিশ্বাস-নির্ভরতা থেকে বঞ্চিত রাখিয়াছে ঐ প্রচ্ছন্ন অভিমানটি তোমার ভিতর। 'বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং'—ঐ ঘরের মূলনাশা শত্রুটিকে তার যত গোপন আড্ডা থেকে টানিয়া বাহির করিতে হইবেই। তারপর শ্রুতির অন্য মন্ত্র ভাবনা কর—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' ইত্যাদি। প্রবচন, তপঃ, যাগ, মেধা—এ সবই জুটাইয়াছ বটে, কিন্তু 'ত্যাগ'কেই যদি ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাক'তো আত্মাকে লাভ করিবে না। ফলাভিসন্ধান ত্যাগ থেকে চিদচিদ্‌গ্রন্থিরূপ যে 'অহং' তাকে ত্যাগ পর্য্যন্ত সবই এ 'যজ্ঞে' পরপর আহুতি কল্পিত হইবে, তবে না! তোমার আপন 'আত্মা' যদি কৃপণ, 'অবর'ভাবেই শ্রদ্ধাহীনতায় এবং ত্যাগকাতরতায় নিপাতিত থাকে, তবে বল—সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'আত্মবর্য্য' (পরমবরেণ্য প্রত্যগাত্মা, পরমাত্মা) তোমায় বরণ করেন কি প্রকারে? তিনি তো তোমায় বরণ করিতে অতন্দ্রিত 'উৎসুক'! কিন্তু তুমি যে সে 'চিরশরণ'কে বরণ কিছুতেই করিবে না, মহামরণকেই বরণ করিবে—রোখ ধরিয়া রহিয়াছ! কাজেই 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—শ্রুতির এই অযাচিত করুণারাশির পরশটুকুও ক্রমাগত পাশাইয়াই চলিতেছ! শেষে, শ্রুতি যে বলিয়াছেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এ মন্ত্রের অন্তিমভাগ ('প্রাপ্য বরান্ নিবোধত') তোমার বুঝি এখনি চাই, অর্থাৎ, শ্রীশুকদেবের মতো ব্রহ্মবিৎ পুরুষ চাই যিনি তোমায় ভাগবত মহাবাক্যাদি শোনাইয়া এই দণ্ডেই ব্রহ্মশাপমুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু, মন্ত্রের আদিম ভাগটি সম্বন্ধে কি বলিতেছ?—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'? এখানে তো 'বায়না' তোমার নিজের উপরেই আসিতেছে মনে হয়, নয় কি? এই জন্য কারিকায় বলা হইল—'নোত্তিষ্ঠেচ্ছেদ্ বরমনুভবং কে বরা দাতু মাপ্যাঃ'—তুমি যদি নাই ওঠ, নাই জাগ, তবে 'নিবোধ' (নিঃসংশয় বোধ) রূপ শ্রেষ্ঠ অনুভবটি তোমায় মিলাইবার নিমিত্ত, কোন্ সাক্ষাৎ অনুভবী পুরুষ তোমার মিলিবে? যদি স্থির জানই যে তিনি স্বয়ং না উঠাইলে কে ওঠে, না জাগাইলে কে জাগে, তবে তুমিতো ঐ ধ্রুব বিশ্বাসে উঠিয়া জাগিয়া বসিয়াই আছ! তোমার পরের ভাবনা কিসের?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপে ক্রিয়া, নিষ্ঠা, ভাব এদের অঙ্গাঙ্গিভাব

জপকর্মে ক্রিয়া, নিষ্ঠা, ভাব প্রভৃতি কেমন ধারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে এবং পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে, এটি স্মরণ রাখিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে জপ চালাইবার অনুকূল নিম্নের কারিকাপঞ্চক পঠন ও চিন্তন করিবে :—

জপাদ্ বারংবারং যদি রসনয়া স্বাদু ন সকৃন্
ন তন্ নাম্নি স্ত্যানং চিদমলরসে কা বিরসতা।
অধস্তাদ্ ধত্তে চেৎ প্রকৃতিরপরাহন্তর্মলকরী
কথং স্বাদ্বী শুক্লা তব নিরপরাধা জপকৃতিঃ ॥ ৩
জপৈরেবাস্তাং মে বিধুনিতমিদানীং জপরজ
স্তদভ্যাসাদেবানবসরমলং চিত্তমুকুরম্।
তথাপ্যারাধ্যারাধনবিগুণতা সম্ভবতি চেৎ
কিমারাধ্যে নাস্তাং মম নিরপরাধা জপরতিঃ ॥ ৪
জপাভ্যাসে নিষ্ঠা ধৃতিসহকৃতাহস্তপ্রথমতো
যথা যাগে বহ্নে ররণিমথনাপেক্ষভবনম্।
ততো রুচ্যাদীনাং জপবিষয়িণী বৃত্তিরুদিতা
প্রকর্ষা ন্নিষ্ঠায়া ধৃতিরতিমতীনা মুপচয়ঃ ॥ ৫
কথং নিষ্ঠাভাবে ভজতি ভজনং তদ্‌বিরহিণী
কথং বা সাধিষ্ঠা ফলতি লতিকা ভাবমুকুলা।
কথং বন্ধ্যা ভাবে জনয়তি রতিং বা দুহিতরং
কথং বান্ধ্যে দুহিতুরমৃতং চিৎসুরভিতঃ ॥ ৬
জপেনালং চেৎ ক প্রণবজপ আদৌ কমলজে
নিসর্গো বাগ্‌দোহাৎপ্রণবনিলয় স্তারবিলয়ঃ।
জপাদ্ বৈয়র্থ্যং চেদ্ ধ্রুবমুপদিশেৎ কিং মনুবর
মথো ব্যাসং বাষ্টাদশমিততনুং নারদঋষিঃ ॥ ৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরাধ নিমিত্ত নামের জাড্যাভাস

যদি বল, রসনা তো বার বারই নাম জপ করিতেছে, তবু যে নাম 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' তার আস্বাদ একটিবারও (ন সকৃৎ) তার ভাগ্যে ঘটিতেছে না! ইহা নামেরই স্ত্যান, জাড্য (শৌষ্ক্য, আলস্য, বৈরস্য) বশতঃ ভাবিয়াছ না কি? কিন্তু প্রণবাদি নাম সাক্ষাৎ চিদমলরস বস্তু, তাতে বিরসতা কিরূপ সম্ভাবিত হইবে বল? কাজেই, বিরসতার মূল অন্যত্র, এবং সেটি হইতেছে তোমার আপন 'অপরাধ'। এই 'অপরাধ' সাধারণভাবে বুঝিলে চলিবে না। শ্রীভগবান্ গীতায় যে 'অষ্টধা অপরা প্রকৃতি'র কথা বলিয়াছেন—পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সেই অপরা প্রকৃতির অধস্তাৎ—অধীন হইয়া থাকাই (ধূনন) জীবের মূল অপরাধ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ তিন ঐ পাঁচভূতের বশ হইয়া তাদেরি 'বেগার' খাটিয়া মরিতেছে! নাম ও নামীর সেবাই যে আমার স্বাভাবিক ধর্ম কর্ম, এ বোধ কোথায়? কাজেই, 'জীবভূতা সনাতনী' শ্রীভগবানের 'পরাপ্রকৃতি' অস্তমিত, তিরোহিত-প্রায় হইয়াই রহিয়াছে যে! অপরা প্রকৃতি স্বভাবতঃই 'অন্তর্মলকরী'—সমস্ত কিছুই ভিতরে ভিতরে মলিন করিয়া দেয় এবং সমল-বিরস করিয়া রাখে। বিশেষভাবে—'অন্তঃ' বলিতে অন্তঃকরণ,—মন, বুদ্ধি, অহংকারকেই বুঝিতে হইবে। অন্তরের সমলতা সততই 'ভূত সেবায়' উপচীয়মান হইতেছে। কাজেই, মন-রসনার বিরসতা ক্রমেই বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। পিত্তাধিক্যে মুখে মিছরির টুকরাই কি মিষ্টি লাগে? কাজেই, বল দেখি—কেমন করিয়া তোমার জপকর্মটি স্বাদু ও উজ্জ্বল (স্বাদ্বী শুক্লা) হইবে? 'নিরপরাধ'—আন্তরনির্ম্মলতায় স্থিত—না হওয়া পর্য্যন্ত তো সেটি সম্পূর্ণ ঘটিবার নয়!

জপরজঃ স্থলে জপরতি আবশ্যক

যদি বল, জপকর্ম্মে আমার এই অপরাধজনিত রজঃ (বৈরূপ্য, বৈগুণ্য) জপের দ্বারাই এখন বিধুনিত হউক (ইদানীং আস্তাং); এবং নিরন্তর জপের অভ্যাসেই আমার চিত্তমুকুর (অন্তঃকরণ) এমন শুদ্ধির অবস্থায় আসুক যাতে সে আর কোন মতেই মলকে স্পর্শ করার ও সঞ্চিত হবার অবসরটি না দেয় (অনবসরমলং আস্তাং) অর্থাৎ, জপরজঃ বিধুনিত করার নিমিত্ত—নিরপরাধ জপকর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত—স্বয়ং জপই একান্ত অবলম্বন। কথা ঠিক। জপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন শক্তি এবং জপের স্বাভাবিক ক্রিয়া তো সেই লক্ষ্যে, সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। জপ সৌষ্ঠবে সেই লক্ষ্যের প্রকৃষ্ট সাধন, এবং জপসামর্থ্যে সেই উদ্দেশ্যের সম্যক্ সিদ্ধি। অরিস্পন্দ সমূহের নিরাকরণ পূর্ব্বক মিত্র স্পন্দসমূহের প্রবর্ত্তন ঘটাইয়া জপ উক্ত সাধনের চরিতার্থতা আনিয়া দিয়া থাকে। অধিকার উত্তম বা অধিমাত্র হইলে 'কেবল' জপাশ্রয়েই সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। জপ স্বয়ংই 'মধ্যমার সেতু' পার করাইয়া পশ্যন্তী এবং পরাভূমিতে লইয়া যাইবে। ভাব বল, শক্তি বল, জ্ঞান বল, উপর নীচ কোনও দরওজাই অবারিত হইতে বাকি থাকিবে না। ঠিক কথা। কিন্তু (তথাপি) কার্য্যতঃ সর্ব্বক্ষেত্রে এই অবাধিত, অবারিত শুভোদয়, মহোদয়টি হইতে দেখি না যে! ব্যাজ (বৈরূপ্য) ও বিঘ্ন (বৈগুণ্য) পদে পদে দেখা দিয়া জপকর্ম্মের গতিটিকে কেবলমাত্র বিষম কুচ্ছ্রোদয় করে এমন নয়; পূর্ব্বোক্ত 'অপরাধের' বোঝাটি আরও যেন ক্লেদ-ক্লেশ-গুরু করিয়া দিতেছে এমনও মনে হয়। কর্ম্মের গতি গহনা, কাজেই তার গতিরেখাটি পূরা দেখিতে পাই না বলিয়াই ঐ রকম বিভ্রম ও দৌর্ম্মনস্য ঘটিতে পারে বটে; কিন্তু বাস্তবপক্ষেও, অল্প-বিস্তর ব্যাঘাত (retardation and refraction) যে ঘটিতেছে, এও ঠিক। মিত্র-স্পন্দগুলো অরিস্পন্দের 'জট' কাটাইয়া আপনাদিগকে স্বচ্ছন্দ ক্রিয়াশীল করিতে পারিতেছে না। সুতরাং আমার যেটি আরাধ্য (নাম, নামী, নামদাতা), তার আরাধনে বিগুণতা (অপকর্ষ) কোন না কোন প্রকারে সম্ভাবিত হইতেছে। আর, যদি তাই হয় (সম্ভবতি চেৎ), তবে কি করিব? কোন্ উপায়ে আমার আরাধ্যে, ভজনীয় বস্তুতে, নিরপরাধা জপরতি হয়—ইহাই আমার সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-জ্ঞান, আশা-আকুতির বস্তু হইবে না কি? 'রাধ্' মানে আরাধনা; এতে অপকর্ষ, অপমর্দ্দ, অপহ্নব হইল 'অপরাধ'। ভজনে যাতে রতি উৎপন্ন হয় এবং সেটি বর্দ্ধিত হয়, সেইটি সাধিয়াই এই অপকর্ষটি কাটাইয়া উঠিতে হইবে। তার নিমিত্ত জপের সঙ্গে পঞ্চ শুদ্ধি, সাধুসঙ্গাদি উপায়ও আশ্রয় করিতে হয়। লক্ষ্য—কিসে জপরজঃ স্থলে জপরতি হইবে।

দ্বিবিধ রজঃ

রজের দ্বারাই রজের শোধন করিতে হয়। যেমন, দর্পণাদির মল ক্ষালনে চূর্ণাদি, জলের নির্ম্মলীকরণে ফট্‌কিরিচূর্ণ ইত্যাদি। শ্রীগুরুপাদপঙ্কজরজঃ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাধারে পঞ্চশুদ্ধি বিধায়ক তাতো আগেই বলা হইয়াছে। রজঃ দুই প্রকারের —অপরাধোত্থিত রজঃ এবং উত্থিতাপরাধ রজঃ। প্রথমটি, অপরাধজন্য এবং তারির একটা অঙ্গ, দূষণ; দ্বিতীয়টি অপরাধ থেকে উত্থানের উপায়, করণ, ভূষণ। প্রথমটি, প্রকটিতাধঃকোলাহলের, দ্বিতীয়টি প্রশমিতাধঃকোলাহলের ভূমির দ্যোতক। যেমন আগুনের বেলা ধুম ও ভস্ম। অত্যুত্তম বা অধিমাত্র অধিকারস্থলে নিরপরাধা জপরতি স্বতঃসিদ্ধা। তথাপি রতির অঙ্কুরোন্মেষেই উত্তম ভজন আরম্ভ। উত্তম জ্ঞানীর মহাবাক্য শ্রবণমাত্র অথবা জপমাত্রই সাক্ষাৎকার হইবে বটে, তথাপি 'জীবন্মুক্ত' ভাবে অচলপ্রতিষ্ঠ রহিতে মনন-নিদিধ্যাসনাদির উপযোগ যে একান্তই নেই এমন নয়। লব্ধসমাধির পক্ষেও সহজ সমাধি লক্ষ্য হইতে পারে। ফল কথা, উত্তমাধিকার স্থলে, এমন কি উত্তমভূমি অধিগত হবার স্থলেও, কোথায় যে 'নিরপরাধ রজঃ' ঠিক ছুটি পাইবে, তা বলা কঠিন। ভক্তেরা তো ব্রজেও রজঃ সানুরাগেই রাখিয়াছেন। নীচের অধিকারে, 'কেবল' জপই করি, আর 'সহিত' (সহকৃত, তদনুকূল অন্য সাধন যথা নবধাভক্তি সাধনে) ভাবেই করি, রজের দ্বারাই রজের প্রতীকার ও সংকার করিতে হয়। অর্থাৎ, মিত্রস্পন্দের ও ছন্দের দ্বারা অরিস্পন্দ ও ছন্দের। মৃদু ও মধ্য অধিকারে তাই—যে নিষ্ঠা জপাদি কর্ম্মে দুর্ব্বল ও শিথিল, সেটি প্রথমতঃ 'ধৃতি সহকৃতা' করিতে হয়, কর্ম্ম ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সেটিকে ধরিয়া থাকিতে হয় ('লগা রহো ভাই')। তৎকাল ধৃতিই মুখ্যসাধন। যেমন, যে যাগকারী তাকে আবশ্যক অগ্নি মন্থনের নিমিত্ত অরণি অনলস হইয়া ঘর্ষণ করিয়াই চলিতে হয়। সেবায় অগ্নি তুষ্ট হইয়া প্রকট হইবেনই—এই বিশ্বাস রাখিতে হয় ('বনত বনত বন যাই')। যাতে ধৃতি ও বিশ্বাস এ দুয়েরি বল বৃদ্ধি পায় সেটি (অনলস জপাভ্যাস দ্বারা এবং আনুষ্ঠানিক অপরাপর সাধন দ্বারা) করিতে হয়। অর্থাৎ, নিষ্ঠাকে দৃঢ় করিলে ধৃতিসহকৃতা ক্রিয়াদি দ্বারা; ধৃতিকে বর্দ্ধিত করিলে শ্রদ্ধাদি দ্বারা; আবার, নিষ্ঠা প্রবল হইলে ধৃতি ও শ্রদ্ধার বলাধান। সাধন ব্যাপারে এই নিময়টি কার্য্যকরী মনে রাখিবে:— পারস্পরিকভাবিত্বং সংহত্যক্রিয়মাণতা। সাপেক্ষত্বং তদঙ্গত্বং সাহিত্যমিতি পঞ্চধা ॥৮ এ কারিকাটির ব্যাখ্যা পরের শ্লোকে মিলিবে। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষ্য কর—কিভাবে ধৃতি, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা (নিয়মে স্থিতি) পরস্পরকে সাহায্য করিয়া বর্দ্ধিত করে। এ তিনের পুষ্টি উপযুক্ত মাত্রা লাভ করিলে (যথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষিকর্ম্মে পারিপার্শ্বিক বীজ ও ক্ষেত্র) জপাদি বিষয়ে রুচি, রতি প্রভৃতির বৃত্তি উদিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্‌গম হয়)। তার ফলে, নিষ্ঠার প্রকর্ষ (প্রকৃষ্টরূপে উৎকর্ষ) ঘটে, এবং সেটি হইলে ধৃতি, রতি, মতি এ তিনেরি সমৃদ্ধি (উপচয়) পরিলক্ষিত হয়। এ স্থলে পারম্পরিকভাবিত্ব প্রভৃতি পাঁচটিকেই উদাহৃত হইতে দেখি। যথা পরের শ্লোকে—

ভজনাঙ্গ সমূহের পরস্পর অপেক্ষা

তারপর ভাবিয়া দেখ—নিষ্ঠার অভাব থাকিলে ভজনই বা আপনাকে ভজন (সেবা) করে কি করিয়া? এতদ্‌দ্বারা নিষ্ঠা ও ভজনের 'সাহিত্য' এবং 'সাপেক্ষত্ব' এ দুই-ই বলা হইল। সাপেক্ষত্ব বিশেষ করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত বলা হইতেছে—ভজন বাদ দিয়া শুধুই নিষ্ঠা বিশেষ কাজের হয় না, দৃঢ়া ও সাধ্বী হয় না (তদ্‌বিরহিণী কথং বা সাধিষ্ঠা)। কাজেই, ভজনের সঙ্গে নিষ্ঠার পরিণয় ঘটাইয়াই চলিতে হইবে; ভজনবিরহিণী নিষ্ঠা সাধিষ্ঠা হয় না। তদনন্তর, এ দুয়ের 'সংহত্যক্রিয়মাণতা'—দুয়ে মিলিয়া কি করে—সেটি চিন্তা কর। তোমার এত সাধের যে আশা-লতিকা, সেটিকে ফলবতী করে। কি তার ফল? বিজ্ঞানভাতি এবং ভজনরসমাধুরী। একেবারে, সঙ্গে সঙ্গেই, সেটি হইয়া থাকে? না, আগে লতিকায় মুকুলমঞ্জরী দেখা দেয়। কেমন সে মুকুল? ভাবমুকুলা—ভাবের মুকুল তোমার সাধনবল্লরীতে উদ্‌গত হইয়া থাকে। এর দ্বারা 'তদঙ্গত্ব' রূপ লক্ষণটি বলা হইল। লতিকার দৃষ্টান্ত বুঝিলে, এইবার অন্যভাবে ভাবনা কর। নিষ্ঠাসহকারে ভজনের ফলে তোমার 'ভাব' দেখা দিল—ভাবের উৎসের মুখ খুলিয়া গেল। এতদিন যেন তোমার ভজনকুটীরে একলাটি মালা-হাতে ছিলে, এইবার তোমার ঘরের 'ঘরণী' মিলিল, ভাবের দুলালী। কিন্তু তাতেই কি তোমার সাধ পূরিল? না, তাতো পূরে নাই। একটি 'মেয়ের' মুখ দেখিবার বাসনা! মেয়ে?—হ্যাঁ, তার নাম রতি (রতিং বা দুহিতরং)। তোমার ভাবদুলারী ঘরণীটি বন্ধ্যা (বাঁজা), কেবলি ভাব-বিলাসিনী হইলে তো দুহিতার রাতুল মুখটি দেখিতে পাইবে না! আচ্ছা, মেয়ে না হয় হইল—তোমার ভজন রতি জন্মিল। সাধ মিটিল এইবার? না, যদি 'কাণা' রাতুল মেয়েই ভাগ্যে মেলে তবে দুহিতার সেই আসল কাজটি (দোহন) কিরূপে করিবে বল (দুহাঃ)। দোহন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার দোহন ? 'চিৎ' নাম্নী তোমার এক চিরদুগ্ধা সুরভি আছে, তাকেই তো দোহন করিতে হইবে। কিসের জন্য ? চিদানন্দ—জ্যোতীরস—রূপ অমৃতের নিমিত্ত (অমৃতং চিৎসুরভিতঃ)। কিন্তু দুহিতা অন্ধ হইলে চিৎসুরভির দোহন তো তার দ্বারা সম্ভব হইবে না। কেননা, যেটিকে দোহন করিবে, সেটি সাক্ষাৎ 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' চিদ্‌বস্তু ; এবং যাহা দোহন করিবে, তাও একাধারে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও রস (পরমোজ্জ্বল রসবস্তু)। কাজেই, ভাবে বন্ধ্যাত্ব এবং রতিতে আন্ধ্য—এ দুইএর কোনটি হইলে চলিবে না। এর দ্বারা, 'পারস্পরিকভাবিত্ব' লক্ষণটি বুঝিয়া লও। ভাব ও রতি এ দুয়ের পরস্পর জন্য-জনক সম্পর্ক আছে ; জ্যোতিঃ এবং রসেরও তাই। ভাবরস উন্মুখ হইলে রতি, আবার রতি প্রগাঢ় হইলে ভাব ; ইত্যাদি।

জপের একান্ত আবশ্যকতা—উদাহরণ

যদি বল, নিষ্ঠাসহকারে ভজন না হয় আবশ্যক হইল, কিন্তু জপের কি এমন আবশ্যকতা ? (জপেনালং চেৎ)। জপের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, এবং আধারের বৈরূপ্য বিদূরিত করতঃ জপ যেভাবে আনুরূপ্যাদি ঘটাইয়া দেয়, তাতে জপ অনাবশ্যক এ শঙ্কা কোন মতেই ওঠা উচিত নয়। তথাপি, যদি বল—জপে কাজ কি আছে, তাঁকে প্রার্থনা করি, তাঁতে 'ধেয়ান ধরি', আচ্ছা, তবু বলিবে কি—স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও সৃষ্টির আদিতে (আদৌ) প্রণবাদি সমর্থবীজ কেনই বা জপ করিতে হইয়াছিল ? সমর্থ-শব্দপ্রভবই তো সৃষ্টি এবং স্বয়ং প্রজাপতিকেও মধুকৈটভ ভয়মুক্ত হবার নিমিত্ত বিশেষতঃ অর্দ্ধমাত্রারূপিণী যোগ-নিদ্রাকে জপে প্রসন্ন করিয়াই প্রণবাদির নিরতিশয় সৃষ্টিসামর্থ্য জাগরিত, উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। স্তবে, না, জপে ? তুমি আমি স্তবরূপেই পাইতেছি বটে, কিন্তু আসলে ওটি জপ। অক্ষমালায় জপ ? হ্যাঁ, 'অক্ষ' বা Axis সাহায্যে প্রসুপ্ত মাতৃকা (অক্ষরমালা) মন্থন করতঃ মাতৃকাশক্তির পূর্ণ উদ্ধার এবং চৈতন্যসম্পাদনরূপ কর্ম্ম। মহাকুণ্ডলীর জাগৃতি সাধন। একে জপই বলে। তারপর, 'বাগ্‌দোহ' (প্রণবাদি বাকের সারনিষ্কর্ষ) হইতে নিসর্গ, তার মূলেই কেবল যে জপ, এমন নয় ; শাশ্বতিক প্রণবাদি জপের আধারেই নিসর্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (প্রণবনিলয়ঃ)। অর্থাৎ, নিসর্গ এবং তদন্তর্গত প্রতিটি বস্তু আপন আপন বীজমন্ত্রের দ্বারাই বিধৃত, পালিত ও চালিত হইতেছে। অপরাপ্রকৃতিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুস্যূত ইহাও তো শ্রীভগবানের পরাপ্রকৃতির এক বিশিষ্ট রূপ। 'জীবভূতা সনাতনী'টি বীজভূতা সনাতনীও বটে, এবং তাই না 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'! আচ্ছা, নিসর্গের লয়? তাও জপের বিলোম সীমা ভূমিতে, যথা—'হংসঃ' যদি অনুলোম জপে নিসর্গসৃষ্টি বোঝায় তো 'সোঽহম্' জপে নিসর্গের বিলয় (ভূত-শুদ্ধি চিন্তা কর)। আচ্ছা, মূলের ব্যাপারে এই মৌলিক জপ না হয় ঘটিল, কিন্তু অস্মদাদির ক্ষেত্রে? ব্যষ্টির স্থলেও ঐ সমষ্টির নৈসর্গিক সূত্রই চলিতেছে। দেখ, বালক ধ্রুবের মতো অমন অধিকারীর নিমিত্তও দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র (মনুবরং) উপদেশের এবং তার ঐকান্তিক জপের প্রয়োজন হইল। ধ্রুবের ভাব বিশ্বাসাদি কিসের অভাব ছিল বল? কাজেই, 'জপাদ্ বৈয়র্থ্যংচেৎ'—এ শঙ্কা তুলিও না। যে দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে উক্ত মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন, তাঁর নিজের নিমিত্তও মন্ত্রজপ কি আবশ্যক হয় নাই? (ভাগবতে শ্রীনারদ-ব্যাস সংবাদটি দেখ।) আবার, বেদব্যাস নারদের (শুধু মুখের কথায় কি?) 'পরামর্শে' ভাগবত রচিলেন। অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকী, পরমাদ্ভুত এক সামগ্রী! রীতিমত ধ্যান করিয়া তবে লীলাদি প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। শুধু 'শোনা গল্প', রিপোর্ট কি অমনধারা হৃৎকর্ণরসায়ন গলিত অমৃত ফল হয়? আচ্ছা, প্রসঙ্গক্রমে, ব্যাসদেবের 'অষ্টাদশ' সংখ্যাটিতে এত 'মমতা' কেন বলিতে পার? মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব, গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়, ইত্যাদি। শ্রীনারদ কি ব্যাসদেবে 'এমনই' শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন ভাগবতরচনায়? কোনও 'গোপন' মন্ত্রদীক্ষা দেন নি তো, এবং সেই মন্ত্রের জপধ্যান উপদেশ করেন নি তো, শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত? সে সংবাদটি অবশ্য 'প্রকাশ' নেই; তবু, সে মন্ত্রটি অষ্টাদশাক্ষরী কোনও মন্ত্র (যথা, গোপীজনবল্লভমন্ত্র) নয় কি? মূল রহস্য যাই-হোক, এটা ঠিক যে জপ সকল ঋদ্ধি-সিদ্ধির, ভুক্তি-মুক্তি, এমন কি ভক্তিরও মূলে। এ হেন জপে কাজ কি বলিয়া শঙ্কা তুলিবে কেন?

জপের পরিপূর্ণতার ভূমি

জপাদির লক্ষ্যবস্তু (অর্থাৎ জপাদির দ্বারা যেটি সাধ্য), সেটিকে তো কোনমতেই খাট' করিয়া লইলে চলিবে না। জপকে এক 'নিম্নভূমির' সাধন (এমন কি, সাধনের মধ্যে 'অধম') মনে করা সর্ব্বথা অনুচিত। এই ভূমিকায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছন্দের পাঁচটি পাদ সবিস্তার প্রদর্শিত হইবে। শেষ দুটি পাদ—মহাসমন্বয়ী এবং পরমসমন্বয়ী—অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত জপের চরিতার্থতা নেই, এবং ঐ দুই সর্ব্বোত্তমভূমি অধিগমের পক্ষে মুখ্য সাধন জপ। এটি নীচের কারিকায় স্মরণ করিবে :—

যথা সুপ্তঃ ষড়্জাদিরুতিরভসান্নাদ উদিতো
যথা ভাঃ শুক্লৈকা সতি শবলবর্ণালিমিলনে।
যথালাপো বীণাহপহতসুরতন্ত্রীপরিকৃতৌ
যথা খে বাক্‌চিত্রে বিলয়মিত আস্তাং তব তথা ॥৯

সবিশেষভাবের পরিপূর্ণতা যেখানে এবং অশেষ বিশেষের উপশম যেখানে —সে দুটিই হে জাপক! তোমার' গন্তব্য' বলিয়া জানিও। একদিকে জীবনের নিখিল সম্ভাবনার চরিতার্থরূপ যে মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ সেটি তোমায় সাধিয়া পাইতে হইবে; আবার, অন্যদিকে, সেটির পরমাধাররূপে এবং সেটিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া যে পরমাব্যক্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন সত্তা রহিয়াছে, সেটিও তোমার আত্মপ্রত্যয়-গোচর হইবে। তাই কারিকায় বলা হইল—তোমার ভিতর নাদব্রহ্ম সে 'সুপ্তমিব' রহিয়াছেন; জপে তাঁকে 'ডাকিয়া তোল'। যেমন ধারা ষড়্জঋষভাদি সপ্ত-স্বর এবং তত্তদনুগত শ্রুতির আগ্রহে (রভসাৎ) ঘুমন্ত নাদ জাগিয়া উঠিয়া পরমবিস্ময় ভৈরবাদি রাগমূর্ত্তিতে নিজেকে লীলায়িত করেন, তোমাকে ভূরাদি সপ্ত ব্যাহৃতি এবং গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দঃ দ্বারা তাহাই করিতে হইবে। স্বয়ং বিশ্বনাথের ঋত এবং সত্য বিশ্বরূপ যে মহা সঙ্গীত, তোমার আপন জীবনসঙ্গীতটিকেও তারির সমন্বয়েই সাধিতে হইবে। একে বলে মহাসমন্বয়ী ছন্দের সাধনা। স্বভাবের স্ব-ভাবটিকে মিলাইতে হইবে। তারপর দেখ, অশেষবিচিত্রিত (শবল) যে বর্ণালি, তাদের পরস্পর মিলনে (সতি মিলনে) কি হয়? একমাত্র শুভ্র আলোক—এক শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্যোতিঃ (ভাঃ শুক্লৈকা)। তোমার জীবনের এবং বিশ্বভূবনের অশেষ বিচিত্র বর্ণালি বিশিষ্ট ছবিটিকে ঐ পরম শুক্ল জ্যোতিতে না মেলান পর্য্যন্ত তোমার জপের ছুটি নেই। লক্ষ্য তো মিলিল, কিন্তু উপায়? এ সাধনবীণার তন্ত্রীগুলো যে এলাইয়া বেসুরা হইয়া পড়িয়া আছে (অপহত-সুরতন্ত্রী)! মহারাগ আলাপন কিরূপে সম্ভব হইবে? সুরতন্ত্রীর পরিকর্ম্ম (পরিকৃতি)—'সুরে বাঁধা' কর্ম্মটি সযত্নে করিয়া লইতে হইবে। তাতে আয়াসও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তর, ব্যথাবেদনাও প্রচুর। তবু সেটি করিতেই হইবে। জপই তার সাধন। সুরে বাঁধা যন্ত্রে মহাবিস্ময় সুর বাজাইলে। জীবনের পটভূমিকায় অপরূপ মনোহারী ছবিটিও আঁকিলে। কিন্তু, মহাকাশে (খে) যেমন ধারা অপূর্ব্ব বাণী এবং অপরূপ চিত্র দু-ই মিলাইয়া যায়—শুদ্ধ নিরঞ্জন সত্তায় সমস্ত কিছুর অবসান হইয়া যায়—(বাক্‌চিত্রে বিলয়মিতঃ), তোমারও তদ্রূপ হৌক্! (আস্তাং তব তথা)। অর্থাৎ, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ, মহান্ এবং পরম—এই দুইদিক্ দিয়াই ('দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে') তোমার সাধনচরিতার্থতা লাভ হৌক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপসূত্রম্

(২)

সপ্তব্যাহৃতির মূল আকৃতি ও রহস্য ব্যঞ্জনা

সপ্ত ব্যাহৃতির মূল আকৃতি এবং সে সমূহের রহস্য ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অতঃপর আলোচনা হইতেছে। প্রথম ব্যাহৃতির ব্যাখ্যায় আমরা এটা লক্ষ্য করি যে 'ভ'কার 'প'বর্গের চতুর্থ বর্ণ, সুতরাং, মহাপ্রাণ। তৃতীয় বর্ণ 'ব'কারে যেটি অল্পপ্রাণ সেটি 'ভ'কারে মহাপ্রাণতা লাভ করে। জগতের মূল বস্তুটিকে উপাদান অথবা অধিষ্ঠানরূপে দেখিলে সেটিকে বলা যায় চিৎ অথবা চৈতন্য। কিন্তু জগতের সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত সেই উপাদান বা অধিষ্ঠান মাত্র তাহাই থাকিলে চলেনা, সেটিকে আমাদের নিমিত্ত-রূপেও পাইতে অথবা ভাবিতে হয়। মূল উপাদান বস্তুর এবংবিধ নিমিত্তরূপে যে আবির্ভাব, সেটিকে কেবল চিৎ না বলিয়া 'চিৎ-শক্তি' বলাই সঙ্গত। চিৎ-শক্তিরূপে চিৎ কেবল যে প্রকাশমাত্র এমন নহে, পরন্তু সেটি নিজেকে 'অহং' 'ইদং' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ভাবে ঈক্ষণ করিতেও সমর্থ। শুদ্ধ প্রকাশরূপে যে নিত্য-স্ফুটীভাব তার সঙ্গে এবম্প্রকার বিশেষ বিশেষ ঈক্ষণ পূর্ব্বক যে স্ফুটী-ভাব তার বৈলক্ষণ্য মনে রাখিতে হইবে। এইটি মনে না রাখিয়াই কেহ কেহ শ্রুতি এবং অনুভবসিদ্ধ যে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ প্রকাশরূপতা সেটিকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্যের এই যে বিশেষ বিশেষ ঈক্ষণ পূর্ব্বক প্রকাশ সেটিকেও নস্যাৎ করিয়া দিবার উপায় নাই। এই ঈক্ষণটিও শ্রুতি এবং অনুভব উভয়থা সিদ্ধ। নিখিল শব্দ অর্থ এবং প্রত্যয়ের সমষ্টিরূপ এই যে বিশ্ব, ইহার আবির্ভাবের জন্য মূলে কোনও এক নিমিত্তের অপেক্ষা অবশ্যই রহিয়াছে। সেই নিমিত্তটিকে শ্রুতি ঈক্ষণ, কাম, তপঃ, সঙ্কল্প ইত্যাকার কতকগুলি রহস্য শব্দ দ্বারা আমাদিগকে বলিতে চাহিয়াছেন। এই নিমিত্তটিকে আবার অনিমিত্তক নিমিত্ত বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিমিত্তের আবার নিমিত্ত আছে, তার আবার নিমিত্ত আছে, এইভাবে নিমিত্তপরম্পরা কল্পনা করিতে যাইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং মূল উপাদানের এইরূপ নিমিত্তরূপে আবির্ভাব কোন প্রকার নিমিত্তপরম্পরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা বুঝা যায় না। যদি যাইত তবে সেটি মূল হইত না। যদি এটির নাম 'মায়া' দেওয়া হয় তবে সে মায়াকে অবশ্যই অনির্ব্বচনীয়া বলিতে হইবে। যদি 'প্রকৃতি' নাম দেয়া যায় তবে সে প্রকৃতিকে 'অমূলম্ মূলম্' বলিতে হইবে, যদি 'শক্তি' নাম দেওয়া যায় তবে সে শক্তিকে অবশ্যই অচিন্ত্যা শক্তি বলিতে হইবে। বিশ্বব্যবহারে সকল প্রকার লক্ষণ, হেতু, নিমিত্ত ইত্যাদির মূলে যে মহারহস্যটি রহিয়াছে তার নিজের সম্বন্ধে কোনরূপ লক্ষণাদি চালাইতে গেলে চলেনা। যদি চলিত তবে সেটি আর মূল হইত না; তার পিছনেও আবার মূলের সন্ধান চলিত। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয়পাদের গোড়াতেই মায়া এবং মহামায়া সম্বন্ধে সূত্র আছে এবং তাতে বিস্তারিত কারিকাও দেওয়া হইয়াছে। মহামায়া সূত্রের আলোচনা স্থলে আমরা চিৎ এবং চিৎশক্তি এতদুভয়ের সম্পর্কটি বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। দর্শনশাস্ত্ররসিক পাঠক জপসূত্রকারের পূর্ব্বাশ্রমরচিত ইংরাজিভাষায় Mahamaya এবং Vedanta Philosophy নামক গ্রন্থদুটি এতৎপ্রসঙ্গে পড়িয়া দেখিতে পারেন।

মূলের সম্পর্কে প্রাণের স্থান—অবর্ণ

বিশ্ব ব্যাপারে ঈরিতা বা প্রেরয়িতারূপে চিৎশক্তির যে আবির্ভাব সেটি প্রাণ এই আখ্যায় শ্রুতি এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জপসূত্রেও উপোদ্ঘাতে এবং অন্যত্র প্রাণ সেই ভাবেই লক্ষিত হইয়াছেন। চিৎশক্তির প্রাণরূপে বিশ্বব্যাপারে প্রযুক্ত হইলে তার আধার ও অনুক্রমরূপে যে মূল-স্বরবৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেটি হইল সকল স্বরের আদি এবং সকল ব্যঞ্জনের আশ্রয় যে 'অ'কার তাহাই। অর্থাৎ চৈতন্যে অথবা প্রাণে শব্দরূপে স্ফুটীভাবের অনুক্রম এবং আধার এর দুই হইল 'অ' বর্ণ। সঙ্গীতের স্বর সপ্তকের যেমনধারা ষড়্জ বা সা। এজন্য উপোদ্ঘাতে মহাদেবের অঘোরাদি পঞ্চমূর্ত্তির রহস্য নিরূপক শ্লোকে 'অ' বর্ণকে এই বিশ্বরূপ মহাযজ্ঞের 'অগ্নিচিৎ' কিনা অগ্নির চয়নকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অগ্নিচয়ন কর্ম্মটিতেই বিশ্বমহাযজ্ঞের আরম্ভ এবং এই কর্ম্মটি বিশ্বমহাযজ্ঞের আধার। তৎপরে 'অ' বর্ণকে আশ্রয় করিয়া নিখিল স্বরব্যঞ্জনের স্ফুটীভাব বা প্রকাশ হইতে থাকে। এই স্ফুটীভাবের চিত্রে প্রাণকে আমরা যেন ঊর্ম্মিভঙ্গে রূপায়িত হইতে দেখি। কোথাও প্রাণ নিজেকে হ্রস্ব বা স্বল্প করিতেছেন। কোথাও বা আবার নিজেকে দীর্ঘ এবং মহান্ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইতেছেন। কোথাও তিনি অঘোষ, আবার কোথাও তিনি ঘোষবান্। শব্দের এবম্প্রকার অভিব্যক্তির চিত্রে কোন্ স্থানে আমরা প্রাণকে সর্ব্বোত্তম উজ্জিতরূপে দেখিতে পাই? উর্ম্মিরাশি তো উঠিতেছে, পড়িতেছে, কোথাও সেগুলি হ্রস্ব, কোথাও বা সেগুলি দীর্ঘ, আবার কোথাও সেগুলি উচ্চ, আবার কোথাও সেগুলি অনুচ্চ বা অবচ।

মহাপ্রাণবর বা 'প্রাণেশ' 'হ' বর্ণ

এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন্ শব্দাভিব্যক্তিতে পৌছিয়া প্রাণ সামর্থ্যে এবং ছন্দে কাষ্ঠা বা সীমা লাভ করে? সেই শব্দটি হইল মাতৃকাবর্ণমালার যেটি শেষ বর্ণ সেই 'হ' কার। 'অ' কার এবং 'হ' কার এতদুভয়েই কণ্ঠ প্রযত্ন দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ, তথাপি 'হ' কারকেই মুখ্যভাবে মহাপ্রাণ বর্ণ মনে করিতে হইবে। এই জন্য কারিকায় 'হ' কারকে বলা হইয়াছে 'মহাপ্রাণবর'। এই 'হ' কারের অনুগ্রহ না পাইলে কোন বর্ণই যেন মহাপ্রাণ হবার ভাগ্য লাভ করেনা। 'ক' কারাদি পাঁচটি বর্গে যথাক্রমে ঘ, ঝ, ঢ, ধ এবং ভ এই পাঁচটি চতুর্থবর্ণ 'হ' কারের অনুগ্রহভাগী হইয়াছে, সেই কারণে ইহারা মহাপ্রাণ। শক্তির যে মূলবীজ 'হ্রীঁ' এবং যজ্ঞের আহুতি মন্ত্র 'স্বাহা' এতদুভয়ের মধ্যে 'হ' কার কেন্দ্রস্থলে রহিয়া মহাপ্রাণতার যে কাষ্ঠা বা সীমার কথা বলা হইল সেইটির সূচনা করিতেছে। জপাদি যে কর্ম্মেই শক্তির বিশেষভাবে উদ্বোধন আবশ্যক হয়, সেখানেই মহাপ্রাণশ্রেষ্ঠ এই 'হ' বর্ণটিকে আশ্রয় করিতেই হয়। যথা, কুণ্ডলিনীর জাগরণে 'হুং' এই বীজ অথবা 'হংসঃ সোঽহম্' ইত্যাদি।

'অনুগ্রহ' এবং 'ঊর্জ্জঃ'

'ভূঃ' এই শব্দে 'ভ' কার 'প' বর্গের চতুর্থ বর্ণরূপে মহাপ্রাণবর যে 'হ' কার তার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে অনুগ্রহ আবার ঊর্জ্জঃশক্তিরূপে নিজেকে প্রকট না করা পর্য্যন্ত বিশ্ব-মহাযজ্ঞের যেটি সম্ভাবনা বা সূচনা সেটি নিজেকে 'অয়ং' বা 'এই'রূপে দেখাইতে পারেনা। এই ঊর্জ্জঃশক্তিকে আমরা অন্যত্র বারাহী শক্তি বলিয়াছি। যাহা কিছু শুধু সম্ভাবনা অথবা বীজ অথবা সংস্কাররূপে রহিয়াছে, সেটিকে আপন ঊর্দ্ধগশক্তিতে উত্তোলন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ প্রকটরূপতা দিয়া থাকেন এই বারাহীশক্তি। একটা ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশাল মহীরুহের সম্ভাবনা ও সংস্কার অবশ্যই নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সে সম্ভাবনাটি যে কোন্ অতলে ডুবিয়া রহিয়াছে তার পাত্তা মিলিতেছেনা। এই নিমিত্ত সেটিকে একটি ক্ষুদ্র বীজ কণিকারূপেই দেখিতেছি। এই বীজকণিকা এবং তার চরম পরিণতি যে মহামহীরুহ এ দুয়ের মধ্যে অনেকগুলি স্তরের—অবস্থা ও সংস্থার ব্যবধান। কোন এক ঊর্দ্ধগ শক্তি পর পর এই সমস্ত অবরোধক স্তর সরাইয়া বীজশক্তিটিকে তুলিয়া না ধরিলে সেটি যেন নিমজ্জিত, অলসিত, তিরোহিত হইয়াই রহে। বারাহীশক্তি বীজের সত্তা শক্তিটিকে আপন 'দংষ্ট্রা' দ্বারা উত্তোলিত করিয়া সেটিকে পরিপূর্ণ বিকাশের অভিমুখে চালিত করিয়া দেন; বিশ্বের সর্ব্বত্রই এই ব্যাপারটি ঘটিতেছে। জড়, প্রাণ, মন সর্ব্বত্র। জপ বৈখরী ভাবেই আরম্ভ হয়, কিন্তু পশ্যন্তী এবং পরাভূমির জ্যোতিঃ এবং আনন্দরাশিরূপে এবং তদুভয়ের অখণ্ড সামরস্যে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত জপের পরিপূর্ণ সার্থকতা নাই। বর্ত্তমানে যে জপ কতিপয় অক্ষররূপে অথবা একটা কল্পিত অর্থরূপে নিজেকে জানিতেছে, সে জপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিজেকে এক পরমজ্যোতিঃ এবং রসের উপলব্ধিতে সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ জপ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের ঐ বীজ কণিকার মত কেবল একটা 'সচল' সম্ভাবনা বা সংস্কার মাত্রই রহিয়া যাইতেছে। যেটি সচল সেটি আবার অচলের মতোও হয়। জপের বেলাতেও ঊর্জ্জঃশক্তি বা বারাহীশক্তি দ্বারা তার সম্ভাবনাটিকে পরিপূর্ণ বাস্তবরূপে পাইতে হয়। মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান—সেটিকে আমরা আগে 'মধ্যমার সেতু' বা 'সুড়ঙ্গ' বলিয়াছি।

ঊর্জ্জঃশক্তির পথে সেতু ও গ্রন্থি

সেতু পার হইয়া পশ্যন্তীর সীমানায় পৌঁছিলেই ছুটি নাই। সেখানেও কতকগুলি অবরোধক স্তর (Veiling and faulting strata) ঠেলিয়া পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। কেননা পশ্যন্তীর প্রথম সোপানগুলিতে সাধকের আপন কল্পনা বা অন্যবিধ সংস্কারের জের কিছু কিছু রহিয়া যায়, সুতরাং যে দর্শন শ্রবণাদি তার হইতে থাকে, সেগুলিকে ঠিক যথার্থ এবং পরিপূর্ণ সত্য অনুভূতি মনে করা নিরাপদ্ নহে। পশ্যন্তী গ্রামে উঠিয়াও সাতটি পরদা বা সোপানে আমায় খাঁটি ঋত-সত্য ছন্দে আরূঢ় হইতে হয়। সৎ ও চিৎ বস্তুর জগদ্রূপে আবীরূপ এবং রাত্রিরূপের কথা আলোচিত হইয়াছে! আবীরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব কিছুই অস্তি ও ভাতি, এমন কি নাস্তি ও 'অস্তি' এবং অভান বা অজ্ঞানও ভান বা ভাতি। কিন্তু রাত্রিরূপে সৎ ও চিৎ সদসৎ ও চিদচিৎ এই যুগ্ম ও মিশ্ররূপ ধরিয়াছে। জগৎপ্রত্যয় তাই ব্যক্তাব্যক্ত এবং চিজ্জড় এই দ্বৈধরূপে প্রত্যয়। আর 'প্রিয়ং' বা আনন্দ তো প্রায়শঃ অস্মদাদির পরিচয়ে অবগুণ্ঠিত। অন্তর্বহিঃ বিশ্বে কোথাও কদাচিৎ এক এক টুকরা সুরে ও ছন্দে, এক ঝলক ভাবে ও ব্যঞ্জনায়, সেই মধুমত্তমের একটুখানি—'পরশ', একটা 'ছোঁয়াচ' অথবা 'দোলা' যেন মিলে! যে আত্মা 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ'—সেই আত্মাও নিরতিশয় সুখরূপে নয়, পরন্তু নিরতিশয় দুঃখরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, নৈরাত্ম্যীকরণ এবং তৎসাধন নির্ব্বাণই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপেও ভাবিত হইয়াছে। যদ্দ্বারা আনন্দের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়, সেটিকে এই গ্রন্থে 'মধুচ্ছন্দঃ' বলা হইয়াছে। বেদে মধুমতী ঋক্ উল্লসিত বিলসিত আনন্দবস্তুর এই মধুচ্ছন্দঃ টির অপূর্ব্ব রূপায়ণ করিয়াছেন।

তত্ত্ববস্তু—চরম সেতুর পারে ও এ-পারে

যে সচ্চিদানন্দ সাক্ষাদপরোক্ষ রূপ, তার এবম্বিধ অসাক্ষাৎ পরোক্ষ ভাবটি (পূর্ব্বোক্তভাবে) আসিল যে নিমিত্তকে পুরোভাগে রাখিয়া—যে নিমিত্তের পুরস্কারে সাক্ষাদপরোক্ষ 'অন্তিকতম' বস্তুটিও যেন দূরতম, 'তিরস্কৃতমিব' হইলেন, অস্মদাদির প্রত্যয়ে সে নিমিত্তটিকে কেহ কোনও দিন তো বুঝিলনা! 'কুতইয়ং বিসৃষ্টিঃ' বলিয়া সেটিকে চিরদিনই চিরনিরুত্তর প্রশ্নের বস্তু করিয়াই রাখিল! আর, 'অসৎ' এবং 'অচিৎ' রূপেও সেই মূলবস্তু চিরদিনই এক অতি দুরবগাহ অগাধ রহস্য হইয়াছেন। সে মহারহস্যটি সর্ব্ববিশেষণগ্রাসি 'গম্ভীরাম্ভঃ' রাশির সঙ্গেও তুলনা করিতে যাইয়াও যেন মানবের গভীরতম রহস্যানুভূতিটিও কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে। বিশ্বে এই 'গুহাহিত,' 'গহ্বরেষ্ঠ' ভাবটি আসিল কি প্রকারে? বিশ্বের সত্তা (আপন আকৃতি, শক্তি এবং ছন্দে) সকল অতলদিশারীর হার-মানা এক 'অতলের তলে' এমন করিয়া লুকাইতে গেলেন কেন? একটা জড়রেণু, একটা বীজ, মনের একটা ইচ্ছা বা ভাব বা বেদন পরীক্ষা করিয়া দেখ। কত না কি যেন এক বিপুলকে লুকাইয়া নিজেকে এতটুকু, একরত্তি করিয়া দেখাইতেছে সেটি! মাতৃজঠরে এতটুকু এক ক্ষুদ্র জীবকোষে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী! একটা এটমে এক মহাশক্তি-ঘনরূপে সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ড!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইটি মহাশ্চর্য্য পারোক্ষ্য রূপ, অল্পের মধ্যে ভূমার 'গূঢ়বাধনম্'। এই অজানার পারোক্ষ্য, এই অপরিচয়ের গম্ভীরবাধতা এবং নিগূঢ়রূপতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিশ্বে সর্ব্বত্র এক প্রয়াসও বিদ্যমান। কেননা স্বভাব ও স্বরূপ 'ঋণী' (negative) হইলেই তাকে স্বভাবেই সে ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। তাকে positiveএ ফিরিয়া আসিতে হয়। ক্রিয়া মাত্রেই তাই তুল্যবল প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। বস্তু মাত্রেই স্থিতি-স্থাপকতা, elasticity. অধ্যাত্ম সাধনে এই নৈসর্গিক প্রয়াসটি বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ সহকারে সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হয়। স্থূল যান্ত্রিক আয়াসবহুল জপকেও সেই কর্ম্মটি করিতে হয়। অর্থাৎ, যেটি গোড়ায় negative এবং sub-potential মাত্র, সেটিকে reverse করিয়া উত্তরোত্তর positive, high-potential ও kinetic করিতে হয়। যেটি sub-potential সেটির high-potential করণই 'কুণ্ডলিনীর' জাগৃতি। সর্ব্বক্ষেত্রেই। 'ই' এবং 'উ' বর্ণদ্বয় এই কর্ম্মে সাধিষ্ঠ।

প্রথম ব্যাহৃতি—'ভূঃ'
এর মূল শক্তি-আকৃতি এবং ব্যঞ্জনাকৃতি

এখন, সৃষ্টির সর্ব্বত্র, এবং অধ্যাত্ম সাধনে বিশেষ ভাবে, যেটি—যে 'সমর্থসহগটি' (potent co-efficient) ঐ বিপরীত করণটি (reversing) করিয়া গূঢ়, পরোক্ষ, বাধিত negative ও sub-potential (অপিহিত ও অভিভূত) 'গ্রাম' সমূহকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া দেয়; শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের অধোগ মগ্ন, স্তব্ধ বৃত্তিকে উর্দ্ধগ অভিব্যক্ত, ভাসমান করিয়া তোলে, সেইটিকে জানিবে প্রথম ব্যাহৃতি 'ভূঃ'। Potential fieldএর অতল গভীরতা থেকে এই উর্জ্জঃশক্তি শব্দার্থাদিকে 'অয়ং' বা 'এই যে' রূপে গোচরতায় হাজির করিয়া দেয়। সব কিছুই এই প্রথম ব্যাহৃতির অনুগ্রহে নেপথ্যের যত অন্তরাল সে সব ঠেলিয়া প্রেক্ষামঞ্চের পাদদীপমালার ছটায় আসিয়া উপনীত হইতেছে; সব কিছু potential kinetic হইতেছে; নিমজ্জিত উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে, অলসিত উল্লসিত হইতেছে। গোচরতা—"এই যে"—রূপে আবেদনের নিমিত্ত যে requisite energy level (উপযুক্ত শক্তিমান) সেটি লাভ করিতেছে যে ব্যাহৃতি দ্বারা, সেটি 'ভূঃ' বলিয়া জান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাহৃতির ত্রিমাত্রায়—'ভ', 'উ' এবং 'র্'—বিশ্লেষণে রহস্য

সুতরাং 'ভূঃ' কে বিশ্লেষণ করিয়া যে তিনটি কলা (elements) পাইলাম, তাদের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত আকৃতিটি (pattern) দেওয়া থাকা আবশ্যক। ভ কার, উ কার, এবং র কার। মহাপ্রাণবর 'হ' কার দ্বারা উচ্ছ্বূন (surcharged) যে 'ব' কার বীজ বা সংস্কার বা সম্ভাবনা মাত্র—(sub-potential), সেটি উর্জ্জঃশক্তি (উকার) দ্বারা উর্দ্ধগা বা লম্বগা হইতেছে। শুধু তাই নয়। সে লম্বগা বৃত্তি মূর্দ্ধগা হইয়া (apex reach করিয়া) কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে 'র'কারে। 'র'কার অগ্নি, তেজঃ অথবা ভর্গঃ। এইখানে পৌছিয়া লম্বগাবৃত্তি (vertical ascent) পারোক্ষ্য ও নিগূঢ়তার পাশটি দগ্ধ করিয়া নিজেকে 'অয়ং'—'এই যে আমি বিদ্যমান' রূপে দেখাইতেছে। বীজ বলিতেছে—এই দেখ আমি পাদপ ; অভ্যারোহী জপ বলিতেছে—এই যে আমি সত্য, আমি জ্যোতিঃ, আমি অমৃত! 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' রূপ আদিম আহুতির ইহাই পরম ফল জানিবে।

সকল সৃষ্টির প্রসবব্যথায় এই আদিম ব্যাহৃতি ধাত্রী

সৃষ্টির যেখানে যত গভীর প্রসব ব্যথা সেটি ভূঃ এই আদিম ব্যাহৃতিকে ধাত্রীরূপে পাইয়াই প্রত্যক্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসিয়া 'ভূমিষ্ঠ' হয়। যেখানে যত প্রকাশকুণ্ঠ মূকবেদনা সেটি কুণ্ঠাহীন এই আদিম ভাষা-দিশারী ব্যাহৃতি সহায় করিয়াই বাণী, সুরে ও ছন্দে মুখর হইয়া উঠে। 'অয়ং' বা 'এই যে' রূপে প্রকাশের প্রেক্ষালোকে রহিয়া কে বুঝিবে সুদূরের সেই শুধু সম্ভাবনা-লেশটিকে কত না গম্ভীরবাধতার পাষাণস্তর-পরম্পরা ঠেলিয়া বাস্তবের সজাগ আলোয়, জীবন্ত বাতাসে আসিতে হইয়াছে। নদী যখন তার তল আর তট হারাইয়া নদীনাথে আসিয়া মহোচ্ছ্বাসে মিলিত হয়, তখন কারই বা মনে পড়ে নিভৃত তুঙ্গ-গিরি-কন্দর-কারায় তার তুষার নির্ঝরের মৃদুল মঞ্জুল সচকিত স্বপ্ন-ভঙ্গটি! ইহাই না কংস কারাগারে মাহ ভাদরে সংগোপনে স্বয়ং ব্রজ-সুন্দরের সেই শাশ্বত জনমলাভ কাহিনী, যে কাহিনী ঐ নিভৃতবল্লরীবৃন্তের নগণ্য পুষ্পকলিকাটিও এই ফুটি ফুটি করিয়া সরমে শুনাইয়া গেল! তাই এই আদিম ব্যাহৃতিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ ও বর্ণ 'রসায়ন' (Chemistry of Pranic and Somatic Function)

অন্তঃ এবং বহিঃ প্রকৃতিতে মগ্ন স্তব্ধভাব (potential, subpotential) সূচনা করার জন্য 'আধমর্ণ্য', আর ব্যক্ত, উদারভাব (kinetic) সূচনা করার নিমিত্ত 'ঔত্তমর্ণ্য' এই দুই পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হউক, এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণের আদিতে যেটি অবর্ণ, সেটি পরের শব্দের 'ঔ' বর্ণে রূপিত হইতেছে যে বর্ণ দ্বারা, সেটি হইল 'ও' বর্ণ। আবার অ+উ=ও। অর্থাৎ একটি থেকে অপরটি হইতে গেলে দুইটি পর্ব্বে বা ধাপে উদ্‌বর্ত্তন (uplifting) হওয়া আবশ্যক। 'অ' 'উ' সহযোগে 'ও' হইতেছে। আবার অবর্ণ সেই উদ্ভূত 'ও' সহকারে 'ঔ' হইতেছে। প্রথমতঃ, মগ্ন বা স্তব্ধতার নিজের মধ্যেই একটা প্রকাশ বিকাশের সম্বেগ (urge বা elan) দেখা দেওয়া চাই। এইটিকে আমরা মহাপ্রাণবর হকারের অনুগ্রহরূপে পাইয়াছি 'ভ'কারের বিশ্লেষণে। এইটি স্বগতোদ্‌গম-প্রবণতা—spontaneous Upsurging or Swelling. উচ্ছূনতা নামটিও দেওয়া হইয়াছে। বহির্বিশ্বে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থে এই সম্বেগটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনায় এটি আগ্রহ, আকুতি, আত্মকৃপা ইত্যাদি। এটি যে অহেতুক অথবা আকস্মিক নয়, তা মনে করার হেতু আছে। কিন্তু হেতুটি যাহাই হউক, সেটি কাজ করিতেছে নেপথ্যে মগ্নের মাঝে থাকিয়াই। শুভ প্রারব্ধ ইত্যাদি নাম দিলেও আকস্মিকের আকারে প্রায়শঃ দেখা দিয়া থাকে। পূর্ণজ্ঞানের যেটি আকৃতিলেখ বা চিত্রপট, তাতে আকস্মিক যদি বা 'নস্যাৎ' হইয়াও যায়, তথাপি অস্মদাদির বিবর্দ্ধিষু জ্ঞানে (progressive apprehension এবং appreciation এ) আকস্মিকটি নিরূপিতের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়াই চলিয়াছে মনে হয়। বরং বিশ্বটা গোড়ার দিকে Statistical Universe হবার দিকেই ঝুঁকিতেছে, এও মনে হয়। মগ্নের ভিতর নেপথ্যে যোগ্যতার জোরেই হউক, আর লটারি খেলিয়াই হউক, ঐ স্বগত সম্বেগটির ঋতছন্দঃটিও প্রকট হইতে থাকে। অর্থাৎ, প্রণবাক্ষরত্রয়ের 'অ' ও 'উ' মিলিয়া 'ও' হইয়া থাকেন। বর্ণদ্বয়ের সমর্থ সন্ধি ও 'রসায়ন' ঘটায় ঋতচ্ছন্দঃ। এই মিলনটি যে সব কিছুতেই অত্যাবশ্যক তা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত 'রসায়ন'টি ঋতানুগ অথবা 'ঋতায়ন' হইবে কিরূপে ?

গণিতের ভাষায় এইটি Differentiation. এর দ্বারা সব কিছুই নেপথ্যে (যেভাবেই হউক) তার আপন true rate of variation or change (ঋতায়ন) ঠিক করিয়া লয়। ব্যাজ ও বিঘ্ননিমিত্ত ব্যাস-বিষমতার মধ্য হইতে এর ফলে ঋতচ্ছন্দের অভ্যুত্থান হয়। শক্তি বা Energy আগেকার বিজ্ঞানে (অর্থাৎ গ্যালিলিও নিউটনের প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানে) একটা যৌগিক সামগ্রী (derived function) ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এটি মৌলিকের (Primaryর) স্থান পাইয়াছে। আগে Energy ছিল mass, space and timeএর সম্পাত সম্ভূত সামগ্রী। ঐ তিনটিকে আবার গতি নিরপেক্ষ (independent of motion or observer, independent of any conventional frame of reference) নির্ব্যূঢ়ভাবে (as absolute) ভাবনা করার বাতিকও ছিল সে যুগে। বর্ত্তমানে সে বাতিক প্রায় বাতিল হইয়াছে। Mass and Energy এক নির্দ্দিষ্ট সমীকরণ দ্বারা অন্বিতও হইয়াছে। সুতরাং, একের অন্যরূপ বিবর্ত্তিত বা পরিণত হবার বাধা নাই। বস্তুতঃ হইতেছেও।

Energy ও Mass : এ দুয়ের সম্পর্কে 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' কি ভাবে আধার

শুধু কি হিলিয়াম এটমের সংগঠনে কিছুটা ঐরূপ বিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে ? Mass আপনাকে যৎকালে radiant energy বা quantaরূপে দেখাইল তখন ঐ ব্যাপারের মূল আকৃতিটি আমরা পাই 'ভূঃ'—এই ব্যাহৃতিতে। পুনশ্চ quanta যৎকালে নিজেকে materialize করিল, আপনাকে mass রূপে দেখাইল, তখন পাই 'স্বঃ' এই ব্যাহৃতিকে। এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান তো আছে। সেই ব্যবধানের নিরূপক হয় 'ভুবঃ'। বলা বাহুল্য, উভয়স্থলেই গতি এবং স্থিতির যেটি ঋতচ্ছন্দঃ ও সত্যচ্ছন্দঃ সেটির অভ্যুত্থানের (emergenceএর) অপেক্ষা রহিয়াছে। গতির জানা দরকার ঠিক কি রীতিতে আমি চলিব, আর স্থিতিরও জানা দরকার ঠিক কি রূপে বা ভঙ্গীতে আমি থাকিব। গতি, স্থিতি এবং এতদুভয়ের নিরূপক ছন্দঃ (law or

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

equation) এই তিনকে একসঙ্গে দেখিলে বলা যায় 'আকৃতি' (pattern)। এটি পরে জপসূত্রে বিশেষ সূত্র দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

স্থিতিরূপ ও গতিরূপ এবং উভয়ের নিয়ামক সূত্র— ব্যাহৃতিত্রয়ের ভাষায়

ধর, স্থিতিরূপে (as rest) যে বস্তুমান (mass) তাকে যদি বলা যায় m_0 এবং গতিরূপে যদি সেটি হয় m, তবে এ দুয়ের সম্বন্ধ নিরূপক একটি সূত্র কিছুদিন আগেই Einsteinএর কাছ থেকে আমরা পাইয়াছি। আগেকার বিজ্ঞানের ব্যক্ত শক্তির আকৃতি (formula) আজকালকার এই নূতন সূত্রের এক সঙ্কীর্ণ সংস্করণ মাত্র। যদি আপাততঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া লই যে m_0 কে বলিব 'স্বঃ' আর m কে বলিব 'ভূঃ', তবে এ দুয়ের সম্বন্ধ ঘটক সূত্রটিকে (equationটিকে) বলিতে হয় 'ভুবঃ'। প্রকারান্তরে, 'ভূঃ'কে যদি বলা হয় 'আকৃতি', তবে 'স্বঃ' কে বলা যায় 'প্রকৃতি' এবং 'ভুবঃ' কে 'প্রত্যয়'। এগুলি পরে আলোচ্য।

শক্তির দিঙ্‌মান (directedness) স্বীকারে 'ভূঃ' এবং 'স্বঃ', অস্বীকারে 'ভুবঃ'

বলা বাহুল্য, এই 'ভুবঃ'টি কেবলমাত্র (abstract) ব্যবধান নয়। 'এটা' আর 'ওটা' এ দুয়ের প্রমিতিভেদমাত্র (logical or apprehensional distinction) নয়। ইহা উভয়ের আকৃতি নিরূপক একটা মাধ্যমিক সূত্র, সংস্থা বা সেতু; ইহা প্রমেয়গত ভেদ—intrinsic relation. 'শক্তি' শব্দ মৌলিক অর্থে লইলে এই সেতুও হইতেছে সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া নিরূপক শক্তি বিশেষ (a dynamic interval or 'nexus')। 'এটা' অথবা 'ওটা' (অয়ং বা অসৌ) রূপে শক্তি নিজেকে যেন দিঙ্‌মান বিশিষ্ট (vector) করিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু সেতুরূপে সেটি দিঙ্‌মান স্বীকার করে নাই (অর্থাৎ scalar)। ভুবঃ—মধ্যস্থ, উদাসীন। একথাগুলিও পরে অপেক্ষাকৃত বিশদ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেঘোদয়ের দৃষ্টান্ত

বেশ নির্ম্মল আকাশ। হঠাৎ তাতে এক টুকরা মেঘ দেখা দিল। ঝড়ও হইতে লাগিল। বৃষ্টি কি হবে, না হবেনা? মেঘখণ্ড ছিল নেপথ্যে অদৃশ্য জলীয় বাষ্পাকারে। 'এই' হ'য়ে দেখা দিতে, তাকে একটা গতির এবং পরিণতির ঋতচ্ছন্দঃ মানতেই হ'য়েছে। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পের রেণুগুলি আকাশে ঐ স্থানবিশেষে জমাট হইয়া মেঘরূপে দৃশ্য হইল তাদের গতি এবং পরিণতির একটা 'খোলা রাস্তা' পাইয়াই, যে রাস্তাটি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধই ছিল। মেঘ এতক্ষণ তাই নেপথ্যেই ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে খোলারাস্তা পাইতে গেলে ব্যাজ এবং বিঘ্ন (unharmonic curvature, unharmonic configuration)—বৈরূপ্য এবং বৈগুণ্য এ দুটিকে সরাইতেই হয়। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার সমর্থ ক্রিয়া (তন্ত্র) এবং অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এই দুইটি বাধা বিদ্যমান। ঋতচ্ছন্দঃ মানে বাধা সরাইয়া সোজা খোলা রাস্তাটি মিলানো। বৈরূপ্য এবং বৈগুণ্যেরও নিজ নিজ ছন্দঃ (law) আছে। বৈরূপ্যের ছন্দঃটি বলিতেছে 'অদৃশ্য হ'য়ে নেপথ্যেই আছ, বেশ তাই থাক না কেন? কাজ কি মর্ত্ত্যলোকের নজরে প'ড়ে!" বৈগুণ্য বলে—"জমাট যদিই বা হবে, কাজ কি অমন ঘেঁষা-ঘেঁষি ক'রে। অসীম নীলিমার ময়দান, ছুটে বেড়াও না কেন? নীচে যাও, ওপরে ওঠ। জলের কণাটি হ'য়ে দানা বাঁধতে তোমাদের কয় মিলিয়ানকে দানার শেকল পায়ে পরে পঙ্গু হ'তে হবে তা জান? তার চাইতে Clausius, Maxwellএর Kinetic theory of gasesএর এলাকায় ছুটাছুটি, ধাক্কাধুক্কি করাই কি সুবিধের নয় বাপু?' ছন্দের ভাষা চলতি কথায় তরজমা করিয়া করিয়া দিতেছি। সে ভাষা কিন্তু আসলে গণিতের বড় বড় সমীকরণের বাঁধা বোল। আগেকার হিসাবে মলিকিউল পর্য্যন্ত 'পার্টিকল'কে লইলেই একরূপ কাজ চলিত। কিন্তু বর্ত্তমানে? যাই হোক্, ব্যাজ ও বিঘ্নের কথা শুনিতে গেলে মেঘই যে হয়না! মেঘ হবার পক্ষে এ ছন্দঃ অরিচ্ছন্দঃ। কিন্তু অনুকূল ছন্দঃও দেখা দেয়। তার ভাষাটাও গাণিতিক! চাপ এবং শৈত্য, এক কথায় Thermodynamicsএর এক বিরাট্ পর্ব্ব, এই জীমূত যজ্ঞে বিদগ্ধ কুশল উপোদ্‌ঘাত হইতে চায়। বাষ্পের ঘনীভাব (condensation) সহজে কি হয়? অতি বালখিল্য এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলবিন্দু, কিন্তু তার উদ্‌ভবে—'জন্মে'ও বিরাট্ পর্ব্ব, মরণে, 'শ্রাদ্ধে' তো বটেই! একটি জলকণাও বলে আমি মূলের সঙ্গে মিল রাখিয়াই জন্মিব অর্থাৎ, আমারও দস্তুর-মত নাভি, অর এবং নেমির ব্যবস্থা রহিবে। একটা নাভি (nucleus) জুটাইয়া দাও, তবে দানা বাঁধিব, নচেৎ, কদাপি নহে। সুতরাং অভীষ্ট মেঘোদয় ও বারিবর্ষণের পক্ষে অনৃতায়নের স্থলে ঠিক ঋতায়নটি মেলা চাই।

ঠিক অভীষ্ট ঋতায়নটি হইতে গেলে অরিচ্ছন্দঃ ও মিত্রচ্ছন্দের মধ্যে অব্যবস্থা অবাঞ্ছনীয়

অরিচ্ছন্দঃ এবং মিত্রচ্ছন্দের মাঝে অব্যবস্থা (stalemate) থাকিলে তো চলিবেনা। মূলে সব যদি স্পন্দেরি ব্যাপার হয়, তবে সে স্পন্দকে একটা সুব্যবস্থিত রীতিতে বা আকৃতিতে আসিতেই হইবে, যদি আমাকে প্রথমে মেঘোদয়টি পাইতেই হয়, আর সে মেঘকেও ঘনীভূত করিয়া অভীষ্টবারি-বর্ষণটিও পাইতে হয়। আগে যজ্ঞের মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা এই পর্জ্জন্য সৃষ্টি ঘটানর প্রয়াস হইত শোনা যায়। এখন ভূত-বিজ্ঞানের যন্ত্র-তন্ত্র সাহায্যেও সেটি ঘটিতে পারে অথবা পারিবে। প্রকৃতিতে স্বভাবতঃই ঘটিতেছে। ঐ এক মূল-হেতুটিকে আশ্রয় করিয়াই ঘটিতেছে, স্পন্দ-সমূহকে মিত্র-ছন্দে অন্বিত করিয়া। অন্বয়ের ফলে ব্যাজ-বিঘ্ন দূর হইয়া ঠিক ঠিক খোলা রাস্তাটি মিলিলে ক্রিয়া সমর্থ (তন্ত্র) হইল এবং সিদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হইল।

পুনশ্চ, গতিবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত লইয়া অভীষ্ট ঋতায়ন বুঝা যায়

ধর 'ক' হইতে চায় 'খ'। কিন্তু 'ক' 'গ' এবং 'খ' এই দুয়ের বিরোধী টানে পড়িয়াছে। যদি 'গ' ও 'খ' এর কৌণিক অবস্থিতি এবং পরস্পরের অনুপাতটি এমন হয় যে, একটা সমান্তরিক ক্ষেত্রের ঠিক কর্ণটি ধরিয়াই "(ক)" আপন অভীষ্ট 'খ' এ যাইতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে কার্য্যকর ঋতচ্ছন্দঃটি মিলিয়াছে বলিতে হইবে। অন্যথা হইলে মিলে নাই। এখান হইতে একটা রকেট্ একশ মাইল দূরে কোনও লক্ষ্যে ফেলিব। রকেট একটা parabolaর আকৃতিতে ছুটিতে চায়। এটি অবশ্য তার নৈসর্গিক ঋতচ্ছন্দঃ। কিন্তু কার্য্যতঃ সমস্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়ায় এই—আমার যেটি লক্ষ্য (target), তদনুকূলে, অর্থাৎ, তদ্‌বেধসমর্থ ঐ ঋতচ্ছন্দঃটি কি রূপে মিলাইব ? তন্নিমিত্ত পদার্থ বিজ্ঞান ও গতি বিজ্ঞানের অপরাপর সূত্রের সহায়তা পাইতে হয়। সে সূত্র সমূহের কতকগুলি বর্ত্তমান-স্থলে আমার সপক্ষে, অপর কতকগুলি বিপক্ষে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়া রকেট্‌টি যাইবে, সুতরাং, রকেটের গতিবর্ত্মে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলের ঘনতা এবং বেগ অবশ্যই হিসাবে ধরিতে হইবে। পৃথিবীর অক্ষে আবর্ত্তন ইত্যাদি অনেক কিছুই। সাধারণ রকেটের পরিবর্ত্তে আলোক, তাড়িতরশ্মি রকেট রূপে কল্পিত অথবা ব্যবহৃত (যথা, সেই প্রসিদ্ধ মর্লি নিকল্‌সন পরীক্ষায়) হইলেও সেই ঈথার স্বীকারের যুগে দেখিতে হইত 'ঈথারের' বাধা (drag) নিবন্ধন উক্ত রকেটের গতাগতিতে যৎকিঞ্চিৎ বৈষম্য লক্ষিত হইল কিনা। অধ্যাত্ম সাধনের পরীক্ষা স্থলেও এই যুক্তি।

(৩)

অধিভূত অধ্যাত্মাদি সর্ব্ববিধ সাধনেই অভীষ্ট ঋতায়নের নিমিত্ত ছন্দঃ কে অনুকূলতায় পাবার ক্রম।—প্রথমে পরিণয়ী

[অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে ছন্দের উত্তরোত্তর পাঁচটি পর্ব্বের আলোচনা আরব্ধ হইতেছে]

ঋতচ্ছন্দের পরাকাষ্ঠায় 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এই 'উরুক্রম'টি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, এই উরুক্রমে পাঁচটি ক্রম বা পর্ব্ব। প্রথমতঃ, ঋতচ্ছন্দের যে রূপটি আবশ্যক হয়, তাকে বলা যায় পরিণয়ী ছন্দঃ। যেমন, পূর্ব্বোক্ত এক দৃষ্টান্তে—'গ' 'ঘ' এই দুই বিরোধী গতি-সংস্কারের পরিণয়ে (composition-এ) 'ক' এর মিলিয়া গেল তার অভীষ্ট 'খ' তে যাইবার এক নির্দ্দিষ্ট ঋজুপন্থাঃ (ঋতায়ন) (diagonal of the parallelogram)। এইভাবে সাধকের মধ্যে পরাগ্‌বৃত্তি এবং প্রত্যগ্‌বৃত্তি, ঐ দুইয়ের পরিণয়টি আদৌ সাধিত হওয়া আবশ্যক। বৈখরী জপেও (হ্রীঁ, ক্রীঁ ইত্যাদি বীজাশ্রয়ে) বীজের অগ্নি বা তৈজস মাত্রা-('র') এবং সোম মাত্রা-(ঁ) এ দুয়ের পরিণয়টি হওয়া চাই। নতুবা, অনুপাতবৈষম্যে ব্যাজবিঘ্নের অনভীপ্সিত লক্ষণগুলি দেখা দিয়া অনৃতায়ন ঘটিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয়—অন্বয়ী।—শ্রদ্ধা ও শ্রদ্দধানতা।—বিরোধ ও বিরুদ্ধানতার অভিভব.

তারপর অন্বয়ী ছন্দঃ হইল দ্বিতীয় রূপ। পূর্ব্বোক্ত পরিণয়ের সৌষ্ঠবে (harmony ধারা) এই রূপটি মিলিয়া থাকে। তখন পূর্ব্বোক্ত 'গ' 'ঘ' এর দ্বন্দ্বভাব (mutual repugnance) আর নাই, অথবা থাকিলেও সেটি মগ্ন ও নিয়ন্ত্রিত। অধ্যাত্ম সাধনের ক্ষেত্রে এই সৌষ্ঠব এবং তজ্জন্য ঋতান্বয়টি আসিলে, সমগ্র সাধনযন্ত্রের যে একতানতা লক্ষিত হয়, তাকে বলে **শ্রদ্ধা**। বাহিরের ব্যাপারেও এটি accordance factor. মূলতঃ এটি স্পন্দগত; অর্থাৎ 'ক' এবং 'খ' এর মৌলিক স্পন্দগত অনুপাতসৌষ্ঠব। এই সৌষ্ঠব প্রায়শঃ ভগ্নাংশাদি বর্জ্জন করে। জপের এটি হইল লক্ষ্য এবং সমর্থ জপের এটি হইল ফল। দু'য়ের মধ্যে 'খ' কে (ধর, গুরু-শক্তিকে) যদি আদর্শ (Standard) মনে করা যায়, তবে সে আদর্শের বা আকৃতির 'ছন্দোগ' হওয়াই এই মৌলিক শ্রদ্ধার সাধন।

তৃতীয়—সমন্বয়ী। 'আত্মবৈর'—Inner discord and contradiction—নিরসন

তারপর তৃতীয় সমন্বয়ী ছন্দঃ। এইটি দ্বারা শ্রদ্ধার পূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে। ধর—বৈখরীজপে যেমনভাবে শ্রীগুরু কোনও ধ্বনি (যথা প্রণব) আমায় শোনাইলেন, আমি সেই ভাবে সেটি সাধিতে লাগিলাম। গানে যেমন স্বর, বাজনায় যেমন বোল। অনুপাত সৌষ্ঠবে আসিলে আমার উচ্চারিত ধ্বনিটি 'অন্বয়ী' (congruent) হইল। তখন, ধ্বনি-সম্বন্ধিনী যে শ্রদ্ধা (accordance) সেটি হইল—বলা যায়। কিন্তু একা ধ্বনিই ত' শেষ নয়। আমার সমগ্র যন্ত্রে (কোষপঞ্চকে) সেই শ্রদ্দধানতা (attuning) টি পরিব্যাপ্ত হওয়া চাই। (একদেশী, গণ্ডীগর্ভ, বিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন অন্বয়ে কাজ আগাইবে না।) ফলে, অন্তরতম ভাবের ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া যাওয়া চাই; অন্তিকতম জ্যোতির্ধামের আলোর ঝরণাধারায় আমার নিত্য অবগাহনটি হওয়া চাই। আমার সমগ্র সত্তাটিই এইবার ঐক্যতান যুক্ত হইয়াছে। অন্বয়ী পর্ব্বে যুঞ্জান, সমন্বয়ীতে যুক্ত। এতে আসিয়া আমার মৎসম্বন্ধিনী কুণ্ঠা বিদূরিত হইল। I need no longer be afraid of myself। নিজের মধ্যে এই সমন্বয়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋতচ্ছন্দঃটি না মেলা পর্য্যন্ত নিজের সম্বন্ধে ভয় কাটেনা। ততক্ষণ 'আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' এই স্বয়ং ভগবৎ প্রদর্শিত আত্মবৈর সম্ভাবনাটি বিদ্যমান থাকে। ততক্ষণ সাধকের কত সাধের, কত সাধনের সুধাসিন্ধু মধ্যেও কোন্ এক বৈরি-জিহ্বার ভয়াল সর্ব্বনাশী বিস্তার সময় সময় প্রকটিত হইতে দেখা যায়। অবগুণ অবচেতনা বা lower vital প্রভৃতির দৌরাত্ম্য। যে যন্ত্রে বাজাইব তার নীচের গোড়ার পরদাগুলোই 'সুরে' বাঁধা নাই, হয়তো অসুরেই বাঁধা। কাজেই সেখানে দৈবাৎ অতর্কিত পরশটি লাগিল কি, বিবাদী বেয়াড়া সুরের উপদ্রবী বিদ্রাবী 'ঝনৎকার'! সে উপদ্রবী ঝনৎকারে সুরের দরদী মরমী ঝঙ্কারটি মাটি হবার উপক্রম হয়। অনুভূতি ও আস্বাদের অন্তঃপুরে গিয়েই কি আমি নিশ্চিন্ত! সেখানেও তো অজানা আঁধার চোরাকুঠুরীর অভাব নেই! আত্মার বিরাম ও আরামের আস্তরণ তলেও যত সব গোপন মাইন পাতা! ফিউজগুলোরও অতিগোপন, অতিকুটিল সঞ্চার! তাই সতর্ক স্থির সাধককে দেখিতে হয়, তার আসনের তলটিতেই কাল সাপের গর্ত্ত নেই তো! তাই বীর সাধককে দেখিতে হয় তার আপন দুর্গেই ছদ্মশত্রু সুড়ঙ্গ কাটে নাই তো! তাই, আবার ধীর সাধককে দেখিতে হয় তার অমন নিরালা ধ্যানকুটীটি আসলে জতুগৃহ নয় তো.! ভয় 'ভোল' ফিরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলেই যে! এই প্রসঙ্গে কারিকার এই শ্লোকটি জপ ভাবনা করিও—

যদি বিলমধিশেতে ব্যাল আশঙ্কসেঽত্র
কতি কিতবচরা বা বৈরিণোঽমুত্র সন্তি।
জতুগৃহমিবগেহং মন্যসে বাপি তর্হি
জপ সপদি নবার্ণৈ র্বৈরিজিহ্বাং দধানাম্ ॥১০

মহাবীজ সম্পুট দ্বারা সমন্বয়ী ছন্দঃ প্রকটন এবং পুরত্রয়ে মহাত্রাসমূল উৎপাটন

সুধাব্ধির মধ্য হইতেও গুপ্ত-বৈরী যৎকালে তার জিহ্বা বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন ধৃত-মুদ্গর-বৈরি-জিহ্বাং অপরূপা কান্তভীমা মাতৃ-মূর্ত্তিটি ধ্যান করিবে এবং প্রসিদ্ধ নবাক্ষর মন্ত্রটি জপ করিবে। ঐ সঙ্গে যে তিনটি মহাবীজ (ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ) এক বিশেষ ভঙ্গীতে দেওয়া আছে তারা যথা-ক্রমে উক্ত ব্যালভয়, ব্যাজভয়, এবং ব্যূহভয় বিদূরিত করিবে। ফলে, সাধকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরোত্তর তিনটি ভূমি অধিগত হয়—স্থির, বীর, ধীর। কারিকায় 'অত্র', 'অমুত্র' এবং 'গেহে'—এই তিনটি পদের রহস্যও ভাবনা করিও। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিনটি স্থলেই মহাত্রাস মূলটি উৎপাটিত হওয়া চাই; নহিলে তোমার মন্দির-চূড়ায় উদ্‌গত বটের ডাল-পালাগুলোই শুধু ঝুরিয়া দিয়া কি করিবে? অতন্দ্রিত হইয়া সমন্বয়ী ছন্দের সন্ধান কর। ব্যবহার ক্ষেত্রেও সকল সিদ্ধি সাফল্যের মূলে এই সমন্বয়ী সন্ধানটি। সে যুগে Clerk Maxwell আলোক আর তড়িতের সমন্বয়ী ছন্দঃটিকে ধরিলেন কয়টি সমীকরণ সূত্র দ্বারা। ফলে, বেতার বার্ত্তাবহ, দৃশ্যবহ ইত্যাদি। বর্ত্তমানে Albert Einstein Mass এবং Energyর সমীকরণ করিয়াও ত' ছুটি পান নাই, আরও সমন্বয়ী সূত্র খুঁজিতে হইতেছে। সন্ত্রস্ত মানকেও খুঁজিতে হইতেছে—Unified Field Physics-এর "বাহিরেই" বিশেষ ভাবে খুঁজিতে হইতেছে। কেননা, সব কিছুরও যেটা 'আত্মা', যেটা 'হৃৎ', যেটি মূল, সেইটাই যে এযাবৎ ঐ সব 'ভৌতিক' সমীকরণ সমন্বয়ে বাদ পড়িয়া আসিতেছে!

স্বল্পসমন্বয়ীতে পূর্ণস্বস্তি নেই—স্বস্ত্যয়ন শেষ হয় না

ধর, সমন্বয়ী ছন্দঃ মিলিল। কোন কিছুর ধর, এই আমার সত্তার সবটাতে সুর, ছন্দঃ আসিল। বাস্, কাজ ফতে? না, তা তো নয়। অণু মহান্ একি সুরে বাঁধা, রেণু বিরাটের একি ছন্দঃ—এই উপলব্ধিতে এক বিপুল বিশ্ব ঐকতানে নিজের বাঁধা যন্ত্রটিকে বাজাইতে না পারা পর্য্যন্ত অব্যাহতি নেই! কোনও একদেশে (closed realm, restricted fieldএ) সমন্বয় ঘটাইলেই সেটি সম্যক্ হয় না। অর্জ্জুনকে তৎপূর্ব্বে তাই না বিশ্বরূপ দেখাইতে হইয়াছিল! বিশ্বরূপটা যদি সত্যই একটা 'বেয়াড়া' বিকট রূপ হইত, ছন্দঃ আর শৃঙ্খলা তাতে যদি তোমার আমার কল্পিত আরোপ মাত্র হইত, তবে সে বিশ্বে কোন্ প্রাণীর সত্যকার ভয় কাটিত, জ্যোতিঃ এবং রসের সত্যকার ধ্রুব ধামটি মিলিত অথবা মিলিবার ভরসা রহিত?

আত্মরূপ ও বিশ্বরূপ

ভাসা ভাসা দেখিলে তো এই ভূমিকম্প বন্যা মহামারী ত্রস্ত ভূমণ্ডলটা চাইতে, এমন কি, হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথ্বীটা চাইতেও, আমার নিজের ভিতরটা বেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দণ্ড বেয়াড়া! ওখানে ধরিবার বুঝিবার তবু কোন না কোন সূত্র হাতের মুঠায় আসে। কিন্তু এখানে? আসামের ভূমিকম্পটা যদি বা Volcanic না হয় তো Tectonic ব্যাখ্যা শুনিয়া কিছুটা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু নিজের দৈনন্দিন সংস্কার ভূমির দোলন কম্পন, উৎপাত উপদ্রব গুলো? ফ্রয়েড, জুঙ্গ, এড্‌লার প্রমুখেরা তারও নিখুঁত ছবি তুলে দেখিয়েছেন? কই! সময় সময় এমনও মনে হয় আরও যেন শাঁস-ভূষির তাল গোল পাকিয়েছেন! তবে কি যোগের সংযম সত্য? কিন্তু তারই বা পরখ ক'রে দেখতে এগুচ্ছে কে? শুধু কথায় 'এটা' নয় 'ওটা', 'ওটা' নয় 'সেটা'! বাচারম্ভণ মাত্র! তবু এটা ঠিক যে ভিতরে সত্য, জ্যোতিঃ, অমৃত এবং তাতে নিয়ে যাবার অভ্যারোহী ছন্দটি আছেই। অধ্যাত্ম সাধন, জপাদিতো সেই জন্যই! নিজেকে ভাসা ভাসা দেখাটা যদি ভ্রান্তিই হয়, তবে বিশ্বটাকে ভাসা ভাসা দেখাটাই বা কি ঠিক দেখা বলিবে? যদি বল স্বয়ং বিজ্ঞানই তো Lawএর গোড়ায় Chanceকে বসাইতেছে! বটে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তত্ত্বতঃ Chaosই হইতেছে Cosmosএর আধার ও অধিষ্ঠান; আগেকারটা reality (তত্ত্ব), পরেরটা appearance (অধ্যাস)! না, তা নয়। নিউটনের আধার শোধন সম্প্রসারণ করিয়া এই শতকে আইন-ষ্টাইন প্রমুখেরা যে আধার আবিষ্কার করিয়াছেন তাতে (Statistics, Indeterminacy ইত্যাদি প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) সমন্বয়ী ছন্দের জয় জয়কার দেখিতেছি, পরাজয় তো নহেই। প্রাণবিজ্ঞানাদি ক্ষেত্রেও তাই। অবশ্য আরও আগাইতে হইবে। প্রাণের প্রাণ এবং চেতনার চেতয়িতা বাদ দেওয়া বিশ্ব সত্যকার সজীব বিশ্বের কঙ্কালটি মাত্র, এটি মনে রাখিতে হইবে। প্রাণ (শ্রুতির ব্যঞ্জনায়) বাদ দিয়া বিশ্বে একটা নির্ভরযোগ্য Evolvant, Emergent Principleই মিলিবে না, যদ্বারা সেই 'মারাত্মক' Second Law of Thermodynamicsও এবং Entropyর কবলের মাঝেও বিশ্বটা আপনাকে বিকাশ এবং পূর্ণতার পথে আশ্বস্ত তীর্থ যাত্রীরূপে প্রত্যক্ষ করিবে।

ব্যস্ত সমাধানে সত্য সমাধান হবার নয়। 'অনিরাকরণমস্তু' সূত্র

কোনও ব্যস্ত (isolated) সমাধান সমাধানই নয়। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণংমেঽস্তু।" গোড়া হইতে চরম পর্য্যন্ত সকল সমাধানেই এই সূত্র অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটি সমন্বয়ী, সেটিকে সমন্বয়ীভাবে অন্যত্র, সর্ব্বত্র পাইতে হইবে। জপ ক্রিয়া দ্বারা এখানে যে মূল স্পন্দগত বৈরূপ্য বিদূরিত হইতেছে, সে মূল স্পন্দ এবং যেটি তার ঋত, সেটি কেবলমাত্র এখানেই সাবকাশ (relevant, applicable) নয়, সেটি বিশ্বানুগ (Cosmic, Universal) হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ রেণুটিকেও বিরাটেরই ছন্দের 'প্রতিরূপ' ভাবে পাইতে হইবে। তাই জপের মূল তত্ত্বগুলি, এমন কি, অক্ষর বর্ণ প্রভৃতিও সেই দৃষ্টিতেই আলোচিত হইতেছে। এইজন্য পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত এসব আমাদের আলোচনা ক্ষেত্রে একান্ত বাহ্য নয়। ইংরাজিতে যাকে synthetic, integral approach বলে সেইটাই জপাদি স্থলেও 'ঋতস্য পন্থাঃ'।

চতুর্থ-মহাসমন্বয়ী। এই তুরীয়টি ব্যতীত সঙ্কটত্রয় হইতে ত্রাণ নেই। পাশসঙ্কট, গ্রন্থিসঙ্কট, গুণসঙ্কট। 'দুর্গা' 'মা দুর্গা' বীজদ্বয়ে সঙ্কটমোচনী শক্তি

ইহাকে বলে—মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ।

এইবার নীচের এই কারিকাটি ভাবনা কর—

যদি বিলপসি বদ্ধো যুপপাশেয়ু দীন
প্রভবসি ন চ বৈরগ্রন্থিভেদায় বীর।
তরিতুমপি গুণাখ্যাং দিব্যমায়াং ন দিব্য
ক্ষম ইহ জপ মন্ত্রং রক্ষণী নাম দুর্গে ॥১১

—দীন (পশু), বীর এবং দিব্য তন্ত্রোক্ত এই তিন ভাবকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত রক্ষণী মন্ত্র (ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা) জপ ধ্যানের বিধি হইতেছে। যথাক্রমে পাশসঙ্কট, গ্রন্থিসঙ্কট ও গুণসঙ্কট কাটাইবার নিমিত্ত। বিশ্বগত যে মৌলিক ছন্দঃ (Basic Harmony), সেটির সঙ্গে নিজগত মৌলিক ছন্দের মৈত্রীটি সংসাধিত না হইলে উক্ত ত্রিবিধ সঙ্কট দেখা দিয়া থাকে। স্থানান্তরে দেখিব যে 'দুর্গ' বা 'দুর্গম' এই শব্দটি হইতেছে ঐ সঙ্কটত্রয়ের আকৃতি বা ফরমূলা। এ সঙ্কটত্রয় (গুণ+গ্রন্থি+পাশ) আবার শুধু স্তব্ধভাবেই (static complex-এ) বিদ্যমান নেই; ঘূর্ণীর মতো অথবা চল্‌তি চাক্কির মতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। পাদে মাত্রায়, কলায়, কাষ্ঠায় এর চতুঃসূত্রী বিশ্লেষণ চাই। এর বাস্তব বেগ (momentum) কাটাইবার (resolve করার) উপায় 'দুর্গ' শব্দের অন্তে 'আ' এই অক্ষরের সংযোগ। ফলে 'দুর্গা'। অথবা 'দুর্গম'কে ছিন্নমস্তা পাদপীঠ রীতিতে বিপ্রতীপ করিয়া লইয়া 'মা দুর্গা'। ছিন্নমস্তা ভঙ্গীটিতে সর্ব্বাংশেই ধ্যান দিও। 'সব উলট্ দেও' এই রীতির কথাই এখানে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। যথা, 'হংসঃ সোঽহম্ স্বাহা'। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে— 'ওঁ জুংঃ সোজুং ওঁ' ইত্যাদি। আগের কারিকায় উদ্দিষ্ট নবার্ণ মন্ত্রেও এই রীতিটি উদাহৃত।

ছন্দের নিঃশ্রয়ণী (সোপানাবলী) আশ্রয় করতঃ সমন্বয়ীতেই থামিলে চলে না কেন? ছন্দের এই তুরীয়ভূমি কেন আবশ্যক হয়?

স্থূল, সূক্ষ্ম, বাহ্য আন্তর সর্ব্বক্ষেত্রে মহাসমন্বয়ী ছন্দঃটিকে আর্ষ দৃষ্টিতে মিলাইবার প্রয়াসেই এই 'জপসূত্রমের' অবতারণা। সে ছন্দঃটি না মেলা পর্য্যন্ত জপ বা অন্য কোনও আধ্যাত্মিক প্রয়াসের নির্ভরযোগ্য পূর্ণ আধারটাই মিলিবার নয়। সাধককে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেই হয়—আমার এবং বিশ্বের মূলে কি উক্তরূপ ছন্দঃ (Basic Harmony) বিদ্যমান অথবা উহার অভাব (Basic Disharmony) বিদ্যমান? সে যুগে পদার্থ বিজ্ঞানের গতি যখন এটমেই এবং তাদের ঘাত-প্রতিঘাত জন্য শক্তি ব্যষ্টি ও সমষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও 'পাশার চালেই' এই অপূর্ব্ব বিশ্বরচনা কৌশলের একটা উপপত্তি দেবার চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। কেহ বা বিদ্রূপও করিয়াছেন—এ যেন এক ঝুড়ি ছাপাখানার সীসার হরফ লইয়া যথাখুসি ঢালা উবুড় করিতে করিতে সেক্ষপীয়রের মহানাটক হ্যামলেট (compose) রচিয়া ফেলা! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কাল নিরবধি, পৃথ্বীও বিপুলা; Calculus of Probability-র দরাজ হিসাবে ওটা অসম্ভব ত নয়। বর্ত্তমানে এটম ভাঙ্গিয়াছে; প্রকাশ্যে যতটা না হৌক চোরাবাজারে শক্তি এবং বস্তুমানের 'লেনদেন' ও খাসা চলিতেছে। তাতে বরং মৌলিক হিসাবের সুরাহাই হইয়াছে দেখিতেছি। গোড়াকার হিসাবটা Statistician-এর আমলে আসিতেছে বটে, কিন্তু সেখানেও তো জবর হিসাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লম্বা চওড়া আঁকের খাতাগুলোই দেখিতেছি। এই সে দিনও জিন্‌স অর্দ্ধ ডজন টাইপ-রাইটারের সামনে সিকি ডজন কপিদম্পতি বসাইয়া তাদের কাছে একটা সনেট প্রসব করিয়া দেবার বায়না দিলেন! একটা সনেট কেন, এই বিরাট্ সৃষ্টিসৌষ্ঠবটাই ও ভাবেই যদি হইয়া থাকে তো, তাতে গোড়ায় হিসাব অথবা তার সম্ভাবনাটাই বান-চাল হইয়া গেল এমন মনে করার হেতু উপস্থিত হয় নাই।

বিশ্ব এবং ব্যষ্টির সম্পর্ক তিন প্রকারের হইতে পারে। তার মধ্যে কোন্‌টি অভ্যুদয়ের পক্ষে আবশ্যক? বিশ্বের গুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত, লুণ্ঠিত রূপত্রয়

এখানে আর এ প্রসঙ্গ অনুসরণ করিব না। পরবর্ত্তী বিশ্লেষণে মূলের কাঠামো অনেকটা ফুটিয়া উঠিতে পারে। বিশ্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অরি, মিত্র, উদাসীন এই তিন প্রকারের হওয়ার মধ্যে প্রথম এবং শেষেরটি বাদ দিয়া 'মধ্যমটি' আমাকে পাইতে হয়। জ্ঞানে ও আস্বাদনে ও ব্যবহারে ঠিক সে ভাবে প্রতীয়মান না হইলেও, সাধ্য সাধনায় তাই আমায় করিয়া লইতে হয়। যেটি আসলে যা নয়, তাই তাকে করিয়া লইবার সাধনা হইলে, এ সাধনা বোধহয় অসাধ্যের সাধনাই হইত। এমন কি, বিশ্বটা 'নাই'—এভাবে সেটাকে 'ন স্যাৎ' (eliminate, negate) করিয়াও যদি নিজেকে সত্যভাবে পাইতে হয়, তবু এটা ঠিক যে সেই 'নেতি' করণ (negating process) এর নিমিত্তও, যে চলিয়া গেল বা যাইবে, তার সহযোগ আবশ্যক হয়। এ ব্যাপারটাও এক তরফা মনে করিলে ভুল হবে। A Hostile Universe অথবা একটা Neutral Universe ও তার 'খপ্‌পর' থেকে আমায় ছুটি দিতে গেলে, তাকে আমার Ally (মিত্র) ভাবেই সেটি করিতে হয়। এবং সেটি সে করে, তার এবং আমার দুয়েরি মূলে এক মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ আছে এই কারণেই। এবং এই অধিকারেই অর্থাৎ, মূলে আমরা দুয়ে হরি-হর—তাই আমি যখন তাকে বলি 'হরি' (ইচ্ছামত eliminate অথবা sublimate করি), তখন সেও খাসা লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বলে 'হর'। এমন 'হরি হরাত্মা' সে-আর-আমি নৈলে কি আখেরের কারবার চলিত?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলে যে আনন্দ এবং লীলাকৈবল্যম্, তাতে উপনীত হবার 'সেতু'টি কোথায় কি ভাবে মিলিবে ?

আমরা জপসূত্রমে আনন্দকেই সব কিছুর 'হৃৎ' (innermost core, essence) রূপে দেখিয়াছি। আনন্দের যেটি স্বীয় ঋতম্ তাকে বলে লীলা। শুদ্ধ আনন্দে লীলাও শুদ্ধ, কেবল বা স্বরূপ লীলা। বিশ্বের বিকাশের মূলে যে লীলাকৈবল্যম্ সেটি কারবারী বিশ্বে আসিয়া তিরোহিত হয় নাই বটে, কিন্তু কুণ্ঠিত, গুণ্ঠিত এবং লুণ্ঠিত এই তিনটি ব্যাজ রূপ (বৈরূপ্য) ধারণ করিয়াছে। Statistical Universe এর গুণ্ঠিতরূপ, Neutral Universe কুণ্ঠিত রূপ, Hostile Universe (Brute Universe) এর লুণ্ঠিত রূপ। প্রথম খণ্ডে ছন্দের লক্ষণে এই 'ব্যভিচার'গুলি কিছুটা আলোচিত হইয়াছে। দেশ, কাল, বস্তু এবং ছন্দঃ এই চারিটিরই গবেষণায় বর্ত্তমান যুগ এক রহস্যময় দিক্‌চক্রবালের সম্মুখীন হইতেছে মনে হয়। আর কিছু অগ্রসর হইলেই অভিনব এক দিক্‌বলয় দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হইবে, ইহাও মনে হয়। বর্ত্তমানের আকস্মিকতা (Chance) এবং অনিশ্চিততা (Indeterminacy) যতদূর পৌঁছিয়াছে, তার পর কি—ততঃ কিম্ ? ঐ লীলাকৈবল্যধামেই কি তার শেষ গন্তব্য নয় ? ভরসা এই যে সমন্বয়ী ছন্দই এ যাবৎ তার পথের দিশারী হইয়াছে। যদৃচ্ছা, নিয়তি ইত্যাদি কথা তো এখন আর স্রেফ আন্দাজি অথবা খেয়ালি কথা মাত্র নয়। সবকিছুর মূলে সংখ্যা বিজ্ঞানের কুলিশকঠোর ছন্দঃটি রহিয়াছে। এবং বাস্তব পরীক্ষায় তার 'নির্ম্মম' (impartial) বিনিয়োগটিও হইতেছে ; কাজেই আরও আগাইয়া প্রাণ, সম্বিৎ, বিজ্ঞান এবং আনন্দের মহাসমন্বয়ী ছন্দোমহিমার দ্বারে উপনীত হবার সেতুটিও সত্বর মিলিয়া যাওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমানযুগদিশারী একটা রহস্যময় তমসার সীমানায় আসিয়া যে রক্তরাগের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন, সে রক্তরাগ কি ঘনায়মান গোধূলির শ্রান্ত মলিন অস্তরাগ, না নবারুণোদয়ের শান্ত বরেণ্য কনকরুচির রক্তিমচ্ছটা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকস্মিক ও অনিশ্চিতের মাঝেও মূলে 'বাছাই'টি চাই-ই, নচেৎ, সৃষ্টির উপপত্তি হয় না। ঐ মূল বাছাইটি 'ব্যাহৃতি'

সেতুর সন্ধান দেয় ঐ আদিম ব্যাহৃতি ভূঃ। পাশার চালে অথবা ছাপাখানার টাইপের ঝুড়ি 'ঢালাউবুড়' করিয়া এই বিশ্বটা রচিত হওয়া অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু সে ব্যাপারে অপর একটি মূল ছন্দঃ ক্রমাগত হাত দিতেছে যে! সে করে কি? প্রায় অগুণতি সম্ভাবনার মধ্যে সে কোন কোনটিকে বাছিয়া লয়; বলে—"ও সবই সম্ভব হতে পারে বটে কিন্তু তার ভেতর এই এইটিই কারবারে চালু হলো, বাকিগুলো হিসেবের মধ্যেই চুপচাপ 'খাতাবন্ধী' থেকে যাও।" এই যে সব কিছু মৌলিক আর যৌগিক ব্যাপারে 'ঝেড়ে বেছে নেয়া' এটি হ'ল 'ব্যাহৃতি', যার আদিম রূপটি 'ভূঃ'।

ধূমাবতীর শূর্পটির পরিচয়। মীনাদি পঞ্চশক্তিতে ব্যাহৃতিরূপতা

শ্রীশ্রীধূমাবতীর হস্তে এই ব্যাহৃতি হইয়াছে শূর্প-কুলো। পদার্থ বিজ্ঞানের মূল হিসাবগুলো পরীক্ষা কর; সে সবেরই ভিতর থেকে ঐ শূর্পটিকে বাছাই করিতে দিতেই হয়—কে বা কারা 'বাহাল' হবার টিকিট বা ছাড়পত্র পাবে, কারাই বা সেটা পাবে না। সকলেই তো ছাড়পত্র পায় না দেখিতেছি। পাইলে বিশ্ব ব্যবহারটাই চলে না। বাছাই বা ব্যাহৃতি চাই-ই। সে যুগে ম্যাকস্‌ওয়েল Kinetic Theory of Gasesএর গবেষণা প্রসঙ্গে এক Sorting Demon (বাছাইকারী ভূতের) কল্পনা করিয়াছিলেন। কোনও এক lucky hitএ বিশ্বটা যদিই বা রচিত হইয়া গেল ধরা যায় তবু এর স্থিতি, পোষণ ও বিকাশের নিমিত্ত ব্যাহৃতি অথবা ধূমাবতীর হাতের ঐ কুলোটিকে অস্বীকার করার উপায় আছে কি? চাপ, তাপ, পোটেনসিয়াল্ ইত্যাদি শক্তির স্তর (level) গুলির তরতমতা বজায় থাকা চাই; এদের কিন্তু একীকরণ (Equilibrium)এর দিকে একটা নিরন্তর প্রবণতা রহিয়াছে। মোট কথা মীনশক্তি (পূর্ব্বালোচিত) সব কিছুই 'সলিল'রূপে প্রায় একাকার করিতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে কৌর্ম্ম (সংগ্রহ পূর্ব্বক ধারণ) শক্তি, বারাহী শক্তি (levelling up), নারসিংহী শক্তি এবং বামনশক্তি। বিশ্ব ব্যাপারে এই শক্তিরূপে মূল পঞ্চাবতার আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যতে আবার করিব। 'সলিল' রূপটি একাকারপ্রায় বলা হইল, কেননা তখনও বীজ সংরক্ষণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তখনও অব্যক্ত ভূমিতে 'বাছাই' বা ব্যাহৃতি আছে। Primary Potential fieldটাও আসলে Differential field. কোন না কোন প্রকার Basic Differential Equation সেখানেও নিরবকাশ নয়।

ব্যাহৃতি এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন

বিগত শতকে ডারউইন প্রাণিজাতি সমূহের উদ্‌বর্ত্তনে (Evolutionএ) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ওপর বিশেষ বায়না দেবার পথ থেকে ব্যাহৃতি বা বাছাই ব্যাপারটাকে "The master Key to the interpretation of Nature" —প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে সেরা চাবিকাটি মনে করা হইয়াছে, এবং বিজ্ঞানের সদর অন্দর সকল প্রকোষ্ঠেই সে চাবিকাটির সুনিপুণ ব্যবহারও হইতে দেখা গিয়াছে। ব্যাহৃতি = বি (বিবিচ্য)+আহৃতি (আহরণ)।

কিন্তু বাছাই কর্ম্মটি তো অনিদান, অহেতুক হয় না। 'ভু' (হওয়া) ধাতুর নানা রূপের মধ্যে একটা 'অব্যয়' রূপ মিলে কিসে? ইহাই সমস্যা

বাছাই তো অনিদান (মিছামিছি) হবার কথা নয়। কেন, কিসের জন্য বাছাই? এ প্রশ্নটা তলায় তলায় থাকেই। সুতরাং, তার জন্য এমন একটা কিছুর দরকার হইয়া পড়ে, যেটাকে আমাদের আঁকের হিসাবে এ পর্য্যন্ত আমোল দিতে হয় নাই। লোহার গুঁড়া চুম্বকের কাছে যাবে। একটা নির্দ্দিষ্ট পথেই যাবে। মাঝে যদি একটা বাধা রাখ, সেখানে যেয়ে আটকে পড়বে। সেখানে সে নিরুপায়। কিন্তু একদলা শর্করার সন্ধানে একটা পিপীলিকা হয়তো সোজাই চলিয়াছে। পথে একটা বাধা রাখ। পিপীলিকা সেথায় আসিয়া কিছুক্ষণ থমকিয়া রহিবে বটে, কিন্তু বাধাটাকে লঙ্ঘন করিয়া তার নূতন পথটিও সে অচিরে বাছিয়া লইবে। নানাদিকে নানা সম্ভবের (possibilities, alternatives) মধ্যে একটাকে আপন কাজে বাছিয়া লয়— এটা প্রাণের ব্যাপারে একটা বিশেষ ধর্ম্ম। দুটা পয়সা লইয়া উপরে ছুড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলিয়া দেখিতেছি, তাদের কোন্ দিক্‌টা (head or tail) এক সঙ্গে কতবার উপর দিক্ হইতেছে। অল্প কয়েকবার ছুড়িয়া ফেলিয়া তাদের একসঙ্গে হবার কোনও নিয়ম পাইলাম না ; বহুবারে কিন্তু পাইব। অন্ততঃ একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত পাবার পথেই চলিতেছি এটি লক্ষ্য করিব। কিন্তু যদি চাই প্রতিবারেই ঐ পিঠ দুটো একসঙ্গে পাব, অথবা প্রতি তিন তিন বারে, কি পাঁচ বারে, কি সাত সাত বারে, তবে ঐ পয়সা দুটাকে পড়ার সময় তাদের পিঠ বেছে নেয়ার একটা মরজি ও মঞ্জুরি আমায় দিতে হবে। এক কথায় তাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঠিক লোহার গুঁড়োর মত আর তারা নয়, তারা যেন এখন শর্করান্বেষী পিপীলিকা। ভূ ধাতুর অশেষ রূপের মধ্যে 'ন ব্যেতি' কিনা অব্যয়, ধ্রুব, নিরূপিত একটা রূপ বাহির হওয়া চাই। পিপীলিকা শর্করা রেণুটি পাইবেই। এটি ধ্রুব, লক্ষ্য হিসাবে। সোজা রাস্তায় হয়ত ভালই। পথের নানান্ হেরফের নানা কারণে ঘটিলেও, সে তার মধ্য থেকে অভীষ্ট পথটি বাছিয়া লইবেই। চুম্বকের কাছে লোহার গুঁড়ার গতিপথটা 'সোজা'ই বটে, অর্থাৎ ব্যবস্থিত ; কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবে কি না পৌছিবে সেটা ব্যবস্থিত নয়। পথে একটা পিস্ বোর্ড খাড়া করিয়া রাখিয়া তুমি তাদিগকে লক্ষ্যে না যাইতে দিতে পার। জলের ভিতরে বুদ্‌বুদ্ ভাসিয়া উঠিয়া উপরের বাতাসে মিশিবে ; জলে ডুব সাঁতার কাটিতেছে, এখন একটা ব্যাংও তাই করিবে। এমতস্থলে দুয়ের ব্যবহার লক্ষ্য কর। লক্ষ্যটা ঠিক রাখিয়া পথ বাছিয়া নেয়া এইটি সজীবতার লক্ষণ।

ভূ ধাতুর অব্যয়রূপ 'ভুঃ' ব্যাহৃতির প্রথম কর্ম্ম—অনিয়তবৎ প্রতীতের মধ্যে 'নিয়ত' কোন সূত্র আবিষ্কার করা, কেননা, সে সূত্র না মিলিলে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না

ভূ ধাতুর অশেষ রূপের ভিতর 'ভূঃ' এই অব্যয়টিকে ব্যাহৃতির কর্ম্মটি করিতে গেলে অসাধারণ কুশলী হইয়াই সেটি করিতে হয়। ক্রিয়ার রূপগুলি তো কেবলি 'ব্যেতি', শুধু তাই নয় ; অনেক ক্ষেত্রেই সে ক্ষর ভাবটি সাতিশয় চপল (whimsically variable) ; অন্ততঃ সেইরূপ মনে হয়। ব্যাহৃতির প্রথম দফা কর্ম্ম হইবে—এই চপলবৎ প্রতীয়মান ক্রিয়াটির মধ্যেও একটা 'সূত্র'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবিষ্কার করা। অনিয়ত পরিণতির স্থলে Differentiate করিয়া যেমন ধারা true rate of variation (ঋতায়ন) বাহির করিতে হয় তেমনি। না করিতে পারিলে সে গতিটির একটা নির্ভরযোগ্য 'বর্ত্মলেখ' (curve or picture) আমাদের হাতে আসে না ; এবং তা না আসিলে, তার নিয়ন্ত্রণও সাধ্যায়ত্ত হয় না। নিয়ন্ত্রণের আগে নিমন্ত্রণ অর্থাৎ, তার নিজের 'কোটে' গিয়া তাকে দেখিয়া আসা এবং 'পায়ের ধুলো' দিতে বলিয়া আসা। মধুকৈটভ লড়াইএ তুষ্ট হইয়া নিজেরাই 'বর' দিবে যে আমরা তোমার বধ্য হইব। নচেৎ, তাদের মা'র নেই। কোন একান্ত অজানা অচেনারই মা'র নাই।

একটা দৃষ্টান্ত—জ্যামিতিক

ধর, একটা বহুভুজ ক্ষেত্র বলিতেছে আমি বৃত্ত হইব। তার ভুজ সংখ্যা সে বাড়াইতে অথবা কমাইতে লাগিল। বাড়া কমাটাও ধর অনিয়ত। এমতস্থলে অশেষ বাড়া কমার মধ্যে হঠাৎ বৃত্ত হবার মত অতি বাড়টা হওয়া অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু সে যেন অশেষকে সরাসরি শেষ করার প্রতিজ্ঞা! যদি ব্যাহৃতি এ কর্ম্মটি সম্পাদনের ভার লয়, তবে আদৌ তাকে কি পাইতে হইবে ? এই বহুভুজের ভুজসঙ্কোচ-বিস্তারের একটা 'লেখ' (Graph) অঙ্কন করিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর ? কমার দিকে ঝোঁকগুলো ছাটাই ('মা ভূঃ') করিয়া বাড়ার দিকে ঝোঁকটা বাছিয়া লইতে হইবে। তারপর, নিজের অভীষ্ট কয়টি ধাপে যাতে চরম বাড়টি ঘটিয়া সে বৃত্তই বনিয়া যায়, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ক্রিয়া ও ব্যাপার মাত্রের একটা 'মর্ম্মী কেন্দ্র' আছে। সেটা না-পাওয়া পর্য্যন্ত তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না

ক্রিয়া চপলই হোক আর অচপলই হোক, তার একটা নির্ঘাত 'মর্ম্মী' স্থান আছে, যেখানে সে তার ঋতটিকে অনিয়ততা, অনিশ্চয়তার আড়ালে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখে—রূপকথার রাক্ষুসীদের প্রাণ যেমন ধারা অথৈ জলের তলে সংগোপনে কৌটার ভিতর রহিত। প্রথম সেইটাকে বাহির করিতে পারা চাই। তত্ত্ব এবং তথ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের এত জারিজুরি এই কারণে যে ইহা আপাত-অনিশ্চয়-অনিয়ত-বৃত্তিতার মাঝে নিশ্চয়ের সূত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির করার এক কুশলী টেকনিক (Calculus) অনেকদিন হইল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু আবিষ্কার নয়, তৎপুরস্কার অদ্ভুত সৃষ্টিকুশলও হইয়াছে।

হৃদ্রোগের দৃষ্টান্ত

ধর, কারুর বুকের ব্যায়রাম। বুকের স্পন্দন পরীক্ষায় দেখা গেল—সেটি (un-rhythmic, irregular)। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলিবেন—শুধু ২।১ মিনিট ষ্টেথিস্‌কোপ লাগাইয়া অবস্থাটা ঠিক পাওয়া যাবে না—Electro-cardiograph চাই। বক্ষোযন্ত্রের এবং সে যন্ত্রের ক্রিয়ার একটা 'প্রতিকৃতি' সামনে পাওয়া চাই। তদ্দৃষ্টে সে যন্ত্রের ক্রিয়ার কোন্ দিকে কি ভাবে প্রবণতা (trend), সেটি শুধু সাধারণ ভাবে নয়, সঠিকভাবে জানিতে পারা গেল। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে যেটি অনিয়ত, তার মধ্যেও একটা নিয়ামক সূত্র বাহির হইল; 'index,' 'clue,' 'ratio' মিলিল। তখন সেটিকে ধরিয়া treatment. গণস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, অর্থনৈতিক সংস্থা সব কিছু ব্যাপারেই বৈজ্ঞানিক উপায় হইল—আদৌ গতিস্থিতির হ্রাসবৃদ্ধির একটা নির্ভরযোগ্য 'আলেখ্য' মেলান।

জপের দৃষ্টান্ত। 'ঋতায়ন'টি কিরূপে মিলাইবে?

ধর, আমার জপ অভ্যারোহ জপ হইবে। তা হবার উপায় কি? বর্ত্তমানে যে জপ চলিতেছে, সে জপতো 'চল, চপল, চঞ্চল'। কখনও কথঞ্চিৎ স্থির, কখনও বেজায় অস্থির, কখনও গর্ত্তের ব্যাঙ, কখনও গাছের মর্কট; কখনও বেশ সতেজ, কখনও মরার মতো; কখনও একটুখানি আলোক-পুলক মিলে, কখনও একেবারে 'যান্ত্রিক,' নাক কান ম'লে মালা ঘুরিয়ে মরাই সার। এই নিতান্ত অনিয়ত, 'অবাধ্য' জপক্রিয়াটিকে লইয়া করিব কি? দূত্তোর বলিয়া হাতের মালা ছুড়িয়া ফেলিব কি? আগের দৃষ্টান্তে যেটা আবশ্যক হইয়াছিল—একটা electro-cardiograph তোলা—এস্থলেও সেটা আবশ্যক। অর্থাৎ, আমার জপকর্ম্মের গতিস্থিতির একটা ফলাও নক্সা মেলা চাই। নিজ জপকর্ম্মটিকে আদ্যন্ত সাবধানে অথচ উদাসীনভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিজ্ঞ পুরুষের দ্বারা তার একটা graphও আঁকাইয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে। 'সাবধান উদাসী'টি হইয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যাতে ক্রিয়াটির আপন রূপটি তাতে ব্যাহত না হয়। যথাসম্ভব detachedly, objectively. জপ-কর্ম্মটি সাঙ্গ হবার পরে, তার এক 'বিশ্বস্ত বিবরণী' নেবার চেষ্টা করাই গোড়ায় ভাল। পরে ঐ উদাসী সাক্ষী অথবা দ্রষ্টাটিকেও ভিতরে ক্রমশঃ ক্যামেরা-হাতে হাজির দেখিব। 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি'রূপে যে একান্ত উদাসীন সাক্ষিপুরুষটি আমার এই 'পিপ্পল পাদপ'টির 'শিরডালে' রহিয়াছেন, তিনি আবশ্যক মত তাঁর কোনও না কোনও 'ডেপুটি' দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত উদাসীনের কর্ম্মটি করাইয়া লন। ডেপুটিটি দেখি কিন্তু স্বয়ং 'তটস্থ' অর্থাৎ, কতক ভোক্তা, কতক দ্রষ্টা। তবে ভোক্তার ভাগটা যত কম হয় ততই ভাল। যাই হোক, এই ডেপুটি দ্বারাই কোনমতে কাজ চালাইতে হইবে তো! ধর, ছবি তুলিয়া দেখা গেল—জপক্রিয়াতে অস্থিরতার 'ছাপ'টাই বেশী—মনে রুক্ষতা, চাঞ্চল্য; শরীরে বায়ু, জ্বালা, অনিদ্রা, ইত্যাদি। কখন, কি ভাবে, কতটা বেশী—একদিকে তমঃ, অপর দিকে সত্ত্ব—এ দুয়ের স্পর্শ-পরিচয়ের সাথে এই রাজসিক লক্ষণ-গুলোর অনুপাতটা ঠিক কি—এটা যথাসম্ভব খাঁটি করিয়া পাইতে হয়। অর্থাৎ, একটা inside, outside graph. এইবার সেটি অভিজ্ঞ পুরুষের কাছে পেশ কর। তিনি তদ্দৃষ্টে প্রশ্ন করিলেন—কোন্ বীজ কি ভাবে জপ করা হয় গো? (অপরাপর প্রশ্নের মধ্যে অবশ্য এই একটি।) বলিলাম—হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ। 'র' কার বা অগ্নিমাত্রার উপর জোর দিয়াই আমি জপ করি, তাও বলিলাম। তিনি ব্যবস্থা দিলেন—সোমমাত্রায় (৮) জোর দাও। জোর দেবার মাত্রাদিও তিনি দেখাইলেন। আর বলিলেন মাস খানেক বাদে আবার তাঁর কাছে রিপোর্ট দাখিল করিতে। কাজেই, এ দৃষ্টান্তেও দেখিতেছি—আগে আহুতি পশ্চাৎ ব্যাহৃতি; আগে নিমন্ত্রণ, পরে নিয়ন্ত্রণ। যাচিয়া সাধিয়া সব কিছুকে আগে 'আপন কোঠে' আনিয়া ফেলিতে হয়। আপন বলে, আমার এই 'মামুলি' জপকর্ম্মটিকে অভ্যারোহ জপ করিব সাধ হইয়াছিল, না? সে যে সাগর সেঁচিয়া মাণিক আহরণের মতো বড়ো সাধনের ধন! শ্রীশ্রীবদরী-নারায়ণের যাত্রী তুমি, কোন গতিকে রেলে বাসে লছমণ ঝোলায় আসিয়াই দুর্গম চড়াই উতরাই এর পানে চাহিয়া গা এলাইয়া দিবে? এই কারিকাটি ভাবিয়া দেখ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপি বিরলকষায়ে বিশ্ববৈরস্যজাড্যং
বদ ক উরুকষায়ো ভাসমুচ্ছেদ্রসালাম্।
ভব মৃদিতকষায়ো মধ্বৃচা দোগ্ধুকামো
মধু-মিলিত-সবিত্রা ধুক্ষ্ব রোচিশ্চ ভর্গঃ ॥১২

'ঋতস্য পন্থায়' জপকে অভ্যারোহী করিতে হইলে 'কষায়' তনূকরণ কর—পঞ্চক্রমে

কষায় (ধাতুর 'অপ্রসাদ') বিরল (কিনা তনু) হইলেও এই অপরূপ বিশ্ব বিরস ও জড়বৎ বোধ হইয়া থাকে। তা যদি হয় তো বল, উরু (বিপুল) কষায় কোন্ জন (বিশ্বে ওতপ্রোত) সেই রসাল জ্যোতিতে প্রবেশ করিবে? ('অগম্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্')। যদি মধ্বৃচা, অর্থাৎ মধুমতী ঋকের মন্ত্রবর্ণ সমূহ দ্বারা এই সমুদয়েই 'মাধ্বীধারা' দোহন করিতে ইচ্ছুক হও ('দুহানা অমৃতস্য ধারাম্') তবে সর্ব্বপ্রকারে এই যত্ন কর—কিসে 'মৃদিতকষায়' হইতে পার। তদনন্তর যদি মধুমতী এবং সাবিত্রী এই দুইটিকে মিলাইয়া লইতে পার (যেমন ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক করিয়া দেখাইয়াছেন), তাহা হইলে 'রোচিঃ' এবং 'ভর্গঃ' এই দুইকেই সম্মিলিত ভাবে দোহন কর। রোচির রোচনা এবং ভর্গের দ্যোতনা সম্মিলিত হউক। প্রেষ্ঠ (মধুমত্তম) এবং বরিষ্ঠ (বরেণ্য) এক হইয়া যাউক! উরুকষায়, তনুকষায়, অণুকষায় মৃদিত কষায়, নিষ্কষায় বা নির্গলিত (eliminated or sublimated) কষায়—উত্তরোত্তর ধাতুগত কষায় জারণ মারণ শোধনের ক্রমগুলি অতিক্রম না করিয়া আমার এই মামুলি জপকর্ম্মটি 'এক লাফেই' অভ্যারোহী জপ হয় কি প্রকারে বল দেখি?

কষায়ের ব্যক্ত রূপ 'আময়'। সেটি নিবারণের জন্যও আহুতি ও ব্যাহৃতি

বাহ্য আন্তর, সমষ্টি ব্যষ্টি, সর্ব্ববিধ 'আময়' হইতে যেটি শাশ্বত 'পদং অনাময়ম্' তাতে উতরণের উপায় উক্তরূপ আহুতি ও ব্যাহৃতি। পুনশ্চ ভাবনা কর—

তুদতি যদি বিকারো হ্যাময়াজ্জায়মানো
ব্রজ নিবসতি বৈদ্যো যত্র ছান্দোগ্যশর্ম্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স যদি বিচিনুতে তে ছন্দসাং মৈত্রভাঞ্জি
ভুজগমিব স বৈরং শাস্তি কৃষ্ণাভ্যি ঘৃষ্টম্ ॥১৩

আন্তর আময় থেকে জায়মান যে বিকার (বৈরূপ্য) সেটি যদি তোমায় কষ্ট দেয় (তুদতি), ইহা নিশ্চিত (হি) বুঝিতে পার (অল্প স্বল্প, ক্ষণিক উপসর্গে বিশেষ উদ্বিগ্ন বা worried না হওয়াই ভাল), তবে কি করিবে? যেখানে বৈদ্যের নিবাস সেখানে যাও। বৈদ্যের যে কোথা নিবাস তার তল্লাসও আগে কতক পাইয়াছি। বৈদ্যের নামটি—ছান্দোগ্যশর্ম্মা। এঁর বিশেষ পরিচয় আলাপে ও আচারেই মিলিবে। গোড়ায় তেমন করিয়া যদি বা না চিনিতে পার তো, জানিয়া রাখ—ইনিই সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-সমুদ্ভাসিত-মূর্ত্তি সাক্ষাৎ বেদান্তাম্বুজ-ভাস্কর শ্রীগুরু। ছান্দোগ্য (ছন্দোগ) এবং শর্ম্মন্ এই শব্দ দুটিতে ধ্যান লাগাইও। তিনি কি করেন? তোমার এই বিকার অথবা বৈরূপ্য সৃষ্টি করিয়াছে যে সমস্ত পরস্পর সংঘর্ষী (বিবাদী) ছন্দের জটলা, তাদের মধ্য হইতে মৈত্রভাক্ (অনুকূল, helpful, friendly) ছন্দঃগুলিকে তিনি বাছিয়া দেন (বিচিনুতে); ফলে, তারা জটলা হইতে মুক্ত হয় এবং তদ্দ্বারা তিনি যেটি বৈর, কিনা বৈরূপ্যজনক প্রতিকূলভাব, সেটিকে শাসন ও দমন করেন (শাস্তি)। কেমন ধারা? যেমন সাক্ষাৎ ছন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণের চরণ দ্বারা ঘৃষ্টফণ কালীয়ভুজগ শাসিত হইয়াছিল। ভুজগ = বক্রগ, মনে রাখিও।

(৪)

কষায় ও আময় আরও বিশিষ্টরূপে—স্মর বা কাম। তৎপ্রতিষেধার্থ স্মরপঞ্চকম্

কষায় ও আময়রূপে যেটিকে জানিলে সেটিকে আরও বিস্পষ্ট রূপে জান—স্মর, কাম। এবং এই পাঁচটি কারিকা (স্মরপঞ্চক) ভাবনা কর—

স্মরবিদহনদগ্ধো ন স্মরেৎ কিং ত্রিনেত্রং
স্মরগরলবিশীর্ণো ন স্মরেন্ নীলকণ্ঠম্।
স্মরখরশরবিদ্ধো ন স্মরেৎ কিং কিরাতং
স্মরবিমথিতচিত্তো ন স্মরেন্ মন্মথেশম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরবিদহনশান্ত্যৈ্যর্কমধ্যস্থিতাব্জং
স্মরবিশরণশান্ত্যৈ পুণ্ডরীকাক্ষলাস্যম্।
স্মরবিধুবনশান্ত্যা অচ্যুতাধোক্ষজৌকঃ
স্মরবিমথনশান্ত্যৈ মন্মথং মন্মথস্য ॥
স্মর ভয়মুরু জেতুং চণ্ডিকাধ্যানমন্ত্রে
স্মর তনুবিততৌ বা রক্তবীজস্য হন্ত্রীম্।
স্মর দিত-নিজমস্তাং চাত্মনো বৈপ্রতীপ্যে
স্মরনিচয়-নিবৃত্ত্যৈ সুন্দরীসৌম্যকান্তিম্ ॥
স্মরগররিপু গায়ৎ কামদেবস্য মন্ত্রং
স্মরমখচিরতৃপ্ত্যৈ হূয়তাং কামসূক্তৈঃ।
স্মর রজসি বিশালে বাগ্ ভবঞ্চাপি তারং
স্মর রজসি বিধূতে জ্যোতিরস্মীতি শুক্লম্ ॥
স্মর মনসিজলেশং শান্ত আত্মন্যপাস্তং
স্মর বিরসবিপাকে যো রসো বৈ স ভূমা।
স্মর বিরহিতসঙ্গে ব্রহ্মণি স্যাদসঙ্গঃ
স্মর বিধুনিতশোকে সর্ব্বমেবেদমাত্মা ॥১৪-১৮

হে স্মরদহনদগ্ধ! তুমি শিবমন্ত্রী, তোমার কি স্মরণ করা উচিত নয় সেই ত্রিনেত্র মহাদেবকে যিনি তাঁর পরম ভাস্বর ভালবহ্নি দ্বারা দুর্নিবার মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন? হে স্মরগরল-বিশীর্ণ-সত্ত্ব! তুমি কি স্মরণ করিবে না সেই সোমার্দ্ধধারী নীলকণ্ঠকে যিনি সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত কালকূট অবলীলাক্রমে স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে অমৃতভাগী করিয়াছিলেন? হে কন্দর্পখর-শরবিদ্ধ! তুমি কি স্মরণ করিবে না সেই কিরাতবেশী মহাদেবকে যাঁর অঙ্গ অর্জ্জুনকার্ম্মুক নিক্ষিপ্ত কোন সায়কই বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই? হে স্মরবিমথিতচিত্ত! তুমি কি স্মরণ করিবে না তাঁকে যিনি স্বয়ং উন্মনীযোগস্থ রহিয়া মন্মথেরও নাথ, প্রভু, স্বামী? ১৪॥

তুমি বিষ্ণুমন্ত্রী? আচ্ছা—তবে এইরূপ ভাবনা কর। স্মরবিদহনজ্বালা শান্তির নিমিত্ত প্রদীপ্ত অর্কমণ্ডলের মধ্যস্থিত যে অব্জ (পদ্ম), সেই পরমস্নিগ্ধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেলব কমল স্মরণ কর, অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন নারায়ণ মূর্ত্তি স্মরণ কর। আর স্মরগরলের দ্বারা যে নিরন্তর বিশীর্ণ হইতেছ, তার শান্তির নিমিত্ত, পুণ্ডরীকাক্ষ যে শ্রীহরি তার লাস্য, কিনা, বেণুবাদন এবং নূপুরশিঞ্জন সহকারে যে অপরূপ সঞ্জীবন বিমোহন নৃত্য (যেমন কালীয় নাগের বিস্তারিত ফণোপরি), সেটি স্মরণ কর। কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া জর্জ্জর হইয়াছ এবং কম্পমান হইতেছ ; এর শান্তির নিমিত্ত যিনি অচ্যুত, যিনি অধোক্ষজ, তাঁর যেটি ওকঃ, কিনা, অব্যয়, অনপায় ধাম সেটি স্মরণ কর। আর, স্মর যে তোমাকে প্রতিনিয়ত বিমথিত করিতেছে, তার শান্তির নিমিত্ত, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথ (মদনমোহন) যিনি তাঁকে স্মরণ কর। ১৫॥

তুমি শাক্তমন্ত্রী ? স্মরজনিত যে (উরু) বিপুল ভয় সেটিকে জয় করার নিমিত্ত সুধাব্ধিমধ্যস্থিতা ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বা শ্রীশ্রীচণ্ডিকাকে ধ্যান কর এবং তাঁর মন্ত্র (নবার্ণাদি) জপ কর। আর, স্মর যদি উরুরূপে প্রকটিত না হইয়াও তনু (সূক্ষ্ম) রূপে ভয়াল বিস্তার লাভ করে এবং রক্তবীজের মতো ক্রমবর্দ্ধমান হয়, তবে রক্তবীজের হন্ত্রী প্রকটিতরসনা সেই কালিকাদেবীকে ধ্যানজপ কর। তোমার আত্মরতি বিপ্রতীপ, কিনা বিপরীত হইয়া, অনাত্ম বস্তুতে কাম জন্মাইতেছে বুঝিলে, যিনি 'দিতনিজমস্তা'—আপন মস্তক আপনি ছিন্ন করিয়া যিনি আপন রুধির আপনি পান করিতেছেন—সেই ছিন্নমস্তাকে স্মরণ কর। আর, স্মরজনিত নিখিল উপদ্রব নিবৃত্তির নিমিত্ত স্মরণ কর শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী অথবা শ্রীশ্রীদুর্গার চিদ্গগনচন্দ্রিকোপমা সৌম্যকান্তি। ১৬॥

পুনশ্চ, তুমি যে মন্ত্রী হও—স্মরগর (বিষ) তোমার 'দুরাসদ বৈরী' রূপে প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু এ রিপুরও তো রিপু আছে, antidote আছে, এটি স্মরণ কর। সেটি (অর্থাৎ, এ বিষের পক্ষে যেটি অমৃত) কি ? সেটি হইতেছে কামদেবের (শ্রীকৃষ্ণের) 'গায়ৎ-মন্ত্র' কিনা, গায়ত্রী। সেটি ধ্যানজপ কর। আর এই যে কামযজ্ঞে অফুরাণ আহুতি দিতেছ, অথচ তর্পণটি কস্মিন্ কালেও হইতেছে না, তার জন্য কি উপায় করিবে ? অথর্ব্ববেদোক্ত প্রসিদ্ধ কামসূক্ত দ্বারা অন্তর্হবন কর, তাহা হইলে চির তর্পণ হইবে ; কেন না, উক্ত সূক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মাববোধক। যদি তোমার দশা রজোবিশাল হয়, তবে বাগভব (ঐঁ) এবং তার (ওঁঙ্কার) বিশেষভাবে ধ্যান সহকারে জপকর্ম্মে সমাশ্রয় কর। আর যখন, রজঃ বিধূত (অপসারিতপ্রায়) হইয়াছে দেখিবে তখন 'অহং জ্যোতিরস্মি শুক্রম্'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পরম নিরঞ্জনী অনুভূতিতে স্থিতিলাভ করিতে যত্ন কর। ইহাই সত্যকার বিরজা হোম জানিবে। ১৭॥

ভাবিয়া দেখ—মনসিজ (কাম) 'শান্ত আত্মনি' আপন লেশ (জের) টুকু না রাখিয়াই অপাস্ত হইয়া যায় না কি? ইহাও মনে রাখ কামজনিত যত কিছু তোমার বিরস বিপাক (পরিণাম), তাদের চিহ্ন মাত্র কোথায় রহিবে যখন 'যো বৈ রসঃ স ভূমা'—এই সীমাহীন অগাধ রস সিন্ধুতে তোমার চির অতৃপ্ত রসলিপ্সু 'বিন্দু'টির সমর্পণ এবং সমাপ্তি হইয়া যাইবে! এই পরম সাধনার উপায় রূপে গীতার সেই 'আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠম্' ভাবটিও পূর্ব্বে আশ্রয় করিবে।

অনিত্য সঙ্গের বিরহ বেদনায় বিধুর তুমি কি ভুলিবে যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ তো অসঙ্গই, অর্থাৎ, অনিত্য অনাত্ম সম্পর্ক রহিত?

আর অবাস্তব যে অনাত্মপ্রিয়, তদ্দ্বারা বিধুনিত (পরিত্যক্ত) হইয়া তুমি শোক করিতেছ, কিন্তু তুমি যে ভুলিয়াছ—'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্'? আত্মা সব কিছুতে রহিয়াছেন এবং সব কিছু হইয়াছেন বলিয়াই না সব কিছুতে প্রিয়তাধর্ম্ম এবং রসাস্বাদ আসিয়াছে! কিন্তু আত্মার সঙ্গে সত্যকার সংযোগ বিয়োগ তো হয় না; আত্মার হান উপাদানও নাই। কাজেই, নিরতিশয় প্রেষ্ঠরূপ তুমি তো স্বমহিমায় বাহাল আছই। সুতরাং শোক কিসের? 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। এতদুদ্দেশ্যে নিত্য উর্দ্ধরেতাঃ শ্রীসনৎকুমার নারদাদি জ্ঞানভক্ত্যাদিসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুবর্গকে আদিতে স্মরণ করিও। ১৮॥

স্মরপঞ্চকের অন্তর্হবনে ছন্দঃ পঞ্চক কি ভাবে উদাহৃত? বিচয়ীকরণ এবং নিচয়ীকরণ—analytic isolation and synthetic sublimation

আমরা ঋতচ্ছন্দের যে পাঁচটি পর্ব্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই পঞ্চ পর্ব্বই পূর্ব্ব কথিত 'স্মরপঞ্চকে' উদাহৃত হইয়াছে, এটি লক্ষ্য করিও। চতুর্থ শ্লোক মহাসমন্বয়ী এবং অন্তিম শ্লোক পরমসমন্বয়ী রূপটি বিশেষভাবে অনুধাবন করার মতো। প্রথম শ্লোক তিনটিতে পরিণয়ী, অন্বয়ী এবং সমন্বয়ী-রূপ, যথাক্রমে নয় কিন্তু মিলিত ভাবে, অভীপ্সিত হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করার বস্তু এই যে, প্রথম তিনটি শ্লোকে (শিব বিষ্ণু শক্তি মন্ত্রের) প্রত্যেকটিতে প্রথম তিন পাদে 'স্মর' এর 'বিচয়ীকরণ' (Differentiation) এবং চতুর্থ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাদে 'নিচয়ীকরণ' (Integration), এবং তৎ তৎ অবস্থায় সেটির বর্জ্জন মার্জ্জন শোধন-বোধন এর উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধনার অগ্রে বিচয়ীকরণটি আবশ্যক—যতটা সূক্ষ্মভাবে সম্ভব—analytic separation এবং isolationটি হওয়া চাই। অরিমিত্র সব তালগোল পাকাইয়া রহিলেই মুস্কিল। তারপর আবশ্যক—শোধন-বোধন (purification and sublimation)। স্মর বা কাম একটা 'elemental passion'। শুধু passion নয়, function ; শুধু আবার ঐ নয়, primal energy. ব্রহ্ম স্বয়ং 'অকাময়ত'। 'ন বৈ স রেমে'। মূলে এই শক্তি—আত্মাশক্তিরই এক অযোনিজা মূর্ত্তি। একে নাশ করা যায় না। করিবেই বা কে? কামরূপ প্রথম স্পন্দ ব্রহ্মাকাশে উদিত হয়, আবার তাতেই লয় হয়। মহাদেবকেও ভস্মীভূত কামকে আবার জীয়াইতে হইয়াছিল। নহিলে যে সৃষ্টিটাই অচল হয়। সুতরাং এই আত্মাশক্তির 'বোধনের' ঘটটিই সাধককে সর্ব্ব প্রযত্নে সাজাইতে হইবে।

Repression বা ভিতরে জটপাকান'। তা থেকে মুক্তি। সম্পূর্ণ মুক্তি—'অভীঃ' কিরূপে মিলিবে?

শুধু কামের repression এ fixation (ভিতরে ভিতরে 'জট পাকানো') সম্ভব হয়, যার ফলে, জীবনে যখন তখন কেবলই ভয়—এই কখন বা ভিতর থেকে অতর্কিত 'fission'টি ঘটিয়া সব ওলট্‌পালট্ করিয়া দেয়! Fissionটা violent (উরু, উগ্র) যদিও বা না হয়, slow insidious (তনু সূক্ষ্ম) হইতে তো বাধা নেই! আর, তাতেই বিপদ বেশী। এই গুলি স্মর পঞ্চকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিও। বিশেষ বিচার পূর্ব্বক ধীরভাবে উপায় আশ্রয় করিও। ভূতত্ত্ববিৎকে অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্পনাদির নিদানে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগাইতে হয়, তোমাকেও তাই করিতে হইবে। কেন না, তোমারও সমগ্রসত্তার কেন্দ্র ঘিরিয়া রহিয়াছে ঐ রিরংসা বা কামরূপী Primal Energy. তার উপর চাপও পড়িয়াছে অনেক কিছুর ; কিন্তু সেটি তথাপি উদ্দাম, প্রমাথী, বলবান্। তোমার আন্তর স্তরগুলিতেও সৌষম্য সৌষ্ঠবের নিতান্ত অভাব ; 'fault'এর একান্ত প্রাচুর্য্য। কাজেই, ভিতরকার নিরুদ্ধ শক্তিরাশি 'চাপসমন্বয়' এবং 'তাপসমন্বয়' কর্ম্মটিতে, সমন্বয়ী ঋতচ্ছন্দঃ দূরে থাকুক, পরিণয়ী ও অন্বয়ী ঋতচ্ছন্দঃটি সব সময় খুঁজিয়া পায় না। সমাজ, নীতি, ধর্ম্মের অনুশাসনের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন তখন অন্তর্বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনাটাকে সঙ্কোচ করার চেষ্টা হইয়া থাকে বটে, বিপ্লবী শক্তি রাশিকে যথাসম্ভব অল্প প্রমাথী হবার নিমিত্ত এক একটা 'বৈধমার্গ'-ও দেখাইয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু নিস্তার সব সময়ে, বিশেষতঃ সঙ্কট সময়ে, মিলে কি! উপায়? মিত্র ও ঋতচ্ছন্দঃটিকে পঞ্চ পর্ব্বেই অধিরোহণ বা অভ্যারোহটি শেষ করিতে হইবে। দুই এক সোপান উঠিয়া থামিলে চলিবে না। তাতে প্রমাথী প্রতিক্রিয়ার ভয় আছে।

(৫)

যোনি পঞ্চকে ছন্দঃ পঞ্চকের সর্ব্বথা সমর্পণ

এইবার স্মরতর্পণের পীঠস্বরূপ যে 'যোনি' সেটিকে এইভাবে ভাবনা কর :—

অপি নিখিলসৃজাং যাঽযোনিজা ব্রহ্মযোনিঃ
প্রভুরপি সহসাং যো যামৃতে স্পন্দতে ন।
স্বয়মিহ রমণো বা যামৃতে নৈব রেমে
প্রণম রতিকলাঢ্যে চাম্বিকাং গুহ্যযোনী ॥১৯

স্বয়ং অযোনিজা (কারণ রহিতা) ব্রহ্মযোনি তিনি, অর্থাৎ ব্রহ্মই বিশ্বযোনি রূপে তিনি, এবং ব্রহ্মের বাঙ্ময়রূপে যে বেদ, তারও যোনি তিনি ; সুতরাং বাক্‌রূপে অথবা প্রজাপত্যাদি রূপে যারা নিখিলের সাবিত্রী ও সবিতা তাদেরও যোনি তিনি। ইহা বলাতে তাঁর 'আদ্যা' এবং 'অম্বা' এই দুইটি রূপই বলা হইল। 'সহসাং' কিনা নিখিল বল এবং শক্তির, যিনি প্রভু, স্বামী, তিনিও তাঁকে ছাড়িয়া (তদ্ব্যতীত) একটু নড়িতে চড়িতেও তো পারেন না (তাঁতে স্পন্দরূপে জগদ্‌-যোনিত্বের সম্ভাবনাই হয় না) অথচ, মনে হয় যেন তিনিই তো সব করিতেছেন! তাঁর অসীম, অকুণ্ঠিত 'জ্ঞানবল ক্রিয়ার' পশ্চাতে তাঁর স্বভাব (স্বো ভাবঃ) টি আছেই। এই জন্য শ্রুতি 'স্বাভাবিকী' শব্দটি ওখানে বসাইয়াছেন। অথচ, এই স্বভাবটি অচিন্ত্য, অলক্ষণ, নির্বচনের যোগ্য নয়। অতএব গুহ্য। ইহা বলাতে এক সঙ্গে 'গুহ্যা' এবং 'যোনি' এই দুইটি রূপ পাইলাম। শেষকালে, এই বিশ্বভুবনের স্বয়ং 'রমণ' যিনি, তিনিও তাঁকে ছাড়িয়া 'নৈব রেমে'। এটিও বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখ। এবলাতে কাম (রতি) কলা এবং আদ্যাকলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুই অভিব্যক্তি (Aspect) মিলিল। সুতরাং আদ্যাকলা, অম্বাকলা, গুহ্যকলা, যোনি বা প্রকৃতি কলা এবং কামকলা—এই পঞ্চমহাকলারূপিণী 'যোনিপীঠ'কে প্রণাম কর, এবং স্মরগরজয়ী যে পরমসমন্বয়ী ছন্দঃ তাতে অধিরূঢ় হইয়া পরমজ্যোতীরস-বিশ্রান্তি লাভ কর।

ব্রহ্মলিঙ্গ পঞ্চপাৎ—আকাশ বা বিয়ৎ লিঙ্গ, অব্যক্ত বা স্পন্দলিঙ্গ, তৈজসলিঙ্গ, সলিললিঙ্গ এবং পার্থিবলিঙ্গ

আকাশস্তল্লিঙ্গাদ্ যা শ্রুতিষু নিগমিতা কীদৃশী লিঙ্গতা সা
যস্মিঁল্লিঙ্গানি জোষং জহতি নিজভবান্ কীদৃশং তদ্ হ্যলিঙ্গম্।
ক্ষ্মামূর্ত্তং বাপ্যমূর্ত্তং জিগমিষতি গবাং রেতসা চাত্মগৌরী
মিষ্কারাদ্ গন্তৃলক্ষ্যে লয়মপিচ গতিং পঞ্চপাদ্ ব্রহ্মলিঙ্গম্ ॥২০

যোনিতত্ত্বকে আদ্যাদি পঞ্চকলারূপে ভাবনা করতঃ লিঙ্গতত্ত্বকেও অনুরূপ ভাবনা কর। এই যুগ্মভাবনা দ্বারাই কাম বা স্মরের যে 'নিচয়ীকরণ' (integral transformation or sublimation) এর কথা আগে বলা হইয়াছে, সেটি সুসাধ্য হইবে। স্বল্প, পরিচ্ছিন্ন, 'ভাসমান', 'প্লবমান' দৃষ্টিতেই তো পূর্ব্বোক্ত সঙ্কটত্রয়! এর স্থলে ব্রহ্মদৃষ্টি, সর্ব্বানুস্যূত, সর্ব্বভাবন দৃষ্টি আনিতে পারিলেই সত্যকার সঙ্কটত্রাণ। স্বল্প অনাত্ম পরিচয়ে ও কৃপণকুণ্ঠিত প্রয়োগে যেটি 'বিষ', যেটি 'ভয়', যেটি 'বন্ধন', অসীম অকুণ্ঠ তাদাত্ম্য অনুভবে তাহাই অমৃত, অভয়, মুক্তি! এইবার উপরের কারিকাটিতে ধ্যান লাগাও। ব্রহ্মলিঙ্গং পঞ্চপাৎ—অর্থাৎ, সর্ব্বথা লিঙ্গরহিত যে ব্রহ্মবস্তু, সেটি নিজেই 'লিঙ্গ' হইয়াছে এবং সে লিঙ্গও আবার 'পঞ্চপাদ' হইয়াছে। 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'—এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা যে ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'আকাশ' (='আ', সমন্তাৎ, 'কাশতে') নিরূপিত হইয়াছে, সেটিতো 'পরোবরীয়ানের' কাষ্ঠা ও গতিরূপে সাক্ষাৎ অলিঙ্গ ব্রহ্মই। তবে সেটি 'আকাশ' রূপেই (সমন্তাৎ ব্যাপ্তি, বিশ্বাবীরূপেই) যেন প্রথম লিঙ্গতা স্বীকার করিল। কিন্তু কে বিচারে বিশ্লেষণে নিরূপণ করিবে এই অলিঙ্গের লিঙ্গতাটি কিরূপ (কীদৃশী)? তার পর, সেই আদিম লিঙ্গাকাশে যে আদিম স্পন্দ বা গতিরূপ লিঙ্গতা, সেটিকে অব্যক্ত বা প্রধান আখ্যা দিতে পার। এটি নিত্যপরিণামী (সদৃশভাবেই হৌক আর বিসদৃশভাবেই হৌক)। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্তনামা দ্বিতীয় লিঙ্গটিকে বায়বলিঙ্গও বলিতে পার। তারপর, তৈজস বা আগ্নেয় লিঙ্গ। 'জিগমিষতি গবাং রেতসা চাত্মগৌরীং'। 'গো' শব্দে এ স্থলে বাক্। বাক্‌সমূহের যাহা রেতঃ (ওজঃ বা সার), সেটি হইল স্বয়ং নাদ। ইহা নিখিল বাকে (এবং তাদের অর্থ ও প্রত্যয়েও) রেতঃ বা বিন্দুশক্তিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 'আত্মগৌরী'—আপন বীজাধানের যোনি যে বাক্, তাতে। 'গৌরী' এক রাহস্যিক শব্দসঙ্কেত। গৌঃ+ঈ=গৌরী। 'গো' শব্দে (গীঃ) স্ত্রী, কিনা, বীজাধানযোনি এই ব্যঞ্জনা বুঝিতে হইবে। 'ঈ' কারের বিশেষ 'আকৃতি'ও চিন্তনীয়। শিবলিঙ্গে 'গৌরীপট্ট' তত্ত্ব বুঝিতে যত্ন কর। ধর, প্রণব। অ, উ, ম এই তিন মাত্রায় স্বয়ং নাদ বিন্দুরূপে (অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রারূপ) অনুগ্রহ না করিলে 'ক লা', কিনা কলনের পূর্ণতাটি ঘটে না। অ, উ, ম রূপে কলা=অংশকলা। পাঁচটিকে লইয়া পূর্ণকলা। তারপর কলাতীত। শেষ দুটি লিঙ্গ—সলিল, অন্তঃ বা লীন প্রাণ লিঙ্গ এবং ক্ষ্মা অথবা পার্থিব (অন্ন-অন্নাদ) লিঙ্গ। 'লিঙ্গ' এই নামটি বিশ্লেষণ করতঃ এ দুয়ের সন্ধান হইতেছে। 'ল'=ক্ষ্মাবীজও বটে, আবার 'গন্তা' (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিও) বটে। 'ল' ও 'গ' এর সংযোজক সহগ কি ? 'ইং' কার। এটি বিশেষভাবে প্রাণনের আকৃতি। সুতরাং এক মুখ্য প্রাণেরি এই দ্বিবিধ লিঙ্গত্ব। একদিকে লক্ষ্য (বিষয়, অন্ন) ও তাদের লয় রূপ, অন্যদিকে গন্তা ও গতিরূপ। এ তত্ত্বগুলি পরে আরও বিশদ হইতে পারে।

(৬)

কষায়, আময় ও আশয় (যোনিলিঙ্গ)—এই তিন স্থলে ছন্দের ক্রম দেখাইয়া, এইবার আচারে প্রয়োগটি প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম—পরিণয়।—

'দক্ষিণ' আচার

মিথুনপরিণয়ী যো দক্ষিণাচারমেতি
স মিথুনমনুগচ্ছন্ বৈপরীত্যেন বামঃ।
স ভবতি যদি কৌলো দ্বন্দ্বমন্বিত্য সম্যগ্
বদ মিথুনমতীত্যা দ্বৈতশান্তঃ কিমাখ্যঃ ॥২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স শুভপরিণয়ী যঃ সুষ্ঠু যুঙ্‌ক্তে বিযুক্তে
কৃতিরতিমতিবৃত্তে দক্ষিণো জাপকঃ সঃ।
অরিরপি যদি মিত্রং কৌশলেনাস্য বামঃ
স যদি বদ কিমাখ্যঃ কৌশলঞ্চোৎতিতীর্ষুঃ ॥২২

ধর, দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইতেছে। তথাপি বিরোধটি একান্ত নয়; সে স্থলে যদি তাদের বিরোধের মধ্যেও কোনও আংশিক মিলের সূত্র এবং ছন্দঃ আবিষ্কার করিয়া তাদের পরিণয় এবং মিথুনীভাবটি ঘটান যায়, তবে অভীষ্টসিদ্ধির একটা পথ মিলিয়া যায়। এইভাবে বিরোধের আংশিক পরিহার পূর্ব্বক দুটিকে এক লক্ষ্যাভিমুখী এবং সহক্রিয় করার পদ্ধতিকে দক্ষিণাচার বলা হউক ('Rightist Way')। এটি সাধারণ লক্ষণ—কেবল তান্ত্রিক সাধন বিশেষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। ধর, দুটি শক্তি বিরোধী এবং এরা পরস্পরের বিপরীত দিক্ হইতে ক্রিয়া করিতেছে। এস্থলে উক্ত পরিণয়টি ঘটান দুর্ঘট। একটিকে অপরটির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অভিভব করা ছাড়া উপায় দেখা যায় না। কিন্তু ধর তারা পরস্পরের সাথে একটা 'কৌণিক সম্বন্ধ' রাখিয়া ক্রিয়া করিতেছে,—যথা অপ্রসর এক নদী বক্ষে নৌকা চালাইতে মাস্তুলে গুণ বাঁধিয়া দুই পারেই দুইজন টানিয়া যাইতেছে। এ স্থলে শক্তিদ্বয়ের 'পরিণয়' সম্ভব হয় এবং নৌকাটিও মাঝামাঝি এক পথ ধরিয়া চলিতে পারে। ধর, আবার, জপের সময় জপাক্ষরে মন দিবে কি ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যানে—এবম্বিধ বৈকল্পিকী বৃত্তি হইতেছে—ফলে মনঃসংযোগ না হইয়া oscillation (চঞ্চলতা) ঘটিতেছে। কি করিবে? কোনটাকেই একেবারে 'বাদ' দিতে চাহিতেছ না, অথবা পারিতেছ না। এমত স্থলে 'পরিণয়' ঘটাইতে হইবে। জপকর্ম্মের প্রারম্ভে যেমন 'ন্যাস' দ্বারা জাপক আপন যন্ত্রটাই ইষ্টমন্ত্রময় ভাবনা করেন, তেমনি জপকালেও ইষ্টমূর্ত্তিকেও ইষ্টমন্ত্রময়ী ভাবনা করুন না কেন! অবশ্য বৈখরী জপে এটি ভাবনাই হয়, 'ভাবন' হয় না, অর্থাৎ নাম-নামীর অভেদটি একান্তভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় না। তথাপি ভাবনাই সই! এখানে ভাবনার উপক্রম-অনুক্রমটি মাত্র দেখান হইল। ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা এটি উরুক্রম হইতে হইতে পরিপূর্ণ ভাবন রূপটি পরিগ্রহ করে। ইহা আমরা ক্রমশঃ দেখিব। শুধু কি ঐ একটাই 'দোলা'! জপকে শ্বাসকর্ম্মের সঙ্গে মিলাইব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি প্রকারে, জপবীজের অগ্নিমাত্রা ও সোমমাত্রা দুটিকেই 'তুষ্ট' রাখিয়া চলিব কি প্রকারে—ইত্যাকার অশেষ দোলায় দুলিতে হয় যে! ভিতরে সংস্কার ভূমি (Potential Field) উত্থিত দোলার তো অন্ত নাই! এজন্য আবশ্যক পরিণয় সংঘটন—যেমন ধারা বহুলাংশে বিভিন্ন ও বিরোধী পুংস্ত্রী প্রকৃতির। এসকল স্থলেই যাদের পারস্পরিক সঙ্ঘাত (co-incidence) হইয়াছে, তাদের 'সঙ্ঘাত কোণ' (angle of incidence) বদ্‌লাইয়া তাদিগকে, অর্থাৎ তাদের 'সঙ্ঘাত ফল' (resultant) টাকে 'অভীষ্ট' ('to-ward' or as desired) করিয়া লইতে হয়। 'কোণ'=বিরোধাভাবাভাবেও কথঞ্চিৎ সংযোগাদি সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা।

'বাম' শব্দের মুখ্যব্যঞ্জনা। 'তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষগ্ বারয়তে রুজম্'

কিন্তু যদি তাদের পারস্পরিক কোণ এতটাই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পার, যাতে তাদের 'মোড়' একেবারেই ঘুরিয়া যায়, ফলে, অরি অথবা প্রতিকূলও মিত্র বা অনুকূল হইয়া পড়ে, ফলে, 'বিষ'ও কার্য্যতঃ 'অমৃতের' ন্যায় কাজ করিতে লাগে, তবে সেই 'বৈপরীত্য' করণটিকে 'বাম' আখ্যা দিবে। যথা, কুইনিন্ জ্বরঘ্ন বটে, কিন্তু তার অপক্রিয়াও প্রচুর। অন্য অন্য ভেষজ সহযোগে তার অপক্রিয়াগুলি যথাসম্ভব ঠেকাইয়া সেটিকে জ্বরে ব্যবহার করিলে। এটি পরিণয়—'দক্ষিণাচার'। কিন্তু ষ্ট্রিকৃনিন অথবা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ অল্পমাত্রাতেও তীব্র বিষ। কিন্তু মাত্রার অণুকরণাদি (যেমন হোমিওপ্যাথিতে) করিয়া তাকে সাক্ষাৎ সঞ্জীবনী সুধা করিয়া লইলে। মন্ত্র-তন্ত্রাদি দ্বারা একান্ত প্রতিকূল (যেমন কামক্রোধাদি সংস্কার) কে অনুকূল করিয়া লইবার কৌশলটি আয়ত্ত করা সহজে সকলের পক্ষে হয় না।—এজন্য, এটি (অর্থাৎ 'বামাচার'টি) সর্ব্বক্ষেত্রেই বীরের সাধন। প্রবল প্রতিপক্ষ ভাবনাদি দ্বারা বিপক্ষটিরও সপক্ষীকরণ। দৃষ্টান্ত সকল ক্ষেত্রেই মিলিবে। বাহ্যব্যবহার ক্ষেত্রে রসায়ন বিজ্ঞান হামেশা এই 'অঘটনঘটনে' ব্যাপৃত আছে দেখিতেছি। বর্ত্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানে Synthetic Poison এবং Anti-biotic দের কথা চিন্তা কর। এ সকলি 'বামাচার'। 'Leftist Way' বলা উচিত হইবে কি? অথবা Reversionist বলিবে? সমাজ, অর্থনীতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আচার' প্রযুক্ত হইয়াছে—দক্ষিণাচারীরা 'অনাচার' বলিয়া চীৎকার করিলেও হইয়াছে।

(৭)

পরিণয়ী ও অন্বয়ীর সম্বন্ধ—'ভুবনাকৃতি' ও 'তল' দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা

পরিণয়ী আর অন্বয়ী এ দুয়ের ভেদ প্রকারান্তরে চিন্তা করিও। সৃষ্টির সকল সামগ্রীতেই একটা 'ভুবনাকৃতি' (Cosmic Pattern) নিহিত আছে। অণু ও বিরাট, ভাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে তাই আকৃতি-প্রকৃতি-গত মিল থাকাই উচিত। এ তত্ত্ব জপসূত্রমে বিশদ করার চেষ্টা হইয়াছে। এখন দেখ—ভুবনের সঙ্গে 'চতুর্দ্দশ' এই সংখ্যাটি আর্ষ বিজ্ঞানে সংযুক্ত হইয়াছে। এ সংখ্যার একটা দ্যোতনা এই যে—যে কোনও সামগ্রী (বাহ্য অথবা আন্তর) লও না কেন, তাতে স্থূল ব্যক্তভাবে না হৌক, সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে চোদ্দটি 'স্তর' (planes) বিন্যস্ত রহিয়াছে। সাধারণ-ভাবে তাদের 'তল' এই আখ্যা দিতে পার, এবং জপসূত্রমে তাই দেওয়া হইয়াছে। এই তলগুলিতে আবার ঊর্দ্ধ এবং অধঃ এই পার্থক্যটি কোনও সূত্রে বা নিয়মে (principle অথবা reference) যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে 'উপরে' সাতটি এবং 'নীচে' সাতটি তল আমরা পাই। উপরের তলগুলিকে 'তল' না বলিয়া 'লোক' বলিতেও পার। তাতে উপর নীচ স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। মোটামুটি ভাবে, উপরের লোকগুলিকে উন্মেষ বিকাশের (unfolding) ভূমি বলিতে পার, এবং নীচেরগুলিকে সঙ্কোচ মগ্নতার (enfoldnig) ভূমি। Emergence এবং Submergence শব্দ দুটি এটি বুঝাইতে মন্দ নয়। এখন বিচার করিয়া দেখ, কোনও এক নির্দ্দিষ্ট তল বা ভূমিতে 'ক' আর 'খ' পরস্পর অরি সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। যেমন যে সাধক কামবশ্য তার পক্ষে কাম। একই 'তলে' সাধক এবং তার বিষয় অবস্থিত। যথাসম্ভব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া পরিণয়ী ছন্দঃটি আদায় করিতে হয়। নিগ্রহ তো 'নিতরাং গ্রহঃ' হইয়া উঠে না, তাই 'বাঁধ ভাঙ্গিবার' আশঙ্কাটিও পদে পদে। তথাপি 'তল', সুতরাং সমগ্র কার্য্যকোণটি (reactive angle) না বদলাইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত এতেই, বৈধমার্গেই, নিষ্ঠাসহকারেয় ত্বশীল থাকিতে হয়। যে গুণের দ্বারা এই পরিণয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাকে 'দক্ষতা' বল। যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি দক্ষ, তাকে দক্ষিণ এবং তার আচারটিকে দক্ষিণাচার বলিতে পার। অবশ্য, এ সংজ্ঞাগুলি বর্ত্তমান স্থলে মোটামুটিভাবেই দেওয়া হইতেছে। জপসূত্রমে 'দক্ষ', 'দক্ষিণ', 'বাম' প্রভৃতির লক্ষণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তল হইতে তলান্তরে গতিতে রূপান্তরীকরণ। ব্যাহৃতিত্রয়ের স্ব স্ব 'ব্যাহরণ'। বিশ্বের ছন্দঃ ও বিশ্বনাথের ছন্দঃ

কোন এক নির্দ্দিষ্ট 'তলে' যেটি প্রতিকূল অথবা অরি ('বিষ'), তলান্তরে (with respect to another frame of reference), সেটি তা নাও হইতে পারে। এমন কি, সেটি অনুকূল, মিত্র ('অমৃত')ও হইতে পারে। সব কিছুর মধ্যে সব কিছু (অন্ততঃ পক্ষে তাদের আকৃতি এবং সম্ভাবনা) সম্পুটিত রহিয়াছে—এটি মনে করার যুক্তি যদি থাকে তো, 'বিষ' এবং 'অমৃত'ও সব কিছুতে সম্পুটিত আছে। দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্রমন্থনের মূলতত্ত্বটি এইখানে। সকল বর্ণের সর্ব্বাভিব্যঞ্জিকা শক্তি স্বীকৃত না হইয়াছে এমন নয়। কোন্ স্থলে কোন্ বর্ণ ঠিক কোন্ আকৃতি প্রভৃতি অভিব্যক্ত করিবে, সেটি মুখ্যতঃ নির্ভর করে আশয়+আগ্রহ+আহুতি এই ত্রিপুটীর বিশেষ আকৃতির উপর। অর্থাৎ, স্বঃ+ভুবঃ+ভূঃ এই ব্যাহৃতি ত্রয়ের উপর। 'সেই' রূপে ওখানে সমস্ত কিছুই শয়ান রহিয়াছে (আশেরতে); কিন্তু 'এই'রূপে তো সব কিছুর আহরণটি ঘটিতেছে না। অর্থাৎ, 'ভূঃ' অথবা 'এই যে' রূপে এক বিশেষ আকার-প্রকারেই সেটি আহৃত হইতেছে। কেন? মাঝখানে 'একটা কিছু' (যেটাকে 'অই'ও বলা যায় না, 'এই'ও বলা যায় না) উভয়ের মধ্যে এক 'সবিশেষ সংস্থাসংঘটক' (medium of effectual relevancy) রূপে কর্ম্মে বাহাল রহিয়াছে। সেটিকে আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নাম দিতে পার। ইহা সব কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট, সব কিছুর সংস্থাসংস্থাপক 'ভুবঃ'। যেমন ধর, গণিতে General Equation of the Second Degree-ইহার অন্তর্গত terms গুলির এক এক বিশিষ্ট সম্পর্ক ধরিয়া আমরা বলিতে পারি—ইহা কি বুঝাইবে—Circle, না Ellipse, না Parabola, Hyperbola ইত্যাদি। আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষাটি দেখিতে হইবে। সাধকের আগ্রহের উপর তাই না এতটা জোর দিতে হয়। অণু কি বিরাট্, সবাকার ভাণ্ডারেই তো দরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা! তুমি তার কার্য্যতঃ আদায় করিবে কতটা—তোমার সম্বন্ধে তার effectual availability কতটা—ইহাই না প্রশ্ন! সাগরে তো জলের মাপাজোকা নেই; কিন্তু তার কাজে লাগাতে পার কতটা? ঘটি ভ'রেই সে জল নিতে পার বটে, কিন্তু পাবে এতটুকু, আর তাও নোন্তা! শাওন মেঘের বারিধারায় পেতে চাও? পাবে প্রচুর, স্নিগ্ধ, স্বাদু। যদি আশ না মেটে তাতেও নদী হয়ে ছুটে যাও—ঋজুকুটিল যেমনটি জোটে বর্ত্ম ধ'রে—সেই নদীনাথে গিয়ে মিলতে, মিশতে, এক হ'য়ে যেতে! ও সাগরের ঘটি-ভরা জলই হয়তো একটু নোন্তা লাগতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সে সাগর তো 'লবণাম্বুরাশি' নয়, সুধাব্ধি—অগাধ, অক্ষোভ, অপরিসীম!

(৮)

ব্যাহৃতিহোমের মূল তাৎপর্য্য ব্যহৃতির অভ্যন্তুত 'বাছাই'

সুতরাং অন্বয়ী ছন্দের (এবং উদার অর্থে, বামাচারের) লক্ষ্য হইবে, যেটি আপাততঃ প্রতিকূলধর্ম্মী এবং বিষক্রিয়, সেটিকে কৌশলবলে বিপরীত করা—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া লওয়া, যার ফলে তার নিগূঢ়, প্রসুপ্ত অনুকূল শক্তিটি উদবুদ্ধ হইয়া সেটিকে 'অমৃতায়মান' করিতে পারে। কোনও এক স্তরে 'ক' এর সাথে 'খ' এর বিরোধ আর সংঘর্ষ দেখা যাইতেছে এই নিমিত্ত যে তত্তদ্দেশকাল-ধর্ম্মাদির যে সম্বন্ধ ও সংস্থা, সেটি 'অদৃষ্ট' দ্বারা এক নির্দ্দিষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে। "এই" রূপে নিয়ামক ব্যাহৃতিটিকে বল 'ভূঃ'। 'খ' উক্ত স্তরে, অর্থাৎ তত্তৎ-দেশকাল-ধর্ম্মাদির সংস্থায় ও সম্বন্ধে, 'ক' সম্পর্কে 'বিষ'। এটি 'ক' এবং 'খ' এর উক্ত স্তরে পারস্পরিক অদৃষ্ট-নিমিত্ত হইয়া থাকে। উক্ত স্তরে রহিয়া তাদের 'পরিণয়' ঘটান সম্ভবপর হইতে পারে সন্দেহ নাই, এবং তাহাই সচরাচর সাধ্য। কিন্তু 'অন্বয়'? 'খ' তার প্রতিকূলতা ভুলিয়া অনুগত মিত্র হইবে কিরূপে? অহিনকুল তাদের স্বভাববৈর ভুলিবে কি করিয়া? উলটে দেও—কৌশলে 'খ' কে তার 'পিঠ' পাল্টাইয়া দাও। কোথায় তার নিগূঢ় তলে তোমার মিত্রটি অমৃতভাণ্ড হস্তে করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাকে ডাকিয়া অভিমুখীন, সম্মুখীন করিয়া লও। সমর্থ-ব্যাহৃতি মন্ত্রে আবাহন কর। ইহাই না ব্যাহৃতি হোমের তাৎপর্য্য! কর্ম্মটি সবিশেষকুশলী ও বিপশ্চিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া করিতে হয়। অবশ্য, ব্যাহৃতি স্বয়ংই মহাকুশলিনী ও পরম বিপশ্চিৎ। তাই না শ্রীশ্রীধূমাবতীর হস্তেই প্রকৃতির সকল স্তরেই বাঁছাই কর্ম্মটি ন্যস্ত! তবু তোমারও সহযোগিতার অপেক্ষা কিছু আছে বৈকি! যেমন, দশলাখ ডাইলিউশনের এক ফোঁটা ওষুধ দিয়া হোমিওপ্যাথ তোমার ব্যাধিটি দূর করিবেন। তাঁর আপন অভিজ্ঞতার বাছাইটি চাই বৈকি। কিন্তু ঐ সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ভেষজের যেটি নিগূঢ়-নিপুণ বাছাই কর্ম্ম (স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে এবং সম্ভবতঃ পারিপার্শ্বিকেও) তার হিসাব রাখিবে কে? সেটি নিশ্চয়ই কোনও মহাকুশলী পরম বিপশ্চিতের বাছাই। হয়তো তাতে সংখ্যাবিজ্ঞানের কতনা জটিলতম সমীকরণের সমাধান হইয়া গিয়াছে। তুমি না হয় 'আলো-আঁধারে' কোন গতিকে তোমার তীরটি ছুঁড়িয়া দিলে; কিন্তু তীর গিয়া বিদ্ধ করিল কি. এবং কি ভাবে? বিশ্বের কোন 'বাস্তব' বস্তুকে পূরাপূরি চিনিবার, কোন 'বাস্তব' ঘটনাকে সমগ্রভাবে বুঝিবার মতো সামর্থ্য আমাদের চলতি জ্ঞানে কেন, অতি-অগ্রসর বিজ্ঞানেও নাই। থাকিলে তো ব্রহ্মজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞই হইতাম! ঐ ধূলিরেণুটি তো নগণ্য নয়; উহার হিসাব লইতেছে যে 'মাপকাঠি' সেইটাই নগণ্য! সুতরাং, কোন মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্রটির নির্ব্বাচনে এবং প্রয়োগে তুমি স্বয়ং যতই বিদগ্ধ কুশলী নিজেকে ভাব না কেন, সে মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্র যে কর্ম্মটি করে এবং যে ভাবে করে, সেটি পরমাদ্ভুত! যেমন দেখিলে হোমিওপ্যাথের ঐ একটা কণা ওষুধে! তুমি চলিতে চাহিতেছ এবং বুঝিতে চাহিতেছ আপন বুদ্ধিতে, কিন্তু বিশ্বের ঐরেণুটিও যে চলিতেছে বিশ্বনাথের বুদ্ধিতে! তুমি ছন্দের পরিণয়, বড় জোর অন্বয়টি করিতে পারিয়াই ভাবিলে অনেক কিছু পারিলাম, কিন্তু মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ ব্যতীত বিশ্বের যে কচিৎ পাটি বাড়াইবার উপায় নাই! আর, যিনি স্বয়ং বিশ্বনাথ, তিনি যে (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ) ছন্দের রূপ, সেটি তো পরম সমন্বয়ী। অর্থাৎ, বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও সেটি 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'! কোটি কোটি অতীত অনাগত বর্ত্তমান বিশ্ব যে পরমবিস্ময়টিকে 'একাংশে', হয়তো বা একটি 'কলায়', উদাহৃত করিতেছে! সেটি কিন্তু 'পরম' হইয়াও 'সমন্বয়ী'। স্বয়ং মাত্র কেবল ব্যতিরেকী হইয়া সৃষ্টিতে এই অপূর্ব্ব মহাসমন্বয়টি ঘটান কি রূপে? সুতরাং কেবলমাত্র শুদ্ধ সৎ, চিৎ, আনন্দরূপেই যে তিনি এই সৃষ্টিতে 'অন্বিত' এমন নয়, পরমসমন্বয়ী, মহাসমন্বয়ী (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ) ছন্দোরূপেও তিনি বিশ্বে ওতপ্রোত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণবাদির ছন্দঃ। সে ছন্দের অমানযোগ্য 'মাত্রা'

প্রণবাদি বাক্, মহানাম এবং ভূরাদি মহাব্যাহৃতি ঐ পরম মহাসমন্বয়ী ছন্দেরি নিরতিশয় সমর্থরূপ। কাজেই, ওঁদের আকৃতি, শক্তি এবং কার্য্যকারিতার হিসাব লইবেই বা কে, ইয়ত্তা করিবেই বা কে? নামের ব্রহ্মাণ্ড পাটন শক্তি শ্রবণ করিয়া তাই আমরা বিস্মিত হই মাত্র! তুমি যথাসাধ্য কুশলী বিপশ্চিৎ (অর্থাৎ বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎসহায়) হইয়া 'ওঁ ভূঃ' এই মন্ত্রে হবনটি কর। মন্ত্র স্বয়ং যে শক্তিতে, যেটি সম্পন্ন করিবেন, সেটি তোমার যত বড় মাপকাঠিই হৌক না কেন তার দ্বারা মানযোগ্য নয় জানিও। তোমার নদীনালা গভীরতা মাপা বাঁশের 'চারা'টি লইয়া সাগরের অতল তলের তল্লাস করিবে না কি?

স্বচ্ছন্দঃ ও বিশ্বচ্ছন্দঃ

তবে উপায়? নিজেকেই তলাইয়া দেখিতে আরম্ভ কর। সেইখানেই পরিণয়ী থেকে সুরু করিয়া পরমসমন্বয়ী পর্য্যন্ত সকল ছন্দেরি 'পরদা' ও 'গ্রাম'-গুলো বাঁধা আছে। ঐ মহাযন্ত্রের 'উপর' 'নীচে' সকল পরদায় পরমকুশলী স্পর্শে যে মহাঝঙ্কারটি ধ্বনিত হইবে, দেখিবে বিশ্বভুবনও মূলতঃ সেই মহাঝঙ্কারেই ঝঙ্কার দিয়া যাইতেছে। সেইটাকে উপোদ্‌ঘাতে 'মূলস্পন্দ' বলা হইযাছে। এর সাথে বৈরূপ্য নিমিত্তই যত না ব্যাজ; এবং যেটি তার স্বরস, নিজগুণ, তা থেকে বৈগুণ্য নিমিত্তই যত না বিঘ্ন! অনুরূপাদি ক্রমে বৈরূপ্য কাটাইয়া সারূপ্য-ঐকরূপ্যে স্থিতিই সর্ব্ববিধ সাধনের উদ্দেশ্য। এর ফলে ভিতর বাহির, তুমি ও বিশ্ব, আমলে ও মূলে, মৌলিক সত্তায় ও ছন্দে, মিলিয়া অভিন্ন হইয়া যাইবে। ছন্দের এবম্বিধ অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত্র মহাপরমসমন্বয়ী 'আকৃতি' প্রদর্শনের নিমিত্ত 'স্বে মহিম্নি' বিরাজমান ভূরাদি ব্যাহৃতি-সপ্তক।

'বাম' এর আসল নাম ('অউম') এবং আসল কাম

আচ্ছা, পরিণয়ীর পর অন্বয়ী। সেখানে ত বিরূপকেও অনুরূপ করার কৌশলটি মেলে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি যে—কোন বিরূপ একান্তই সমগ্রভাবে বিরূপ নয়; কোন্ 'তলে' কি ভাবে, কতখানি, সেটি বিরূপ—এইটি কার্য্যতঃ বিচার করিয়া লইতে হয় পরিণয়িস্থলে। কোন্ 'তলে', ঠিক কোন্ দেশকাল-ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে ও সংস্থায় (ensemble এ) সেটি যে আবার অনুরূপও হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, তার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলে—অন্বয়ী। এটিকে 'বাম' নাম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বাম=Left নয়, Reverse ইহা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের কারবারী 'রেটিনা'তে সমস্ত কিছুর ছাপ উল্টাইয়া পড়িতেছে আমরা সেই উল্টাকেই 'সোজা' বলিয়া চালাইতেছি। কিন্তু উল্টাকে উল্টাইয়া লইলে তবে তো সোজা! 'বাম' এই কর্ম্মটি করে; তাই বামের মুখ্য মানে সুন্দর, শোভন। 'বাম' এবং 'অউম' ধ্বনিগত এই প্যাটার্ণ দুটিও পরীক্ষা করিও। কিন্তু বাম না হয় হইল, কিন্তু কাম কি মিটিল, ধাম কি মিলিল? তা তো হয় না দেখি। উল্টা উল্টাইয়া সোজা হইল, কিন্তু সেও আবার উল্টাইতে চায় যে! সোজা ত 'সহজ' বস্তু নন দেখি। বিরূপ তার পিঠ অথবা মোড় ফিরাইয়া অনুরূপ, অনুগত হইল, কিন্তু সাক্ষাৎ 'বিরূপাক্ষ' হইল কি? পিঠ ফিরাইয়াও তার যেটি 'কৌণিক সংস্কার' ('angular velocity, momentum'), সেটিত ছাড়ে নাই। কাজেই আবারও 'বেঁকিয়া বসিল'! হামেশাই তো এই প্রকার—'বিধি যদি হবি বাম' এবং 'উল্টা বুঝলি রাম' এর সম্মুখীন হইতে হয় সাধককে।

ঐ আসল 'কাম'টি করাইবার নিমিত্ত অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুবটিকে কোন গতিকে মেলান চাই। জপের দৃষ্টান্তে—সমীকরণ। শ্বাস ও জপ

তবে উপায়? উপায়—কর্ম্মটিকে শুধু এক কৌশলে (Formulaতে) ফেলিতে পারিলেই হইল না। তার একটা নির্ভরযোগ্য 'লেখ' (Curve, Picture) মেলা চাই। অর্থাৎ, Equation. যেটা ধ্রুব (Constant, C) তার সঙ্গে অধ্রুব, পরিণামীগুলোর একটা নিয়ামক সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধটি ঠিক ভাবে জানিলে ঐ যে 'কৌণিক সংস্কার' এর কথা আগে বলিতেছিলাম, সেটা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্তে আসিল। সমন্বয়ী ছন্দঃ এই অত্যাবশ্যক সমীকরণ এবং তার 'লেখ'টি ছকিয়া দেয়। ধর জপ করিতেছ। কিন্তু তোমার শ্বাস প্রশ্বাসটি তার 'তাল' রাখিয়া চলিতেছে না; জপ কালেই সঙ্কল্প পূর্ব্বক অথবা তৎপূর্ব্বে প্রাণায়ামাদি করিয়া তাদের প্রথমে পরিণয়, পরে অন্বয়টিও সাধিলে। কিন্তু শ্বাস ক্রিয়ার নিয়ামক হেতু তোমার সঙ্কল্প মাত্র নয়, শুধু তোমার প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া-বিশেষও নয়; তার হেতুপুঞ্জ সচরাচর, স্বভাবতঃ অন্যত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং তুমি কৌশলে তাকে ফরমূলায় পূরিলেও, তার নিজস্ব 'কৌণিক সংস্কারটি' যাবে কোথায়? সুতরাং আরও এক পদ আগাইতে হইবে—সমীকরণ কর্ম্মটি সাধিতে হইবে। গীতা এটিকে লক্ষ্য করিয়াই 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা' বলিয়াছেন। শ্বাস ক্রিয়ার নিয়ামকগুলি শারীর এবং মানস এই দুই প্রকারেরই—Psycho-somatic, এ দুটিও পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আহারাদি পঞ্চশুদ্ধি ('পঞ্চগব্য'), আসন—প্রাণায়াম—ন্যাস, এবং সর্ব্বোপরি, নির্দ্দোষ সমতা বিধায়িকা বীজাক্ষরঝরীমুখা শ্রীগুরুশক্তিধারায় সর্ব্বতোভাবে অবগাহন—মুখ্যতঃ এই কয় উপায় দ্বারাই শ্বাস এবং জপের অভীষ্ট সমতাটি রক্ষা করিতে হইবে। জপের একটা নিজস্ব ছন্দঃ আছে, অথবা থাকা উচিত। এমন কি, প্রণবাদি একাক্ষরী মন্ত্রেরও। সংহত বর্ণসমূহের, অগ্নীষোমীয় মাত্রা ইত্যাদি অনেক কিছুর 'সৌষ্ঠব' রক্ষিত হয় সেই ছন্দঃটি আশ্রয় করিয়া। বাক্, প্রাণ এবং মন এ তিনেরও প্রযত্ন-সৌষ্ঠব তাতে আবশ্যক। পক্ষান্তরে শ্বাসক্রিয়ায় সচরাচর বিশেষ কোন সৌষ্ঠব থাকে না। যদিও বা কখন কখন থাকে (যথা গাঢ় নিদ্রাকালে), সেটি হয়ত জপের ছন্দের সঙ্গে ঠিক সমঞ্জস (compatible) নয়। সুতরাং আমায় সাধন করিয়া মিলাইতে হয় এমন একটা সমীকরণ সূত্র যার ভিতর শ্বাস ও জপ উভয়ই স্ব স্ব ছন্দঃটি বর্জ্জন না করিয়াই পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত হইয়াছে। শুধুই তাই নয়, সেই বৃহত্তর ছন্দে উভয়েরি 'সমৃদ্ধি' (অধিকতর সৌষ্ঠব এবং পুষ্টি) হইতেছে। শ্বাসকে সহায় পাইলে বৈখরী জপ সহজে মধ্যমার সেতুটি ধরবার সুযোগ পায়; আবার, জপকে সহায় পাইলে শ্বাস যথার্থরূপে 'অজপা' আকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৯)

সমন্বয়ীরও পরে মহাসমন্বয়ী। 'বৈরাজ' রূপ ও ছন্দের অনুবর্ত্তন

জপ লইয়া সমন্বয়ীর একটুখানি নমুনা দেখাইলাম মাত্র। এটি কিন্তু সার্ব্বভৌম, ইহা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ ব্যবহারে, সাধনায়, বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে—সর্ব্বত্র এটি অনুসরণীয়। কিন্তু উহাতেই নিস্তার নাই—সমন্বয়ীটিকে 'মহা' এবং 'পরম' এই দুইভাবে না পাওয়া পর্য্যন্ত। কোন ব্যষ্টি, ব্যস্ত, ভগ্ন, বৃঢ়, আপেক্ষিক সমাধানেই ধ্রুব নির্ব্যূঢ় সমাধানটি হয় না। একটা ছোট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজ। তার বিকাশের নিজস্ব এক ছন্দঃ আছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার একটা 'অন্বয়' হবার অপেক্ষাটি থাকেই। বিরাট্ বা মহান্ একটা বিপুল ঐক্যতান (Divine Orchestra বা Cosmic Symphony) এর সঙ্গে তুলনীয়। তোমার আপন যন্ত্রের সুর ও ছন্দঃ তার সাথে অন্বয়ী হইবে, ব্যতিরেকী হইবে না। হইলে চলিবে না। কেন না, ক্রিয়া-কারক-ফল, অথবা ক্রিয়া-আকৃতি-শক্তি—সব দিক্ দিয়াই তুমি বিরাটেরই অংশ, বিরাটের অঙ্গীভূত। বিরাট্ দেহের একটা অবয়ব। অবয়বেরও নিজস্ব একটা ছন্দঃ (যেমন হৃৎপিণ্ড বা যকৃতের) থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু অবয়বীর ছন্দে সেটি অন্বিত, গ্রথিত। বিরাট্ স্বরূপতঃ প্রাণহীন, চেতনাহীন 'জড়' নয়; তুমি নিজে যেটি তারই বৈরাজ রূপ—অর্থাৎ, বিরাট্ প্রাণ এবং চেতনার সংস্থা। শ্রুতি তাই না বিশ্ব-বিরাট্, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর এগুলি যুগ্ম করিয়া, অবিনাভাব সম্বন্ধেই দেখিয়াছেন। অবশ্য, তোমার নিজের বেলাতে যেমন, বিরাটের বেলাতেও তেমনি, স্বভাব ছন্দঃটি অনেক কিছু 'ব্যাজের' পরদায় ঢাকা পড়িয়াছে—শ্রুতির ভাষায় 'অপিহিত' হইয়াছে। যেটি ঋজু-সুষম সেটি বক্র-বিষমও হইয়াছে। তোমারও যেমন, বিরাটেরও তেমনি 'মুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত ঈষিকা' বিচয়ন করার অপেক্ষা রহিয়াছে। আকৃতি, শক্তি, ক্রিয়া এবং এ তিনের ছন্দঃ—বিরাটেই বা যথার্থতঃ কি—এ জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধানের অপেক্ষা রহিয়াছে। অর্থাৎ, সেই 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এর খোঁজ। 'ঋতং বৃহৎ' এবং 'সত্যং মহৎ'—এই যুগ্ম অথচ অভিন্ন লক্ষ্যের পানেই না শ্রুতির অকম্প—অঙ্গুলি নির্দ্দেশ। 'Live according to Nature'—Stoic-দের এ সূত্র ঠিকই, তবে 'Nature' কে মুখোসে, মেক্-আপে চিনিলে চলিবে না, স্বরূপে চিনিতে হইবে।

বৈরাজ ছন্দের স্বভাব-মৈত্র (intrinsic alliance) বিরাটের সুহৃদ্রূপ

বিরাট্ তো তোমার বৈরী নয়, আসলে (অর্থাৎ ঠিকভাবে চিনিলে এবং সম্পর্কটি পাতাইয়া লইলে) তোমার 'সুহৃৎ' তোমার 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' (যা চক্রবৃদ্ধি হারেই সুদ দেয়), তোমার কারবারে 'জামিন', তোমার জীবনের 'বীমা'—এটি তত্ত্বতঃ এবং কার্য্যতঃ বুঝিয়া লইতে হইবে। যত বড়ই জলাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৌক না কেন, সাগর তার সুহৃৎ না হইলে, সাগর তার সরবরাহ (মেঘের বর্ষণাদিরূপে) বন্ধ করিলে, তার শুকাইয়া মরিতে কতক্ষণ! নিজের পাঞ্চভৌতিক এই দেহটাকে যেমন বিরাট্ আকাশ, বাতাস ইত্যাদির 'সামিল' করিয়াই ভাবিতে হয়, নিজের প্রাণ, চেতনাদিকেও সেইরূপ ভাবনা করা উচিত। বিরাটের বাহিরের কাঠামোতে হয়তো সে সবের সাড়া নেই। কিন্তু ভূস্তরের মতো সে কাঠামোরও 'গভীর গবেষণা' (prospecting, boring, ইত্যাদি) প্রয়োজন আছে। বাহিরের কাঠামোটা আমার জপাদি অধ্যাত্ম-সাধনার সম্বন্ধে উদাসীন বা অরি বোধ হইলেই বা কি? বিরাটের সুহৃদ্রূপ এবং মিত্র ছন্দঃটি আমার পক্ষে যে ভাবেই হৌক মেলান আবশ্যক। কল্পনা বা অধ্যাস মাত্র করিয়া সেটি মিলাইলে চলিবে না। কল্পনা বা অধ্যাস বলিয়া বিরাট্কে সরাসরি উড়াইবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না। আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণ অথবা প্রাণ ব্রহ্মই; সুতরাং আমার জপ, জপের মন্ত্র এবং তার ছন্দঃ সমগ্র বিশ্বেরি—এই মহাসমন্বয়ী অনুভূতিতে পৌঁছিয়া তবে না চরিতার্থ বোধটি হইবে! আমার কর্ম্মটি বিশ্বের সম্বন্ধে বাহ্য, রবাহুত, আগন্তুক নয়; তার সম্বন্ধে সেটি অন্তরঙ্গ, আন্তর, আত্মীয়—এইভাবে আমার কর্ম্মটির জন্য একটা cosmic endorsement, assurance, acceptance, আমায় মিলাইতেই হয়। প্রণবাদি মন্ত্র, তাদের ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ—এ সমস্তই বিরাটের মানে (on cosmic scale) যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই ঋষি। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। নাম, মন্ত্র, ছন্দঃ সম্বন্ধেও ঐ কথা। বেদে যাঁরা 'মধু বাতা' ইত্যাদি মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁরা তো এইভাবেই করিয়াছিলেন; মধু ছন্দঃটি তাই কারুর নিজস্ব 'ঘরাও' ছন্দঃ হয় নাই। বিশ্বভুবনেরই ওতপ্রোত নিগূঢ় ছন্দঃ ঐটি। বেদেও তাই, পুরাণেও তাই। এ মহাসমন্বয়ী স্বারাজ্য সিদ্ধিকে বেমালুম ডিঙাইয়া একদম 'পরমে' যাবার হাল-বাহালী 'পাকদণ্ডীটি' খুলিল কবে হইতে?

'মহা' ও 'পরমের' সেতু। মহাসমন্বয়ী ছন্দে চেতয়িতা, নির্ব্বাহয়িতা, সংবর্দ্ধয়িতা এবং প্রপূরিয়াতা কি কি তত্ত্ব?

'পাকদণ্ডী' অবশ্য মেলান চাই-ই—অর্থাৎ পরমসমন্বয়ী ছন্দঃ। এটির সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলার নেই। 'মহা' যাইয়া কি ভাবে 'পরমে' মিলাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, তা'তো বিশেষভাবে বলার বস্তুও নয়। যে ছন্দঃটি দ্বারা আপন কুশল ছন্দঃটির সঙ্গে বিরাটের কুশল ছন্দের 'পরস্পরং চেতয়ন্তঃ ভাবয়ন্তঃ বর্দ্ধয়ন্তঃ' সম্পর্কটি পূরাপূরি পাতান' যায়, সেই ছন্দের কথাই বলিলাম। এ ছন্দের চেতয়িত্রী শ্রীগুরুশক্তি, নির্ব্বাহয়িতা বিশ্বেদেবাঃ (অধ্যাত্মদেবাঃও বটে), আর এ ছন্দের পূরয়িতা সাক্ষাৎ ছন্দোরূপী ব্রহ্ম। 'আমাকেই' সর্ব্বারম্ভ থেকে সর্ব্বসমাধা পর্য্যন্ত সবই করিয়া ফেলিতে হইবে—এ ভাবিয়া চিন্তিত বা হতাশ হইও না। যে 'আমি' গোপ্পদে আরম্ভ করিল, সেই আমিই সাগরে সমাধা করে না। 'আমি'-টাই বদ্‌লাইয়া যায়। মহাবাক্যের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র যেটা 'অহং' সেটা 'অহং'ই নয়; হইলে, মহাবাক্যটি 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' হইত! তোমার প্রয়োজন—শ্রদ্ধাভক্তিনিষ্ঠাসহকারে শ্রীগুরুশক্তিকে, শ্রীগুরুদত্ত নামকে, উপযোগী বিদ্যা (বিধি) এবং উন্মেষিত উপনিষৎ (তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্ত দৃষ্টি) কে সমাশ্রয়। তোমার পূর্ণ আগ্রহই এতে চাই। ওতে ঢিল অথবা গোঁজামিল দিলে হবে না। অতঃপর পরিণয়-অন্বয়াদি যে সব ছন্দোরূপ পর পর আবির্ভূত হইবে, সে সমস্তই ছন্দোব্রহ্মের স্বশক্তিতে, স্বমহিমাতেই হইবে। কল্পবীজ-কণিকাটির যত্ন করিতে হয়, কিন্তু তাকে ছন্দঃ শিখাইতে হয় না। কেবল, দেখিও যেন তুমি আপনাকে একটা বিবাদী বিসম্বাদী 'ঝামেলা'র মতো যত্রতত্র সে ছন্দের মহা-নির্ব্বাহণ-পরিপূরণে শেলবৎ প্রবিষ্ট করিতে ব্যস্ত না হও। সমর্পণযোগে অনাকুল-প্রতিষ্ঠ হইতেই যত্ন কর।

(১০)

সকলকুশলমূলং শ্রীগুরুশ্চেতয়েচ্চেন্
নিপুণমপি চ বিশ্বে নির্জরা বাহয়েয়ুঃ।
কথমিহ যদি ছন্দো ব্রহ্মণা পূর্যমাণং
ক্রতুফলমমৃতং তে ভাব-কার্পণ্যদোষঃ ॥২৩

ভাবাদির কার্পণ্যদোষ পরিহার কিভাবে করিবে? ক্রতুর পারে যে অক্রতুবীতশোক স্থান, তথায় যাইবে কি প্রকারে?

তুমি ক্রতু (পূজা, জপ, হোম ইত্যাদি) অনুষ্ঠান করিতে চাও। কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ভাব আশ্রয় করা আবশ্যক, তাতে এত 'কার্পণ্যদোষ' হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন? তোমার জপ হোমাদিতে তুমি প্রাণ ও চেতনার সাড়া পাওনা বলিতেছ, কিন্তু তুমি জান নাকি যে নিখিল কুশলের যিনি মূল সেই শ্রীগুরুই স্বয়ং তোমার ক্রতুর চেতয়িতা? তুমি তাঁ'তেই যুক্ত হও, তিনিই 'অচেতন'কেও চেতন করিয়া তুলিবেন। তারপর, সেই শ্রীগুরুই জরামরণরহিত 'বিশ্বেদেবাঃ'রূপে তোমার আরব্ধ কর্ম্মের (ক্রতুর) নির্ব্বাহয়িতা (নিপুণং বাহয়েয়ুঃ)। সুতরাং আরব্ধ ক্রতুটি কিরূপে সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ হইবে, সে নিমিত্তও তোমার ভাবনা নেই। তুমি শুধু আগ্রহপূর্ব্বক তাতে এবং তাঁ'তে যুক্ত রও। শেষ, তোমার ক্রতুসমাপনফলরূপ যে অমৃত, তার নিমিত্তই বা তোমার ভাবনা কেন? যিনি স্বয়ং ছন্দোরূপী ব্রহ্ম তিনিই (অর্থাৎ শ্রীগুরুশক্তিই পরমসমন্বয়ী ছন্দোরূপে) তোমার ক্রতুটির সংবর্দ্ধয়িতা এবং প্রপূরয়িতা রহিয়াছেন, সুতরাং তিনিই ক্রতুটিকে ভরণপূরণ করিয়া ক্রতুর পারে যে 'অক্রতু বীতশোক' অমৃত, অভয় স্থান তথায় লইয়া যাইবেন। তুমি তদ্ ভাবপরায়ণ হও, ভাবকৃপণ হইবে কেন?

বিধুনয়তি কপাটাদর্গলং বজ্রসারাদ্
গময়তি গহনাং যদ্ দ্বারমল্লাংশ্চ নিদ্রাম্।
ব্রজসরিত উরূর্ম্মীদারয় ল্লীলয়ৈব
মুরসিধৃতমুদেতি ব্রহ্ম ছন্দোগবেশম্ ॥২৪

সেই পরমচ্ছন্দোগবেশ ব্রহ্মগোপালটিকে ভুলিয়া গেলে? যে ছন্দোদুলালের অচিন্ত্য অঘটনঘটন কুহকে, অশ্মনির্মিত যে কংসকারাগার, তার যেটি বজ্রসার কপাট, সেটি মুহূর্ত্তেই নিরর্গল হইয়া যায়; শুধু তাই নয়—কারাদ্বারে যে সমস্ত রক্ষী মহামল্ল নিশিদিন সজাগ পাহারায় আছে, তারাও যে গহন বিমোহন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঢুলিয়া পড়ে; শুধু আবার তাও নয়—ব্রজসরিৎ যে কালিন্দী, সেও 'ভরাভাদরে' তার উত্তাল উর্ম্মিরাশি যেন অবহেলে বিদারিত হইয়া যাইতে দেয় পারের পথটি দেখাইবার নিমিত্ত; সেই ছন্দোঘনমূর্ত্তি চিদ্‌গগন-পূর্ণশশী বসুদেবের বুকে শয়ান হইয়াই উদিত হইতেছেন বটে, কিন্তু তিনি যে পরমছন্দোগবেশী ব্রহ্ম, ইহা ভুলিও না। বদ্ধার্গল বজ্রসারকপাটবিশিষ্ট কংসের ঐ অশ্মকারা তোমার ভিতরে ভাবনা কর। বসুদেব শ্রীভগবানের অনুগ্রহরূপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুমূর্ত্তি ; দেবকী তোমার আপন আগ্রহশক্তি। উভয়ের 'পরিণয়ে' যিনি জন্মিলেন, তিনি স্বয়ং ছন্দোদুলালবেশী ব্রহ্ম। ইনিই আবার নন্দদুলাল, তিনি আপন ব্রহ্মস্বরূপের দ্বারাই 'ছন্দঃ' আর 'নন্দে'র এই অভেদটি ঘটাইয়া লন। তোমার অন্ধকারাকক্ষে যিনি 'ভূমিষ্ঠ' হইলেন, শ্রীগুরু নিজেই তাঁ'কে বুকে করিয়া সকল ব্যামোহ এবং গণ্ডীর পারে রাখিয়া আসিবেন। কাজেই, তোমার ভাবিবার কি আছে! তবে, হ্যাঁ, ঐ দ্বারমল্ল অসুরদের সঙ্গে ভিড়িয়া 'ভাঙের' নেশায় ভুলিও না। কিংবা তোমার ভাবকালিন্দীর তটে, কেবলই ঊর্ম্মিভঙ্গী দেখিয়াই ভুলিয়া থাকিও না। এপারের 'ভাঙের নেশা' আর মধ্যিখানের 'ভাবের নেশা' এ দুই-ই কাটাইয়া তবে-না ব্রজের ভাবরসমাধুরী!

স ঘটয়তি ঘটে তে বোধনং ব্রহ্মসূক্তৈ
র্যদি মৃগপতি-পৃষ্ঠ-ন্যস্তপাদাব্জ-দেব্যাঃ।
কিমপি সিতরুচিঃ শ্রীঃ স্কন্দহেরম্বসিংহা
দধতি ন রিপুবাধাবাধনায় স্বশক্তীঃ ॥২৫

তিনি (শ্রীগুরুদেব) তোমার এই মঙ্গলঘটে ব্রহ্মসূক্ত (দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত ইত্যাদি অর্থাৎ সমস্ত বীজমন্ত্র) দ্বারা যদি সেই মৃগেন্দ্রোপরি-ন্যস্ত-রাতুলচরণ-যুগলা দেবীর বোধনটি ঘটাইয়া দেন, তবে বল—সে বোধনের দ্বারা উদ্‌বোধিত হইয়া বাণী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ সিংহাদি কোন্ দেবতাই না রিপুভয় নিমিত্ত তোমার মহাবাধাটি বাধনের উদ্দেশ্যে স্ব স্ব শক্তি ধারণ করিবেন? অর্থাৎ, মূলবোধনটি সর্ব্বাগ্রে নিষ্ঠাপূর্ব্বক হইলে কাণ্ড শাখা প্রশাখাদির 'বোধন' বীজের স্বশক্তিতে, স্বচ্ছন্দেই হইবে। সে জন্য ভাবিতে হইবে না। কাণ্ডশাখাদিরও নিজ নিজ শক্তি ও ছন্দঃ বিহিত আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সমস্তই বিভিন্ন, বিচিত্র হইয়াও ঐ মূলেতেই অন্বিত, অনুগত। মূলের (দেবীর) ছন্দের দ্বারাই কাণ্ডাদির ছন্দের পরিণয়, অন্বয়, সমন্বয় এই তিনটিই ঘটিয়া থাকে ; এবং সেই মূলকে স্বয়ং মহাসমন্বয়ী এবং পরম সমন্বয়ী জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল স্বয়ং সাধিষ্ঠ হইলেও ছন্দোমঞ্জরী রূপেই মূলের পরিপূর্ণতা। সুতরাং মূলটিকে মধুচ্ছন্দাঃ রূপেই সমাশ্রয় করিতে হইবে

মূলই যখন স্বয়ং সাধিষ্ঠ-স্বচ্ছন্দ, তখন মূলকে চাপিয়া ধরিলেই তো হইল, মূলের অত সব ছন্দোমাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়া কি হইবে? অর্থাৎ, কর্ম্মেই যখন অধিকার, তখন 'চোখমুখ বুজিয়া' কর্ম্মই করিয়া যাই না কেন? যা' কিছু করার তা তো কর্ম্ম স্বয়ংই করিবে। কর্ম্মই প্রভু—'কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ'। কথাটা কতক ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কর্ম্মটিকে যদি উপাস্তি বা উপাসনারূপে পাইতে হয়, তবে তার সঙ্গে জ্ঞান (কর্ম্মটি কেন, কিভাবে প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ, এক কথায় যেটি ইষ্ট তার সম্বন্ধে সমর্থসাধনতা এই কর্ম্মে আছে এই জ্ঞান) 'মিথুন' ভাবে থাকা চাই। যে কর্ম্মটি করিতেছি, অন্ততঃপক্ষে তাতে আমার যিনি ইষ্ট, প্রিয় তাঁর সেবা হইবে, তুষ্টি হইবে—এ জ্ঞানটি মিলিত না থাকিলে, কর্ম্মে 'রসবোধ' হয় না, 'ভাব' আসে না। ক্রিয়া এবং জ্ঞানের 'মৈথুনে'ই ভাবরূপা উপাস্তির তনুটি গঠিত হইয়া থাকে। দেবীতো ভ্রূকুটি অথবা হুঙ্কারেই মহিষাসুরদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ, তবে এত বিভূতি, এত লীলাবৈভব বিস্তার কেন? তাঁর মধুচ্ছন্দাঃ পরিপূর্ণ রূপটি দেখানর আবশ্যকতা হয় বলিয়াই দেখান। মহাবাক্য, মহানাম, মহামন্ত্র তো স্বমহিমায় আছেনই তবু তাঁকে বহুধা খ্যাপন করিয়াও বেদতন্ত্র পুরাণাদি যেন পরিতৃপ্ত হইতেছেন না! অতশত করার পরও আবার শ্রীনারদ আসিয়া বেদব্যাসকে ভাগবত রচিবার প্রেরণা দিতেছেন! ভাগবতেও দুটি একটি বা চারিটি শ্লোকেই তো বলার কিছু বাকি রহিল না মনে হয়, তবে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক কেন? ভাগবতামৃত ('স্বাদু পদে পদে') স্বয়ং আস্বাদ করিয়া আর এ 'কেন' সম্বন্ধে সংশয় বা জিজ্ঞাসা জাগে না। তখন বরং মনে হয়—হায়! এখানেই শেষ!

(১১)

অপি ফলতি কৃতিশ্চেন্ মূঢ়বিশ্বাসমূলা
সকৃদবরফলাং তাং কর্মধীর্বৈখনৈব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন জলদরসসিক্তা ভাতি নৈবার্কভাসা
চির-পরমফলা সা কীদৃশী কল্পবল্লী ॥২৬

কৃতি অবরফলা ও সকৃৎফলা হইলে চলিবে না। কিসে সেটি পরম-চির-ফলা হয় তার যত্ন করিতে হইবে

মূঢ় (অন্ধ) বিশ্বাসমূল তোমার যে কৃতি (কর্ম্ম) লতাটি রোপণ করিলে, তাতে যদি অভীষ্ট ফল কিঞ্চিৎ ফলেও, তবু জানিও যে সে ফল 'অবর' (নিকৃষ্ট —'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম' গীতা বলিয়াছেন) এবং সকৃৎ—ঐ একবারই কোনো গতিকে ফলিল, আবারও যে ফলিবে এবং উৎকৃষ্টরূপে ফলিবে, তার কোনো নিশ্চয় নাই। কিন্তু ধী, কিনা, বুদ্ধি কর্ম্মের 'চাক্কি'তে ঘুরিতে থাকে, 'যান্ত্রিক'-ভাবে কর্ম্ম করিতেই ব্যাপৃত থাকে, তাই 'কর্ম্মধী'র পক্ষে আপন কর্ম্মলতিকাটিকে ভালমতে জানাই সম্ভবপর হয়না (ভাগবতে হংসগীতায় স্বয়ং ব্রহ্মারও 'কর্ম্মধী' হওয়া বশতঃ বুদ্ধি অবিশারদী, অপারগা হবার কথা চিন্তা কর)। তোমার লতাটিকে আবার সেই রবীন্দ্রনাথের 'নিবিড় সরস বরষা'য় অথবা পদাবলীর সেই 'জিনি ভাদর রসবাদরে' সিক্ত হইতেও দিলে না, ভানুর আদীপিত-দিগন্তর দীপ্তিতে আলোকিত পুলকিত হইতেও দিলে না! অর্থাৎ, সেটিকে ভাবরসে বিরহিণী এবং বিজ্ঞানভাতিতে বঞ্চিতা করিয়াই রাখিলে! অথচ, পরম নিত্য যেটি ফল—যেটি বিজ্ঞানভাতি এবং ভজনরস মাধুরীর সাধিষ্ঠ সামরস্য বিনা সম্ভবে না—সেটি তুমি তোমার ঐ অবরা কৃতি লতাটিতেও ফলাইতে চাও! কিন্তু বল দেখি, সেই পরম-চিরফলা কল্পবল্লীটি বস্তুতঃ কীদৃশী ?

ইষ্টে পরম নিবিষ্টতা যদি সেই পরম ফলটি হয়, তবু সেটিকে বুঝিয়া দেখ। প্রথম—ভক্তরসিকের

ব্যাহৃতির আলোচনা গণিতের আলোচনার মতোই দুরূহ এবং নীরস মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা যখন মূলতঃ ছন্দেরই আলোচনা, তখন অন্ততঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আসিয়া ইহার সরল ও সরস হইতেও বাধা নাই। ইষ্টে পরম নিবিষ্টতাই অবশ্য সাধনার শেষ লক্ষ্য। এটি নিঃসংশয়ে হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইলে, নিখিল ছন্দের, সুতরাং ব্যাহৃতিরও, চরিতার্থতা ঘটিতে আর বাকি নাই বুঝিতে হইবে। রসপিপাসু ভক্তের আবিষ্টতা এই কারিকাটিতে দেখিবে কি ?

সজতি সপদি ভৃঙ্গস্তস্য পাদারবিন্দে
বিশতি নখময়ূখৈরুজ্জ্বলাং মাধুরীং বা।
সরতি পরিমলেঽপি প্রায়শো দিক্ষু দিক্ষু
কিমটতি মধুপোঽজাৎ কিং মৃষাগুঞ্জিতং বা ॥২৭

ভক্তরসিক ভ্রমরের আর তো দেরি সহিতেছে না, সে এই মুহূর্ত্তেই (সপদি) তার (ইষ্টের) চরণসরোজে সংলগ্ন হইল যে (সজতি)। শুধুই কি সংলগ্ন ? তাঁর পদনখরের কমনীয় ছটায় সমুজ্জ্বল যে আন্তর নিগূঢ় মাধুরী (অর্থাৎ উজ্জ্বল রস গাঢ়তা) তাতেও বুঝি প্রবিষ্ট হইল (বিশতি বা)। সে পদ্মের সুরভি পরিমল তো বাহিরেও দিকে দিকে যখন তখন (প্রায়শঃ) ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই সুরভিপবনে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমর পদ্ম সন্নিধানে ধাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে আজ পদ্মের স্বরস রসে আবিষ্ট মধুপ যে, সে এখন তো পদ্মের নিবিড় মাধুরী ছাড়িয়া হাওয়ার সাথে এদিক্ ওদিক ধাইয়া বেড়াইবে না, কিংবা মিথ্যা (মৃষা) গুঞ্জন করিয়াও বেড়াইবে না। শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞানে যে পরমাবিষ্টতা তা'ও এই কারিকাটিতে ভাবনা কর ঃ—

শ্রবণকুহরশঙ্খধ্মাতবাক্যৈ র্ম্মহদ্ভি
রনলস রসনায়াস্ত্যাগতো বাপি ভাগাৎ।
বহিরপি ঘনমন্তর্নোভয়ং মন্যমানে
কিমখিলমুপশাম্যেৎ স্যাচ্ শিবাদ্বৈত-তুষ্ণীম্ ॥২৮

জ্ঞানবিচার পথে লক্ষ্য শিবাদ্বৈততুষ্ণীম্

তোমার শ্রবণকুহররূপ শঙ্খবিবরে 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য চতুষ্টয় তো ধ্মাত হইয়াছে, এবং অনলস রসনাও সেই সব মহাবাক্য বিচারে ভাগত্যাগ-লক্ষণাদি প্রসঙ্গে ব্যাপৃত রহিয়াছে দেখিতেছি ; আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'ন বহিঃপ্রজ্ঞং নান্তঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন ঘনপ্রজ্ঞং' ইত্যাকার যে 'নেতি নেতি' বিচার বিবেচন, তা'তেও তোমায় নিষ্ঠাপূর্ব্বক মননশীলই দেখিতেছি; কিন্তু এত করিয়াও, বলিবে কি—নিখিল প্রপঞ্চোপশমে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' রূপে যে পরমতুষ্ণীম্ভাব তা'তেই কি তুমি চিরবিশ্রান্ত হইলে? আত্মাতেই কি তোমার পরমনিবিষ্টতা ঘটিল?

তারপর সাংখ্যযোগীর কথাও চিন্তা কর :—

কিমধিগতসমাধিঃ সাস্মিতানন্দ-সেতু
মতিতরিতুমশক্তো যাসি কৈবল্যপারম্।
কিমপি বিজয়তে বা ধর্ম্মবৃট্ প্রান্তভূমৌ
যদি দৃশমিব দৃশ্যং নো জয়েঃ শুদ্ধিসাম্যে ॥২৯
(অপি সুতনুসবীজং ধর্ম্মমেঘৈঃ সুপুষ্টং
কথমিব দৃশি দৃশ্যে তে ভবেচ্ছুদ্ধিসাম্যম্ ॥)

(১২)

সাংখ্যযোগীর পরম লক্ষ্য—সমাধিভাবনাদি স্থলেও কোথায় কোথায় 'ব্যাসকূট' উপস্থিত হইতে পারে

সমাধি তো তোমার অধিগত হইয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু সম্প্রজ্ঞাতের প্রান্তে 'সানন্দ' এবং 'সাস্মিত' নামে যে সেতু রহিয়াছে, সে সেতু উত্তীর্ণ হইতে যদি অপারগ হও, অর্থাৎ আনন্দ এবং অস্মিতার যে অপূর্ব্ব গাঢ়ত্ব এবং মহত্ত্বের কথা ব্যাসভাষ্যাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন, অথচ যেটি সাপেক্ষতারহিত পরমভূমিও নয়, তা'তেই যদি আবিষ্ট রহিয়াই যাও, আর আগাইতে না চাও বা না পার, তবে বল দেখি কৈবল্যরূপ পারটিতে—পারম্যে—কেমন করিয়া উপনীত হইবে? আবার প্রান্তভূমিতে তোমার 'ক্ষেত্র'টি 'সুতনু সবীজ', অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম অথবা ক্ষীণ সংস্কারগর্ভিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'ধর্ম্মমেঘাদি' সমাধি যে তনু সংস্কার-ভূমিটিকে একান্তভাবে নির্ব্বীজ করিয়া দিবে অথবা সংস্কার আরও সুপুষ্টই করিবে, তা'ও কি চিন্তা করিয়াছ? 'অপি', 'কিমপি' পদের দ্বারা এই প্রশ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসাটি করা হইতেছে। আচ্ছা, ঐ প্রান্তভূমিতে 'ধর্ম্মবৃট্' (ধর্ম্মবর্ষণকারী সমাধি মেঘটি) যদি অন্তরায়ের বীজ অথবা মূল অপনোদনে বিজয়ী না হয়, অর্থাৎ, তা'কেও ছাড়িয়া যদি পরবৈরাগ্যকে সহায় করিতে হয়, তবে বল দেখি —'দৃক্' অথবা পুরুষেও যেমনটি, 'দৃশ্য' অথবা প্রকৃতিতেও তেমনি 'শুদ্ধি' সাধনে জয়ী হইবে কিরূপে? 'দৃশি-দৃশ্যের' এ 'শুদ্ধিসাম্য'টি যতক্ষণ অবিজিত, ততক্ষণ তোমার কিসের, কীদৃশই বা বিজয়? সানন্দে-সাস্মিতে এক বিপুল-নিবিড় আবিষ্টতা মিলিয়াছিল বটে, কিন্তু সেটি তো 'নির্ব্যূঢ় পরম' নয়; ধর্ম্মমেঘাদি সমাধি বর্ষণে ব্যুত্থানের উদারাদি সংস্কারগুলি ভাসিয়া যাইল বটে, কিন্তু যেগুলি 'সুতনু', সেগুলি? ঐ মেঘোদয়টি আবারও হইবে, তাহা হইতে কল্যাণ-বর্ষণটিও আবার হইবে—এই সংস্কার, এই 'আবেগ'টি কোথায় যায়? ঐ আবেগ, ঐ অপেক্ষাটি তখনও রহিয়া যায়। আবেগ, অপেক্ষা যতক্ষণ রহিয়াছে, যে কোনও আবিষ্টতার 'ঘোর' ভাঙ্গার সম্ভাবনাটিও ততক্ষণ বিদ্যমান। 'দৃশি-দৃশ্যে' শুদ্ধিসাম্যটি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ 'ভাঙ্গন' থেকে অব্যাহতি নেই। সুতরাং পরমাবিষ্টতাও নেই। 'দৃশিমাত্র' রূপ যে পুরুষ তার 'শুদ্ধি' অথবা 'স্বরূপেঽবস্থানং' সহজেই ধারণা করা যায় বটে, কিন্তু দৃশ্যের?

ইহার উত্তর—দৃশ্য অথবা দৃশ্যমূল যে প্রকৃতি, সেটিকে ব্রহ্মের অথবা সচ্চিদ্-বস্তুরই 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'রূপে না দেখিতে পারা পর্য্যন্ত তার 'শুদ্ধি' 'সম' পর্য্যায়ে আসিল না। অর্থাৎ, ব্যাহৃতি-আশ্রয়ে ছন্দের যে সোপান পরম্পরা অধিরোহণ করিয়া আমরা চলিয়াছি, তার শেষ পদবীতে, কিনা পরমসমন্বয়ীতে, না পৌঁছান পর্যন্ত 'দৃশ্য' কিছুতেই বলিবে না যে আমি একান্তভাবে 'খাঁটি' হইয়াছি—'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' হইয়াছি। আর, সেটি না বলা পর্য্যন্ত তার কাছ থেকে রেহাইও নেই। কেবল 'বর্জ্জননীতিতে' (by pure dismissal) দৃশ্যকে বাদ দেওয়া যায় না। দিতে চেষ্টা করিলে তাকে কোনও এক 'চাপ' (under pressure) রাখিতেই হয়, কাজেই চাপ ঠেলিবার এক সংবেগ ('potential') ও রহিয়াই যায়। তাকে সরাসরি 'অধ্যাস', 'মিথ্যা' ইত্যাদি বলিয়া উড়াইতে গেলেও সে উড়িয়া যায় না; বিচারে (logically) উড়িলেও কার্য্যতঃ উড়িয়া যায় না; সমাধিতে 'গা-ঢাকা' দিলেও বেমালুম রহিয়া যায়। পরবৈরাগ্যে তার বীজ মারিবে বটে, কিন্তু বৈরাগ্যও 'পর' হইবে না, মনন বিচারাদিও 'পরিনিষ্ঠিত' হইবে না, উক্ত শুদ্ধিসাম্য ব্যতিরেকে। অর্থাৎ, দৃশ্যকে যদি মিথ্যাই বল, তবে সে বলা 'কাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা' হইবে দৃশ্যকে ঐ পরমসমন্বয়ী ছন্দে লইয়া যাইতে পারিলেই। দৃশ্য বলে—আমায় 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপে সর্ব্বাগ্রে জান, তারপর, ঐ 'চ'কার দুটি মিথ্যা বলিয়া, 'অধিকন্তু' বলিয়া যদি উড়াইয়া দাও তো দিও, আপত্তি করিব না। নচেৎ, ঋত, সত্য মিথ্যা—এ আত্মঘাতী উক্তিতে আমি কান দিতেছি না। বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, ঋষি, মহাজন সকলেই 'দৃশ্যমার্জ্জনে' কি সাংঘাতিক শ্রমই না করিয়াছেন, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। 'মার্জ্জন' মানে সরাসরি 'ধুইয়া মুছিয়া ফেলা' নয়। আগে তাকে 'ধৌত' হবার মতো করিয়া তবে তো ধৌত করণ। 'দুর্ব্বল' অধিকারীও আপনাকে ধুইয়া ধুইয়া না 'সবল' করিবেন! ব্যাহৃতিচ্ছন্দে ধৌত হইতে হইতে দৃশ্য অন্তে যাইয়া যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে ঐ 'চ'কার দুটি ছাড়া ধুইবার আর শেষ থাকে কি? যোগবাশিষ্ঠাদিতেও 'তলাইয়া' ধ্যান লাগাইও।

দৃক্ ও দৃশি বিবেচন। ভঙ্গুরতা-ভয় কতদূর অবধি? কি ভাবে তার অবসান?

অথবা, দৃক্, (দৃশ্—কর্ত্তৃবাচ্যে), দৃশি (করণ বাচ্যে) এবং দৃশ্য—এই ভাবে গোটা অনুভূতি (Experience) কে বিশ্লেষণ করিয়া লও। প্রথমটিতো ধর স্বরূপে শুদ্ধ আছেনই। কিন্তু তুমি (মুমুক্ষু সাধক) সেটিতেই 'অবস্থিত' তো নেই। তুমি জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা ইত্যাদি রূপে জ্ঞেয়, ভোগ্য, কার্য্য এদের সঙ্গে ব্যবহারে লিপ্ত আছ। তুমি যে ভাব-ভক্তি, ধ্যান-সমাধি, শ্রবণমননাদি করিতেছ, সেটিও প্রথমটির (দৃকের) ভাগে পড়ে না। সেটি দৃশি-দৃশ্যের অন্যোন্য অপেক্ষার কুক্ষিতেই নিক্ষিপ্ত। সে কুক্ষি কাটাইয়া বাহির হইবে কিরূপে? উত্তর—দুয়ের শুদ্ধিসাম্য ছাড়া উপায়ান্তর নাই। অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভোক্তাদি রূপে যে তুমি, আর জ্ঞেয় ভোগ্যাদি রূপে যে 'সে', এই দুয়েরই যেটি 'হৃৎ', যেটি 'আত্মা' (Innermost Core & Essence) সেইখানে পৌঁছিয়া তাদের সর্ব্বথা সমীকরণটি ঘটাইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। একটি বটকণিকাকেও 'ভিন্ধি' (ভাঙ্গিয়া দেখ) করিয়া দেখিতে হইবে যে তোমার যেটি আপন 'হৃৎ' সেটি ঐ বীজকণিকারও হৃৎ। 'তৎ' পদার্থকে শুধু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এক বস্তু ভাবিলেই হইবে না। ঐ কণিকাটির ভিতরেও সেই সর্ব্বকে সর্ব্বভূতাধিবাসরূপে পাইতে হইবে। এর জন্য 'তোমাকে'ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার 'সুহৃৎ' হইতে হইবে। তোমাতে ও তা'তে এই পরম সৌহার্দ্দ্যটি ঘটায় বা দেখায় যে ছন্দঃ তা'কে বলে পরম সমন্বয়ী। সাধনমাত্রেরই উদ্দেশ্য এই ছন্দে ধাপে-ধাপে উপনীত হওয়া। তোমাতে ও তা'তে 'শুদ্ধিসাম্য' (পদার্থ শোধন পরাকাষ্ঠা) বস্তুতঃ ঘটিলে আর বৈষম্য আশঙ্কা নেই, কাজেই কোনও ক্ষোভ আশঙ্কাও নাই। ছন্দোমাত্রেরই উদ্দেশ্য সমীকরণ সন্দেহ নাই। পরিণয়ী হইতে সুরু। ক্রমে ক্রমে এই সমীকরণটিকে 'নির্দ্দোষ' এবং 'নির্ব্যূঢ়' করিয়া চলিতে হয়। 'নির্দ্দোষ সম' ব্রহ্মে এর অবসান। তার আগে পর্য্যন্ত 'difference of potential' (সম্ভাব্য বিষমতা) এবং 'subject-to-conditionality' (সাপেক্ষত্ব) থাকেই। কাজেই, ক্ষোভের আশঙ্কাও থাকে।

(১৩)

'অয়ং' খ্যাতি থেকে 'অস্তি' খ্যাতি পর্য্যন্ত সপ্ত-ব্যাহৃতির অভ্যারোহণ সমাপ্তিতে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'-এই দুই 'চ' কার মুক্ত 'ঋতং সত্যম্'

'অয়ং' থেকে সুরু করিয়া 'অস্তি' পর্য্যন্ত যে সপ্তখ্যাতি সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ধাপের পর ধাপ বাহিয়া চরম খ্যাতিটি পর্য্যন্ত না যাওয়া পর্য্যন্ত 'ঋতং' —যেটি ঠিক ঠিক চলিতেছে, এবং 'সত্যং'—যেটি ঠিক ঠিক রহিয়াছে, এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান (hiatus) টা তিরোহিত হয় না, এবং সে দুটি দুইটি 'চ' কার দ্বারা মিলিতও হয় না। যতক্ষণ 'চলিতেছে' এই অনুভব, ততক্ষণ এই জিজ্ঞাসা রহেই—চলার মূলে কি আছে, আধার রূপেই বা কি, লক্ষ্য বা পরায়ণরূপেই বা কি আছে? এই মহাপ্রশ্নটি আপনার সমাধান আপনি করিতে করিতে চলিয়াছে 'অয়ং' প্রভৃতি ঐ সপ্তখ্যাতি বা সপ্তব্যাহৃতির সোপান আশ্রয় করিয়া। 'এই যে' বলিয়া সত্য প্রথম সাড়াটি দেয়, কিন্তু সাড়া দিয়াই 'ঐ' (অগোচর) এর ভিতরে সেটি লুকায়; তখন দুইএর মাঝে এক অন্তরীক্ষ (hiatus) অনুভব হয়—'না এই, না 'ঐ' রূপে। একটা inner stress এর মতো। আমার অনুভূতিটাকে 'এই' আর 'সেই' দুইটা 'পোলে' strain (রূপিত) করিয়া দুইমাঝে একটা উদাসীন ভূমি (neutral zone) রূপে এটি বিদ্যমান। চিন্তা করিয়া দেখ—নয় কিনা। তারপর, 'এই আর ঐ' দুইকে জড়াইয়া এক বৃহত্তর, মহত্তর অনুভূতি। তারপর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল প্রত্যয়ের জনি বা নিদান বা Root ভাবে তাকে ডাকি কি বলিয়া? 'অসি'—তুমি বিপুল, তুমি মহান্, তুমি কারণ, তুমি 'আছ'। তারপর—'অস্মি' —আমিই 'আছি'—'মহান্ আত্মা' রূপে তোমাকেও ক্রোড়ে ধরিয়া আমি 'আছি'—আমিই 'তপসা চীয়মান' হইয়া সবই হইয়াছি এবং হইতেছি। কিন্তু এখানেই শেষ? না। 'অস্তি'—'তুমি' বলি আর 'আমি' বলি, আর 'সে' বলি, মূলে, আধারে এবং অন্তে এক নিঃসন্দিগ্ধ, নির্ব্যূঢ় 'অস্তি'। ঋতের বিশ্রান্তি এই সত্যেই। এইবার এই কারিকাটি ভাবনা কর ঃ—

প্রথমময়মিতীদ্ধা সপ্তজিহ্বে শিখা যাহ্
নুভয়মিতি চ চাসৌ দ্বে শিখে ইধ্যমানে!
উভয়মপি মহদ্ যচ্চাসি চাস্মীতি চাস্তি
ত্বমহমিতি সদেকঞ্চাসুহোতা জুহোতি ॥৩০

ব্রহ্মযজ্ঞে সপ্ত-শিখা ঐ সপ্তখ্যাতি। সপ্তব্যাহৃতি ঐ সপ্তশিখায় আহুতির স্বাভাবিক নাম বা মন্ত্র

সাতটি জিহ্বাবিশিষ্ট পরমাশ্চর্য্য এক অগ্নি। প্রথমে, 'অয়ং' বা 'এই' রূপে এই অগ্নির একটি শিখা 'ইদ্ধ' হয়; তৎপরে, 'অসৌ' (ঐ) এবং 'অনুভয় (অর্থাৎ 'না-এই-না-ঐ')—এই শিখাদ্বয় 'ইধ্যমান' হইয়া থাকে। তদনন্তর 'উভয়ং মহৎ' (অর্থাৎ 'এই এবং ঐ' দুইই মহত্তর রূপে) সেটি দীপ্ত হইয়া থাকে। শেষকালে, 'অসি', 'অস্মি' এবং 'অস্তি' এই তিন প্রত্যয়ের সংস্থাস্বরূপ যে 'ত্বং', 'অহং' এবং 'সদেকং' (কিনা, সত্যং) সেই তিনটি শিখা ক্রমে সমিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম স্বয়ংই হোতৃরূপে এই সাতটি শিখায় বিশ্বভুবন আহুতি দিতেছেন। ব্যাহৃতি সপ্তকই তাঁর হবনমন্ত্র। সুতরাং, আন্তর বাহ্য তোমার সর্ব্ববিধ হবনে সরহস্য এই ব্যাহৃতি সপ্তককে আশ্রয় করতঃ তোমার যজ্ঞের চরমফল যে 'অমৃত' সেটি, লাভ করিতে হইবে।

ব্যাহৃতির আধাররূপছন্দের পাঁচটি পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত সংকলন। 'মহা' ও 'পরমের' সীমানা

মন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাহৃতি আলোচনা মৌলিক আলোচনা। এই নিমিত্ত আলোচনার আধার প্রস্তুতিতে ছন্দঃকে মুখ্যস্থানে বসাইয়া আমরা ব্যাহৃতিকে বুঝিতে যত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি। ছন্দের যে পঞ্চবিধা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, নিম্নের কারিকায় তা'দের সার সঙ্কলন মিলিবে :—

পরিণয়তি যদেকং ছন্দসী দ্বন্দ্বভাজী
অনুগময়তি কিঞ্চিচ্চাংশতোঽন্যস্য মৈত্রম্।
তদপি ভবতি সম্যক্ সর্ব্বতো ব্যাপ্য কিঞ্চিদ্
বৃহদ্ তমনুযাতং স্যান্ মহচ্চেৎ ততঃ কিম্ ॥৩১

প্রথম, পরস্পর দ্বন্দ্ব লক্ষিত হইতেছে এমন দু'টি ছন্দঃকে যে ছন্দঃ (দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও) পরস্পরের 'সহগ' করিয়া লয়, তা'কে পরিণয়ি ছন্দঃ বলিয়া জানিবে (দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে)। এস্থলে 'composition of forces' মাত্র ঘটে। কিন্তু 'মৈত্র'—reconciliation ? সেটি ঘটায় অন্বয়ি ছন্দঃ। কি ভাবে ? দুয়ের মধ্যে 'অংশতঃ' অন্বয় বা মিলটি দেখাইয়া অথবা ঘটাইয়া। এটি দ্বিতীয়। যদি শুধু অংশতঃ নয়, সর্ব্বতঃ—পূরাপূরি অন্বয় বা মিলটি ঘটান যায়, তবে তৃতীয়—সমন্বয়ি : কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে দেশকালাদির সংস্থায় শুধ সমন্বয়টি না ঘটিয়া 'বিশ্বসংস্থায়' (Cosmic Frame of Reference) সমন্বয়টি যদি ঘটে, তবে চতুর্থ—মহাসমন্বয়ি। এর ফলে বি যেটি 'ঋতং বৃহৎ'রূপে অনুপ্রবিষ্ট এবং সমুদাহৃত, ততদূর 'পর্য্যাপ্তি' সম্ভাবিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ সাধনেই এটি যথাসম্ভব নির্ব্বাধে হইতে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এইখানেই 'ইতি শেষঃ' ? তা'তো নয়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে— 'ততঃ কিম্' ? সেটি—অর্থাৎ এখানে যেটি প্রশ্নের বিষয়মাত্র—পরমান্বয়ি। সেটিকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' বলিব, না আর কিছু বলিব, অথবা সেটি আসলে বলার বস্তুই নয় ? কেননা, বিশ্বে ওতপ্রোতে যে 'ঋতং বৃহৎ' সেটি সেই পরমের একটি 'পাদ' রূপেই প্রতীত হইতেছে—কিন্তু 'অমৃতং দিবি' ?

(১৪)

সাধন ও ব্যবহার ক্ষেত্রে ঐ পাঁচটির কতদূর কি ভাবে প্রয়োগ সম্ভাবিত হয় ? সামান্য ও বিশেষ রূপ। দৃষ্টান্ত

আমাদের চলতি ব্যবহারে, এমন কি সাধনভজনেও সচরাচর ছন্দের ঐ পাঁচটি ধাপের মধ্যে 'কায়ক্লেশে' প্রথম দুটিতে (পরিণয়ি, অন্বয়ি—সহগ, সহিত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পা' বাড়াইতে পারি। কিন্তু সমর্থ 'ভূ ভুর্বঃ স্বঃ' এই তিন আদি ব্যাহৃতিরূপা গুরু শক্তির অথবা বিশ্বকল্যাণ শক্তির 'প্রকট' অনুগ্রহ না মেলা পর্য্যন্ত তৃতীয় সোপানে (অর্থাৎ, সমন্বয়ে) পৌঁছিতে অপারগ হই। আমাদের ব্যবহার ক্ষেত্রে অথবা সাধনক্ষেত্রে কোনও সমাধানই সম্যক্ হয়না, সমীচীন হয়না। তৎপরে মহাসমন্বয়রূপ মহোদয়টি সুরু হয়—'মহঃ', এই সমর্থ ব্যাহৃতিকে আশ্রয় করতঃ। 'একলাফে' এটি হয় না, হবার নয়ও। 'অসি', 'অস্মি', 'অস্তি'—এইভাবে ত্রিধা উক্ত মহোদয়টি ঘটিয়া থাকে। সত্যে আসিয়া 'মহা'র শেষ, এবং সেই শেষের সঙ্গে সঙ্গেই 'পরমে'র আরম্ভ। ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গাবারি যমুনাবারির মতো এই 'মহা'র এবং 'পরমে'র মিলনকে তফাৎ করিয়া দেখা যায় না।

'সমর্থ' কথাটা দুইবার ব্যবহার করিলাম। কেননা, সাধনদ্বারা উদয়, অভ্যুদয়, মহোদয় ঘটাইতে গেলে ব্যাহৃতির মাত্র 'সামান্যরূপতায়' কুলায় না, সেটিকে এক 'বিশেষরূপতায়' তুলিয়া ধরিতে হয়। ধর, বহির্ব্বিশে তাড়িত-চৌম্বক শক্তি, তাপ ইত্যাদি তো 'সামান্য' ভাবে আছেই কিন্তু 'কাজে লাগিবার মতো' করিয়া সে সব শক্তি পাইতে গেলে সামান্যরূপেই তো কুলায় না, কৌশলবিশেষ দ্বারা বিশেষরূপে পাইতে হয়। কৌশলটিরও আবার তিন রূপ—শক্তি, আকৃতি, ক্রিয়া। তিনটি প্রশ্নের উত্তর হয় ঐ তিনের দ্বারা। প্রথম—কি শক্তিদ্বারা ঐ সামান্য শক্তিকে (ধর, কেন্দ্রীণ তাড়িত শক্তিকে) আমি 'অভীষ্টরূপে'—মাত্রায়, পরিমাণে ইত্যাদিতে—পাইব? দ্বিতীয়—উদয়টিকে ঠিক কি ভাবে আকারিত করিয়া পাইব? তৃতীয়—ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ অথবা ক্রিয়াদ্বারা পাইব? এই তিনটি যথাক্রমে মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র। সুতরাং, কৌশল হইল উক্ত 'ত্রয়ী'। প্রত্যেকটিকে এবং তিনেরই পারস্পরিক অনুপাতটিকে একটা নির্দ্দিষ্ট 'কাষ্ঠায়' (limit-এ) না আনিতে পারিলে কৌশলটিতো সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কৌশলটিকে উপযুক্ত 'কাষ্ঠামান' পর্য্যন্ত লইয়া যায় যে মন্ত্রাদি তা'কে বলে 'সমর্থ'। ধর, জলকে বরফ করিবে। এস্থলে ঐ 'ত্রয়ী'কে সহজেই ধরিতে পারিবে। যতটা শৈত্য (32°F) প্রয়োগে জল বরফ হইবে, সেই শৈত্যই হইল সমর্থ; ইত্যাদি। বৈখরী জপকে মধ্যমায়, আবার সেটিকে 'মধ্যমার সেতু' পার করাইয়া পশ্যন্তীতে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত মন্ত্রাদিকে তত্তদুদ্দেশ্যে অবশ্যই 'সমর্থ' হইতে হয়। ব্যাহৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বতঃক্রিয় বটে, কিন্তু মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্ররূপে ত্রিধা সেটিকে 'ব্যাহরণ' (special accentuation) করিয়া লইতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে—'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিটিরই উক্ত ত্রিধা ব্যাহরণ আছে। অর্থাৎ, ব্যাহৃতিটি একাধারে মন্ত্র, যন্ত্র এবং তন্ত্র। Potency—Potential (field)—Power (what does work)—এ তিনই উহাতে সম্মিলিত। অথবা, বলিতে পার—Force Field-Function. ব্যাহৃতির 'ব্রাহ্মীতনু' এবং 'যজ্ঞবারাহীতনু' রহস্য নিম্নের কারিকাটিতে ভাবনা করিও :—

অভজদণু-তনুং বো ব্রহ্মরূপাং নিগূঢ়াং
ত্রিভুবনমখকৃৎপ্ত্যৈ ব্যাহরংস্তাং হকারঃ।
অরণিরভবদূত শ্চোর্জ্জিতা মন্থভূতাৎ
স্বরহবিরভিষেকে রাদদীপ্যগ্নিজায়া ॥৩২

(১৫)

'ভূঃ'—এই আদি ব্যাহৃতির 'ব' কারাদি বর্ণের মূল ব্যঞ্জনা

'ভূঃ' এর অন্তর্গত 'ব' কার কিরূপ 'তনু' ধারণ করিয়াছিলেন? 'অণু' কিনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, নিগূঢ়া, ব্রহ্মরূপা যে তনু তাহাই তিনি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন (অভজৎ)। অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্ববিধ সৃষ্টির আদিতে আধাররূপে, উপাদানরূপে যে অখণ্ড, বিপুল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তাশক্তি, সেইটিকে 'ব' বলিয়া জান। সেই অব্যক্ত আধারে (বেদীতে) ত্রিভুবন সৃষ্টিরূপ যে যজ্ঞ (মখ), সেটি যাতে কল্পিত হইতে পারে তন্নিমিত্ত (কৃৎপ্ত্যৈ) কি আবশ্যক হয়? নাদ বা মহাপ্রাণ শক্তির বাক্‌রূপী যে 'হ'কার তদ্দ্বারা সেটির 'ব্যাহরণ' (বিশেষভাবে এক বিশেষ বিশেষ 'কেন্দ্র' আশ্রয়ে 'আহৃতি' অথবা আহরণ) হওয়া আবশ্যক। কেননা, তা' না হইলে কেই বা হোতা, কি-ই বা সমিধ্, কি-ই বা হব্য এবং হবিঃ প্রভৃতি হইবে? ঋগ্‌বেদাদি তাই না প্রশ্ন করিয়াছেন—'কিংস্বিদ্‌বনং' ইত্যাদি। কোন্ সেই আদিম 'বন' যাহা হইতে আদি মখকৃৎ প্রজাপতি তাঁর আদি সমিধ্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন? সে Primordial Creativity'র মূল উপাদানটি কি ছিল? দেশ? কাল? সম্বন্ধ? অপর কিছু? কে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর দিবে? বেদ তাই 'কিংস্বিদ্বনম্' বলিলেন, এস্থলে কারিকায় সেটিকে 'ব' এই বর্ণ বলা হইল। আচ্ছা, 'হ' যখন 'ব' কে 'ব্যাহরৎ', তখন তিনি হইলেন 'ভ' রূপে আদি সমিধ্। কিন্তু সেই সমিধ্ শুধু বহ্নিগর্ভ হইয়া থাকিলেই তো চলিবে না—তাঁকে 'অগ্নীন্ধন' অরণিরূপে উর্জ্জিতা, উর্জ্জস্বতী হইতে হইবে। কেমন করিয়া তিনি উর্জ্জস্বতী হইয়াছিলেন জান? 'উতঃ মন্থভৃতাং'—মন্থন দণ্ডরূপ যে 'উ' বর্ণ তদ্দ্বারা মথিত হইয়া তিনি উর্জ্জস্বতী হইয়াছিলেন অরণী। 'ভূ'-তো মিলিল। কিন্তু এখনো তো 'বহ্নিজায়া' (স্বাহা) অরণীকে 'সমিদ্ধা', সম্যক্ উদ্দীপিতা করেন নাই, যা'তে বিশ্বভুবন যাগে হবিঃ অভিষেক কর্ম্মটি (অর্থাৎ হবন) নিষ্পাদিত হইবে। বহ্নিবীজ 'র' তাঁকে হবনের নিমিত্ত দীপিতা করিয়াছিলেন (অদীপি)। হবিঃদ্বারা হবনটি হইবে, কিন্তু কিরূপ সে হবিঃ? স্বর, কিনা স্বগত ছন্দঃ সহকৃত সে রুতি (স্ব+রু) তাই বাগ্ভব, বাচানুষ্ঠিত বিশ্বযাগে হবিঃরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন।

ভূরাদির অন্তর্গত বর্ণ যদৃচ্ছাকল্পিত নয়। কোন রাগের স্বরময়ী মূর্ত্তি তুলনীয়। স্বরাবয়ব ও স্বরাবয়বীর সম্বন্ধ। পশ্যন্তীগ্রামে 'দর্শন' কীদৃশ?

মালিনী ছন্দে পরিবেশিত কয়েকটি কারিকায় ছন্দের পরিণয়্যাদি পঞ্চরূপের কথা এবং ব্যাহৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে রহস্য বিবৃত হইল। শেষের কারিকাটিতে বিশেষভাবে 'ভূঃ' আবির্ভূত হইয়াছেন। তদীয় 'ব' কারাদি 'অঙ্গ' বা অবয়বগুলিকে 'যদৃচ্ছাকল্পিত' (arbitrary and conventional) ভাবিলে ভুল মনে করা হইবে। অর্থাৎ, ঐ বর্ণগুলি যথেচ্ছকল্পিত 'সঙ্কেত' মাত্র নয়—যথা গণিতে x, y, z ইত্যাদি symbols। ধর, কোনও রাগের এক স্বরলিপি (notation)। লিখিত স্বরলিপি দৃষ্টে ছন্দের বিন্যাসটি কথঞ্চিৎ প্রতিভাত হইতে পারে বটে, কিন্তু রাগের যেটি সুরময়ী মূর্ত্তি? সেটিতো লেখায় বা রেখায় দেখান যায় না; সেটিকে ষড়্জাদি স্বরেই দেখাইতে হয়। প্রণব, বীজমন্ত্রগুলি, ব্যাহৃতি—এ সমস্তই মৌলিক স্বরাবয়বের অবয়বী। অবয়বগুলির পরস্পরের সাথে এবং অবয়বীর সাথে 'প্রাণিক' ('organic') সম্বন্ধ, যেমন মুখ্যপ্রাণের সাথে প্রাণাপানাদির (জপসূত্রম্-এ পরে সবিশেষ ব্যাখ্যাত)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে, ও সকলের কি 'লেখরূপ'টি নাই? তাও আছে। জপের পশ্যন্তী গ্রামে উঠিয়া ব্যাহৃতি প্রভৃতির শুধু যথার্থ (সমর্থ) শব্দরূপটি নয়, পরন্তু তা'দের 'লেখরূপ'টিও সাক্ষাদ্ গোচরীভূত হইয়া থাকে। তখন 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'। কিন্তু আমরা আগেও বলিয়াছি, পরেও বিশেষভাবে দেখিব যে, পশ্যন্তীতে 'পা দেওয়া মাত্র' সত্যের এবং ঋতের 'ষোল আনা'ই অবারিত উন্মোচিত হইয়া যায় না। সেখানেও নতুন করিয়া, নবীন ভঙ্গিমায় ও ব্যঞ্জনায়, সেই খ্যাতিসপ্তক সাধিতে হয়, ছন্দঃ পঞ্চকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। অর্থাৎ, পশ্যন্তী ক্লাসে প্রোমোশন পাইয়াও 'ভূঃ' থেকে 'সত্যম্' পর্যন্ত সবই নতুন আকারে আয়ত্ত অধিগত করিতে হয়; সেখানেও পরিণয়ি থেকে সুরু করিয়া পরম-সমন্বয়ি পর্য্যন্ত সকল ছন্দেই বুদ্ধিকে বিশারদী হইতে হয়। এই জন্য, যে ব্যক্তি জপাদি সাধনে নামিয়া 'কোনও ফাঁকে' এক আধবার মধ্যমার সেতুর ও-পারের সীমানায় উঁকি ঝুঁকি মারিয়া আসিল, কিছু কিঞ্চিৎ 'আলোক পুলকে'র, 'রূপরসের' আমেজও লইয়া ফিরিল, তাকেই তমসার পারে সমুত্তীর্ণ 'আদিত্যবর্ণং পুরুষং মহান্তং'-এ অনাকুল-দৃষ্টি মহাপুরুষ মনে করার কারণ নেই। ছান্দোগ্যে নারদ-সনৎকুমার সংবাদটি আবারও লও। বরং দস্তুরমত ছাড়পত্র (প্রোমোশন) ব্যতিরেকে সীমান্তে উঁকিঝুঁকি মারায়, বিভ্রম এবং বিপদ্ দুটিরই আশঙ্কা বেশী।

অতঃপর এই কারিকা তিনটির অর্থ অনুধাবন কর :—

প্রাণপ্রযুক্তচিচ্ছক্তেরূর্জিতা স্ফুটবৃত্তিতা।
লম্বগা চাপি মূর্দ্ধন্যা ভূরয়ং প্রত্যয়স্ততঃ॥
অরণী দ্বে ভকারে যে উকারান্ মন্থনং তয়োঃ।
অয়মিত্যধ্বরস্যাস্য রকারাদগ্নিদীপনম্॥
প্রণবস্যা'ম'য়োর্মধ্যে চোকারঃ হ্রস্বমাত্রকঃ।
বায়ুব্রহ্মণ ঈক্ষায়া 'যঃ' সন্নজায়তোর্জিতঃ॥৩৩—৩৫

(১৬)

চিৎ ও চিচ্ছক্তি। প্রকাশ ও বিমর্শ

ইতঃপূর্ব্বে শেষ যে কারিকাটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তার ব্যাখ্যায় এবং প্রথম কারিকাটিরও মূল কথাটি বলা হইয়াছে। সেখানে যেটিকে 'ব্রহ্মন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগূঢ়াং অণুতনুং' বলা হইয়াছিল, এখানে সেটি স্বরূপতঃ বলা হইতেছে—চিচ্ছক্তি। শুদ্ধ চিৎ সম্পর্কে ব্যাকৃত (স্ফুট উন্মীলিত বৃত্তি), অব্যাকৃত (অস্ফুট নিমীলিত বৃত্তি) এ সকল ভেদের প্রসজ্যতা (relevancy) নেই; কেননা, চিৎ বা চৈতন্য প্রকাশরূপই। শৈবাগমাদি যে 'প্রকাশ-বিমর্শ'রূপ দ্বৈধটি (polarisation) কল্পনা করেন, সেটি সম্ভাবিত হয় চিৎকে চিচ্ছক্তিরূপে দেখিলেই। আচ্ছা, ধর চিচ্ছক্তি আপন 'বিমর্শ' (পরে সবিশেষ ব্যাখ্যাত) দ্বারা আপনাকে সৃষ্টির মূলীভূত উপাদান সামগ্রী (primordial cosmic material as a whole) করিয়া লইলেন। এইটি সেই আগেকার অণুসূক্ষ্মা নিগূঢ়া ব্রাহ্মীতনু। এখন ইহাতে স্ফুটবৃত্তিতারূপ উন্মীলনটি আবশ্যক। যেমন, সুষুপ্তির পর জাগরণ। সমাধির পর ব্যুত্থান। এই ব্যাপারের জন্য যে মূল নিমিত্তটি (Basic factor) আবশ্যক করে, তা'কে 'প্রাণ' (অথবা 'নাদ') আখ্যা দাও। তা'তে মিলিল—'প্রাণপ্রযুক্ত চিচ্ছক্তি'। এর মানে চিচ্ছক্তি স্বয়ংই নিখিলের উপাদান এবং নিমিত্ত হইলেন।

'বিমর্শ' এই শব্দাকৃতির মৌলিক বিশ্লেষণ

['বিমর্শ' কথাটারও তা'ই সঙ্কেত। 'বি', কিনা, 'ব'এর দ্বারা উপলক্ষিত যে ব্রহ্মের মূলোপাদান-সামগ্রীরূপতা, তাহাতে—'মর্শ'—নিমিত্তোদ্ভাবন-পূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদিরূপে বৃত্তিমত্ত্ব। ধর, সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে চিত্তের যে সম্পূর্ণ 'মগ্নভাব', সেইটি 'বি'; আর যে নিমিত্তসহকারে ঐ মগ্নভাব থেকে পুনশ্চ ভাসমান, ক্রিয়মাণ ভাবটি উদ্ভূত হইয়া জাগৃতি ঘটায়, সেটিকে বলে 'মর্শ'। বীজ হইতে অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত লও। বীজমন্ত্র লইয়াও এটি বুঝিতে যত্ন কর। 'মর্শ' এই শব্দসঙ্কেত (phonetic formula)ও এই নির্দ্দেশ দেয়। অন্ত্যস্পর্শবর্ণ যে 'ম' তদ্দ্বারা সূচিত হয় সেই 'তল' যেখানে স্পর্শ, কিনা স্ফুটবৃত্তি (manifest function) যাইয়া অস্ফুটে (un-manifest-এ) লীন হইতেছে; নিমীলনের স্থান। এই নিমিত্ত মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতি প্রণবের 'ম'কারকে সুষুপ্তির স্থানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তারপর, 'ঋ' বা 'র' মূর্দ্ধন্য। 'শ' তালব্য। এ দুয়ের দ্যোতনাও স্পষ্ট। যেটি নিমীলিত সেটিকে উন্মীলনের নিমিত্ত কোনও উর্দ্ধতম এবং সাধিষ্ঠ (Highest, Supreme) 'ধাম' হইতে 'মূল প্রচোদনা' (Original Urge-টি) আসা একান্ত আবশ্যক। সেটি ঈক্ষণাদি যাই বল না কেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মবস্তুর তাপসী তনু এটি। ইহা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত, নিমীলিত সেটি উন্মেষের নিমিত্ত যেন জাগিয়া ওঠে, ফুলিয়া ওঠে—'চীয়তে'। কেবল একটিবার সৃষ্টির গোড়ায় নয়, নিখিল বিকাশের মুখেই এই 'মূর্দ্ধন্যধাম'টি ('র' = অগ্নি) অতন্দ্রিত সজাগ এবং সক্রিয়। আমরা ব্যক্তমধ্যমাত্রদর্শী, তা'ই ভাবি—কমল ফুটিল ঐ দিবাকরকরে। কিন্তু দিবাকর ফুটিতেছে—দেদীপ্যমান হইতেছে কার করে? সবিতার আদি বরেণ্য ভর্গঃ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। সেটিকে ধীমহি—ধ্যান করিতেই হইবে। কেননা, মূল প্রচোদয়িতা সেই ভর্গঃই, অপর কিছু নয়। মাঝখানে কিছু মনে করিলে, শিকলের মাঝখানের একটা আংঠা চাপিয়া ধরিলাম মাত্র। শেষ পর্যন্ত, তাঁ'রই প্রেরণা, ইচ্ছা অথবা লীলা কৈবল্য এই রকমের একটা কিছু বলা ছাড়া উপায় নেই। শেষকালে, 'শ'। এটিতে কি বুঝায়? কোনও ('ক') (appropriate) কেন্দ্রগীকরণ কুশল তলে (যথা, Concave mirror দ্বারা আলোক, তাপ, ধ্বনি প্রভৃতির তরঙ্গ) 'মূর্দ্ধন্যধাম সন্ততি' (Descending 'Cloud' of charge radiation)-টিকে 'কেন্দ্রীণ' (nuclear), 'ধারা' (canalized) ইত্যাদিরূপে পাইতে হয়। এটিও সার্ব্বভৌম বিধান, ব্যভিচার নেই। তালু ('তল' শব্দটার সঙ্গে এর 'অন্বয়'টি কর), প্রাণপ্রযত্ন দ্বারা 'অভিহত' (acted upon) হইয়া তদীয় প্রতিক্রিয়া (reaction)-টি উক্ত আকৃতিতে (pattern-এ) করিয়া থাকে। সুতরাং তালুকে তলাইয়া বোঝা ওষ্ঠ, দন্তাদিকে আগেই আমরা বুঝিতে যত্ন করিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও বিশেষভাবে। 'বিমর্শ' শব্দের একটা মৌলিক বিশ্লেষণ এখানে মিলিল।]

(১৭)

মূর্দ্ধন্যা ও লম্বগা বৃত্তি। উভয়ের অপেক্ষা

তারপর, ঐ কারিকাটিতে 'লম্বগা' পদটি রহিয়াছে। মূর্দ্ধন্যই তো তালব্যকে লইয়া কাজ হাঁসিল করিবেন; তবে আবার এটি কেন? এটিও চাই। মেঘের বিদ্যুৎ মাটিতে পড়িবে, কিন্তু মাটির বিদ্যুৎকে তা'র পানে ঠেলিয়া উঠিতে হয়। এটিও সার্ব্বভৌম বিধান। তোমার ওপর কোন রূপ 'সমর্থ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়া হইতে গেলেই তোমারও 'প্রস্তুতি' বলিয়া একটা অবস্থায় থাকা চাই অথবা আসা চাই। 'অনুগ্রহের' ঠিক 'সাড়াটি' মিলাইতে 'আগ্রহ' চাই; দীক্ষার নিমিত্ত শ্রদ্ধা চাই। ঐ প্রস্তুতিটিকে 'প্রবণতা' (proneness) বলিতেও পার। বীজ পুঁতিলেই তো গাছ হয় না। তা'রও 'নাভি' থেকে একটা আবেগ বা সংবেগ কোনো-না-কোনো আকারে উত্থিত হওয়া চাই, এবং সেটি পূর্ব্বকথিত মূর্দ্ধন্যধামের ধারায় মিলিত হওয়া চাই। 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'। গঙ্গাজী তো হরজটাজাল থেকে অবতরণ করিবেন, কিন্তু ভগীরথকে তপস্যাটি করিতে হইবে। শঙ্খবাদন পূর্ব্বক আগে আগে চলিতেও হইবে। জড়ে, প্রাণে সর্ব্বত্র এই নিয়ম। আচ্ছা, ভগীরথের তপস্যাটি ঐ-যে মূর্দ্ধন্যধামনিঃসৃত ধারা, তা'র 'বাহিরে', 'অতিরিক্ত' অপর একটা কিছু? অর্থাৎ, ব্রহ্মের যেটি তপঃ, আর যেটি ভগীরথের, সে দু'য়ের সম্বন্ধটা কি? সরাসরি উত্তর দেওয়া—এক, অথবা দুই, অথবা 'মাঝামাঝি' (দ্বৈতাদ্বৈত)—সহজ হইবে না; এখানে তা'র চেষ্টাও করিব না। ভবিষ্যতে একটা হদিস মিলিতে পারে। বস্তুতঃ যাই হোক, ব্যবহারতঃ 'দুই' করিয়াই দেখিতে হইতেছে। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানে বিপুল 'কস্‌মিক রেজ'গুলিকে এটম্-নিষ্ঠ এনার্‌জির সঙ্গে ঠিক কোন্ সম্পর্কে জুড়িব তা' বুঝিতে না পারিয়াও ত'াদের আলাদাভাবেই হিসাব লইতেছি এবং কাজে খাটাইতেছি। এই নজিরে 'মূর্দ্ধন্য' এবং 'লম্বগ'কে আলাদা করিয়াই দেখান হইতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে নীচের এই কারিকাটি ভাবনা কর :—

স্বয়ং যে ব্যক্তি অবর (কার্পণ্যদোষাদি দ্বারা উপহত স্বভাব) সে ব্যক্তি কি আত্মা কর্তৃক 'বৃত' হয়? 'নিষ্কৈতক অকিঞ্চন' কে অবর মনে করিও না

জটাজালান্তঃস্থা ন বহতি ভুবীহত্রিপথগা
বিনা শঙ্খধ্মাতং সগরকুলচূড়ামণিমুখাৎ।
দুহানা ক্ষ্মা নো চেদ্ গগনতড়িতঃ কুত্র কুলিশী
দিবোঽপাং মুক্ত্যৈ বা ক্বচিদবরমাত্মা ন বৃণুতে ॥৩৬

গঙ্গাজী তো ত্রিপথগা, কিন্তু হরজটাজালাবগুণ্ঠিতা হইয়া তিনি এই ভূতলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো বহমানা হইবেন না, যতক্ষণ না (কৃত কৃচ্ছ্র তপাঃ) সগরকুলতিলক ভগীরথ শংখধ্বনি করিয়া তাঁকে (পরমাগ্রহে) আবাহন না করিতেছেন। আবার, ক্ষ্মা (পৃথ্বী) যতক্ষণ না গগনাবলম্বী জলদপটলের তড়িৎরাশি স্বয়ং না দোহন (আকর্ষণ) করিতেছেন, ততক্ষণ কোথায় থাকেন রুদ্ধপর্জন্য-বারিকে (দিবঃ অপাং) মুক্তিদাতা সেই কুলিশ (বজ্র)-ধারী দেবতা ? সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং 'অবর' (কার্পণ্যদোষাদি দ্বারা উপহত স্বভাব, কাজেই পরম শ্রেয়োরূপ বরের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত এবং সাধনতৎপর নয়) তা'কে (সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ) আত্মা কুত্রাপি বরণ করেন না ('যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ')। দৃষ্টান্ত পুনশ্চ—

(১৮)

স্থিতে পারাবারে সুবিপুলমহিম্নি ক্বচিদপি কিং
মরৌ কশ্চিৎ তৃষ্ণা-বিধুর-মৃতি-ভাগ্যং ন ভজতি।
ন চেদ্ ভানুঃ সিন্ধুং প্রতপতিময়ূখৈর্জলমুচো
ন বা সিঞ্চন্ত্যম্বু প্রসরতি সরিৎ কিং ঝরমুখাৎ ॥৩৭
কৃপাসিন্ধোর্নাপো গুরুরবিমৃতে যন্তি জলদং
ত্রয়ীসন্দোহাঢ্যং ন সরতি ঝরী বাঽমৃতগিরাম্।
পিপাসার্ত্তাঃ কে বা ভবমরুমৃষাবারিমৃগণাং
বিহায়াসেবেরন্ ন চির-করুণা-স্নিগ্ধ-শমথম্ ॥৩৮

শ্রীগুরুর মাধ্যমিকতা—ইহা ব্যতীত সেই পরম বস্তুটির সঙ্গে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ স্থাপিত হবার নয়

মহাবারিধি কোথাও না কোথাও আপন বিপুল মহিমায় অবশ্যই বিরাজমান রহিয়াছে ; তথাপি কেহ কি মরুমাঝারে নিদারুণ তৃষ্ণাকাতর মৃত্যু ভাগ্যই ভজনা করিতেছে না ? (আবার কেহ বা দৈবাৎ সিন্ধুতটে উপনীত হইয়াও ভাগ্যদোষে সেটির অপেয় লবণাম্বুরাশি রূপেই পরিচয় পায়—as Blind Brute Cosmic Destiny) দিবাকর যদি ঐ সিন্ধু বারিরাশি তাপিত এবং আকৃষ্ট করতঃ স্বাদুসলিলগর্ভা মেঘমালা সৃষ্টি না করে, এবং সেই জলদজাল যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরণীতলে স্নিগ্ধ বারিধারা বর্ষণ না করে, তবে কেমন করিয়া বল—গিরিনির্ঝর মুখে মধুর তোয়া সরিৎ-ই বা তৃষ্ণাদি সন্তাপ দূরীকরণে ছুটিয়া আসিতে পারে ?

এইবার দৃষ্টান্ত থেকে দার্ষ্টান্তিকে যাইতে যত্ন কর। বিশ্বজনীন কৃপাসিন্ধু (শ্রীভগবানের অনুগ্রহশক্তি) তো সমন্তাৎ ব্যাপ্ত আছেনই; কিন্তু অস্মাদির বৈমুখ্যবশতঃ সেটি প্রায়শঃ শুধু যে অগোচর এমন নয়, বিপরীত ভাবেও গোচর। সেই অসীম কৃপারাশি স্বয়ংই ঘনীভূত, কেন্দ্রগ হইয়া 'গুরুরবি'রূপে সমুদিত হয়েন। তখনই মহাসমুদ্রের অনবগাহ বারিরাশি মেঘরূপতা প্রাপ্ত হয় (জলদং যন্তি)। কিরূপ সে জলদ ? নিখিল কর্ম্ম-উপাসনা-জ্ঞানকাণ্ডের 'স্বরভিরূপা' যে ত্রয়ী (বেদ), তাঁর যেটি 'সন্দোহ'—সম্যক্ সারবস্তু, তদ্দ্বারা 'আঢ্য', কিনা, সমৃদ্ধ জলদরূপতা প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ তখনই সে মেঘ হইতে জীবের চতুর্ব্বর্গাদি বর্ষণ সম্ভাবিত হইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে নয়। আর, সেটি না হইলে অমৃত-অভয়বাণীর যে 'ঝরী' (নির্ঝর), সেটিও (শ্রীমুখে) উৎসারিত হয় না। সকলেই তো পিপাসাকাতর এই ভবমরুভূমেই মিথ্যা মরীচিকার পাছেই ধাবমান (ভবমরুমৃষাবারি—তা'রই মৃগণা, কিনা অন্বেষণে, ব্যস্ত), কিন্তু এই নিদারুণ মৃষাবারিমৃগণা পরিহার করতঃ (বিহায়) কা'রাই বা চাহিবে না সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে (আসেবেরন্) সেই (শ্রীগুরুর) চিরকরুণাস্নিগ্ধ শান্তিধাম ? ('শমথ'=শান্তি=বাশিষ্ঠে কথিত 'অন্তঃশীতলতা')। করুণা শব্দের পূর্ব্বে 'চির'টিকেও ভালমতে চিনিও।

শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধন সরণি। ষট্‌সম্পত্তি

'মূর্দ্ধন্যা' এবং 'লম্বগা' দু'য়ে যে 'হাতে হাতমিলানো' চাই, এই তথ্যটি নিবেদনের জন্যই ওপরের ঐ কয়টি কারিকা। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার বিচারে আচার্য্যবর্গের কেহ কেহ শমদমাদি ষট্ সম্পত্তির কথাও বলিয়াছেন। ঐগুলি সাধন চতুষ্টয়ের অন্তর্গত। এ সবের সাহায্যে ঐ লম্বগা এবং মূর্দ্ধন্যার 'হাতে হাত মিলাইয়া' লইতে হয়।

বহির্দ্বারি দ্বৌ যৌ ব্যবসিতধিয়ৌস্তঃ প্রহরিণৌ
বিজিজ্ঞাসস্ব কিং কুশলমভিতস্তৌ শমদমৌ।
ততঃশ্রদ্ধাবিদ্যে উপনিষদিনিষ্ঠা মতিমতাং
ধ্রুবং বেদান্তান্তঃ সমধিগমনং বো বিদধতু ॥৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির দুয়ারে যে দু'টি স্থিরবুদ্ধি প্রহরী রাখিয়াছ, তা'রা শম আর দম। পুরে প্রবেশের আগে তা'দের দু'জনকে জিজ্ঞাসা কর—চারিদিকে সব কুশল তো? 'কিং কুশল মভিতঃ'। তা'রা দু,জনে বাইরের সব উপদ্রব ঠেকাইয়া রাখিতে পারিয়াছে তো? 'ততঃ'—তা'দিগকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর—বিদ্যা, শ্রদ্ধা আর উপনিষৎ (তাহাতে নিষ্ঠা) নাম্নী তিনজন অন্তঃপুর প্রহরিণীকে প্রসন্ন করিবে (এঁদেরি নামান্তর শ্রদ্ধা, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান)। তাঁরা তিনজনে প্রসন্ন হইলে তোমরা 'মতিমান্' হইবে। মতিমান্ না হইলে তো সর্ব্বশ্রুতিশিখা যে বেদান্ত—যে বেদান্ত তোমাদের স্বরূপাববোধক মহাবাক্য শোনাইবেন—তিনি তাঁর 'অন্তঃ', কিনা অভ্যন্তর ভাগে, নিগূঢ় লক্ষ্যার্থে, তোমাদের 'সমাধিগমন' (শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক সাক্ষাৎকার, অথবা উত্তমাধিকার স্থলে, শ্রবণ মাত্রেই সাক্ষাৎকার) হইতে দিবেন না। অতএব, শমদম সুরক্ষিত 'কুশল', 'ভদ্র' হইয়াই ব্রহ্মান্তঃ পুর দ্বারে উপনীত হও; সেখানে শ্রদ্ধা, বিদ্যা, উপনিষদের উপাসনাপূর্ব্বক বিরজাঃ মতিমান্ হও; এবং ঐ তিনজন অন্তঃপুর দ্বার রক্ষী (সন্ধি সমন্বয়পূর্ব্বক) তোমাদের নিঃসংশয় (ধ্রুবং) 'বেদান্তান্তঃ সমাধিগম' এর উপায় সুষ্ঠুরূপে বিধান করুন (বিদধতু)।

ষট্ সমুচ্চয়

যাবৎ জপাদিসাধন 'উপাসনা কাণ্ডে' বর্ত্তমান ততক্ষণ উক্ত ষট্‌সম্পত্তি বলিয়া কেন, ষট্ সমুচ্চয়াদিও আবশ্যক। 'সমুচ্চয়' মানে কোনও একের দ্বারা অপরের সম্যক্ 'উচ্চয়' (heightening of efficacy, 'cumulative effect') সংসাধন। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের, ভাবের দ্বারা ভাবের, জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের —এই তিনটি সদৃশ সমুচ্চয় ব্যতীতও ঐ তিনের আবার পরস্পর তিনটি অন্যোন্য সমুচ্চয়ও আছে। (শারীরকাদির জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় বিচার অবশ্য উপাসনা স্তরে প্রযোজ্য নয়।) ভূরাদি ব্যাহৃতি সপ্তক প্রত্যেকে এবং সম্মিলিতরূপে সংবাদী, সমুচ্চয়ী, সমন্বয়ী (ঋগ্‌বেদের সেই প্রসিদ্ধ 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' ইত্যাদির 'বীজ'রূপে অনুবাদ rendering). এ কথাগুলি ক্রমে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। যজ্ঞরূপেও এই ত্রিবেণীকে সমাশ্রয় কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাগায়াননলী বনেচরগৃহাৎ কোঽগ্নীন্ধনং চায়য়েন্
নো চিন্বন্ সমিধো বনাৎ কিমনলী যজ্ঞাগ্নিমুদ্দীপয়েৎ।
কাষ্ঠে সত্যনলে চিতেঽপি হবিষা হব্যং ন চেদাহুতং
যত্নেনালমত স্ত্রিবেণিমিহি ভো ইজ্যং বিভর্ত্তুং ত্রিভিঃ ॥৪০

সম্যূচ্চয়ের নির্দ্দেশ যাগানুষ্ঠানের দৃষ্টান্তে। সমিধ্, অগ্নি, হবিঃ—এই ত্রিপুটী

যে ব্যক্তি যাগানুষ্ঠান করিবে, তার যদি অগ্নি না থাকে, অথবা সে অগ্নি চয়ন করিতে অসমর্থ হয় (অননলী), বনচরসঙ্কুল কান্তার হইতে (রাশি রাশি) অগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ) আহরণ করাইতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? আবার যে ব্যক্তির অগ্নি মিলিয়াছে (অনলী), সে যদি বন হইতে যথেষ্ট সমিধ্ আহরণে অপারগ হয় তবে, সেই বা তার যজ্ঞাগ্নি সম্যক্ উদ্দীপিত করিবে কি প্রকারে? পুনশ্চ, কাষ্ঠও রহিয়াছে (সতি), অগ্নিও মিলিয়াছে (চিতে), তথাপি হবনীয় সামগ্রী আহুতি দিবার নিমিত্ত আবশ্যক হবিঃ যদি না থাকে, তবে তো সকল যত্নই নিষ্ফল (যত্নেনালং) হইয়া পড়ে। সুতরাং (অতঃ), হে ইষ্টকাম! (ভোঃ) 'ত্রিবেণিমিহি'—ত্রিবেণি তীর্থে যাও। কেন যাইবে? তোমার ইজ্য, কিনা, যাগ, ঐ তিনের দ্বারা 'ভরণ' করার স্থান ঐ ত্রিবেণী তীর্থ (ইজ্যং বিভর্ত্তুং ত্রিভিঃ)। সে তীর্থে সমিধ্, অগ্নি এবং হবিঃ—এ তিনই একত্র সমাহৃত। ঐ ত্রিবেণীকে ত্র্যক্ষর (প্রণব এবং প্রণবের ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রা এই তিন ভূমি), বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ, যোগ-ভক্তি-জ্ঞান ইত্যাদি অভীষ্টরূপে ভাবনা করিও। ধর, রাশি রাশি 'কর্ম্ম' করিয়া যাইতেছ, কিন্তু ভাব ভক্তিরূপ হবিঃ আর নির্ম্মল ঔপনিষদ জ্ঞানরূপ অগ্নি যদি না থাকে ত' কর্ম্মের অসহনীয় 'বোঝাই' বাড়িয়া চলিল। পক্ষান্তরে, ভাবকে এবং জ্ঞানকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে শুদ্ধ আধারেই ধারণ এবং ভরণ করিতে হইবে। ভূরাদি ব্যাহৃতিতে ঐ ত্রিবেণী বিরাজমানা জানিও।

'ভুঃ' ব্যাহৃতির বর্ণ ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট

লম্বগার এক বিশিষ্ট রূপ ব্যষ্টি কুণ্ডলিনীর উত্থান এবং মূর্দ্ধন্যার সমষ্টি অথবা মহাকুণ্ডলিনীর অবতরণ। এ দু'য়ে মিলাইতে হয়। না মেলা পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাধ্যমিক 'বিষ্ণু গ্রন্থি'টির উন্মোচনটি হবার নয়। এ প্রসঙ্গও পরে বিস্তারিত হইয়াছে। অনুষ্টুপে পূর্ব্বোক্ত তিনটি কারিকার প্রথমটির অর্থ পরিস্ফুট হইল ঃ—"চিচ্ছক্তি প্রাণ প্রযুক্তা হইয়া ব+হ=ভ্ রূপ ধরিলেন; 'উ' বর্ণ দ্বারা 'লম্বগা' হইলেন, এবং 'র' 'মূর্দ্ধন্যা'তে সম্মিলিত হইয়া 'ভূঃ'—এইরূপে আপনাকে ব্যাহরণ করিলেন। এই ব্যাহরণের ফলে 'অয়ং' এই প্রথম খ্যাতি (প্রত্যয়) টি সম্ভাবিত হইল।"

(১৯)

জপযজ্ঞ কিভাবে ভাবনা করিবে? প্রণবজপের দৃষ্টান্ত। অর্দ্ধমাত্রা হবিঃ

প্রণব সাধনায় যে তিনটি (অবম, মধ্যম বা সেতু এবং পরম) 'পর্ব্ব', সেই তিনটিকে, অর্থাৎ ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রা, এই তিনকে মিলাইয়া 'জপযজ্ঞ' নিম্নোক্তরূপে ভাবনা কর ঃ—

জপং স্ত্রিস্রোমাত্রাঃ প্রণবজপযজ্ঞেষু সমিধো
মনোবাক্যপ্রাণাটবিচয়নাৎ কাম মবহঃ।
ন চেদর্দ্ধামাত্রাহ ভবদপি হবিস্তে কিমকরো
রমাত্রং তচ্ছান্তং জিগমিষুরনাজ্যাহুতভুজা ॥৪১

প্রণবজপযজ্ঞকারী তুমি তো অ, উ, ম্ এই তিনমাত্রা বহুশঃ জপ করিয়া বাক্, প্রাণ এবং মনের গহনাটবী (অব্যক্ত স্পন্দ বা সংস্কারভূমি) হইতে বাছিয়া বাছিয়া (চয়নাৎ) যথেষ্ট (কামং) সমিধ্ (জপসংস্কার রাশি) বহিয়া আনিয়াছিলে (অবহঃ)। কিন্তু (ভুলিয়াছ কি) তোমার পরম গম্যধামটি কি এবং কোথায়? সেটি তো এই অমাত্রম্-মাত্রাতীত, যেটিকে শ্রুতি এবং আত্মপ্রত্যয় 'শান্তং শিবমদ্বৈতং প্রপঞ্চোশমম্' রূপেই জানিয়াছেন? সেই ধামে গমনেচ্ছু (জিগমিষু) তুমি (তোমার যজ্ঞ সমাপনের নিমিত্ত) কিই বা করিয়াছিলে (কিমকরোঃ), যদি না সম্পুটিত নাদবিন্দুরূপা (বিশেষতঃ অনুচ্চার্য্যা) স্বয়ং অর্দ্ধমাত্রা (তোমার সেই যজ্ঞে) হবিঃ রূপে আপনাকে করিয়া করিয়া থাকেন (অভবদপি হবিঃ); অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা স্বয়ং যদি সন্ধি ও সেতুরূপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া, একদিকে তোমার সংগৃহীত সমিধ্‌রাশি (ক্রিয়াদি সংস্কার বাক্ প্রাণ এবং মন এ তিন হইতেই সংগৃহীত) এবং তোমার সঞ্চিত অগ্নি (অধীতবিদ্যা, পরোক্ষজ্ঞান, ইত্যাদি) আর অপরদিকে যজ্ঞশেষামৃতরূপ যে শান্ত স্বরস আত্মার অপরোক্ষানুভূতি—এ দুটিকে সম্যক্ যোজনা না করিয়া দেন? সুতরাং, অর্দ্ধমাত্রা রূপ হবিঃ অলব্ধ বা অলভ্য হইলে, কেবল ত্রিমাত্রের সমিধ্‌রাশি লইয়া আজ্যহীন অগ্নিতে হবন করিয়া (অনাজ্যাহুতভুজা) 'অমাত্র' রূপ সেই পরমভূমি তো কোনক্রমে লাভ হইবে না! ভাবরসের দিক্ দিয়াও জপযজ্ঞের ভাবনা অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

আদিব্যাহৃতি ভূঃ (অয়ং প্রত্যয়) রূপে সৃষ্টিযজ্ঞ ভাবনা

আদিব্যাহৃতি 'ভূঃ' রূপে সৃষ্টিযজ্ঞটিকে এইরূপে ভাবনা কর :—

বনং কিং স্বিৎ তস্থৌ ভুবনরচনায়ৈ মখকৃতে
কিমাধারা ধত্তে সমিধ ইহ বেদিঃ প্রথমতঃ।
কুতো বা যজ্ঞীয়ারণিমিথুনমন্থোঽস্ত্যনলচিদ্
হবির্বা হব্যং বাঽয়মিতি মিতিভৃদ্ ভূরিতি বিনা ॥৪২

ঋগ্‌বেদাদি যেন সংশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সে কোন্ বন, যেটি আদি মখকারীর নিমিত্ত (মখকৃতে) কল্পিত হইয়াছিল? কেন হইয়াছিল? তিনি তাহা হইতে তাঁর যজ্ঞের সমিধ্ আহরণ করিবেন বলিয়া। কেনই বা সে যজ্ঞ? সেই আদিম ভুবন রচনার নিমিত্ত। আচ্ছা, সমিধ মিলিল, কিন্তু বেদি কোন্ আধারে কল্পিত হইবে? ভুবনের যেটি আধারবেদি তাতে ভুবনযাগের উপকরণ সমিধ্‌সমূহ না হয় রহিল; কিন্তু সে আধারবেদিটি স্বয়ং রহিবে কোন্ আধারে? (অনবস্থা বলিলে তো চলিবে না, আধার, নিদানে একটা তো চাই-ই!) তৎপরে, যজ্ঞীয় অরণিমিথুন মন্থন কর্ম্মটি করিয়া অগ্নিচয়নওতো করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অগ্নিচয়নকারী সে মন্থনদণ্ড (মন্থ) কোথায় আছে জান? [অর্থাৎ, গোড়ায় যে মিথুনীভাব—Primordial polarisation—সেটিকে মন্থন (co-evolving) এর নিমিত্ত কোনও এক 'সমর্থ উপায়' অবশ্যই কল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু সেটি রহিয়াছে কোথায়? অথবা আসে কোথা হইতে?] শুধুই কি তাই? মূল হবিঃ এবং হব্যই বা রহিয়াছে কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেছেই বা কোথা হইতে? এ সকল কয়টি জিজ্ঞাসার একসঙ্গে উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, 'অয়ং' এই প্রত্যয়ের বীজভূত যে 'ভূঃ' নামক অব্যয় আদিম ব্যাহৃতি, সেটি বিনা ঐ সকল কিছুই সম্ভাবিত হয় নাই। কোনও অব্যক্ত, অব্যাকৃত সত্তাশক্তি যতক্ষণ আপনাকে 'এই যে' বলিয়া হাজির না করিতেছে, ততক্ষণ (উপাদান হইয়াও) কার্য্যতঃ সেটি 'উপকরণ' (বন এবং সমিধ্) হয় না; 'এই যে' রূপে প্রতিভাত না হওয়া পর্য্যন্ত 'অধিষ্ঠান' ও ঠিক 'আধার' টি হয় না; আবার 'এই যে' রূপে প্রকট কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও সম্ভাব্যতাই (Potentiality) ব্যক্ত, সমর্থ 'উপায়' (means, instrument) হয় না; আবার পরিশেষে, হবিঃ এবং হব্য (প্রাণ ও প্রাণীয়, নাদ ও ধ্বনি, Energy and Mass, Power and Pursuit, ইত্যাদি)—এভাবে উদ্ভূত (evolved) হইতে গেলেও চাই—'এই যে'। সুতরাং, দেখিতেছি যে 'অয়ং' বা 'এই যে' রূপে আবির্ভাব এবং 'মিতি'ই (measure, manifestation) সমস্ত কিছু বিশিষ্ট উদ্ভবের আদিতে। এইটিকে 'ভূঃ' বলিয়া জানিবে। এবম্প্রকার মৌলিকত্ব নিবন্ধন 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতি গায়ত্রী জপাদি সর্ব্ববিধ যজ্ঞে মূলে স্থান পাইয়াছেন।

'মূর্দ্ধন্যা' ও 'লম্বগা' কারিকার মর্ম্মার্থ

এইবার আগেকার সেই দুটি ছোট কারিকার মর্ম্মার্থ সম্ভবতঃ সুখবোধ্য হইবে:—ওষ্ঠ্যবর্ণ যে ভকার, সেটি উত্তর এবং অধর ওষ্ঠদ্বয়ে যেন অরণিমিথুনরূপ হইল। (যথা 'ধন' এবং 'ঋণ' রূপদ্বয় ধারণ।) 'লম্বগ' যে উ বর্ণ সেটি অরণিদ্বয়ের মন্থনদণ্ডরূপে কল্পিত হইল (বলাবাহুল্য, এ কল্পনা তোমার আমার নহে।) তার ফলে, 'র'কার রূপে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া 'অয়ং'রূপ অধ্বর, যজ্ঞটিকে বিস্তারিত করিল॥

'অয়ম্' বর্ণপুট কিরূপে আসিল?

গোড়ায় তো নাদব্রহ্ম প্রণব। তা হইলে এই 'অয়ং' কি? প্রণবের অ, উ, ম, তিনমাত্রার মধ্যে মধ্যমাত্রা যে 'উ', সেটি 'য়' এই আকারে বিবর্ত্তিত হইল। কেন? ব্রহ্মের বায়ুরূপ 'ঈক্ষণে'র ফলে বায়ুবীজ যে 'য' কার, সেটি 'উ'কার স্থলে প্রবিষ্ট হইল। ফলে, 'অউম্' হইল 'অয়ম্'। সুতরাং 'অয়ম্'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দটিও রাহস্যিক, এটিকে 'ইদং' শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনমাত্র ভাবিও না। ব্রহ্মের বায়ুরূপ এবং সেরূপে 'ঈক্ষণ'—এ দুটিও বুঝিতে যত্ন কর॥ [প্রথম খণ্ডে উপোদ্‌ঘাতের তৃতীয় শ্লোকটি এবং তার ব্যাখ্যাটি পুনরায় দেখ।]

ব্রহ্মের অক্ষররূপে (হযরাদি) ঈক্ষণ

ব্রহ্মের এইরূপ 'অক্ষর'রূপে ঈক্ষণটি নিম্নোক্ত কারিকায় ভাবনা কর:—

ব্রহ্মত্বং বিয়দঃ শ্রুতে র্নিগমনাদ্ যুক্তেশ্চ ভূতেক্ষণা
দীক্ষাণং হ্যনিলে হুতাশপয়সোর্মহ্যাং কিমান্ধ্যং গতম্।
নাদোঽভূদ্ হযরাদিকাক্ষরবৃষশ্চাক্ষিপ্ত বীজং গবি
বাচং কামদুঘামদুগ্ধ সুরসাং যাগং চিকীর্ষু স্ততঃ ॥৪৩

শ্রুতিসমূহে বিয়ৎ (আকাশ) এর ব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্র এবং তদ্‌ভাষ্যাদিতে যুক্তিদ্বারা উপপাদিতও হইয়াছে। 'ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন', কেবলমাত্র ইহাই যে শ্রুত হইয়াছে এমন নয়। ব্রহ্মের ঈক্ষণের ফলে যাহা জাত হইল (ভূত), সেটিও আবার ঈক্ষণ করিতেছেন—এরূপও কথিত হইতেছে। কাজেই (ভূতেক্ষণাৎ) ঈক্ষণাদ্বারা সূচিত যে ব্রহ্মত্ব সেটি বিয়দাদি সৃষ্টি পরম্পরায় আসিয়াও বাধিত হইতেছে না। কিন্তু প্রশ্ন হয় ব্রহ্মের এই ঈক্ষণ আকাশ, বায়ু, তেজঃ এবং অপ্ (হুতাশপয়সোঃ)—এ সকলে অবাধিত রহিল বটে, কিন্তু শেষ যে পৃথিবী (মহী), তাতে পৌঁছিয়া সেটি কি 'অন্ধ' হইয়া গেল? অর্থাৎ, পৃথ্বীরূপেও ব্রহ্মের আর ঈক্ষণ নেই? ইহার উত্তর ব্রহ্মের ঐ ঈক্ষণ (জপসূত্রে পূর্ব্বে এবং পরে ব্যাখ্যাত) নিয়ত। ঈক্ষণের বস্তু, ছন্দঃ এবং আকৃতি বিভিন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সামান্যরূপে ঈক্ষণটি সমষ্টি-ব্যষ্টি নিখিল বিশ্বব্যাপারের মূল এবং আধারভাবে রহিয়াছেই। বীজ থেকে অঙ্কুরটি হইবে—এখানেও সেই ঈক্ষণ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ওঁঙ্কার-রূপে, মাত্রাপাদকলাকাষ্ঠা এই চারিটি 'পর্ব্বে'একটি বীজেরও বিকাশ ঘটিতেছে। বিকাশটিকে সম্যক্ বুঝিতে গেলে ঐ চারিটি পর্ব্বে (co-ordinates) বিশ্লেষণ করিয়াই বুঝিতে হয়। আচ্ছা, ঈক্ষণোপাধিক ব্রহ্মত্ব এই কর্ম্ম (যোগ) এর নিমিত্ত নাদ হইলেন (অভূৎ)। কিরূপ সে নাদ? হ, য, ব, র, ল—মুখ্যতঃ এই পাঁচ 'অক্ষর' সব কিছুতে, সুতরাং বাক্যে—বাক্‌রূপা গাভীতে (গবি)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেতঃ অথবা বীজরূপে নিষেকের নিমিত্ত বৃষস্বরূপ (হযরাদিকাক্ষরবৃষঃ)। নাদ বৃষরূপে কি করিলেন? বাক্‌রূপা যে গো, তাতে (উক্ত হকারাদি) বীজ প্রক্ষেপ করিলেন (অক্ষিপ্ত বীজং)। তার ফলে, বাক্ কামদুঘা সুরসা হইলেন। অতঃপর যাগটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় (যাগং চিকীর্ষুঃ) সেই গাভীকে দোহন করিলেন (অদুগ্ধ)।

বিয়দাদি এবং সে সকলের বীজ সর্ব্বত্র অনুস্যূত

রহস্যভাষায় রচিত এই কারিকাটির মর্ম্ম অনুধাবন করিতে যত্ন কর। বিয়দাদি ঐ পাঁচটি তত্ত্ব প্রত্যেকেই ব্রহ্মের ঈক্ষণেরই বিশেষ বিশেষ রূপ। হযরাদি উহাদের 'স্বাভাবিক শব্দ' বা বীজ। বিয়দাদি মূল উপাদানরূপে সৃষ্টির সর্ব্বত্র (বাহ্য এবং আন্তর) অনুপ্রবিষ্ট; তাদের বীজসমূহও তদ্রূপ বাকে এবং বাঙ্ময় প্রপঞ্চে অনুস্যূত। ফলে, প্রত্যেক বাকেই (ব্যক্ত বা অব্যক্ত আকারে) ঐ বীজ পঞ্চকের উপাদান এবং নিমিত্ত (material & agency) উভয়রূপেই সত্তা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। যে মন্ত্রই জপ কর, সেটিকে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বে এবং হকারাদি শব্দাবয়বে বিশ্লেষণপূর্ব্বক জানিতে হইবে। জপটি কোন্ তত্ত্বপ্রধান এবং কোন্ বীজাক্ষরপ্রধানরূপে হইতেছে, সেটি জানা আবশ্যক। এক এক তত্ত্বের প্রাধান্যে লক্ষণাদি এক এক প্রকার হইয়া থাকে।

বীজমন্ত্রের উদাহরণ

'হংসঃ', 'হৌংসঃ' 'হৌং, 'হুং', 'হূং'—ইত্যাদিতে 'হ'কে সাক্ষাৎ আধারভাবে পাই বটে, তত্রাপি জপকর্ম্মে আকাশ তত্ত্বেরই যে প্রাধান্য, এমন নাও হইতে পারে। যেমন, H এবং O জলের উপাদান বটে, কিন্তু দুয়েরি ধর্ম্ম উক্ত সংযোগে যেন তিরোহিতই হইয়াছে; নূতন কতকগুলি ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে। কাজেই, হকারাদি কোনও মন্ত্র পাইলেই সেটি 'আকাশ ধর্ম্মী' ইহা মনে করা চলিবে না। অবয়বী তার অবয়ব সমূহের গুণ বা ধর্ম্ম কেবল সোজাসুজি 'সমষ্টি' করিয়া লয় না। কাজেই 'হংস' মন্ত্রের জাপক হয়তো বা ক্ষিতিতত্ত্বেই রহিয়াছেন। উপযুক্ত ছন্দঃ (মাত্রাদি পরিমাণ, অনুপাত ইত্যাদি) সহকারে সেটিকে ক্রমশঃ উপরের তত্ত্বে ('উদ্ধার এবং চেতনা') তুলিয়া লইতে হইবে। এইরূপ, হ্রীঁ বা হ্রৌঁ বীজে 'র' রহিয়াছে দেখিয়াই সরাসরি তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অগ্নিপ্রধান' বলিলে চলিবে না। ছন্দোবিন্যাসের ভঙ্গীবিশেষে তারা অগ্নিপ্রধান হইবে। এ আলোচনার অনুসরণ বর্ত্তমানে আর করিব না। লক্ষ্য কর যে, প্রণবের 'অউম্' এর মধ্যে 'হ' বা 'য' প্রবিষ্ট হইয়া কেমন ভাবে 'অহম্' বা 'অয়ম্' এই দুইটি বিশিষ্ট'শাব্দিক আকৃতি' (Functional Pattern) সৃষ্টি করিল। 'হংস' এর মধ্যে প্রণব স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া হইলেন 'হৌংসঃ'। সংযোগের ন্যায় বিয়োগও আছে। যেমন 'হংস' মন্ত্রে 'হ' কার লয় হইয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধমাত্রায় (পূর্ব্বে এবং পরে ব্যাখ্যাত) পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়। তারপর? ঐ সেতুটির সমাশ্রয়ে পরম অব্যক্ত। 'সোঽহম্' তার 'স' এবং 'হ' ত্যাগ করতঃ 'ওম্' হইয়া যায়। 'গোবিন্দ' 'হরিবোল' ইত্যাদি জপও পরমের বাচক সেই ওঁকারেই লইয়া যায়। পরিণয়ি অন্বয়ি ইত্যাদিক্রমে ছন্দঃই এটি ঘটাইয়া দেয়।

ছন্দের বিরচনী তনু

ছন্দঃ তো পরমেরই 'বিরচনী তনু' (Creative Vehicle & Embodiment)। জপসূত্রের একটা লক্ষণ—'ছন্দো ব্যাকরণং প্রাণানাম্'। ভাব এবং জ্ঞান (উপযুক্ত আকারে) ঐ বিরচন কর্ম্মটি, ঐ প্রাণের ব্যাকরণটি, সৌষ্ঠবের সহিত চালাইয়া লয়। অর্থাৎ, জপাদি ক্রিয়াকে যুগপৎ নামগ, অধ্বগ এবং ধামগ করিয়া লয়। বর্ত্তমান যুগে মেসিনের দ্বারা ব্রেণের নিজস্ব কাজটিও করার প্রয়াস হইয়াছে; কিন্তু অভ্যারোহী জপকর্ম্মের সৌষ্ঠব মেসিনে তৈয়ারি হইবে না; কাজেই, ভাব ও জ্ঞানকে চাপিয়াই ধর। এখন বিবেচনা কর—ভূঃ এই আদিম ব্যাহৃতিতে 'ব, হ, র' এই তিন ব্যক্তভাবে প্রবিষ্ট, আর 'য, ল' এ দুই অব্যক্তভাবে নিহিত আছে। 'ল', লুকাইয়াছে 'র' এর আড়ালে, আর 'য' (ই ঈ অ) 'উ' এর আড়ালে। এই 'আড়াল'টিকে ধরিতে হইবে। 'র' 'ল' এর অভেদ কি শুধুই খেয়াল বশতঃ? আর—'উ'কে হ্রস্ব না লইয়া দীর্ঘ লইতে যাইয়া 'য' এর ধ্বনি সন্নিবিষ্ট 'ঈ'কে আশ্রয় করিতে হয়। না করিলে 'ভূঃ'তে যে লম্বগা বৃত্তিটি (Vertical Component) আবশ্যক, সেটি আসে না। 'উ', 'ঊ' দুই-ই ওষ্ঠ্য বর্ণ,—তাতে সামতালিকী বেধ বৃত্তির (horizontal cum depth component) প্রাধান্য। এতে একটা স্পষ্টতঃ 'লম্বগ সহগ' উদ্ভূত হইতে গেলে (তালব্য) 'ঈ'এর 'অনুগ্রহ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যক হয়। 'উ' এবং 'উ' দুটি উচ্চারণ করতঃ প্রাণিক বৃত্তির 'গতিমুখ' চিত্রটি (Vector graph) মনশ্চক্ষে দেখিতে যত্ন কর। [গণিতে 'Vector triangle' ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর] স্বরবর্ণের মধ্যে অ, ই, উ এই ত্রিপুটী মৌলিক (primary)। এদের মুখ্যতঃ যথাক্রমে তল, লম্ব এবং বেধ এই ত্রিমুখী বৃত্তি। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত—ত্রিবিধ মাত্রায় ঐ ঐ বৃত্তির উন্মেষ সাধিত হইয়া থাকে। ধর প্রণবে যে উকার। ইহার হ্রস্বমাত্রিক উচ্চারণে বেধবৃত্তি (depth action) আরব্ধ হয় মাত্র; দীর্ঘমাত্রায় উহা বর্দ্ধিত হয় এবং উহার সঙ্গে লম্ববৃত্তি (ascent action) সংযুক্ত হয়; প্লুতমাত্রায় তল, লম্ব, বেধ তিনদিকেই বৃত্তির বিবৃদ্ধি ঘটে। তখন, বারাহী শক্তির 'মহাচক্র' এবং 'দংষ্ট্রা' উভয়ই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত 'বস্তু'কে সমুদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হয়।

গতিমুখের সন্ধানী জপ, মাত্রার আলয় এবং মাত্রার লয় কোন্ স্থলে?

শুধু জপ করিয়া গেলেই কি হয়? উক্ত গতিমুখের সন্ধানী হইয়াই জপ করিতে হয়। ভগীরথ তো আপনমনে দিব্য শঙ্খ বাজাইয়া জাহ্নবীকে 'পথ দেখাইয়া' লইয়া যাইতেছেন; কিন্তু পথ ভুলাইবার উপদ্রবও প্রচুর বর্ত্তমান! তাই মুসাফির হুঁসিয়ার! নিম্নের কারিকাটি চিন্তা করিয়া দেখ :—

হংসোঽহংস ইতি ধ্বনিং ধমসি কিং নাদং ন শুশ্রূষসে
নাদং ত্র্যক্ষরকং সদা নদসি কিং বিন্দুং ন জিজ্ঞাসসে।
বিন্দোর্ব্যাহরণে ক্ষমো ন সরণিং পারায় সুস্মূর্ষসে
পারং বাপি দিদৃক্ষসে যদি কথং মাত্রালয়ং মিৎসসে ॥৪৪

তুমি তো অহর্নিশ নাসাবিবররূপ শঙ্খে 'হংস হংস' ধ্বনিটি করিয়া চলিয়াছ (অজপা জপ), অথবা সজ্ঞানে মন্ত্ররূপেই উহা জপিতেছ; কিন্তু বল দেখি—ঐ হংসের গতিমুখটি যে কোন্ দিকে তার কি সন্ধান লইয়াছ? ঐ ধ্বনিতে যে নাদ 'সন্নিবিষ্ট' রহিয়াছেন—ভাগীরথমুখে প্রণব শঙ্খধ্বনি—সেটিকে শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ? 'হংসের' 'হ' এবং 'স' দুই-ই তাতে লীন হইতে চলে যে! আবার, তুমি নাদ সাধক, 'অ', 'উ, 'ম্' এই ত্র্যক্ষর তো সদাই ধ্বনিয়া যাইতেছ; কিন্তু যে সূক্ষ্ম চরম ঘনীভাবে এই তোমার অভিব্যক্ত নাদের পর্য্যবসান (আবার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই উদাত্ত শঙ্খনাদের কথাই চিন্তা কর), সেটি কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? পুনশ্চ, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুকেও ব্যাহরণে (বিশেষভাবে আহরণে) তুমি ধর সমর্থ হইলে; কিন্তু বিন্দুর চরমতাও তো সেই অব্যক্ত পরমতা নয়, অর্থাৎ, বিন্দুর পারেও যে যাইতে হইবে, এটি কি স্মরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ধর, তাও স্মরণ করিয়াছ। তথাপি, সত্য সত্যই সেই 'চরমের পার'টিই যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে, বল দেখি—সেই 'মাত্রা লয়' স্থানেরও আবার পরিমাণাদি লইবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? যেখানে সকল মাত্রা লয় হইয়া যায় অথবা যেটি সকল মাত্রার 'আলয়'—অধিষ্ঠান, সেটি তো 'অমাত্রম্'—অনিরুক্ত, অলক্ষণ, অব্যবহার্য্য। সুতরাং 'অমেয়'। সেখানেও তোমার 'মাপকাঠি' চালাইতে ইচ্ছা কর কেন? বাক্ বা বুদ্ধির বিজৃম্ভিত যে সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চ, তাদের উপশম স্থান সেটি; সেখানে প্রমাণ প্রমেয়াদি ব্যবহার সবই তো শান্ত হইয়া যায়। অতএব হে সুধী জাপক! স্বাভাবিক অজপা 'হংস' হইতে আরম্ভ করতঃ এই শেষ পর্য্যন্ত চলিতে চলিতে 'গতিমুখ' (বিস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)গুলি দেখিয়া চলিও। এবং সাবধানেই চলিও। [পরে 'অদ্বৈতদ্বৈতাদশকম্' প্রকরণে 'প্রণবধনুঃ' (শ্রুতিপ্রসিদ্ধ)তে পর পর উকারাদি এই ভাবে 'জ্যা' আরোপ করতঃ নাদাদি পর পর লক্ষ্য বেধের প্রসঙ্গ আছে; আবার, 'নদানুসন্ধানাষ্টকম্' প্রকরণে 'অবর সন্ধি' এবং 'বর সন্ধি' প্রভৃতি উত্তরণের প্রসঙ্গ আছে। এ সবই ঠিক ঠিক গতিমুখের নির্দ্দেশ দেয়]

(২০)

ব্যষ্টিজপ ও বৈরাজজপ

জপটি তোমার শুধু ব্যষ্টি জপ হইলেই কি হইল? তাকে যে 'বৈরাজ' জপরূপেও পাইতে হইবে। না পাওয়া পর্য্যন্ত তো তোমার ছন্দের শেষ দুটি সোপানে অধিরূঢ় হওয়া ঘটিবে না। নীচেকার ঢালু, শেওলাধরা সোপানে স্থির হইয়া দাঁড়াবারও যো নেই। ধর, উত্তরাখণ্ডে অলকানন্দার তটে তুমি সমাসীন। অন্তর্হবন করিতেছ—'ওঁ ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে। কিন্তু এ মন্ত্রঝঙ্কার এই তোমার নিজের 'বাঁধা' যন্ত্রটিতেই বাজিয়া যাইবে? বহির্বিশ্বেও যে ঐ মহাব্যাহৃতি হোম অবিরাম চলিতেছে, সেই বিরাটের ঝঙ্কারে তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন ঝঙ্কারটি সর্ব্বথা না মিশিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, ভাব কি তোমার ছন্দঃসাধনার চরিতার্থতাটি হইবে ?

বৈরাজ সবন বা হবন কিরূপ আধারে কিভাবে করিবে

এইবার এই কারিকাটি ভাবনা কর :—

ওমিত্যেব নদচ্ছ্রুতং কিমপিতে ব্যোমাক্ষরং শাশ্বতং
তুষ্ণীং ব্যাহরণং চ ভূধরবরাদূর্জ্জস্বরাদ্ ভূরিতি।
স্বাহেতি স্বরিতৈঃ সদা সুরধুনী তুঙ্গাদ্রিসানুস্রুবা
বৈরাজং সবনং স্বরৈর্বিতনুতে কিন্তে শ্রুতং বাধ্বরে ॥৪৫

অক্ষরাত্মা ব্যোম শাশ্বত নাদের আধাররূপে যে ওঁকার বিস্তার করিয়াছেন—যে আধারে নিখিল বাকপ্রপঞ্চের উদয়, স্থিতি এবং অবসান—হে অন্তর্হোমকৃৎ! তুমি কি সেই ব্যোমরূপী ওম্ শুনিতেছ ? 'ওমেব ব্যোম'—সুতরাং ব্যোমরূপে ওম্‌টিকে না শুনিলে, তোমার শ্রুতি রহিল খণ্ডিতা, স্বল্পা, ব্যাহতা। অথচ চাই তোমার—'দিবীব শ্রুতিরাততা'। তারপর, মূর্ত্তিমান্ ঊর্জ্জোরাশিরূপ ঐ যে 'ভূধরবর' নগাধিরাজ হিমালয়, তাঁর যেটি তুষ্ণীং, কিনা মৌন ব্যাহরণ, 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিটি দ্বারা সেই মৌন ব্যাহরণই বা কি তুমি শুনিলে ? আবার, স্বয়ং স্বর্ণদী তুঙ্গগিরি সানুস্রুবায় 'স্বাহা'—এই ওজস্বতী বাক্ স্বরিত (প্লুত) স্বরে উচ্চারণ করতঃ মহতো মহীয়ান্ বিরাটের যে অনির্ব্বাণ হবন কর্ম্মটি করিতেছেন, সেই অবিশ্রান্ত অব্যয়োজাঃ 'স্বাহা' ধ্বনি তুমিও তোমার আপন হোমে শুনিলে ?

শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে দৃষ্টান্ত

পরে দেখা যাইবে যে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর শেষ স্তুতিতে যে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি নারায়ণী শক্তি বন্দিতা হইয়াছেন, তাঁদের প্রত্যেকটিই বৈরাজজপের রহস্যসঙ্কেত নির্দ্দেশ দিতেছেন। যথা—'হংসযুক্ত বিমান'=বিশ্বভুবনে যাহা কিছু প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হইতেছে ('অণ্যতে প্রাণ্যতে') সেই 'অজপা'স্পন্দনে ব্রহ্মাণী (সাবিত্রী অথবা প্রণব) প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে ; তাঁকে 'বিমানস্থা' (বিশিষ্ট মানে বা মাত্রায়, অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপে) অধিরূঢ় করিতে হইবে। করিলে (অর্থাৎ মানটি সমর্থ হয় তো) তিনি 'কৌশান্তঃক্ষরিকা' হইবেন—যাতে অসুরের তেজোহানি এবং সুরের তেজোবৃদ্ধি ঘটে। কু=বেদ ; বেদে যেটি শয়ন করে তাই 'কুশ'। বেদের রহস্য বা উপনিষৎ। সেটি সুরের পক্ষে অমৃত। কিন্তু অতি গম্ভীর এবং বিন্দুরূপ বলিয়া 'কৌশান্তঃ'। বীজমন্ত্রাদি এর রূপ। এটিকে জপক্রিয়ারূপ বিমানস্থা হইয়া 'ক্ষরণ' (dynamic) করিতেছেন যে শক্তি তাঁকে নমস্কার।

'ওঁ ভূঃ স্বাহা' প্রভৃতি তিনটি মহাহবনের তত্ত্ব ও ভাবের আধার। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবিধ ঈক্ষণাদি

এই প্রকারে আপন 'সুরচ্ছন্দঃ' বৈরাজের 'সুরচ্ছন্দে' বাঁধিতে পারিলেই কি ছুটি? ইহাতেই কি মহাসমন্বয়টি পূর্ণ হইবে? না, তা হইবে না। এই নিমিত্ত নিম্নের কারিকাদুটির মর্ম্মার্থ অনুধাবন কর :—

ভূঃ স্বাহেতি কৃতং স্ববিশ্বসবনং বৈরাজহোমানলে
প্রাস্তং তৈজসহৃদ্ হিরণ্যরজসি স্বাহেতি পশ্চাদ্ভুবঃ।
স্বঃ স্বাহেতি সুতং যতোঽস্য জননং প্রাজ্ঞঞ্চ তত্রেশ্বরে
নো চেৎ সূক্ষ্মমপি স্বকারণমৃতে হব্যং ন সম্যঙ্মহৎ॥
ঈক্ষস্ব ত্রিবিধং ত্রিধা জুহুধি বা ভুঙ্ক্ষ্বাপি ভোগ্যং ত্রিধা
ভূরীক্ষং প্রথমং তথা ভুবরথো পশ্য স্বরীক্ষং ততঃ।
ত্রৈবিধ্যেন হুতৌ বহির্ঘনমথো কল্পস্ব চান্তর্হবি
রন্নঞ্চ ত্রিবিধং হুশান তদপি ব্রহ্মাক্ষরং পারগম্॥৪৬—৪৭

'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে তো তোমার যেটি 'স্ববিশ্ব' (জাগ্রদভিমানী ব্যষ্টিচৈতন্য—individual 'waking' consciousness), সেটির 'সবন' কিনা হবন করিলে বৈরাজ হোমানলে—বিরাট্ জাগ্রৎ চেতনায়। অর্থাৎ, তোমার যেটি স্থূল বোধবিশ্ব সেটিকে আহুতি দিলে বিরাট্ বোধবিশ্বে ; ব্যষ্টিস্থূলের অন্বয়ি ছন্দঃ সমষ্টিস্থূলের সমন্বয়ি ছন্দে (Cosmic Harmonyতে) মিলিয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, উপরে না ভাসিয়া গভীরে নামিয়া যাইলে তুমি। তোমার যেটি সূক্ষ্ম তৈজস (প্রাণ এবং অন্তঃকরণ) সত্তা সেটিকেও হবিঃরূপে কল্পনা করিয়া (তৈজসহৃৎ) হিরণ্যগর্ভাখ্য মহাসূক্ষ্মসত্তার অগ্নিতে, মহাপ্রাণে হবন করিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভুবঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে। কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম এ দুয়ের হবন করিয়াও যদি 'স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে মহাকারণরূপ পরমেশ্বরে ব্যষ্টিকারণরূপ তোমার নিজের হবনটি, অর্থাৎ মহাপ্রজ্ঞে তোমার ঘনপ্রজ্ঞের হবন, শেষ না কর, তবে তোমার কল্পিত হব্য তো কদাপি সম্যক্ মহৎ হইবে না—তোমার অন্বয়ি ছন্দঃ মহাসমন্বয়ি ছন্দে তো মিলিয়া যাইবে না; সুতরাং স্থূল ও সূক্ষ্মের সাধনায় যত্নশীল তোমার ঈশ্বরে সর্ব্বসমর্পণ ব্যতিরেকে কদাপি মহাকারণ-পদবীতে প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠা হইবে না।

বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থিপরম্পরা সমাধানের দৃষ্টান্ত

বৈজ্ঞানিক, তোমারও ঐটি ব্যতিরেকে ব্যষ্টি সমষ্টি কোন কিছুরই মূল কারণ অবধি গতি নাই জানিও। তুমি স্থূলের গ্রন্থি খুলিতে গিয়া সূক্ষ্মের গ্রন্থিটি খুলিতেছ; সেটি খুলিতে গিয়া আরও সূক্ষ্মের গ্রন্থিটিও। কিন্তু গ্রন্থি তো শেষ পর্য্যন্ত সহজ হইতেছে না, জটিলই হইতেছে মনে হয়। মূলগ্রন্থি—সেই মহাকারণ গ্রন্থিটি সর্ব্বত্রই তোমায় এড়াইয়া যাইতেছে।

তিন ভাবে ঈক্ষণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ। হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকার

তিনভাবে ঈক্ষণ কর; তিনভাবে হবন কর; তিনভাবে ভোগ্য (যজ্ঞফলটি) ভোগও কর। জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভাব (ইচ্ছা)—এ তিনের প্রত্যেকটিই তিনভাবে কল্পিত হউক। 'অয়ং' বা এই রূপে জ্ঞান—যেটির 'ব্যক্ত' (manifest) নাম দিতেছ; 'অসৌ' বা সেই রূপে জ্ঞান যেটির 'অব্যক্ত' (unmanifest) নাম দিতেছ; এবং এ দুয়ের—'এই' এবং 'সেই' এর মধ্যে ব্যবধান এবং সন্ধিসেতু যে জ্ঞান, যেটিকে 'এই'ও বল না 'সেই'ও বলনা, অথচ, যেটি মধ্যস্থ হইয়া ক্রমাগত 'এই'কে 'সেই'তে লইয়া যাইতেছে, আবার 'সেই'-কে (নেপথ্যটিকে) 'এই' রূপে হাজির করিতেছে—সেটিকে যে ঠিক কি নামে ডাকিবে তা জান না। মধ্যস্থ এই 'অনামী' বোধটিকে বেদাদি 'অন্তরীক্ষ' বলিয়াছেন। ঈকারটিকে প্রয়োজনমত হ্রস্বও করিয়াছেন দেখি। [ঊর্দ্ধগ লম্ববৃত্তি (vertical ascent—ভূঃ থেকে স্বঃ) বুঝাইতে দীর্ঘ এবং বিপরীত-মুখীটি বুঝাইতে হ্রস্ব ইকার জানিও। উদাহরণ স্বরূপ—পৃথিবী থেকে তাড়িত শলাকা উঠিয়া যদি মেঘে প্রবিষ্ট হয় তো ঐ দীর্ঘ ঈ; আর মেঘ থেকে পৃথিবীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলে হ্রস্ব ইকার। পুনশ্চ, তোমার ব্যষ্টি কুণ্ডলিনীর 'হৃদ্দেশ' পর্য্যন্ত উত্থানে (ascent-এ) দীর্ঘস্বরটি, আর 'উর্দ্ধলোক' হইতে (স্বঃ) তোমার হৃদ্দেশে মহাকুণ্ডলিনীর অবতরণে (descent এ) হ্রস্বস্বরটি ব্যাপৃত। হৃদ্দেশে স্বরের আদিম এবং সকল ব্যঞ্জনের আশ্রয় 'অ'-কার সামান্যাধাররূপে অবশ্যই বিদ্যমান। নিম্ন হইতে এবং উর্দ্ধ হইতে 'ঈ' এবং 'ই' এই দুটি ঐ স্থলে (হৃদ্দেশে) মিলিত হইল। ফলে, হৃদ্দেশের অভ্যন্তরে যে 'হৃদয়' এবং তারও অভ্যন্তরে যে 'হৃৎ', তাতে পরশ লাগিল, সাড়া জাগিল ('heart opening')। আর কি হইল? আধাররূপ অবর্ণে ঐ দুই ইকার 'প্রবিষ্ট' হইল। মানে ই-ঈ অন্তরে যাইয়া অবর্ণকে পুরতঃ—যেন সামনে আনিয়া রাখিল। ফলে, যেটা ছিল 'আধার' অথবা আস্তরণ সেটি হইল 'আবরণ'। সকল ব্যঞ্জনবর্ণেই তো এই 'বিপরীত করণটি' আবশ্যক হয়। ক্, খ্ ইত্যাদি সকল ব্যঞ্জনই মাতৃকার আদিবর্ণ অকারের 'জঠরে' প্রথমে বীজরূপে প্রবিষ্ট হয়, তারপর সেই মূল মাতৃকাগর্ভ থেকে অবর্ণকেই আবার 'উল্বন' (আবরণ—placenta) রূপে পাইয়া স্ফুট বৈখরীবাক্‌রূপে ভূমিষ্ট হয়। 'ক' বর্ণটিকে উচ্চারণ করতঃ প্রাণের 'লেখ' (graph)টি প্রণিধান কর, তা হইলে এই বিপরীত করণে—ছিন্নমস্তারীতিটি কতক বুঝিবে। আচ্ছা, তারপর? (ই+ঈ)+অ='য' (ই-অ) হইল। এটি বায়ুব্রহ্মের বীজ। হৃদ্দেশ এই বীজের 'স্থান' বটে, কিন্তু উপরিউক্ত রীতিতে মূল এবং মূর্দ্ধা দুই স্থান হইতে দুই 'তাড়িত প্রবাহের' মিলন ঘটাইয়া সে বীজটির সমর্থ 'উদ্ধার' কর্ম্মটি করিতে হইবে।]

মাহেশ্বরী—'মহাবৃষভ'

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহেশ্বরী মূর্ত্তিটিকে বাক্‌রূপে ভাবনা কর। ত্রিশূল=অ, উ, ম এই ত্রিমাত্রা মনে কর। মাঝে 'উ'কার উদগ্র, উদ্যত। চন্দ্র=চন্দ্রবিন্দু=নাদবিন্দু (অর্দ্ধমাত্রা)। অহি=স্বরব্যঞ্জন নিখিল বর্ণমালার (অ—হ্) ক ল ন করেন যে শক্তি (ই)=কলাশক্তি। সুতরাং, ত্রিশূল-চন্দ্রাহিধরে=প্রণবের প্রথম ত্রিমাত্রা+নাদবিন্দু+কলা। বলা বাহুল্য, এস্থলে কলা বলিতে মূল কলনশক্তি সূচিত হইতেছে। 'অহি' এর রূপ। পূর্ব্বে এক স্থলে 'অহি' প্রাণন ব্যাপার নির্দ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে (যথা, মহাদেবের ধ্যানে)। এ দুয়ে বিরোধ নেই। এইবার, মহাবৃষভবাহিনি। 'বৃষভ' শব্দের ব্যঞ্জনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচিত্র এবং গভীর। বেদাদিতে প্রসিদ্ধও বটে। এখানে এইভাবে ভাবনা কর—উ+ঋষভ=বৃষভ। অর্থাৎ, 'উ' এই স্বর (ঋ+ষ+ভ) এই আকৃতি (pattern) পাইয়া 'মহান্' হইল, এবং সেইভাবে তাহা ওঁকাররূপিণী বাকের 'বাহন' হইল। অর্থাৎ, 'উ'কারকে উক্তরূপে 'মহান্' না পাইলে প্রণব পূর্ণ-প্রসারী (dynamic) হন না; ঋষভ স্বরসপ্তকে দ্বিতীয়। এ আকৃতির বিশ্লেষণ পরে মিলিবে। ভগবানের এক অবতারও বটে। (যথা ভাগবতে।)

ভূরীক্ষ বিশ্লেষণ

ঐ ত্রিবিধ ঈক্ষণ বা ঈক্ষাকে 'ভূরীক্ষ' 'অন্তরীক্ষ' (বা ভুবরীক্ষ) এবং 'স্বরীক্ষ' এই তিন রহস্য নাম দাও। (তিন স্থলেই 'ঈ' কার হ্রস্বও হইতে পারে।) বলা বাহুল্য, ঐ নামত্রয় তিনটি 'ফরমূলা'। যেমন, 'ভূরীক্ষ'=ব্+হ্+উ+র্+ঈ+ক্+ষ+অ। শেষের অকারটি তো সকল ব্যঞ্জনের উচ্চারণেই আবশ্যক। ওটিকে বাদ দিলে, সপ্তাবয়ব এই আকৃতিটি মিলিল। এই সপ্তাবয়ব আকৃতিটির পূর্ণ বিশ্লেষণ এস্থলে হইবেনা। তবে, লক্ষ্য কর যে (ব্+হ্)—এই অংশে যেটি sub-potential সেটি high potential হইতেছে—'অল্পপ্রাণ' 'মহাপ্রাণ' হইতেছে। মধ্যে (র্+ঈ)—এই অংশটি বিশেষভাবে ঊর্জ্জঃশক্তিটি সূচিত করিতেছে, এবং সেই ঊর্জ্জঃ শক্তির যেটি ঊর্দ্ধগ লম্ববৃত্তি (vertical component) সেইটি ('ঈ' বর্ণ)। আর, (ক+ষ) অংশটি সূচনা করিতেছে কতিপয় Kinetic Energy Level—ব্যক্ত শক্তির একটা আরোহীক্রম বা 'গ্রাম'। তিন ভাবে ঈক্ষণ হইল। তারপর, তিনভাবে সবন বা হবন। এই হবনের তিনটি রূপ (বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞ—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ-ভেদে) পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এই ত্রিধা হবনটি অন্য অন্য তিন প্রকারেও প্রয়োজনানুরূপ ভাবনা করিতে পার। [যথা প্রাণ ও অপানকে পরস্পরে; উভয়কে সমানে; তিনটিকেই আবার ব্যানে। উদানকে ('Lever Principle'টিকে) এই হবনে স্রুবের মত ব্যবহার করতঃ সেটিকেও পূর্ণাহুতি দাও আর চারিটির সঙ্গে মুখ্যপ্রাণে—অপঞ্চীকৃত মহাপ্রাণে। আবার, মূলাধার স্বাধিষ্ঠানকে হবন কর নাভিতে মণিপুরে; ঐ তিনকে হবন কর হৃদয়ে অনাহতে; এবং অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এ তিনের হবন কর সহস্রারে। পুনশ্চ, সূর্য্যকে (পিঙ্গলা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবন কর চন্দ্রমায় (ইড়ায়); উভয়কে হবন কর সূক্ষ্মাগ্নিতে (সুষুম্নায়); এবং এ তিনেরি হবন কর 'পরম বিদ্যুতি' (জ্যোতিষি)। আগমাদি শাস্ত্রে 'ত্রিসবন' নানারূপেই কথিত হইয়াছে। জপসূত্রমের পরিভাষায় 'বহিঃ', 'অন্তঃ' এবং 'ঘন' এই ত্রিবিধ মূল সবন জানিবে।]

ত্রিধা সবন ও ত্রিধা অদন

ত্রিসবন অনুষ্ঠান করতঃ ত্রিবিধ অন্নও ভোগ কর (অশান)। কি সেই তিন অন্ন? শুক্ল, অশুক্ল, মিশ্র—এই প্রকার সাধারণ ভেদ কথিত হইয়া থাকে। পরের কারিকায় অন্ন সূক্ষ্মভাবে কল্পিত হইয়াছে দেখিও। যদি 'আপো বৈ অন্নম্' এই ভাবে ভোগ্য অন্নসমূহকে অপের মধ্যেই সূক্ষ্ম বা বীজভাবে কল্পিত দেখ (যেমন আর্ষপ্রজ্ঞান এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানও প্রকারান্তরে দেখিয়াছেন), তবে বৈদিক সন্ধ্যার মার্জ্জনমন্ত্রে 'ঊর্জ্জে দধাতন', 'মহেরণায় চক্ষসে' এবং 'শিবতমো রসঃ' এই তিনটিকে পর পর উৎকৃষ্ট 'অন্ন' রূপে ভাবনা করিতে পার। বৃহদারণ্যকাদি যে 'সপ্তান্নে'র কথা বলিয়াছেন, সেগুলি 'পাংক্ত' কর্ম্মের সঙ্গে মন্ত্রয়েস গ্রথিত। এই গ্রন্থে যথাস্থলে তাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে।

ত্রিধার পারে—পরমে। আহুতি ও আহুতি

আচ্ছা, কোন না কোন ভাবে ত্রিধা ঈক্ষণ, ত্রিধা সবন, ত্রিধা অশন বা অদনটি না হয় সম্পন্ন হইল। ঈক্ষণাদির যথোপযুক্ত ত্রিবৃৎকরণে ব্যাহৃতিত্রয়ের অধ্যক্ষতাও আমরা না হয় দেখিলাম। কিন্তু যেটি তিনেরও 'পার', সেই পরমে অক্ষর ব্রহ্মে যাইব কিরূপে যদি না ঐ তিনকে 'একে' এবং এককে আবার 'অদ্বয়ে' ('একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই বাক্যের প্রতিটি পদের লক্ষ্যার্থ ভাবনা কর) মিলাইতে পারি? উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় প্রণবেরই (ব্রহ্মাক্ষরের) বিশেষ বিশেষ 'আহৃতি'। সুতরাং, যার আহৃতি সেই প্রণব বা ব্রহ্মাক্ষরেই ঐ তিনের আহুতি সমাপন পূর্ব্বক আমায় 'পারগ' হইতে হইবে। জপ (গায়ত্রী) আরম্ভ করিলাম—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই ভাবে, সমাপন করিলাম 'ভূর্ভুবঃ সুবরোম্' এই ভাবে। প্রণব থেকেই 'আহৃতি', আবার প্রণবেই 'আহুতি'। এই শব্দ দুটির কেবল মাত্র শব্দালঙ্কারই লক্ষ্য করিও না; 'ঋ' এবং 'উ' এই দুটি ব্যঞ্জনা বুঝিতেও যত্ন কর। শেষ কারিকাটির ব্যাখ্যান এইখানে শেষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ধর, প্রাণরূপী ধনুঃ। এর দ্বারা কোন লক্ষ্যবেধ করিবে। 'আ' স্বরে জ্যা-রোপিত হইল ; 'হ্' দ্বারা জ্যা আকর্ষণ করিলে ; 'তি' শর বা তীর। এই প্রক্রিয়াটি হইল আহুতি। 'উ' স্বর দ্বারা আকৃষ্ট জ্যা লক্ষ্যাভিমুখে উৎসৃষ্ট করিলে (relax the string)। প্রথমটিতে কৌমশক্তি, দ্বিতীয়ে বারাহী।]

ব্রহ্মাক্ষরের সংখ্যামান স্বীকার

ব্রহ্মাক্ষরের তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি 'মান' স্বীকার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কারিকাটি চিন্তা কর :—

তিস্রোঽস্যত্রিবিধং মখায় সবনং তন্বন্তি মাত্রাস্ততঃ
পাদা পঞ্চ সুতং প্রমেয় মখিলং কুর্ব্বন্তি পঞ্চীকৃতম্।
স্বস্মিন্ সপ্তকলাং সপ্তানলমুখৈরন্নানি সপ্তাশিতুং
কাষ্ঠাং স্বীকুরুতে হ্যমানি তদপি ব্রহ্মাক্ষরং মানদম্॥৪৮

ব্রহ্মাক্ষর নিখিলের মানদ হইয়াও স্বয়ং স্বরূপতঃ 'অমানি' মানরহিত। 'অক্ষর ব্রহ্ম' নাদ অথবা প্রণবরূপে হইলেন 'ব্রহ্মাক্ষর'। এই ব্রহ্মাক্ষররূপ হইয়া, এই যে বিশ্বভুবনরূপ মখ, কিনা যজ্ঞ, তার 'মানদ'—মানদাতা—হইলেন। অর্থাৎ, বিশ্বভুবনে সব কিছুই তার আপন 'মান' (পরিমাণ, সংখ্যাদি) লাভ করিল। ব্রহ্মাক্ষররূপ প্রণব স্বয়ং মাত্রা, পাদ, কলা এবং কাষ্ঠা—এ চতুর্ব্যূহ মান স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই না বিশ্বভুবনের সবতাতে ঐ চারিটি অন্বিত, অনুস্যূত হইয়াছে। এই বিশ্ব মহীরুহের বীজেই ঐ চতুর্ব্যূহরূপতা প্রবিষ্ট বলিয়াই না, এর কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পল্লব-মুকুলাদি সব কিছুতে দেখি মাত্রা, পাদ, কলা, কাষ্ঠা! অণু থেকে বিরাট্ পর্য্যন্ত কোথাও এর ব্যভিচার নেই।

অণু ও বিরাটে

একটা অণুকেও ডাকিয়া শুধাইতে হয় তুমি কোন্ মাত্রায় স্থিত এবং চলিত? আগেকার শতকে এর একটা নিঃসংশয় জবাব মিলিত, অন্ততঃ তাই মনে করা হইত। বর্ত্তমানে, অণু আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয়ে ফেলিয়াছে। যদি সে তার স্থিতির (position এর) সঠিক মাত্রাটি বলে তো, গতির (motion এর) সঠিক হিসাবটি দিতে 'গাঁই গুঁই' করে ; আবার, গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাংলায় তো স্থিতি বাংলায় না। হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়বাদ' (Indeterminacy) 'গোড়ায় গোল' বাধাইতে বসিয়াছে। বিরাটের বেলাতেও অনুরূপ সমস্যা। বিরাট্‌ও আপন মান ঠিক রাখেন কৈ? মান বাড়াবার দিকেই ঝোঁক! ('Expanding Universe')। কিন্তু 'অতিদর্পে হতা লঙ্কা'—অতি-বাড়টি হ'লে চুপসে এতটুকু হ'য়ে যেতেই বা কতক্ষণ! একটা বুদ্‌বুদ্ যেমনধারা বাড়তে বাড়তে ফেটে যায়! শুধু বিরাট্ বপুটির মান নয়, বিরাটের কারবারী শক্তিই (sum-total energy) কি 'স্থাণু' (constant)? তারপর—অণুকে শুধাইতে হয়, তুমি আছ কত পাদে? সে বলে—একটা নাভি, একটা নেমি এবং দুয়ের মধ্যে অর, এই তিনটি পাদ তো আমার চাই-ই। একটা ক্ষুদ্র জীবকোষ অণুবীক্ষণের তলে যাইয়া তাই বলে। অন্তঃকরণও তাই বলে। প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্ব ইত্যাদি। স্থূলে বিরাটেও এর ব্যভিচার হবে কি? Nebulae Spiral Pattern ধরিয়াও বলে—এই দেখ, আমার নাভিটি হইয়াছে অক্ষ! আর, নেমি এবং অর—ঐ দেখ কেমন নাগরদোলায় মজাসে ওঠা-নামা করিতেছে। তারপর, বিরাট্‌ই বা কি অণুই বা কি, বাহিরই বা কি, ভিতরই বা কি, ভাবই বা কি, ভাষাই বা কি, স্বরই বা কি, ছন্দই বা কি—প্রত্যেকে বলে—এই দেখ আমি 'সকল'—আমার 'কলা' (part, element, aspect) রহিয়াছে, এবং চাঁদের মত আমারও কলার বাড়তি কমতিও আছে! অন্যে পরে কা কথা—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা অণুরও দস্তুরমত কলার কারবারটি আছে! সকলই 'কলা'ই দেখাইতেছে, আপনাকে, স্বরূপকে গোপন করিয়া! স্বরূপে যেটি নিষ্কল, অলিঙ্গ, তাতে কোনও না কোনও গতিকে কলা বা লিঙ্গের উদ্ভব হয় বলিয়াই না এই ভবের কারবারটা চলিতেছে! তারপর, 'কাষ্ঠা' বা সীমা (Limit) বলিয়া একটা জিনিষও সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। মাত্রা, পাদ, কলা—এরা কেউই যখন স্থাণু (constant) নয়, পরিণামী (variable), তখন ঐ কাষ্ঠা বা লিমিটের কথা তো উঠিবেই! মাত্রাদি প্রত্যেকেই বলিবে—আমার ব্যাপ্তি, আমার গতি, আমার পরিণতি কোন্ অবধি?

[এইবার 'বৃষভ' এই আকৃতিতে মাত্রাদি চতুষ্টয়কে দর্শন কর। উ=মাত্রা। ষ=পাদ। ষ=কাষ্ঠা। ভ=কলা। মানে দাঁড়াইতেছে—উকার (বারাহী) মাত্রা সহকৃত হইয়া বাক্ 'ঋচ্ছতি' (পদ্যতে) মূর্দ্ধন্যমহাপ্রাণ (ষকার) কাষ্ঠা অবধি, এবং বাকের এবম্বিধ মূর্দ্ধন্যধাম অবধি গতির ফলে নিখিল অব্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলা (ব) সম্যক ব্যক্ত হইয়া (মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্যবর্ণ) 'ভ' রূপে ভবতি ও বিভাতি।]

ব্রহ্মাক্ষরে মাত্রাদি চতুর্ব্যূহ

ব্রহ্মাক্ষর এই চতুর্ব্যূহরূপ ধারণ করতঃ বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট। প্রত্যেকটিতে (মাত্রাদিতে) আবার কয়টি বিশেষ বিশেষ সংখ্যা (তিন, পাঁচ, সাত, দুই, এক) প্রবিষ্ট হইয়া যাগটি বিস্তার করিয়াছে এবং করিতেছে জানিবে। সবনরূপ ক্রিয়াতে (প্রমাণে) তিনটি মাত্রা (Three-level functioning)—যথা, যাগে (১) সমিধ্‌সংগ্রহ, (২) অগ্নিচয়ন, (৩) ওঁ ভূঃস্বাহাদি মন্ত্রে হবন; বিচারে লিঙ্গপরামর্শ, ব্যাপ্তিগ্রহ, নিগমন; ইত্যাদি। যে নিখিল প্রমেয় এই সবনে 'সুত' হইতেছে, সে সকলেই পাঁচটি পাদ (five dimensioned structure)—যার ফলে, মহাভূতাদির পঞ্চীকরণটি ঘটিয়াছে। যথা—বিয়দাদি পঞ্চ মহাভূত এবং তাদের হযরাদি বর্ণ; পঞ্চপ্রাণ; কোষপঞ্চক; ইত্যাদি। যেটি হোতা, অত্তা বা প্রমাতা তার উপর এসবের প্রতিক্রিয়া (reactions) রূপ যে অন্ন, সেটি সপ্তসংখ্যক। কং=সুখম্। এটি ব্রহ্মেরই স্বরূপ। এটি নিজেকে অত্তা এবং অন্নরূপে সপ্তধা 'কলন' করেন। ফলে, কঃ, কং, কেন, কস্মৈ, কস্মাৎ, কস্য, কস্মিন্—এই সপ্তবিধ কলায় (aspects) মূলতঃ ব্যাকরণটি ঘটিয়া থাকে। এ সাতটির বিষয়ী অত্তা, বিষয় অন্ন। এ সাতের সম্যক্ বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে হইবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, ঐ সাতটি প্রত্যেকে ঐ সপ্তকলায় ব্যাকৃত হইয়া তবে তার যেটি আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা সেটি মিটায়। ইহারা পরস্পরাপেক্ষী।

কারকে অন্ন ও অত্তা

কারকের লক্ষণ করা হয় যার ক্রিয়াতে অন্বয় আছে। ষষ্ঠীকে বাদ দিয়া ছয়টি কারক সাধারণতঃ ব্যাকরণে ধরা হয়। আমরা কেবল অন্বয়ের কথা বলিতেছি না, আকাঙ্ক্ষা অথবা অপেক্ষার কথা বলিতেছি। কাজেই, 'কস্য'টিকে বাদ দিতেছি না। ঐ সপ্তকের কেহই 'একেশ্বর' অত্তা বা অন্ন হয় না। ধর, রামো দুগ্ধং পিবতি। এখানে, ভাসাভাসা দেখিলে, রাম=কঃ (অত্তা), আর, দুগ্ধং=কং (অন্ন)। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে, রামের মধ্যে শুধু অত্তা নয়, অন্নও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যমান ; এবং দুগ্ধমের মধ্যে শুধু অন্ন নয়, অত্তাও বিদ্যমান। রাম সত্য সত্য 'অদন' করিল কাকে? নিজেরি মধ্যে উদ্ভূত (excited or induced) কতকগুলি 'অন্তরোদন' (objects of inner consumption 'মাত্রাস্পর্শঃ') তার অন্ন হইয়া থাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে। তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি আন্তর সংস্কারকেও 'ব্যঞ্জন' বা 'উপসেচন' রূপে গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই, বলিতে হয়, অত্তা (অন্নাদ) যেন 'নিজেরি কিছুটা' অন্নভাবে অদন করেন। ঐতরেয় উপনিষদে সৃষ্টির উপাখ্যানটা এতৎ প্রসঙ্গে স্মরণ কর। প্রজাপতি আপনাকেই 'অন্ন' করিয়া বিলাইয়া দিতেছেন। বৃহদারণ্যকেও আসলে তাই। দুগ্ধমেরও অনুরূপ বিশ্লেষণে, তার মধ্যে শুধু অন্ন নয়, অত্তাকে মিলিবে। দুগ্ধের সত্তাটি পরীক্ষা কর। সেটি আসলে কি? সেই আসল সত্তাটি বলিতেছে—আমি রাম কর্ত্তৃক পীত হইয়াই আপনাকে 'ভোগ' করিব। পুং-স্ত্রী-মিথুনে যে অন্ন-অন্নাদের অন্যোন্যতাটি স্পষ্ট, সেটি সর্ব্বত্রই অনুস্যূত জানিবে। অদন—অত্তা—অন্ন—একই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মতই নয়; তা হইলে তাদিগকে তিনটি পাদ বলা চলিত। কিন্তু ঐ তিনটি একই ত্রিপার্শ্ব কাঁচের তিনটি পাশের মত। একই পদার্থকে তিন দিক্ দিয়া তিন ভাবে দেখা। এইজন্য, 'কলা'। এ প্রসঙ্গের সবিশেষ অনুসরণ পশ্চাৎ যথাস্থলে হইবে। 'কলা' বলিলে বাড়া-কমার প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। চাঁদ তো গোটা আছেই, কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে কোন্ পর্য্যবেক্ষকের সম্পর্কে কোন্ 'সূত্রে' রহিয়াছে, অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের আবর্ত্তন আর নিজের আবর্ত্তনের কোন্ সংস্থায় অবস্থিত আছে, তার উপর নির্ভর করে, তাকে কত কলায় ফুটিতে দেখিব অথবা না দেখিব।

কলা—কাষ্ঠা (পরা ও অপরা)। অপরা থেকে পরায় কিরূপে যাইবে?

কলায় ফুটিলেই কাষ্ঠা বা সীমার কথাও আসে। কলা কতটা ফুটিয়া তবে পূর্ণ হইবে? প্রকৃতিতে এই 'ফোটার' অবধি বা সীমা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যবস্থিত আছে। কিন্তু সকল বিশেষকে জড়াইয়া প্রকৃতির একটা পূর্ণ উন্মেষ বা বিকাশ, অথবা কোন এক বিশেষের, তার বিকাশের সাধারণ গণ্ডীর পারেও, পরিপূর্ণ বিকাশের কোনও কাষ্ঠা আছে কিনা ইহাও বিবেচ্য। যদি থাকেতো কাষ্ঠাকে অপরা এবং পরা এই দুই করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিতে হয়। যাই হোক্, কলাকে অন্নভাবে সপ্তধা যেমন দেখিলাম, তার কাষ্ঠায় পরিণতির দিক দিয়াও সেটিকে 'সপ্তভূমিকা' ভাবিতে পারি।—An ascending series of values. যে কোন 'অন্ন' সপ্তভূমিকায় তার পরিপূর্ণতায় বা কাষ্ঠায় পৌছিবে। ধর, জপরূপ অন্ন। এর অপরা কাষ্ঠা মধ্যমায়; পরাবরা কাষ্ঠা পশ্যন্তীতে; পরাকাষ্ঠা পরায়। প্রথম কাষ্ঠায় সাতটি ভূমি—বাচিকজপ, উপাংশুজপ, মানসজপ, তনুমানস জপ, পূর্ব্বসেতুসন্ধিজপ, সেতুজপ, উত্তরসেতুসন্ধি জপ। এ সকল স্থলে জপরূপ অন্নের রূপটি বিভিন্ন ও বিচিত্র হইতে থাকে। তনুমানসে আসিয়া নাদ (অনাহত ধ্বনিরূপে) অভিব্যক্ত হয়; পূর্ব্বসেতু সন্ধিস্থলে 'বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃকণ' (scintillation and radiation), সেতুতে 'বিতত জ্যোতিঃ', এবং উত্তর সন্ধিতে 'মিথুনীভূত নাদজ্যোতিঃ'—এই তিনভাবে নাদাভ্যন্তরঃজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। উত্তর সন্ধির পারে 'অতিমানস' পশ্যন্তীর ধাম (Realms of Super-consciousness)। সে স্থলে 'নমস্' বিবর্ত্তিত হয় 'মনস্' এইরূপে; সেস্থলে 'মন্' ধাতু থেকে মনঃ নয়, 'ম্না' ধাতু (যথা, আম্নায়) থেকে মনঃ। এই মনঃটি ফোটা না পর্য্যন্ত পশ্যন্তীর 'দরশ'টি মিলে না। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে Psychic Opening।

[শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে কৌমারীশক্তির (অনঘা) ধ্যান, তাতে দেখি—'ময়ূরকুক্কুটবৃতে'। এই রাহস্যিক শব্দের নানা ব্যঞ্জনার মধ্যে একটি মুখ্য ব্যঞ্জনা এই—'ময়ূর'=কেকারব=সা, এবং কুক্কুট=নি; সুতরাং এর দ্বারা নাদের সপ্তস্বরে অভিব্যক্তি মিলিল। প্রণবাদি (যাদের মাঝে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ নিপুটিত) উক্ত সপ্তস্বরে 'উদ্গীথ' বা 'উদ্গান' হইলে যথার্থ 'ছন্দোগ' হইয়া 'অনঘ' হইয়া থাকে। প্রতি মন্ত্রকেই উদ্গানের আকৃতিতে সাধিতে হয়। যথা—নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং 'আজান'।]

জপের যাত্রাপথে দৃষ্টান্ত

ধর, জপে বসিয়া কোনও এক অতর্কিত 'ফিকিরে' অথবা 'তদ্বিরে' মধ্যমার সুড়ঙ্গটি পার হইয়া আচম্বিতে পশ্যন্তীর সীমানায় আসিয়া পড়িলাম। কোনও না কোনও দিব্য শ্রবণ, দর্শন, ভাব-পুলকাদিও হইল। কিন্তু প্রশ্ন আসে—কোন্ কলায়? কেন না, পশ্যন্তীতে 'পা দিলেই' তো চিদ্গগনের সেই গোটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রমাটি হাতের মুঠোয় মিলিয়া গেল না। লছমণ পেরুলাম, আর বদ্রিনাথ, বদ্রিনারায়ণে! ক্ষুরের ধারের মতো 'নিশিত' যে পথটিকে ক্রান্তদর্শী কবিরা বলিয়াছেন, সেই ক্ষুরধার নিশিত পন্থায় এই সবে পা দিলাম মাত্র! যার দিব্য গন্ধ, দিব্য শ্রবণাদি কিছু কিছু ভাগ্যে মিলিল, তার শ্রদ্ধা বাড়িল; কাজেই, দুর্গম চড়াই উতরাই ভাঙ্গার মতো বুকের কলিজা এবং সঙ্কট পন্থায় পদক্ষেপে দৃঢ়তা তার মিলিল। পশ্যন্তী অফুরান জ্যোতিঃ আর রসে ভরা 'ততঃ পরঃ ততো বরীয়ান্'রূপে সাজান' উর্দ্ধ এক অভিনব-প্রসারী লোক। স্থির, বীর, ধীর হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যেতেই হবে। এখানেও নূতন 'ঠাটে' ছন্দের সেই পাঁচটি পর্ব্বই (পরিণয়ি থেকে পরম সমন্বয়ি) সাধতে হবে। সাধতে পারল না বলেই না একা যুধিষ্ঠির বাদে আর সব কয় পাণ্ডবের পথিমধ্যে পতন! যুধিষ্ঠিরই একা স্থির, কেননা, ঋতে, সত্যে, ছন্দে তিনি স্থির। ছন্দের কোনও নকল বা ভেজাল (ছদ্ম) লইয়াই তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই! এইজন্য, অরি-মিত্র ছন্দের 'যুধি', কিনা সমরেও, তিনি স্থির। স্বয়ং পার্থসারথির সখা পার্থেরও পা টলিল; কেন? তিনিও যে 'ছন্দঃ'কে 'ছদ্ম' রূপের উপরে সর্ব্বথা, সর্ব্বকালে একান্তভাবে তুলিয়া লন নাই!

ক্ষুরধার পথিমধ্যে জীবের ত্রিবিধ ভঙ্গুরতা—উরু, তনু, অণু

জীবের ভিতরে 'ভঙ্গুরতা' তিন আকারে থাকে—উরু, তনু, অণু। অভিমানী দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গুর। অর্জ্জুনের ভঙ্গুরটা কোথায় কি ভাবে গুপ্ত ছিল? অমন বজ্রসার সত্ত্ব—স্বয়ং যোগেশ্বর স্বহস্তে যেটির যোগ্য যোজনা করিলেন—তার ভিতরেও ভঙ্গুরতা!

(২১)

ভঙ্গুরপঞ্চকম্

নিপতিত উরুভঙ্গাদ্ ভঙ্গুরো ধার্ত্তরাষ্ট্রো
বিদরতি তনুসন্ধির্ভঙ্গুরো জারসন্ধঃ।
বিশতি চ শিশুপালো ভঙ্গুরাণুর্মহান্তং
ত্রিদিবসরণিযাতো ভঙ্গুরশ্চাপি পার্থঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসুদেবসুতমন্ত্রী ভঙ্গুরঃ কিং ধ্রুবো বা
কিমগলিতকষায়ো ভঙ্গুরো নারদো বা।
গমিতবদরিকঃ কিং ভঙ্গুরশ্চোদ্ধবো বা
বরিতজনকতীর্থো ভঙ্গুরো জাতবিদ্বান্॥

অধিগতমনুসেতুর্ভঙ্গুরঃ সিদ্ধমন্ত্রী
জহদজহদিতি দ্বে ভঙ্গুরঃ কিং বিচারী।
স্ফুরিতপুলকহর্ষো ভঙ্গুরো ভক্তভাবঃ
সমধিগতসমাধির্ভঙ্গুরো ব্যুত্থিতঃ কিম্॥

প্রভবতি কিমু ছন্দো ভঙ্গুরং বামৃতায়
প্রভবতি কিমু বাক্যং ভঙ্গুরং বাক্ষরায়।
প্রবিশতি কিমু চেতো ভঙ্গুরং বাপ্যচিন্ত্যং
প্রসরতি কিমু দীপো ভঙ্গুরো যত্র ভানুঃ॥

জপ জপ ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরং যাত্যমাত্রং
কুরু কুরু ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরং যাতি শান্তম্।
ভজ ভজ ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরাদ্ ভীতিভঙ্গো
মন মন ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরাসঙ্গিসঙ্গঃ॥৪৯—৫৩

উরু, তনু এবং অণু এই ত্রিবিধ ভঙ্গুরতার দৃষ্টান্ত। ব্যক্তভাবে

অশ্মসার তুল্য দেহধারী ধার্ত্তরাষ্ট্র (দুর্য্যোধন), তার একটি অঙ্গে (উরুতে) ভঙ্গুর ছিল ; তাই ভীমের গদাঘাতে সে নিপতিত হইল। দুর্য্যোধনের যেটি উরু, সেটি তারই দেহের একটি অঙ্গ মাত্র নয় ; এটি জীবমাত্রের যেটি উরু, কিনা স্থূল ভঙ্গুরতা, তার প্রতীক। উরু—উদ্ধত, উদগ্র—বিশেষতঃ অভিমান। এটিকে অঙ্গভঙ্গুরতা বলিতে পার। তারপর দেখ, জরাসন্ধও মল্লযুদ্ধে অজেয়। কিন্তু তার ভঙ্গুরতাটি ছিল কোথায়? না, তনুসন্ধিতে। এ ভঙ্গুরতা বাহিরে ব্যক্ত নয়—তনুসন্ধিগত, কাজেই তনু। এখানে ভঙ্গুরতা ছিল বলিয়া তনু সন্ধি বিদীর্ণ হইয়া তাকে ধ্বংস করিল। এর নাম সন্ধিভঙ্গুরতাও দিতে পার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ক্রিয়াকর্ম্মের, জপাদির অঙ্গগুলো বেশ মজবুত, কিন্তু সন্ধিতে, কিনা পরস্পরের গাঁথুনিতে গলদ আছে। সুতরাং ক্রমাগতঃ 'জরাসন্ধ বধ' হইতেছে। অন্ধি সন্ধি সামলাও। আর, যেটি তোমার পক্ষে বৈরী, তাকে সন্ধিতে পাকড়া করিয়াই চিরিয়া ফেলিবে। দুর্য্যোধনের বেলা শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীগুরু) আপনার উরু চাপড়াইয়া ভঙ্গুর স্থানটি বাতলাইলেন। জরাসন্ধের বেলা অন্য সঙ্কেত—'সন্ধিকো পাকড়ো!' তারপর, শিশুপালবধে কি হইল? এখানে 'অণুভঙ্গুরতা', কাজেই ভীমের গদা টদার কর্ম্ম নয়! স্বয়ং চক্রী বধ করিলেন। অণুভঙ্গুর শিশুপালের 'অণু'টি সেই মহানেই প্রবিষ্ট হইল। কেন না, অণুর (সূক্ষ্মতম বা কারণের) লয় পর অথবা পরমেই হইতে হইবে। এটিকে পূর্ব্বোক্তক্রমে মর্ম্মভঙ্গুরতা বলিতে পার। সর্ব্বসৃষ্টিতে এটি ভঙ্গুরতার বীজ। ঐ ত্রিবিধ ভঙ্গুরতার (বৈরক্ষেত্রে) নিমিত্ত তিনটি মন্ত্র—বষট্, বৌষট্, স্বাহা। পুনশ্চ, স্বর্গারোহণপথে যাত্রী স্বয়ং পার্থও ভঙ্গুর হইলেন দেখি। তাঁরই বা ভঙ্গুরতা কোথায় ছিল, সেটি ভাবিয়া দেখিয়াছ? গীতায় তিনি 'ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য' কাটাইলেন; কিন্তু সূক্ষ্মতম যে 'হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য' সেটি? বুকের যন্ত্রটা সতেজ হইল, অর্থাৎ উরুদোষ কাটিল; বুকের নাড়ী (nerves) গুলোও চাঙ্গা হইল, অর্থাৎ তনুদোষটিও সারিল; কিন্তু যে নাড়ীচক্র (nerve centre) এতদুভয়কেই control করে, সেখানে দৌর্ব্বল্য লুকাইয়া রহিল কি?

উক্ত ত্রিবিধ ভঙ্গুরতার দৃষ্টান্ত। প্রচ্ছন্নভাবে। প্রচ্ছন্ন প্রকট হয় অতর্কিতভাবে

শ্রীনারদের কাছ থেকে বালক ধ্রুব বাসুদেব মন্ত্রলাভ করতঃ জপধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের সাক্ষাৎও মিলিল। অন্তে তাঁর জন্য এক ধ্রুবলোকও বরাদ্দ হইল। কিন্তু নগদ বিদায়টি মাগিতেছেন কি? সেই ভঙ্গুর—উরুভঙ্গুর বস্তু! স্বয়ং নারদ দাসীপুত্ররূপে ইহলোকে আসিয়া গুরুমুখে চতুর্ব্যূহ মন্ত্রটি পাইলেন; জপধ্যান করিতেও কসুর হইল না। ভগবান্ দেখা দিয়াও উধাও হইতেছেন এই বলিয়া—'অবিপক্ক কষায়াণাং সুদুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্।' সর্ব্বনাশ! নারদও 'কুযোগী', তাঁরও 'অবিপক্ক কষায়'! এই কষায়টি কিন্তু 'তনু'। আবার দেখ—শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং সুহৃৎ যে উদ্ধব, তাঁকেও ভগবান্ পাঠাইলেন বদরী আশ্রমে সাধনের জন্য! তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটি ভঙ্গুরতা, সেটি কোথায় ছিল? 'তনু' আর 'অণু' এ দুয়ের মাঝামাঝি এক জায়গায়। সেটি বুঝিতে যত্ন কর। শেষকালে দেখ, যিনি জাতমাত্রেই বিদ্বান্, সেই সর্ব্বভূতে সমদর্শী শ্রীশুকদেবও ব্রহ্মজ্ঞ জনককে 'তীর্থ' কিনা, গুরুরূপে বরণ করিতেছেন! তাঁতেও ভঙ্গুরতা! মিথিলায় একদিন আগুন লাগিয়া তাঁর সেই 'অণুভঙ্গুরতা'টিকে 'উরু' করিয়া দেখাইল!

[শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বৈষ্ণবীশক্তির ধ্যানে 'শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ' এই আয়ুধচতুষ্টয় ভাবিয়া দেখ। শঙ্খ=ধ্বনিশ্রবণ ও উচ্চারণ; চক্র=আবৃত্তি বা অভ্যাস (ব্যাহরণ); গদা=বৃঢ় অন্তরায় নিরাকরণ; শার্ঙ্গ=ধনুঃ—যে প্রণবাদি মন্ত্রের ধনুতে উপযুক্ত জ্যারোপণকরতঃ আপন আত্মাকে শর কল্পনাপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবেধের কথা শ্রুতি বলিতেছেন।]

জপী, বিচারী ও যোগীতে ভঙ্গুরতা

তুমি সিদ্ধমন্ত্রী, তবু দেখিতেছি মন্ত্রের সেতুভাগে (যথা, প্রণবে অর্দ্ধমাত্রা) উপনীত হইয়াও যে ভঙ্গুর রহিয়াছ। তা কি জান? সেতুর এধারে উরুভঙ্গুর, এধার আর সেতুর সন্ধিতে তনুভঙ্গুর, ওধার আর সেতুর মাঝে অণুভঙ্গুর। সেতুটি পেরুলে আর ভঙ্গুরতা নেই। তুমি বিচারী, মহাবাক্য (তত্ত্বমস্যাদি) লইয়া, ওতে 'জহৎ অজহৎ' এই দুই-ই অংশ রহিয়াছে, এইভাবে ভাগত্যাগ লক্ষণাবিচারে নিমগ্ন আছ; কিন্তু বিচারী হইয়াও তো তুমি ভঙ্গুর, তা কি ভুলিয়াছ? তুমি ভক্ত, তোমার ভক্তিভাব পুলকহর্ষাদি 'সাত্ত্বিকবিকারে' স্ফুরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এভাবও যে ভঙ্গুর! তুমি যোগী, সমাধি তোমার সমধিগত হইয়াছে, কিন্তু সমাধিও তো ভঙ্গুর, তা থেকে ব্যুত্থান আছে। ব্যুত্থিত অবস্থায় যেটি আসলে ভঙ্গুর রহিল অথবা রহিল না, তাও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? শেষোক্ত তিন স্থলেও উরু প্রভৃতি তিন ভঙ্গুরতা লক্ষ্য কর। বারাহীশক্তিতে 'গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে'—মহাচক্র ও দংষ্ট্রা এ দুই হইতেছে মন্ত্রাদির ছন্দঃকে ভঙ্গুরতা থেকে উত্তোলনের সঙ্কেত। 'উগ্র' দ্বারা প্রণবের মধ্যমাত্রা উকার বিশেষতঃ গ্রহণীয়। 'দংষ্ট্রা' শব্দে উকার জ্যার টঙ্কারটিও ধ্বনিত হইতেছে।

ভঙ্গুর যে ছন্দঃ (যথা, ঐতরেয়োপাখ্যানে গায়ত্রী বাদে অন্য অন্য ছন্দঃ) সেটি কি সাক্ষাৎ অমৃতদোহনে সমর্থ? যে বাক্য নিজেই ভঙ্গুর কম্পমান, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি সেই উদয়াস্তহীন সর্ব্বভাসক ভানু (চিদাদিত্য) যেখানে নিত্য প্রকাশমান, সেখান পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিতে সমর্থ ?

জপাদির অবসানভূমি

সুতরাং, তোমার জপ করিয়াই যাও যে পর্য্যন্ত না জপ সেই অমাত্র বা মাত্রাতীতে পর্য্যবসিত হয়। তাকে জোরপূর্ব্বক মাঝপথেই 'বধ' করিও না। তোমার ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান করিয়াই চল যে পর্য্যন্ত না ক্রিয়া যাইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য শান্তে লীন হয়। ক্রিয়াটিকেও একটু আগাইতে না আগাইতে খোঁড়া করিয়া ফেলিও না। তোমার ভজন চালাইয়াই যাও যে পর্য্যন্ত না নিখিল ভঙ্গুরের ভীতিটি নিজেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এক পরম জ্যোতীরস আস্বাদনে। একটুখানি ভাবের মৌতাত হইল, আর তাতেই বুঁদ হইয়া পড়িয়া রহিও না। আর, জ্ঞানী তুমি, তোমার স্মরণ মননাদিও করিয়া চল সেই পর্য্যন্ত, যেখানে সকল ভঙ্গুরের অসঙ্গী, কিনা সঙ্গহীন, সে প্রপঞ্চোপশম, অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব, কেবল তারই সঙ্গলাভটি অর্থাৎ তাতেই স্থিতিটি ঘটিতে পারে। ভাগত্যাগ-লক্ষণাদি বিচারে লক্ষ্যার্থের সিদ্ধিটি যেই হইল মনে করিলে, অমনি—'বাস্ কেল্লা ফতে' বলিয়া মল্লের বাহ্বাস্ফোটে এবং আস্ফালনে প্রবৃত্ত হইও না। আবশ্যক—সেই পরম জ্যোতীরসের সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং আস্বাদন! কুস্তীর আখাড়ায় কর্ম্মবাদীকে, উপাসনাপন্থীকে বিস্তর মারাত্মক 'যুযুৎসু'র প্যাঁচে হয়তো তুমি কাৎ করিয়াছ ; কিন্তু মনে রেখ—কুস্তির আখড়ায় যাই হোক্, আখেরে তাদের সাথে একান্ত অন্তরঙ্গ কোলাকুলিটি না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমার ঐ পালোয়ানের ল্যাঙট্ খসাইয়া একান্ত নিরাবরণ যে 'পারমহংস্য' অপরোক্ষানুভূতি, তাতে যাইয়া চির-সোয়াস্তির হাঁফটি ছাড়ার যো নাই!

[আগে যে 'উ'কাররূপে উদ্ধারণ বা উত্তোলন শক্তির পরিচয় মিলিয়াছে, সে শক্তির কার্য্য ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু এবং ব্যোম এই পঞ্চ পর্ব্বে শেষ করিতে হইবে। বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী এবং চামুণ্ডা এ মূর্ত্তিপঞ্চকের এদিকেও রহস্যব্যঞ্জনা বুঝিতে হইবে। পরে এগুলি আলোচিত হইবে। জপাদিতে কোন্ তত্ত্বের প্রাধান্য দেখিতে হয়।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভঙ্গুর-ভঙ্গের ভঙ্গী অনুকূলে না প্রতিকূলে ?

যেটি ভঙ্গুর সেটি ভাঙ্গিবে তো অবশ্যই, কিন্তু ভাঙ্গিবার আগে যদি হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচের মতো 'কুরুকুল চেপেই', অর্থাৎ বৈরধ্বংস করিয়াই ভাঙ্গিত, তবে বরং ভরসার কথাই ছিল। কিন্তু ভাঙ্গে প্রায়ই আপন ঘরটি ভাঙ্গিয়া—কালবৈশাখীর ঝড়ে গৃহস্থের আঙ্গিনায় তালবৃক্ষের মত। তাই যেটা ভঙ্গুর তাকে ভাঙ্গার সময় ঐ ঘটোৎকচী কায়দাটা শেখানো চাই। অর্থাৎ, সে মিত্র কি বৈরী এটি বাছিয়া তবে ভাঙ্গিবে। কাজেই, ভঙ্গুরকেও ব্যাহৃতি শেখান চাই। নইলে নীচের এই কারিকার দশাটি তোমার হইতে পারে :—

অয়ি কুরঙ্গ ভুজঙ্গসমাকুলং
চল চিরায় বিহায় লতালয়ম্।
বৃকনখেষু পতংশ্চ পলায়সে (পলায়িতঃ)
কিমু বনাগ্নিমুখেষু নিপাত্যসে ॥ (নিপাতিতঃ) ॥৫৪

এক ভঙ্গুর হইতে পলায়িত অন্য ভঙ্গুরে নিপাতিত। পারমহংস্যভূমি

অয়ি আর্ত্তজীবরূপী কুরঙ্গ ! তুমি তো তোমার লতাবিতানে (অর্থাৎ গৃহে) সুখেই ছিলে ; কিন্তু তোমার সুখের লতালয়টি কালসর্পসমাকুল দেখিতেছ তুমি! তাই যদি দেখতো—চল, ওকে চির বিদায় দিয়া চল। কোথায় যাইবে? গহনবনে? সেখানেও যে সাক্ষাৎ কৃতান্তের দোসর বৃকের নখরে পতিত হইলে ! সংসার থেকে ভয় পেয়ে লেঙ্‌টি চিম্‌টে নিয়ে বনে চ'লে এসেই বুঝি ভয় এড়াবে ভেবেছিলে ? বনেও যে বাঘ ! সে বাঘ যে কি চিজ তা ভেবে দেখ। কিন্তু তোমার বরাত ভাল, তুমি বাঘের নখরে প'ড়েও গুরুকৃপায় পালিয়ে আস্‌তে পেরেছ। কিন্তু পালিয়েই বা যাচ্ছ কোথায় ? কালদাবাগ্নির মুখে আবার ঝাঁপ দিতে নিশ্চয়ই নয় ! গৃহে সর্পভয়, বনে ব্যাঘ্রভয়, প্রব্রজ্যাতেও কালদাবাগ্নি ভয় ! পরিব্রাজক হইয়াও দেখিতেছি—সেই শালা ভঙ্গুরটা কাছা চেপে ধরে সঙ্গেই আছে ; সুতরাং ভয় তো কাটে নাই ! আর সব ভয় যদি বা কাটিল, কালভয় তো কাটিল না ! গৃহে, বনে ঐ কালভয়টা ভোল ফিরাইয়া ছিল ! কিন্তু এখন ? মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ 'নিরালম্বো লম্বোদরজননি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কং যামি শরণম্'! পারমহংস্যভূমি ঠিক ঠিক অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত এই 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ' রূপটি তিনি অতিবৃদ্ধের কাছেও সম্বরণ করেন না; কাজেই ঐকান্তিক 'অভীঃ' ভাবটি সহজ হয় না।

অতঃপর ব্যাহৃতিত্রয় যে কিভাবে জাপকের জপযজ্ঞে ক্রমশঃ নাদজ্যোতিঃ প্রভৃতির স্ফুরণ ঘটাইয়া সমর্থ মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্যের সাধক হইয়া থাকে, সেটির সম্যক্ অনুশীলনার্থ নিম্নোক্ত কারিকাষ্টক ভাবনা কর :—

(২২)

॥ নাদোরুক্রমাষ্টকম্ ॥

জপকৃদপি যদত্তি স্বং জপং হ্যন্নরূপং
তদশিতমিহ ধত্তে সপ্তধাত্বং কলাভিঃ।
ন নদতি তনুনাদে বাচিকাদীনি নাদে
নদতি চ চতুরস্রং জ্যোতিরন্নং রসালম্॥
ধমতি চ তনুশঙ্খং শাশ্বত ব্যোমনাদে
স্ফুরিতমবরসন্ধৌ জ্যোতিরংশুস্ফুলিঙ্গৈঃ।
কণমিহ যদি সেতুং প্রাপ্য পশ্যেরজস্রং
বদ বৃতবরসন্ধিশ্চেক্ষসে কিং ততো বা॥
সেতোঃ পারে নিপততি মনো মন্যমানং পরাঞ্চি
ত্যক্ত্বা তন্বীং ভজতি তদণুং প্রোজ্জ্বলাং যোনিমগ্র্যাম্।
যদ্ভূমিষ্ঠং তদপি চ মনো মৈথুনান্ নাদভাসোঃ
পশ্যন্তীং তৎস্বরসকুশলজ্যোতিষা কো ন পশ্যেৎ॥
যাবৎ সেতুং ন তরতি মনুস্তস্তাবদুদ্ধারকর্ম্ম
বারাহী তাং ভুবমিবজলাদুদ্ধরেন্ মন্ত্রশক্তিম্।
তীর্ত্বা সন্ধী স্বররবরয়ো র্নারসিংহী-প্রভাবান্
নাদজ্যোতির্মিথুনমনসোরুক্রমেণার্ণসংবিৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রাম্যেন্নোচেদণুসরণিতঃ ক্রান্তদর্শী পুমান্ স
চৈতন্যং কি ভবতি মহতোঽপ্যুদ্ধৃতস্যাক্ষরস্য।
পশ্যন্ত্যাং যৎ ত্রিতয়মিলনং নাদসদ্‌ভাবভাসাং
তন্ত্রীর্থানাং সুপথভজতাং মন্ত্রচৈতন্যসিদ্ধিঃ॥
আসেতোর্যোঽক্ষরতনুভৃতাঽনাহতো গীয়মান
শ্চক্রে সোঽপি প্রথমসবনং মন্ত্রচৈতন্যযাগে।
চক্রাতে গীর্দ্বিবিধ সবনং ভাবদোহশ্চ সেতৌ
পারে প্রত্যক্ ত্রিবিধসবনং চক্রিরে ভূর্ভুব স্বঃ॥
স্ফূর্ত্তোনাদঃ স্ফুরতি যদি চিৎ স্থূলমন্ত্রাক্ষরেষু
মূর্ত্তোভাবঃ ক্ষরতি যদি চিন্ নাদমধ্যস্থমাধ্বীঃ।
জোষং জ্ঞানং মৃশতি যদি চিজ্ জ্যোতিষে নাদভাবৌ
জ্যোতিঃ পারং চলতি যদি চিজ্ জ্যোতিষাং জ্যোতিরেতি॥
ন্যাসৈর্ন্যস্তস্তদরণিচয়ো জাপযাগায় বেদৌ
প্রাণায়ামৈরনলমথনে ব্যাপ্রিয়েত ক্রতুজ্ঞঃ।
বারাহী সা তদুপরি নয়ে ন্নিম্নগং ভূতশুদ্ধৌ
মানসেজ্যং বহতি হবিষা হ্যাহুতং তদ্‌বরেণ্যম্॥৫৫—৬২

পুনশ্চ ব্যাহৃতিযজ্ঞ। 'পর্জ্জন্য' শব্দের ব্যঞ্জনা

'যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ'—এই বাক্যে 'অন্নসম্ভব' হইতেছে 'ভূঃ', 'পর্জ্জন্য' হইতেছে 'স্বঃ' আর—'যজ্ঞ' স্বয়ং 'ভুবঃ'। পৃ অথবা পূ+জন্ এই ধাতু মিথুনে উৎপন্ন পৃজন্ অথবা পূজন্—যাহা শ্রেয়ের এবং প্রেয়ের পূরক ও জনক। এর ভাব 'পর্জ্জন্য'। এটিকে শুধু সাধারণ মেঘ অথবা বৃষ্টি মনে করিও না। প্রেয়ঃ অথবা অভীষ্ট সমর্থ এবং পূর্ণভাবে বর্ষণকারী যাহা কিছু পরোক্ষে ('সেই'ভাবে) অবস্থিত, তারি সাধারণ সংজ্ঞা 'পর্জ্জন্য'। পর্জ্জন্যে যে শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ পরোক্ষে, সম্ভাবনা মাত্ররূপে রহিয়াছে, 'অন্ন' রূপে সেটি প্রত্যক্ষ হয়, গোচর হয়। তখন সেটি আর 'সেই' নয়, তখন সেটি 'এই' (সুতরাং 'ভূঃ')। যজ্ঞকর্ম্মটি কোনও অতর্কিত শক্তিবিন্যাস ('অপূর্ব্ব') সংঘটিত করিয়া 'সেই' কে 'এই' করিয়া দিতেছে। ঐ উপযুক্ত শক্তিসংস্থাটিকে (requisite

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

field of energyকে) 'এই' ও বলা চলে না, 'সেই' ও বলা চলে না ; তার নিজস্ব (intrinsic) কোনও 'দিক্' (directedness) নাই। এটি 'ভুবঃ'।

জপযজ্ঞে কিভাবে 'যজ্ঞান্নৃতফলভুক্' হইবে ?

এখন দেখ জপযজ্ঞে জপকৃৎ আপন যে জপকে (স্বং জপং—অব্যয়স্বঃ, এখানে অন্নরূপে উপস্থিত হইয়া আর অব্যয় নাই ; সেটি 'ব্যেতি' ; কাজেই 'স্বং জপং' হইতে প্রস্তুত) অন্নরূপে অদন করিয়া থাকেন, সে অন্নও (পূর্ব্বোক্ত রীতিতে) সপ্তকলাপ্রসজ্যতাবশতঃ সপ্তধা হইয়া থাকে। তার মধ্যে প্রথম তিনপ্রকারের অন্নপ্রাপ্তি ঘটে বাচিক, উপাংশু এবং মানসজপে (অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ বৈখরীজপে), যতক্ষণ না ঐ ত্রিবিধজপে সূক্ষ্ম নাদের স্ফুরণটি না হইতেছে (ন নদতি তনুনাদে)। অর্থাৎ সূক্ষ্মনাদের অনুগ্রহের পূর্ব্বাবস্থায় ঐ বাচিকাদি ত্রিবিধ অন্নের যে অদন, সেইটিকেই এখানে (ইহ) লক্ষ্য করা হইল বুঝিতে হইবে। কিন্তু তৎপরে অর্থাৎ, নাদ অভিব্যক্ত হইলে পর (নাদে নদতি চ), যে অন্ন অদনের নিমিত্ত মিলে, সে অন্ন সত্যই জ্যোতিষ্মৎ এবং রসাল, এবং যেহেতু জ্যোতীরূপে উপস্থিত সেই অন্ন 'চতুরস্রং', কিনা চারিটি 'কোণ' এবং 'অর' বিশিষ্ট, সেহেতু নাম অথবা নাদানুগ্রহের পর রসাল জ্যোতীরূপে উপনীত অন্নেরও চারিটি 'কলা' আছে জানিবে।

সেতুর অবর ও বর সন্ধি। 'তনুমানস' কাহাকে বলে ? তনুমানস অনুভূতির কোন স্তর পর্য্যন্ত লইয়া যায় ?

মহানাম অথবা নাদ তো ব্যোমবৎ সর্ব্বত্রগ এবং শাশ্বতিক। কিন্তু আমার জপক্রিয়ায় তাঁর অনুগ্রহ তো সচরাচর অনুভবে আসেনা। অনুভবে আনিতে গেলে 'তনুশব্দে', কিনা, তনুমানসে—পরিক্ষীণরজস্তমঃ সূক্ষ্মক্রমাবগাহি মনে—সে 'ধ্বনি'টি শুনিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইতে হয়। তদ্‌বিমুখীনতা বশতঃই যত না স্থূলতা আর জড়তা জানিবে। আচ্ছা, তন্মুখীন সন্ধানটি সুরু হইল মনে কর। হইলে প্রথমে যে 'অন্ন' উপস্থিত হয়, সেটি জ্যোতিষ্মৎ বটে—সেটি আর জড়, মলিন অন্নও রহেনা বটে—কিন্তু তখনও দেখি সে অন্নে 'আলোককণা'ই বিচ্ছুরিত হইতেছে যেন কত কুণ্ঠায় সঙ্কোচে! আলোকরাশি সকল বাঁধন ভাঙ্গা তো নয়! জপ একটা অনিশ্চয়ের তমসার মাঝে যাত্রা করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমসার পারে 'আদিত্যবর্ণ' যে মহান্ জ্যোতিঃ তার কোন নিদর্শনই মিলিতেছে না। সহসা দেখি—তমসার বুক চিরিয়া সচকিতে জ্যোতির কণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। শুধুই কি অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিরই কণা? সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুতপূর্ব্ব সুর ও ছন্দের এক ঝলক ঝঙ্কার, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবপুলকের একটু আধটু পরশ-শিহরণ! এই 'বিচ্ছুরিত কণবিভাব' ভাবটি ঘটে কখন? যখন জপ তনুমানসের হাত ধরিয়া 'অবরসন্ধি' স্থলে উপনীত হয় তখন। বৈখরী আর মধ্যমার সংযোজক সন্ধিটিকে 'অবর' এবং মধ্যমা এবং পশ্যন্তীর সংযোজক সন্ধিকে 'বরসন্ধি' বলিয়া জানিবে। পরে 'ভূঃ সন্ধি' ও 'স্বঃ সন্ধি' এ সংজ্ঞা করা হইয়াছে। আচ্ছা, সেতুর এপারের সন্ধিতে যদি 'কণ' রূপে এবং স্বয়ং সেতুতে উপনীত হইয়া 'অজস্র'রূপে পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিশ্ছন্দাদির অনুভবটি তোমার ঘটিয়া থাকে তবে বল দেখি—বরসন্ধি এবং তদুত্তর ভূমিতে (ততোবা) কিভাবে তাদের অনুভবটি হইবে? 'কণ' এবং 'অজস্র' এই শব্দদুটিতে ধ্যান দিও। 'অজস্র' অবস্থাতে 'কণ' ভাবটি যায় নাই; তবে কণ-সমূহের যেন কুণ্ঠা এবং কার্পণ্য দূর হইয়াছে; যেন, এক রুদ্ধ ঝরণাধারার মুখটি সহসা খুলিয়া গিয়াছে; তুমি চাপা দিতে চাহিলেও সে আর রুদ্ধ হইতে চায় না। Effort and Exertion এর কৃচ্ছ্রবাহিতার এবং অনিয়ততার বদলে Inspiration and Spontaneityর এক অনায়াসনিয়ততা অবস্থাটি তোমার মিলিয়াছে। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ফল্গুর শুষ্ক বালুরাশি একটুখানি সরাইয়া তখনকার মত পিপাসা শান্তির একটুখানি জল পাইলে; কিন্তু বালির গর্ত্ত ভরাট হইতে কতক্ষণ! গর্ত্তের জলটুকু নষ্ট হইতেই বা কতক্ষণ! কিন্তু যদি কোনমতে বালুর তলে একটা 'ফোয়ারা' ফোটাইতে পার, তবে তার ওপর বিশ ঝুড়ি বালি চাপা দিলেও সে কি শুকিয়ে মরবে? এই অবস্থাটিকে 'অজস্র' বলা হইল। কণের পর অজস্র। প্রসাদ অগ্রে 'কণিকামাত্র' পশ্চাৎ 'ভূরিশঃ'; কিনা, ঢালাও। তখন 'ব্যাঘ্রঝম্পনে'ও নিস্তার নেই! তখনও হয়তো সংসারের খুঁটোয় আমার 'ভজন নাও' টি ঘাটেই বাঁধা! কাজেই বিপন্ন হয়ে ডাকি—দোহাই দেবতা! আমার এই যে ছটাকে খোলের নাও, এতে এক জাহাজের সওদা চাপিয়ে একে ঘাটেই ভরাডুবি ক'রোনা। খুঁটোটি খাসা লক্ষ্মী ছেলেটির মত খসাও দিকিন! তেমন গরজ বুঝলে ছটাকে খোলটাই বা জাহাজী খোল হ'তে কতক্ষণ! যাই হোক, অজস্রের পরও আরও দুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারের 'জ্যোতী-রসাল' অন্ন আছে। কাজেই, আগের তিন, আর এই চার—সর্ব্বসমেত সাত। শেষের দুটির নাম 'প্রোজ্জ্বল' এবং 'পরমোজ্জ্বল', যদি দাও, তবে এই চারের প্রথম দুটিকে 'কণোজ্জ্বল', 'কামোজ্জ্বল' বলিতে পার। রস (সুর) এবং বাণীর (ছন্দের) দিক্ দিয়াও এ সকলের স্বতন্ত্র নাম হইবে।

"নাদাভ্যন্তরং জ্যোতি র্জ্যোতিরভ্যন্তরমনঃ"

আচ্ছা, তনুমানস না হয় পথের দিশারী হইয়া সেতুটির 'বরসন্ধি' পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল। ফলে, নাদ, ভাব এবং 'ভাস' (জ্যোতিঃ) এ তিনেরই, কেবল কণরূপে নয় পরন্তু অজস্ররূপেও আমার অনুভবে মিলিয়াছে। কিন্তু 'পরা' যদি বা নিতান্ত পরের কথা হয়, সেতুর পারের কথা তো পশ্যন্তী! সে দেশে ঐ আগেকার দিশারীই (গাইড) কি পথ দেখাইবে? না। এখানে আসিয়া আগেকার ঐ মনের (তনুমানসের) পতন ঘটে। সে মন সূক্ষ্ম বটে, তথাপি 'পরাঞ্চি'র বাতিক, বহির্মুখী হবার ঝোঁক সে কাটায় নাই। পরাক্-প্রবণ যে মন সে পশ্যন্তীর সীমানায় আসিয়া ঢোকার ছাড়পত্র পাইবে না। কেননা, এইবার সত্যকার 'অন্তর্দৃষ্টি' (Inner Vision) এর এলাকা আরম্ভ হইতেছে। বহির্দৃষ্টির বেগটুকু (momentum) এখানে কাটাইতেই হইবে। বহির্দৃষ্টির 'সংস্কার' (inertia) গুলো কিন্তু তখনও সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। এইজন্য পশ্যন্তীর প্রথম কয়পাদে 'কম্‌লী নাহি ছোড়তা' দশাটি কাটে না দেখিতে পাই। সাচ্চার সঙ্গে ঝুটা, ভূয়াও কিছু কিছু বেমালুম মিশিয়া যায়। কাজেই, ব্যাহৃতি সাথে সাথে রাখিতেই হয়—বাছাইএর নিমিত্ত। সেতু পার হইয়া পরাক্‌প্রবণ মনটি তনুত্যাগ করিল বটে, কিন্তু তার 'সঙ্কোচ শরীরটা' আরও কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তা সে চলুক। কিন্তু আগেকার মনের পতনের পরই অভিনব এক মন 'ভূমিষ্ঠ'ও হইল। (নাদাভ্যন্তরংজ্যোতি র্জ্যোতিরভ্যন্তরং মনঃ')। এ মন জাত হবার নিমিত্ত ভজনা করে যে 'যোনি', সে যোনি কেমন? অণু, অগ্র্যা, প্রোজ্জ্বলা। 'অণু' বলিতে সূক্ষ্মতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ; 'অগ্র্যা' বলিতে 'অগ্রে' কিনা পুরোভাগে রহিয়া যেটি চলিতে এবং চালাইতে (lead দিতে) যোগ্যতা রাখে, সেটিকে বুঝিবে। অর্থাৎ, যেটি কোনও প্রকার সঙ্গীন সন্ধানেই পিছাইয়া পড়ে না। যেটির 'ধার' (অগ্র)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন নিগূঢ় স্থানে আঘাতেই 'ভোঁতা' হয় না। আর, 'প্রোজ্জলা' বলিতে অজস্রেরও উত্তর যে উজ্জলতার প্রকর্ষ ভূমি—যেখানে জ্যোতিঃ শুধু চাক্ষুষ জ্যোতিঃ (Perceptual brightness) নয়, শুধু মানস জ্যোতিঃ (Conceptual lucidity) ও নয়, কিন্তু সত্যকার আন্তরজ্যোতিঃ বা বিজ্ঞানভাতি (Inner Illumination)—সেইটি বুঝিবে। এটি না বুঝিলে পশ্যন্তীর 'দর্শন'টিকে ঠিক বুঝা যাইবে না। আমরা দেখিব যে এই প্রোজ্জলে আসিয়াও আবার 'সপ্তলোক'। সত্যে শেষ। (জপসূত্রে 'সত্যং', 'সত্যমিতি', 'সৎ' এবং 'তৎ'—এই চারি প্রকারে চারিটি সূত্রে দেখা হইয়াছে সত্য বস্তুকে)। আচ্ছা, 'যোনি'র সংবাদ লইলাম। নূতন জাতকটির নামকরণ কি হইবে? 'মন'ই বল। নাদ ও ভাস (স্ত্রীলিঙ্গ), এই দুয়ের মৈথুনে এটি জাত। অর্থাৎ, নাদ এবং জ্যোতিঃ এ দুয়ের সম্মিলিত বপু থেকে এই মন জাত। অণু-মানস, অতিমানস—এসব নামও আবশ্যক মত চলিতে পারে। এখন, পশ্যন্তীর যে সব অভিনব, অপরূপ জ্যোতির্ধাম (Realms of higher and brighter experience), সেগুলি, এই নবজাতক মনটির 'স্বরসকুশল দীপচ্ছটায়' কার না দেখা উচিত বল? এই নূতন আলোর দিশারী আপন রসে এবং আপন কৌশলে সমস্ত কিছুই সরস ও কুশলরূপে দেখাইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। সুতরাং, একে ছাড়িও না।

মন ও মন্ত্র পরস্পরের সহগ। ঋদ্ধমান, সমৃদ্ধমান, সমর্থমান—এই তিন মানে সত্যকার পশ্যন্তীর ভূমিতে অধিরোহণ

মনের সঙ্গে যাত্রীটি কে? মন্ত্র, কিনা তোমার জপ্যমন্ত্র। মন্ত্রের অগ্রে 'উদ্ধার', পশ্চাৎ 'চৈতন্য' সম্পাদন করিতে হইবে তো? উদ্ধারটি, ঐ সেতু পার হবার আগেই সারিতে হইবে। সেতুপার না হওয়া পর্য্যন্তই উদ্ধার কর্মটি চলে। উদ্ধরণশক্তি হইতেছে বারাহী, সৃষ্টির সর্ব্বত্র। তুমি মন্ত্রকে মনের সঙ্গে দিয়া সেতুটি পার করাইতেছ। বারাহী সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশক্তিকে নিম্নতল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া লইতেছেন। মন্ত্রের 'শক্তিমান' (Energy Level or Value) না বাড়িলে তো কোন কিছুই হয় না। বৈখরীজপে মন্ত্রশক্তি মুখ্যতঃ 'সমষ্টিমানে' (অর্থাৎ, arithmetic summation ভাবে) বাড়ে। তাই সংখ্যা রাখিয়া জপ, পুরশ্চরণ। এই সমষ্টি মানটিকে ক্রমশঃ ঋদ্ধমান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমৃদ্ধমান করার জন্য মন্ত্রের মধ্যে যিনি 'অর্দ্ধমাত্রা' রহিয়াছেন, তাঁর জাগৃতি ঘটাইতে হয়—যেমন মধুকৈটভভয়ভীত ব্রহ্মাকে যোগনিদ্রার স্তবে করিতে হইয়াছিল। ঋদ্ধমান হইলে 'অবরসন্ধি', এবং 'সমৃদ্ধমান' হইলে 'বরসন্ধি' টিও পার হইবে। তারপর, 'সমর্থমান' হইয়া পশ্যন্তীতে প্রবেশ। ধর, একটা একটা পয়সা জমিয়ে একটি টাকা করিলে। তারপর, তাকে এমন কারবারে খাটাইলে যাতে সে টাকাটি আপনাকে দুনো, তিনগুণ, চারগুণ করতে পারে। এমনি ক'রে ধর ১০০ টাকা হ'ল। তখন আবার তাকে এমন এক কর্মে লাগালে যাতে সে আপনাকে বর্গ, ঘন ইত্যাদি ক'রে নিতে পারে, অর্থাৎ ১০০ হয় ১০,০০০ ইত্যাদি। বিজ্ঞানে Molar Energy, Molecular Energy, Atomic Energy এর সঙ্গেও তুলনা করিতে পার। বারাহী তো শক্তিমান ক্রমশঃ উত্তোলিত করিয়া চলিতেছেন; কিন্তু সেতুর উক্ত দুইটি সন্ধি উত্তীর্ণ হইতে নারসিংহীরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেননা, সন্ধি মানেই যাদের কোন কোন ভাবে 'বিগ্রহ' আছে (অর্থাৎ 'সংগ্রহ' নেই), তাদের মিলন (সংগ্রহ) ঘটান। যত বৈর বিগ্রহ চূর্ণ করিতে সাক্ষাৎ কালান্তক বজ্রাধিক নখস্পর্শ ঐ নৃসিংহশক্তি। বারাহী এবং নারসিংহী দুয়ে তো মন্ত্রোদ্ধার কর্ম্মটি সমাধা করিলেন। কিন্তু 'সংবিৎ'—মন্ত্রচৈতন্য? সেটি ঘটান উরুক্রম। কে তিনি? তিনি হইলেন নাদজ্যোতির্মিথুনতনু সেই অণু (বামন) মন, যাঁর কথা আগে বলা হইয়াছে।

আচ্ছা, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি যাঁরা মন্ত্রোদ্ধারে ব্যাপৃতা হইবেন, তাঁরাই বা দেখা দেন কোথা হইতে? নিষ্ঠাসহকারে জপযজ্ঞটি করিয়া যাওয়া চাই। তাহা হইলে মন্ত্র, গুরু এবং ইষ্ট এই 'ত্রিমূর্ত্তি'ই যথা সময়ে ঐ ঐ শক্তিরূপে প্রকট হইবেন। তবে, তাঁর 'প্রাকট্য' তোমার 'নৈকট্যে'র অপেক্ষা করিতেছে এটি মনে রাখিয়া চলিবে। মন্ত্রাদি যেখানটায় আসিয়া তোমার উদ্ধারের ভার লইবেন, অন্ততঃ সেইখান পর্য্যন্ত—'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।'

মন্ত্রের শক্তিরূপে জাগরণ এবং সংবিৎরূপে জাগরণ। উদ্ধৃত মন্ত্র এবং উদ্বুদ্ধ মন্ত্র

সেই কবি ক্রান্তদর্শী স্বয়ং যদি সেই অণু (অতি সূক্ষ্ম, ক্ষুরের ধারের মত নিশিত) পন্থায় না গমন করেন তোমার পুরোভাগে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'উদ্ধৃত' মহাশক্তিধর মন্ত্রাক্ষরেরও 'চৈতন্য'টিতো ঘটে না! অর্থাৎ, মন্ত্রাক্ষরের মহাশক্তিরূপে জাগরণ আর পূর্ণ মন্ত্রসংবিৎরূপে জাগরণ একই বস্তু নয় জানিও। উদ্ধৃতশক্তি আবার 'উদ্বুদ্ধ'ও হওয়া চাই। শুধু 'উত্তিষ্ঠত' এবং 'জাগ্রত' হইলেই হয় না, 'নিবোধত' হওয়াও চাই। শক্তি নিজেকে শুধু শক্তিরূপে নয়, শুধু ভাবরূপেও নয়, বোধি বা বিজ্ঞানরূপেও নিজেকে উপলব্ধি (realize) করিবে। এই অত্যাবশ্যক পরিণতিটির নিমিত্ত ভিতরে ক্রান্তদর্শী কবি কোনও এক পুরুষের সঙ্গ মেলা চাই। বর্ত্তমানে আণব বিজ্ঞানে মন্ত্রোদ্ধার কুশলতায় মহাশক্তির জাগৃতি ঘটিয়াছে। মন্ত্রচৈতন্য বিধানে যে পুরুষটি (Scientific Theory) ব্যাপৃত আছেন, তিনি কি ক্রান্তদর্শী কবি? তাতো ননই। বরং তিনি একটি চোখেই দেখেন, অপরটি তাঁর অন্ধ। তিনি বাহিরের বিজ্ঞানে বিদগ্ধকুশলী, কিন্তু আন্তর বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে? অন্ধ বলিলেও চলে।

সুতরাং দেখিতেছি যে মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্যের মাঝে এক দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। মন্ত্রের সাধনার যেখান হইতে একটুখানি জ্যোতির স্পর্শ মিলে সেইখান হইতেই মন্ত্রচৈতন্যের সূচনা হইল বলা যায় বটে, কিন্তু মন্ত্রচৈতন্য-সিদ্ধি অনেক দূরের কথা। মধ্যমা সেতুটি পার হইবার পর আমরা পশ্যন্তীর সীমানায় আসিয়া উপনীত হই। এখানে নাদ, ভাব এবং ভাস (জ্যোতি) এই তিন ধারার মিলন ঘটিয়া যে ত্রিবেণী-তীর্থ রচনা করিয়াছেন, সেই তীর্থটিকেই বরণ করিয়া যে সাধক কুপথ বিপথ বর্জ্জনপূর্ব্বক সুপথ ধরিয়াই অগ্রসর হন, তাঁহার ভাগ্যেই মন্ত্রচৈতন্যসিদ্ধি ঘটিবে ইহা নিশ্চিত জানিও।

মন্ত্রযাগের ত্রিবিধ হবন। এই তিনটি হবন পরপর কিসের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে? নাদ, ভাব, জ্যোতি—ভূর্ভুবস্বঃ

যে পর্য্যন্ত না সেতুতে উপনীত হইতেছি সে পর্য্যন্ত মন্ত্রচৈতন্যরূপ যাগে আমার প্রথম হবনটা মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হয়। এই প্রথম হবনটি কেই বা কাহার দ্বারা করিয়া থাকেন? অক্ষর তনুধারী যে মন্ত্র (যথা প্রণব) তিনি অনাহত ধ্বনি গান করিয়া সেই অনাহত নাদের দ্বারাই প্রথম হবনটি নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মন্ত্রাক্ষর নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু সে অক্ষরের মধ্য হইতে অনাহত ধ্বনিরূপে নাদ এখন স্ফুরিত হইতেছেন না; এখন নাদানুগ্রহটি হয় নাই, সুতরাং মন্ত্রচৈতন্য যাগে আমার যেটি প্রথম হবন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি এখন প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু অক্ষরতনুভৃৎ মন্ত্র যে মুহূর্ত্তে অনাহত স্বরটি ধরিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমার প্রথম হবনের সময় ও সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেতুতে উপনীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রথম হবনটিই আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া থাকে। তারপর যেই সেতুতে গিয়া উপনীত হইলাম তখন মন্ত্রচৈতন্য যাগে দুই প্রকার হবনের নিমিত্ত আমাকে প্রস্তুত হইতে হয়। এই দুইপ্রকারের মধ্যে এক প্রকার হবন স্বয়ং বাক্‌ই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর অপরটি নির্ব্বাহ করেন ভাব, যিনি বাকের সাররূপে নির্গলিত হইয়াছেন (ভাব-দোহ, ভাবরূপদোহ)। অর্থাৎ বৈখরী-জপের অন্তে মধ্যমার সেতুতে উপনীত হইয়া মন্ত্রচৈতন্যের নিমিত্ত যে দুটিকে আমাদের মুখ্যভাবে সমাশ্রয় করিতে হয়, সেদুটি হইতেছে বাক্‌রূপী নাদ এবং বাক্যের সার অথবা রস যে ভাব সেই ভাবদোহ। সেতুর পারে যখন পশ্যন্তী অথবা প্রত্যক্‌চৈতন্যের ভূমিতে যাইয়া উপনীত হই, তখন আমাকে তৃতীয় হবনটিও সারিয়া ফেলিতে হয়। এখানে এই শেষ তিন প্রকারের হবনের নির্ব্বাহয়িতা কাহারা ? নাদ, ভাব এবং জ্যোতি এই ত্রিপুটী সম্মিলিত ভাবে এই চরম হবনটি সমাধা করিয়া থাকে। এই ত্রিপুটীর নামান্তর রহস্যভাষায় ভূর্ভুবস্বঃ। অর্থাৎ বাক্‌রূপী নাদ ভূঃ স্থানীয়, ভাব ভুবঃ স্থানীয় এবং জ্যোতি স্বঃ স্থানীয়। এই ভাবে জপযজ্ঞে পূর্ণাহুতিটি সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রচৈতন্যের পূর্ণতা সাধিত হয় না। সুতরাং মন্ত্রোদ্ধারের মত মন্ত্রচৈতন্যও একটি ক্রমবর্দ্ধমান উন্নয়ন কর্ম্ম। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য হইবার পর জপ আরম্ভ হইবে, এটি মনে করা বিসদৃশ। নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপকর্ম্মটি যদি সৌষ্ঠবের সহিত চলিতে থাকে, তবে তার আপন ঋতচ্ছন্দের দ্বারাই এই অত্যাবশ্যক মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য সংঘটন করিতে সে সমর্থ হইবে। এস্থলে 'নিষ্ঠা' বলিতে জপনিষ্ঠা, গুরুনিষ্ঠা, এবং ইষ্টনিষ্ঠা এই তিনটিই বুঝিতে হইবে ; এবং 'সৌষ্ঠব' বলিতে বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ এই তিনের ত্রিবেণীসঙ্গমটি বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রযাগে বেদি, সমিধ্, এবং অগ্নিমন্থন কিভাবে ভাবনা করিতে হইবে ? ন্যাস, ভূতশুদ্ধ্যাদি প্রক্রিয়ার তাৎপর্য্য। জপকারীর যন্ত্রের Antipathy ও Sympathy.

তৎপরে জপযাগটিকে প্রকারান্তরে ভাবনা কর। যাগানুষ্ঠানের নিমিত্ত বেদির প্রয়োজন হয়। তোমার এই দেহকেই বেদিরূপে ভাবনা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা এই বেদির উপরে যজ্ঞকাষ্ঠগুলি বিন্যস্ত কর। অর্থাৎ ভাবনা কর যে তোমার এই দেহ রক্ত মাংস প্রভৃতির সমষ্টি নয়, কিন্তু ইহা হইতেছে মন্ত্রাক্ষরময়। এই মন্ত্রাক্ষরময়ী তনু হইবে তোমার জপতনু। ন্যাসক্রিয়ার দ্বারা এই আবশ্যক auto-suggestionটি গোড়াতেই দিয়া লইতে হয়। কেন না, সমানে সমানে কারবার চলে, বিষমে বিষমে চলে না। সেই নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষরের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্কটি পাতাইতে হয় সে সম্পর্ক হইবে sympathetic. তোমার যন্ত্রগত antipathy দূর না হইলে জপের স্পন্দনগুলি তোমার উপরে সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য ন্যাস হইল বেদির উপরে যজ্ঞকাষ্ঠের বিন্যাস। তৎপরে অভিজ্ঞ যজ্ঞকারী প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করতঃ সেই বিন্যস্ত যজ্ঞকাষ্ঠে অগ্নি মন্থন করিবেন। তৎপর ভূতশুদ্ধি দ্বারা সেই অধোমুখ অগ্নিকে ঊর্দ্ধমুখ ও ঊর্দ্ধগামী করিয়া লইতে হইবে। যে শক্তির দ্বারা অধোগ শক্তি ঊর্দ্ধগ হইয়া থাকে সেটিকে বারাহী শক্তি পূর্ব্বাপর বলা হইতেছে। সুতরাং ভূতশুদ্ধিতে এই বারাহী শক্তিরই উদ্বোধন করিয়া সেটিকে প্রসন্ন করিতে হয়। রহস্যভাষায় ইহাই হইল কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। বস্তুতঃ এই জাগরণটি ঘটিতে কিছু সময় লাগে, তথাপি ভূতশুদ্ধি-কালে এই ঊর্দ্ধগজাগরণের একটা auto-suggestion আমাকে কল্পনার অথবা ভাবনার মারফতেও দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কতকগুলি মন্ত্রাক্ষরও রহিয়াছে, এবং তাদের নিজস্ব একটা ভাবনানুকূল ক্রিয়াও রহিয়াছে। তৎপরে মানসপূজা, ধ্যান ইত্যাদি রূপ অন্তর্যাগ। ইহার দ্বারা সেই ঊর্দ্ধগ বহ্নিশিখায় হবিঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং তার ফলে সেই সমৃদ্ধ অগ্নি সেই বরেণ্য ভর্গোরূপ জ্যোতিতে যাইয়া মিলিত হয়। ক্রিয়াটিকে এইভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ইহা যথার্থভাবেই মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্যের হেতু হইয়া থাকে।

মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে 'প্রসুপ্তামিব' চিৎশক্তিকে জাগাইয়া তোলাই মন্ত্রের সাধন। চণ্ডীতে ব্রহ্মার যে যোগনিদ্রার স্তুতি তার মুখ্য তাৎপর্য্য ইহাই

'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'—যদি মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে এই বরণীয় ভর্গোরূপ জ্যোতিঃ অথবা চৈতন্য সত্য সত্যই না রহিত, তাহা হইলে কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই সেটির চৈতন্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হইত না। মন্ত্রাক্ষরের মধ্যেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং চিৎ শুদ্ধরূপে, শক্তিরূপে এবং ছন্দোরূপে অনুস্যূত রহিয়াছেন, অগ্নিগর্ভা শমীবৃক্ষের মত মন্ত্রাক্ষরের গর্ভ হইতে সেই শাশ্বত অগ্নি যাহাতে ভূমিষ্ঠ হন সেই কর্ম্মটি আমাদের করিয়া যাইতে হয়। এই কর্ম্মটিরই নাম মন্ত্রের সাধন। অন্তর্নিহিত ঐ চিজ্জ্যোতি ক্রমে ক্রমে, শনৈঃ শনৈঃ স্ফুরিত হইতে থাকেন। যেমন যেমন প্রকাশাবরণের ক্ষীণতা সাধিত হইতে থাকে, তেমনই ইঁহার স্ফুরণটি অস্মদাদির জপাদি কর্ম্মের ভিতর হইতে অনুভবগোচর হইতে থাকে। প্রথমে বৈখরীজপে স্থূলমন্ত্রাক্ষরের মধ্যে ইনি নাদরূপে প্রকটিত হন। তখন আমরা নাদের সন্ধান পাই; যে নাদের আধারে সকল শব্দই অভিব্যক্ত হইতেছে, এবং যে আধারেই আবার সকল শব্দ লীন হইয়া যাইতেছে। তৎপরে দ্বিতীয় অবস্থায় নাদের মধ্যস্থিত যে রস বা মধু সেটির ক্ষরণ আরম্ভ হয়, ফলে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে, নাদের মধ্যে যে ভাব নিগূঢ় ছিল সে ভাব যেন মূর্ত্ত হইয়া সাক্ষাৎ আস্বাদনের বস্তু হইয়া থাকে। তখন আমরা বলি—'নামে এত রস, এত মধু!' এইটি হইল অক্ষরের অভ্যন্তরস্থিত চৈতন্যের দ্বিতীয় উন্মেষ। তৎপরে পূর্ব্বে অনুভূত ঐ নাদ এবং ভাব এতদুভয়ের মন্থন কর্ম্মটি আরম্ভ হয়, যেমন যজ্ঞে অগ্নির নিমিত্ত অরণিদ্বয়ের মন্থন। এই মন্থনক্রিয়াটি একান্ত এবং শান্ত ভাবে চলিতে থাকিলে যে অগ্নি প্রাদুর্ভূত হন, তাঁর নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানরূপ জ্যোতি প্রাদুর্ভূত হওয়া মাত্রই কিন্তু চিতের সামগ্রী শেষ হইয়া যায় না। জ্যোতির পারে যে 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' রহিয়াছেন—যে জ্যোতিকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, অগ্নি কেহই প্রকাশ করেন না, পরন্তু 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—সেই জ্যোতি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ যজ্ঞের অবসান নাই জানিবে।

(২৩)

পরোক্ষ শক্তিনির্ঝররূপ বীজ—"স্বঃ"

দন্ত্যসশ্চ বকারশ্চ রকার ইতি ত্র্যর্ণকম্।
বীজং স্বরিতি জানীয়াদদৃষ্টশক্তিনির্ঝরম্ ॥৬৩

'স্বঃ' এই অব্যয়শব্দটিকে বিশ্লেষণ করতঃ পাই দন্ত্য স, ব এবং র। এই তিন অক্ষর (অর্ণ) বিশিষ্ট যে বীজ, সেটিকে 'অদৃষ্ট', কিনা পরোক্ষ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হইতেছে না এমন—সত্তাশক্তি এবং ছন্দের নির্ঝর বা আকররূপে জানিবে। যে 'অব্যক্ত' ('সেই') হইতে সমস্ত কিছু 'ব্যক্তিমাপন্ন' ('এই'রূপে ব্যক্ত) হয়, সেটি স্বঃ।

ঐ বীজের বর্ণত্রয়ের বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা

দতা সংচ্ছিন্নরূপত্বং মহাপ্রাণস্য ব্যক্তয়ে।
বকারেণ নিগূঢ়ত্বং পারোক্ষ্যমপি গম্যতে॥
সকারঃ শক্তিপিণ্ডশ্চ রকারশ্চ নিরূপকঃ।
গূঢ়গাঢ়ত্ব মায়াতি রকারস্যান্তরান্বয়াৎ॥৬৪-৬৫

যেটি স্বয়ং মহাপ্রাণ, সুতরাং অবিভক্ত, অপরিচ্ছিন্ন রূপ (undifferentiated), সেটি 'দতা', কিনা দন্ত্যবৃত্তি আশ্রয় করতঃ, যেন পরিচ্ছিন্নরূপ (differentiated) হইতেছে। 'ব' কার সূচিত করে নিগূঢ়তা এবং পরোক্ষতা, এই দুটি। আচ্ছা, মহাপ্রাণ আপনাকে সংচ্ছিন্নরূপ করেই বা কেন? 'ব্যক্তয়ে' —ঐরূপ না হইলে 'ব্যক্তি' (individualized manifestation) হয় না এইজন্য। কিন্তু এই 'ব্যক্তিতা' (individualization)টি 'একলাফে'ই হয় না। মহাপ্রাণকে যদি বল 'শক্তিসামগ্রী' (undifferentiated Power Continuum), তবে, সে ব্যোমবৎ শক্তিরাশিতে প্রথমতঃ বিচয় বা সংচ্ছেদ (differentiation)এর ফলে 'শক্তিপিণ্ড' বা নীহারিকা জাত হওয়া চাই। যেমন, এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিতে cosmic nebulæ or 'clouds'। 'দন্ত্য স' কার, ব্যক্তির মাধ্যমিক অবস্থা এই যে শক্তিপিণ্ড, তারই সূচনা করিতেছে। 'র'কার এই শক্তিপিণ্ডের 'নিরূপক'—রূপশিল্পী (Informing Factor) জানিবে। কিন্তু, নিরূপকটি রহিয়াও যেন 'হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে'! ঐ শক্তিপিণ্ডের মধ্যে কেহ যেন নিগূঢ়ভাবে রহিয়া তার যত কিছু নিরূপণীয়—নিরূপণযোগ্যরূপ সে সব 'আড়াল' করিয়া নেপথ্য রাখিয়াছে। সে যেন দৃশ্যমঞ্চের যবনিকাটি সরাসরি তুলিতে দিতেছে না! 'স'কার এবং 'র'কারের 'অন্তরা', কিনা মাঝে, থাকিয়া (অন্তরান্বয়াৎ) 'ব'কার এই নেপথ্য অথবা নিগূঢ় ভাবটি ঘটাইতেছে। 'ব' আপনাকে প্রথমতঃ 'উব্', আর, পরে —'উ' না করা পর্য্যন্ত পারোক্ষ্যের ঐ নিপাতিত যবনিকাটি সম্পূর্ণ উত্তোলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। জলীয় বাষ্প তো বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াই রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বারিবর্ষণ হবার আগে তার 'বাষ্পপিণ্ড', কিনা, মেঘরূপ হওয়া চাই। কিন্তু আবার মেঘ হইলেই তো বৃষ্টি হয় না। 'ব'কার যবনিকার কপিকলের দড়ি ঢিল করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহই আসরে হাজির হন না। অধ্যাত্মসাধনেও এর দৃষ্টান্ত নানাভাবে ভাবনা কর। 'ব' বীজটিকে প্রসন্ন করিতেই হয় সাধককে।

(২৪)

'হযবলর' এই আকৃতিটি কেন আসিয়া থাকে? ইহার রহস্য বিশ্লেষণ

'হ' থেকে 'য'এ আসিলে তারপর তো 'র'ই রীতিমাফিক আসা উচিত। কিন্তু 'র' স্বয়ং এলেন না। যিনি দেখা দিলেন তিনি 'ব'। মহাপ্রাণবর 'হ'কার ব্যোমবৎ। তিনি 'গতি' অথবা 'কলনবৃত্তিতা' স্বীকার করতঃ হইলেন 'য'। তার ফলে মিলিল 'ক্রিয়াসম্ভব সহকৃত শক্তিসামগ্রী'। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'ব্যক্তি' 'ব্যক্তি'রূপে রূপায়ণটি তদ্‌দণ্ডেই তিনি হইতে দিলেন না! তিনি সরাসরি 'নিগূঢ় পরোক্ষ' ভাবটি আশ্রয় করিয়া বসিলেন। 'পিণ্ড' সাজিয়া এই অপরূপ ব্রহ্মাণ্ডটাকে যেন আপন 'ভাণ্ডোদরে' গর্ভোদ্বন দ্বারা আবৃত করিলেন। এইটি 'ব'কার। 'ব'কার থেকেও সোজাসুজি 'র'কার (রূপায়ণ) নয়; মাঝে আসিয়া থাকে 'ল'কার (পিণ্ডের পক্ষে আবশ্যক plastic, mouldable condition)। 'নিগূঢ় নেপথ্য বাধনমের' অবস্থাটি কাটাইয়া তবে ইহাকে আসিতে হয়। তৎপরে—'র'কার। ধর অন্ন। অন্ন হইতেই শরীরযন্ত্রটা চলার নিমিত্ত আবশ্যক তাপাদি শক্তি পাইতে হয়। বাতাস, জল, মৃত্তিকা ইত্যাদিতে 'অন্ন' ব্যাপক এবং সচলরূপে আছে বটে, কিন্তু সেরূপে সেটি অস্মদাদির পক্ষে ঠিক 'আহার্য্য অন্ন' নয়, যদিও বৃক্ষলতাদির পক্ষে সেটি আহার্য্য বটে। অস্মদাদির পক্ষে আহার্য্য অন্ন হইতে গেলে সেটিকে ব্রীহিযব দুগ্ধাদিরূপ ধরিতে হয়। অর্থাৎ যে অন্ন 'হ য' আকৃতিতে ছিল, তাকে 'ব' আকৃতিতে পাইতে হয়। ব্রীহিযবাদিরূপে, ব্যাপক এবং সচল যে অন্ন সেটির যেন 'রুদ্ধতাগুস্থ' অথবা বদ্ধগুদাম-জাত ভাবটি কোনপ্রকারে ঘটিয়াছে। তৎপরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই 'নেপথ্যে রক্ষিত, সঞ্চিত' অন্নকে অস্মদাদির শারীর অথবা মানস শক্তিরূপে (অর্থাৎ, 'র'কার রূপে) পাইতে গেলে 'ল'কারের (plastic, mouldable, assimilable formএর) মারফতেই সেটা পাইতে হয়। ভাস্করের অমন বিপুল, সচল মনোজব তেজোরাশি উক্ত 'হ য' আকৃতিবিশিষ্ট ; কিন্তু সেরূপে সেটি আমাদের অন্নপাকাদির ইন্ধন হয় না। কাষ্ঠাদি, বিশেষভাবে পাথুরে কয়লা, পেট্রল এই সবের মধ্যে সেটিকে অগ্রে ঐ 'ব' রূপটি ধরিতে হয়। তারপর, ঐ 'ল'এর মধ্যস্থতায় সেটি 'র' (ব্যক্ত অগ্নি বা তেজঃ) রূপে পরিণত হয়। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম,—এখানে জ্ঞান ঐ 'হ য' আকৃতিবিশিষ্ট, কর্ম্ম 'ল র' আকৃতিবিশিষ্ট আর মাঝে ভাব 'ব' আকৃতিবিশিষ্ট। প্রণবে নাদবিন্দু 'হ য' রূপ, অর্দ্ধমাত্রা 'ব' এবং অ, উ, ম,—'ল র'—রূপ। বিশ্বস্পন্দনের যে বীচি-আকৃতি (হ য ব ল র) সেটি নিখিল অভিব্যক্তির মৌলিক আকৃতি। হ য র ব ল—এটি হইল ব্রহ্মের ঈক্ষণের ঋজু ধারা।

ব্রহ্মের ঈক্ষণের ঋজুধারা। তন্মধ্যে বকারের অনুপ্রবেশ। অনুপ্রবিষ্ট এই 'ব'টিকে কিভাবে বুঝিতে হইবে ?

কিন্তু ঈক্ষিতের মধ্যে ঈক্ষিতার 'অনুপ্রবেশ' বশতঃ ঐ ঋজুরেখাটি কার্য্যতঃ ঋজু থাকে না। জপসূত্রে যে সূত্র করা হইয়াছে "তমেবাধিকৃত্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ" —সেইটিকেই অধিকার করতঃ ব্রহ্মের আপন ঈক্ষণে বা সৃষ্টিতে 'অনুপ্রবেশ' হইয়া থাকে। সেইটি কোন্‌টি ?—বিন্দু। এই বিন্দু একদিকে 'হ য' অপরদিকে 'ল র' এই দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টির সর্ব্বত্র পূর্ব্বোক্ত বীচি আকৃতিটি ঘটাইয়া দেয়। কাজেই, 'হযবলর'এর মধ্যস্থিত যে 'ব' সেটিকে কেবলমাত্র বরুণ বীজই ভাবিও না। তা ভাবিলে, মনে হইতে পারে 'অনধিকার প্রবেশ' বা 'অনধিকৃত্য প্রবেশ' ! কিন্তু বিন্দুগর্ভিত বরুণশক্তিরূপ এটি। অধিকৃত্য অধিকারি সম্বন্ধোপাধিক প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ। বিন্দু গর্ভিত বরুণ শক্তি ? 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজমবাক্ষিপৎ'—এই সৃষ্টিক্রমটি স্মরণ কর। এতৎপ্রসঙ্গে জপসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদের ১৭, ১৮, ১৯, ২০—এই চারিটি সূত্র কারিকা সহ আলোচ্য। পুনশ্চ অন্ত্যস্থ এবং বর্গীয় এই দুটি 'ব'কার উচ্চারণ করতঃ প্রাণপ্রযত্ন লক্ষ্য কর। সঙ্কুচৎ-আবৃত আকৃতিতে বিন্দু, প্রসরৎ-বিবৃত আকৃতিতে বরুণ। কাজেই, 'হ য ব ল র',—এস্থলে 'ব'টিকে মুখ্যতঃ সঙ্কুচৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবৃত আকৃতিতে উচ্চারণ করিতে হইবে। কেননা, অনুপ্রবিষ্ট বিন্দুরই প্রাধান্য। শেষের আকৃতি 'ল র', কোথাও বা আবশ্যকমত 'র ল' রূপেও নিজেকে উল্টাইয়া লয় (যথা, ব্যাকরণে মাহেশ্বর-সূত্রে—'হ য ব র ট্। ল ণ্।'। ব্যবহারক্ষেত্রেও এর দৃষ্টান্ত মেলান সহজ। ল আর র এর অভেদও এই কারণে বিবক্ষিত হইয়াছে। বিন্দুসম্বন্ধী ব্রহ্মের এই অনু-প্রবেশ নিম্নোক্ত কারিকাটিতে ভাবনা কর ঃ—

ঋজ্বী ধারা হযরবলতো ব্রহ্মণো যেক্ষণায়
তস্যাং ব্যাজপ্রজনন মৃতে সম্ভবেন্নপ্রপঞ্চঃ।
পূর্ণং শূন্যং পরিণয়মিতো ব্রহ্মণোবিন্দুভাবে
তৎসম্বন্ধী হযবলরথা ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশঃ ॥৬৬

ঋজুধারা অনৃজু বীচি আকৃতি (Wave Pattern) ইত্যাদি পরিগ্রহ করিল কিরূপে ?

'হ য র ব ল' এই ভাবে, ব্রহ্মের সৃষ্টির নিমিত্ত যে ঈক্ষণ, তার, 'ঋজুধারা' হইয়াছে জানিবে। কিন্তু পঞ্চীকরণাদি ব্যতীত এই প্রপঞ্চসৃষ্টির তো উপপত্তি সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই ঋজুধারায় কোনও প্রকারে অনৃজুত্ব উৎপন্ন হইয়াছে—যার ফলে কোন কিছুই ঠিক সোজা চলিতেছে না, এঁকিয়া বেঁকিয়া চলিতেছে ; বীচি-ভঙ্গীতে চলিতেছে ; চলিতে চলিতে ঘুরিয়া আসিতেছে, পাক খাইতেছে, আবর্ত্তসৃষ্টি করিতেছে ; গর্ভেশয়, গহ্বরেষ্ঠ হইতেছে। বিরাট এবং অণু উভয়েই 'অণ্ডাকৃতি' (sphere or spheriod pattern) পাইয়াছে। ঋজুরেখার এই প্রকার যে ব্যতিক্রম, তার সাধারণ নাম যদি দাও 'ব্যাজ' (ছন্দের সাধনে যেটিকে সারাইয়া লইতে হয়), তবে ব্যাজপ্রজনন সাপেক্ষ এই প্রপঞ্চসৃষ্টি, ইহা বুঝিতে হইবে। প্রপঞ্চে কুত্রাপি ঋজু বা সরলের কারবার চলিতেছে না। ব্রহ্মে কোনও প্রকারে বিন্দুভাবটি না আসিলে শুদ্ধ ঋজুস্থলে অনৃজু বা বক্র দেখা দেওয়া সম্ভবে না। ধর, একটা সরলরেখা। সেটাকে যতক্ষণ একটা অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তু ভাবিতেছ, ততক্ষণ তার বেঁকিবার যো নাই। কিন্তু সেটাকে একটা বিন্দুর গতিপথ ভাব ; বিন্দুটির সোজা চলিতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধা নেই, যথেচ্ছ বেঁকিতেও বাধা নেই। ঘোরা-ফেরা, বীচি-আবর্ত্ত, 'গুহা' 'অণ্ড' ইত্যাদি আকৃতি—এসব প্যাটার্ণই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই। কাজেই, ব্রহ্ম অথবা ভূমাকে এই বিন্দুরূপটি ধরিতেই হয় প্রপঞ্চের বহুধা প্রপঞ্চিত করার খাতিরে। বস্তুতঃ এই ব্রহ্ম বিন্দুটি কি বস্তু ?

ব্রহ্মবিন্দুটি কি বস্তু ? নিখিল সৃষ্টিতে এটি কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট ?

এতে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব এবং শূন্যত্বের অনির্ব্বাচ্য মিথুনীভাবটি ঘটিয়াছে। বিন্দু একসঙ্গেই 'সদসৎ কাষ্ঠা'। বটের একটা বীজ নাও। বীজে কি বটবৃক্ষটি আছে, অথবা নাই ? এর কি উত্তর দিবে চিন্তা কর। অন্বয় এবং ব্যতিরেক তো আলাদাই বটে, কিন্তু এমন একটা ঠাঁই আছে অথবা থাকা উচিত যেখানে অন্বয় বলে—'আমি পূরাভাবেই আছি', ব্যতিরেকও আবার সেই কথাই বলে। দুই-ই কাষ্ঠাপ্রাপ্ত সেখানে। ইচ্ছা হইলে একের কাষ্ঠাকে পূর্ণাব্যক্ত (অসৎ), অন্যের কাষ্ঠাকে পূর্ণব্যক্ত (সৎ) বলিতে পার। একটা ঋণমুখীধারার (Negation series এর) অবসান $-\infty$; অপরটা ধনমুখীধারার (Affirmation series এর) অবসান $+\infty$. এই দুইকে যোগ করিলে হয় শূন্য। কিন্তু সেটি কীদৃশ শূন্য ? সেটি 'পূর্ণশূন্য'—অর্থাৎ, তার কুক্ষিতে $+\infty$ এবং $-\infty$ দুইই মিলিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই ঐ দুইটি আনন্ত্য বিভিন্নমুখে (ধন ও ঋণ) প্রসৃত হইয়াছে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির আরম্ভ এবং অবসানও এই বিন্দুতে। বস্তুতঃ এটি নিরূপণযোগ্য নয়। কিন্তু বিন্দুরূপ পরম রহস্য বীজটিকে চাই-ই। ব্রহ্ম এই বিন্দুকে অধিকার করতঃই (অর্থাৎ এতদধিকৃত্যাধিকারিসম্বন্ধোপহিত হইয়াই) তদীয় ঈক্ষণে এবং ঈক্ষিতে—সৃষ্টির সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট বুঝিতে হইবে। তদ্‌ঈক্ষণে বিন্দুরূপ—একোঽহম্। অনুপ্রবেশটি সামান্য এবং বিশেষ, দুই ভাবেই হয়। যথা—আকাশাদির বাচক হ, য আদি সামান্যভাবে বিন্দুকে আশ্রয় করতঃ হং যং ইত্যাদি হইল। আর, (হং যং) এবং (লং রং) এই দুয়ের মাঝে 'বং' রূপে প্রবেশ হইল বিশেষানুপ্রবেশ। জপসূত্রমে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে কতিপয় সূত্র এবং কারিকায় এ তত্ত্বগুলির যথাসম্ভব নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। মন্ত্রে (প্রণবাদিতে) বিন্দুরূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ সবিশেষ ধ্যানযোগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৫)

অক্ষরে বিন্দুর অনুপ্রবেশ—নাদরূপে বিস্তার—অর্দ্ধমাত্রারূপে নাদবিন্দুর মিথুনীকরণ

মন্ত্রাক্ষরে, বিন্দুমাধ্যামিক এই অনুপ্রবেশটি নীচের দুটি কারিকায় ভাবনা কর :—

সামান্যেনাক্ষরতিলকোঽবর্ত্তিযো বিন্দুলেখ
স্তেনৈবাপ্তং হি বিয়দনিলাদেঃ স্ববীজাক্ষরত্বম্।
বিন্দোর্দ্বিত্বেঽক্ষর মনুগতে নাদমৈচ্ছদ্ বিসর্গ
শ্চার্দ্ধামাত্রা শিবশশিকলা দ্বাবিমৌ চন্দ্রবিন্দুঃ ॥৬৭
ব্যক্তের্ব্যক্তাং দধতি চ কলামক্ষরাদীনি বাচি
বিন্দোর্গুহ্যা ভবতি চ কলা গোপ্যবীজাদিগর্ভা।
সেতোরিন্দুং ভজতি চ কলা মৃগ্যনাদা বিসর্গান্
নাগ্রং নানু প্রবিশতি কলাবিন্দুনাদাতিগং তৎ ॥৬৮

এক একটি অক্ষর যৎকালে অক্ষরতিলকবিন্দুকে তিলকবিন্দুর মতো স্বীয়ভালে ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ যখন হ, ষ, র ইত্যাদি অক্ষর উক্ত তিলক বিন্দু ধারণ করতঃ হং, ষং, রং ইত্যাকার রূপ ধারণ করিল—তখন কি হইল? তখন অক্ষরে ব্রহ্মের বিন্দুরূপে অনুপ্রবেশের ফলে, ঐ সকল অক্ষর কেবলমাত্র বিয়দাদির বাচক হইল না, বিয়দাদির স্ব স্ব বীজাক্ষর হইল। এটি বিন্দুর সামান্যতঃ অনুপ্রবেশের উদাহরণ। তারপর, ঐ বিন্দুর দ্বিত্ব হইল (কারণে ও সূক্ষ্মে 'একোঽহং বহু স্যাম্'—ইত্যাদি প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হইল; স্থূলে একটা জীবকোষ ফাটিয়া দুইটি, দুইটি ফাটিয়া চারিটি হইতে লাগিল)। ফলে, এক বিন্দু দ্বিত্বে 'বিসর্গ' হইয়া নাদকে—বিতান বিস্তারকে পাইতে ইচ্ছা করিল (ঐচ্ছৎ)। শেষ, অক্ষরের মূর্দ্ধায় যে 'চন্দ্রবিন্দু' (হ্রীঁ ইত্যাদিরূপ), সেটি অর্দ্ধমাত্রারূপ সেতুটি হইয়া নাদ বিন্দু এই দুইটি কাষ্ঠাকেই (দ্বাবিমৌ) প্রাপ্ত হইতে, এবং তাদের ওপারে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই অর্দ্ধমাত্রাকেই শশিশেখরের ভালে 'শশিকলা' বলিয়া জানিবে। 'অবর্ত্তি', 'আপ্তং' 'ঐচ্ছৎ' —এই তিন অতীতকালের দ্বারা কি সূচিত হইল তাও চিন্তা করিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলাশক্তি—ব্যক্তগুহ্যাদি দ্বিবিধরূপে

বাক্যে অক্ষর সমূহ 'ক' 'খ', 'গ' এইভাবে ব্যক্তিরূপটি (as individual sound and script) ধরার নিমিত্ত শক্তির যে কলা (aspect) আশ্রয় করিয়া থাকে, সে কলাটিকে 'ব্যক্তাকলা' বলিয়া জানিবে। এসব স্থলে অংশের সম্বন্ধে সমগ্রের যে অন্বয়, অনুমর্শ এবং অনুগ্রহ, সেইটি অনুপ্রবেশের রূপ বলিয়া জানিবে। অন্বয়াদি তিনটিকে ইংরাজিতে involution, implication, inspiration বলিতে পার। তারপর, গোপ্য যেসব ক্লীং হ্রীমাদি বীজ, সে সমূহে গর্ভিত যে শক্তি, সে শক্তি সাক্ষাৎ বিন্দু হইতেই লব্ধ, এবং বিন্দুশক্তিরূপা এই কলাটিকে 'গুহ্যাকলা' বলিয়া জানিবে। ব্যক্তাকলার সঙ্গে তুলনায় এখানে লক্ষ্য করিবে এই যে—বিন্দুসহকৃত অক্ষরে ব্যক্তি রহিল বটে, কিন্তু ঝোঁকটি (stress) এইবার পড়িল অংশাভিব্যক্তির উপর নয় (not on actual partial manifestation), কিন্তু সেটি পড়িল অন্তর্নিহিত সমগ্র শক্তিকুণ্ডলীর উপর (upon the whole potential base or background)। তারপর, বিন্দুর 'দ্বিভাবে' (inner polarizationএ) জাত যে 'বিসর্গ', সে বিসর্গকে আশ্রয় করতঃ কলানাদকে (বিতান, বিস্তারকে—the sense of Expansionকে) যেন অনুসন্ধান করে (মৃগ্যনাদা)। এইটিকে 'উর্ব্বীকলা' আখ্যাও দিতে পার। আবার, নাদবিন্দু এতদুভয়ের—কাষ্ঠায় লইবার নিমিত্ত সেতুরূপা যে 'অর্দ্ধমাত্রা' তিনি যে কলাটিকে ভজনা করেন, তার নাম ইন্দু বা 'ঐন্দবীকলা' (চন্দ্রবিন্দু)। এ সকলেই (সামান্যতঃ অথবা বিশেষতঃ বিন্দুকে অধিকার করতঃ) সেই পরমাক্ষরের ('তৎ') অনুপ্রবেশটি হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ সেই 'তৎ' আবার বিন্দুনাদকলাতীত তত্ত্বও বটে ; সুতরাং, কি অগ্রে, কি পশ্চাৎ কোন ভাবেই, সেটির কোথাও 'প্রবেশ' তো সম্ভব হয় না।

যে তত্ত্ব বিকল্পরহিত তাহাতে সত্যমিথ্যাদি বিকল্পের উদয় কি প্রকারে হইল ?

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' বলা হইয়াছে। সে স্বরূপে অনুপ্রবেশাদির প্রসঙ্গ কিরূপে হইবে, এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কারিকাটি ভাবনা কর :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্ত্যং যদ্‌হ্যনবসরদং পাদমাত্রাংশসীম্নাং
সত্যং যদ্ বাপি নহি সহতে সত্যমিথ্যোত্থভাবম্।
জ্ঞানং যচ্চাপি ন হি বৃণুতেঽনাবৃতস্যাবৃতিং বা
তৎ স্বারূপ্যেঽঘটনঘটনী কীদৃশী কস্য শক্তিঃ ॥৬৯

যে নির্ব্বিশেষ আনন্ত্য পাদ, মাত্রা, অংশ অথবা সীমা (কাষ্ঠা) এ সকলের কোনটাকেই অবসর দিতে প্রস্তুত নয়; যে দ্বন্দ্বাতীত সত্য, সত্য এবং মিথ্যা এবংপ্রকার বিকল্প হইতে উত্থিত কোন ভাবকেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়; যে শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞান, যেটি স্বরূপতঃ অনাবৃত সেটির আবৃতি বা আবরণ কোন ক্রমেই বরণ করিবে না; আচ্ছা, বল দেখি কাহারই বা কীদৃশী সে শক্তি, যেটি তৎ (নির্ব্বিশেষ, দ্বন্দ্বাতীত, শুদ্ধ, নিরঞ্জন) স্বরূপে এইরূপ অঘটন ঘটনটি করিতে পটীয়সী হইয়াছে? পুনশ্চ—

সচ্চিদানন্দ বস্তু 'কিং কথং' প্রভৃতি জিজ্ঞাসার পারে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে বুদ্ধি ও বাক্—সেই বস্তুটিকে লইয়া কেবলই 'কিং কথং' ইত্যাদি করিতেছে

প্রমাতা বাঽনপিহিতচিতি স্যাৎ প্রমেয়ং প্রমাণং
জিজ্ঞাসা বাঽনুপহিত সতি প্রাচি সত্ত্বং ন বা তৎ।
লব্ধা তং বা ঽনলসিতরসং কস্য বানন্দিশব্দো
নীতঃ স্কন্ধং স্বকমপি নয়েৎ কঃ কথন্তাদি পারম্ ॥৭০

যে স্বপ্রকাশ চিজ্জ্যোতিঃ কখনই আবরণ স্বীকার করে না (অনপিহিত), সেটি প্রমাতৃরূপে (জ্ঞাতা বা গ্রহীতারূপে) বিষয় প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু প্রমেয় (জ্ঞেয়, গ্রাহ্য—object) রূপে সেটি কি, প্রমাণরূপেই বা সেটি কি? যথা প্রত্যক্ষ, যেমন 'এই ঘট'—স্থলে প্রমাতা প্রভৃতি তিনটিকেই চৈতন্য-এর উপাধি বলা হয় বটে, কিন্তু ঐ তিন উপাধি স্বীকার এবং তন্নিমিত্ত তদনুরূপ ভূমিকা স্বীকার নিত্য অবাধিত প্রকাশমাত্র রূপ চিতে হইল কি করিয়া? এ জিজ্ঞাসার সম্যক্ উত্তর দানে কে কবে আগাইয়া আসিয়াছে? তারপর, নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ যে সৎ, সেইটিকেই যখন একমাত্র আছে, তখন বল দেখি—এই জিজ্ঞাসাই বা কেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া হইল—'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ', অথবা 'অসদেব সৌম্য ইত্যাদি'? অর্থাৎ, শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ সতে সৎ, অসৎ, সদসৎ এ সব ভেদ আসিল অথবা আরোপিত হইল কি প্রকারে? পুনশ্চ, যে রস সাক্ষাৎ একরস ভূমা, সুতরাং যাহাতে অলসিতাদি হবার কোন প্রসঙ্গই নাই, সে রস সম্বন্ধে, 'রসং লব্ধা হ্যয়ং আনন্দী ভবতি' এ শ্রুতিবাক্য এবং অনুভূতির উপযোগ (relevancy) কি করিয়া হইল, তাই বা কে বলিয়া দিবে? কে (কোন্ বুদ্ধি অথবা বাক্) আপন স্কন্ধে আপনি চড়িয়া এবং সেইভাবে নীত হইয়া, 'কিং, কথং' ইত্যাদিরূপে জিজ্ঞাসিত হবার সম্ভাবনার পারে যে বস্তু সেখানে লইয়া যাইতে পারগ বল?

ব্রহ্মের বিন্দুরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশের পঞ্চবিধতা

পুনশ্চ—

প্রত্যেকং তৎ পরমপি কিমু প্রাবিশদ্ বা প্রতীচা
সর্ব্বস্মিন্ বা সমমপি কিমু প্রাবিশৎ তৎ সমীচা।
তির্য্যক্ত্বং কিং তদৃজুপরমং প্রাবিশদ্ বা তিরশ্চা
কিং বাঽনূচা স্থিতমপি চিরং প্রাবিশৎ কিং পরাচা ॥৭১

সেই পরমতত্ত্ব পর (সর্ব্বাতীত—Absolute Transcendent) হইয়াও প্রত্যেক বস্তুটির (অণু হইতে বিরাট্) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন কি, না (পরমপি কিমু প্রাবিশৎ)? যেটি 'পর' সেটি কিরূপে প্রত্যেকের মধ্যে প্রবিষ্ট (Universally Immanent) হইয়া 'প্রত্যক্' হইলেন? পরমের এই প্রত্যগ্‌বৃত্তিতা (প্রতীচা ভাবেন) না হইলে বিশ্বে অণু কি বিরাট কেহই তার স্বভাব, স্বশক্তি এবং স্বধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, ইহা ঠিক; কিন্তু যেথায় দিগ্-দেশকাল সম্বন্ধাদি দ্বারা কোনই নিরূপণীয়তা নেই, সেখানে ঐ 'প্রত্যক্' বা 'প্রতীচা' রূপ নিরূপকটি সাবকাশ হইতেছে কি প্রকারে? মায়ানিমিত্ত কল্পনাদি বশতঃ? কিন্তু মায়া তো শুধু এইটুকুই জানাইয়া দেয় যে যাতে স্বরূপতঃ কোনই 'মান' নাই, তাতে কোনও প্রকারে মান আসিয়াছে, যেটি অমেয় সেটি মেয় হইতেছে। It is a simple statement that you have a desired frame of reference for appreciating the Alogical Given. 'মায়া' বলিতে সেই Alogical সত্যসত্যই তো Logical হইয়া গেল না! শুধু কি তাই?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Alogical কেবল যে এড়াইয়াই যাইলেন এমন নয়; তোমার যে Frame of Referenceটি ভাগ্যে জুটিল, তার মধ্যেও তিনি ওতপ্রোত হইয়া ঢুকিলেন! কোন কিছুই—তা একটা ধূলিকণাই হৌক্ না কেন—তিনি পূরা তোমার ফ্রেমে, ব্রহ্মাদিরও ফ্রেমে পুরিতে দিবেন না—'হরিহরাদিভিরপ্যপারা।' এই কাণ্ডটি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিব এই জপসূত্রের তত্ত্বসূত্রে এবং মায়া ও মহামায়া এই দুই সূত্রে। যাই হৌক্ এই 'প্রতীচা'টি স্বীকারের ফলে সেই পরম হইলেন প্রত্যগাত্মা। কেবল 'প্রতীচা' কেন, 'সমীচা' কথাও চিন্তা কর। যেটি আসলে নির্দ্দোষসম, সেটি সর্ব্বের মধ্যে সম্যগ্‌ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—ইহাই বা কেমন কথা? সেই পরমসমতায় সম্যক্ অসম্যকের প্রবেশের অবকাশটি কোথায় মিলিল? এমন কি ছিল, কি আছে অথবা হইবে, যাতে সেটি ছিল না, নেই, অথবা থাকিবে না; অথবা সেটি থাকিয়াও অসম্যক্‌রূপে ছিল; যে জন্য, সেটিকে আবার অভাবে ভাবরূপ হইয়া, অসম্যক্‌কে সম্যগ্ ভাবরূপ হইয়া, তাহাতে বর্ত্তিতে হইল? মায়া শুধু এই প্রকৃতিমুখরার মুখবন্ধ করার একটা চমৎকার ফিকির! ইন্দ্রজাল, রজ্জুসর্প ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির একটা বড় 'ফরমূলা' আওড়াইয়া, সত্যিকার অবুঝের একটা 'বুঝ' দেবার চেষ্টাকে ফিকির ছাড়া আর কি বলিবে বল? তবে ঐ পরম সমতাটি কি নেই? শ্রুতি, অনুভব দুইই বলেন আছে, নিশ্চয়ই আছে; সেটি আছে বলিয়াই সব কিছু আছে। সেটি না থাকিলে, কিছুই নাই। 'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্'। কিন্তু এ অন্বয় ব্যতিরেক আত্মপ্রত্যয়ৈকসিদ্ধ। তোমার ঐ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ব্বতঃ' ইত্যাদির সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলার বস্তু নয়। 'অধিষ্ঠান' এবং 'অধ্যাস' শব্দ দুটি বলিয়া, অবাঙ্‌মনসগোচরটিকে কোনও গতিকে বাগ্‌বুদ্ধির 'ষ্টলে' গোচরে আনিবার 'লেবেল'টি লাগাইলাম মাত্র! অতঃপর, ঐ লেবেলের মারফৎই লেন-দেন খাসা চলিবে। লেন-দেনে খোদ বস্তুটির বায়না কেউ যেন না করিয়া বসেন! শুধু হুণ্ডিতেই কারবার! নগদামালের মুখাবলোকন নেই! নগদ মাল মজুদ অন্যত্র। কোনও গৌড়ব্রহ্মানন্দীতে কেউ সাক্ষাৎ ভূমানন্দী হন না; কোনও অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিতেও সাক্ষাদপরোক্ষ অদ্বয় বস্তু (যেটি দুই নয়, একও নয়, অনেকও নয়) 'সিদ্ধ' হন নাই। কেননা, ব্রহ্মানন্দের অথবা সাক্ষাদপরোক্ষ অদ্বৈত বস্তুর 'সিদ্ধি'ই সম্ভব নয়। যেটি Absolute Fact, তার আবার সিদ্ধি! উপলব্ধিকেই যদি সিদ্ধি বল, তবে সেও বিচার বিবরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাগালের মধ্যে আসেনা। তবে কি বলিবে যে বিচার বিবরণের বালাই-এ কাজ কি? না, তাও বলিতে পার না। কেননা, যে বিচারাদি লইয়াই তোমায় চলিতে হইতেছে, 'বালাই' বলিয়া তাকে ছাড়িয়া পালাইবে কিরূপে? যতক্ষণ যেটি নইলে তুমি অচল, ততক্ষণ সেটিকে বিদায় করিয়া তুমি দাঁড়াইবে কোথায়? শুধু তাই নয়। যে বলে—'চালাই', সেই আবার আপনার প্রান্ত-ভূমিতে আসিয়া নিজেই বলিবে—'এইবার আমি পালাই।' জ্ঞান হোক্, প্রেম হোক্—পরমতার প্রান্তভূমিটি পর্য্যন্ত—প্রমাণবিদগ্ধ এবং সিদ্ধান্ত বিচারকে দক্ষ বিশ্বস্ত দিশারীর মত সঙ্গে রাখিতেই হইবে। নচেৎ, চলার পথে বিপদ্ পদে পদে। জপাদির ক্ষেত্রেও এই কথা।

উক্ত পাঁচটির প্রথম দুইটি (সমীচা এবং প্রতীচা) এবং শেষের দুইটি (তিরশ্চা এবং পরাচা) এদের মধ্যে 'অনূচা' এইটি সন্ধি হইল কি ভাবে?

আচ্ছা, প্রবেশের রূপটি অস্মদাদির বুদ্ধির দরবারে বিবরণ দাখিল না করিলেও, এটা দেখা যাইতেছে, সেই পরম 'তৎ' বস্তু 'প্রত্যক্' এবং 'সম্যক্' এই দুইটি রূপ যেন অঙ্গীকারই করিয়াছেন; এবং অঙ্গীকার করতঃ প্রত্যগাত্মা এবং অখিলাত্মা সর্ব্বভূতাত্মরাত্মা হইয়াছেন। প্রথমটিতে 'প্রতি' এবং দ্বিতীয়টিতে 'সম্' এই দুইটি ভেদক লিঙ্গ জানিবে। এই দুটি রূপে পরমতত্ত্বের ঐ দুই ভেদক-লিঙ্গ (differentia) দ্বারা উপহিত ভাবটি ঘটিলেও 'তিরোহিতমিব' ভাবটি ঘটে নাই। ঐ ঐ ভাবে সেটি সৎস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপেই আছে। কিন্তু 'তিরশ্চা' এবং পরাচা' এই দুটি উপাধি অথবা ভেদক লিঙ্গ স্বীকারে 'যেন তিরোহিত' ভাবটি ঘটে। যেটি ছিল সম এবং ঋজু, সেটি যেন কি করিয়া, বিষম এবং বক্র হইল—অসমবৃত্তি এবং কৌগিকবৃত্তি স্বীকার করিয়া লইল। ফলে, ভোক্তাভোগ্য, কর্ত্তাকার্য্য, অন্তর্বহিঃ, উচ্চাবচ, পরাবর ইত্যাকার ভেদসমূহ প্রপঞ্চিত হইল। কিন্তু আগের দুটি এবং শেষের দুটি—এ দুয়ের সন্ধি হইল কিসের দ্বারা?—'অনূচা'। অনু+গত্যর্থ অঞ্চ্ ধাতু+কিপ্=অন্বচ্=অনুপ্রবিষ্ট। কাজেই, অনূচা লিঙ্গের দ্বারাই ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ। কি ভাবে?—বিভর্ত্তা অব্যয়াত্মারূপে এবং নিয়ন্তা ঈশ্বর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে। ইনি হইলেন ভূতভব্যানাং ভর্ত্তা এবং ঈশানঃ। এইভাবে সর্ব্বতঃ প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ভোক্তৃভোগ্যাদি বিচিত্রভাবে এবং পরাবর উচ্চাবচাদি ভাবে সবই প্রপঞ্চিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমীচা, প্রতীচা, অনূচা, পরাচা, তিরশ্চা-এই লিঙ্গ পঞ্চকের মাঝেরটি সাক্ষাৎ বিন্দুতত্ত্ব হওয়াতে, বিন্দুকেই আশ্রয় করতঃ ব্রহ্মের সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ, ইহা বলা হইয়াছে।

(২৬)

সৃষ্টির মূলীভূত মিথুনতত্ত্ব (Polarity Principle)— যোনি-লিঙ্গ ইহার প্রতীক

বিশ্বের মূলীভূত যে মিথুনতত্ত্ব (Polarity Principle) সেটির আদিম প্রতীকরূপে 'যোনি' এবং 'লিঙ্গ'কে এইভাবে ভাবনা কর :—

একং লিঙ্গং ভুবনকৃতয়ে লিঙ্গপঞ্চত্বমাপ
যোনিশ্চৈকা ভুবনভৃতয়ে যোনিপঞ্চত্বমাপ্তা।
পঞ্চানাং বা ভুবনরুচয়ে দ্বাদশত্বং বহুত্বং
যোনিং স্বাং তদ্ জিগমিষতি কিং বস্তুতোঽযোন্যলিঙ্গম্ ॥৭২
বীজং ধত্তে সকলকলনাকাঙ্ক্ষয়া নিষ্কলং তদ্
জীবস্তচ্চাপ্যসুসবনসুদ্ ব্যষ্টিতো বা সমষ্ট্যা।
ওঙ্কারার্দ্ধং বিশদবিচলং বিন্দুতো বা বিসর্গাদ্
ধ্যায়েন্নিত্যং দহরমহতো র্যোনিলিঙ্গাদ্যতত্ত্বম্ ॥৭৩

যে তত্ত্ব বস্তুতঃ (স্বরূপতঃ) অযোনি এবং অলিঙ্গ, তিনি আপনাকে যোনি এবং লিঙ্গ এতদুভয়ই কল্পনা করেন কি প্রকারে? 'মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্' মহদ্-ব্রহ্ম-রূপ 'নিজযোনি' এবং তাহাতে বীজপ্রদ পিতা-রূপে 'নিজলিঙ্গ' (ঐ অহম্)—এই আদি মিথুনীভাবটি জাগিল কি প্রকারে? একাকী নৈব রেমে—কাজেই, মিথুনীভূত হইলেন—'স্ত্রীচ পুমাংশ্চ'। কিন্তু অকাম অথবা আপ্তকামের এই 'কাজেই' টুকু অস্মদাদির বুদ্ধি বিবেচনা কোন কাজেই লাগাইতে পারিতেছেনা যে! 'যোনিং স্বাং তদ্‌জিগমিষতি কিং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতোঽ যোন্যলিঙ্গম্'—তাই শ্লোকটির শেষ চরণে ঐ চির-উন্মুখ চির অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা! এই শাশ্বতিক রহস্য আর ঐ শাশ্বতী জিজ্ঞাসা শিবলিঙ্গ বিগ্রহে বিগ্রহবান্ হইয়াছে। আচ্ছা, কোননা কোনভাবে অযোনি-অলিঙ্গ তত্ত্বের 'যোনিলিঙ্গ' রূপটি না হয় হইল; কিন্তু 'এক' থাকিলেই কি চলিত না? না, তাতো চলে নাই দেখিতেছি।

যেটি এক সেটি দুই তিন পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যা স্বীকার করিতেছে কি নিমিত্ত?

'ভুবনকৃতয়ে'—এই অপরূপ বিচিত্র ভুবনটিকে জন্ম দিবার নিমিত্ত ঐ একলিঙ্গ আবার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন (পূর্ব্বশ্লোকে যে পাঁচ প্রকারে দেখান হইয়াছে সেই পাঁচ প্রকারে, অথবা ওঙ্কারাদির পঞ্চাবয়ব ইত্যাদি প্রকারে)। আর প্রথমা যোনিটি একই রহিয়া দ্রৌপদীত্ব বরণ করিলেন, অর্থাৎ, পঞ্চলিঙ্গেরই ভজনা করিলেন? পুরুষরূপে 'নানা' হইলেন, আর প্রকৃতিরূপে একই রহিলেন?—না, তাও নয় দেখিতেছি। 'ভুবনভৃতয়ে'—ভুবনটি ভরণের নিমিত্ত প্রথমা যোনিও পঞ্চধা হইলেন (যেমন, পূর্ব্বে এক শ্লোকে যোনিকে আদ্যা-গুহ্যাদি পঞ্চকলারূপে দেখিয়া প্রণাম করা হইয়াছে)। তবে ঐ পঞ্চসংখ্যাতেই কি শেষ? —না, তাই বা কেন? লিঙ্গ যেমন দ্বাদশ (যথা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ) এবং বহু (কোটি) হইয়াছেন, যোনিও তেমনি একপঞ্চাশৎ মাতৃকা ইত্যাদিরূপে আপনাকে বহুধা প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন? 'ভুবনরুচয়ে'—এই ভুবনের রুচির অনুরোধে। 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ'—সৃষ্টিতে রুচির বৈচিত্র্য রহিয়াছে এই বলিয়া?—না, তা নয়। মূলে যে ব্রহ্মরস, যে রুচি, সেটিকে বিচিত্রিত রূপে আস্বাদনের নিমিত্ত। এইরূপ বিচিত্রিত আস্বাদনের নিমিত্ত 'রস'বস্তুটি হন 'রাসবস্তু'। সুতরাং, একনাদব্রহ্ম যখন আপনাকেই 'যোনিলিঙ্গ', অর্থাৎ 'কলা' এবং 'নাদ' রূপে ঈক্ষণকরতঃ সেই কলায় 'বিন্দু' নিক্ষেপ করিলেন, নাদ-বিন্দু কলা এই পরম ত্রিপুটী হইলেন, তখন তাহা হইতে নিখিল মাতৃকাবর্ণের এবং নিখিল সৃষ্টির সম্ভাবনা হইল। কেন? ঐ 'ভুবনরুচয়ে'। সানাই-এর ধ্রুব সুর —'পোঁ', নানা রাগে, বিচিত্র ছন্দে এইবার আলাপচারী করিবে, এই নিমিত্ত। 'রস' এবং 'রাসে' ঐ অপরূপ আলাপনের 'আ'কারটিকে চিনিয়া লইও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলনের আকাঙ্ক্ষা—কলাশক্তি। কলাশক্তি ও বিন্দুশক্তির সংযোগ কিরূপে আবশ্যক হইল? প্রণবে সম্পুটিত যোনিলিঙ্গরূপ

সেই পরমতত্ত্ব কি নিষ্কল অথবা নিত্যোদিত পূর্ণ পরমকল? একই অসীম আদি রহস্যের দুইটা 'দিক্' কি দেখিতেছি? দুয়ের যেটিই তিনি হননা কেন, 'সকল' রূপে এই ভুবনকে কলনের আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি কি ঐ বিন্দুরূপ বীজটি আধান করিলেন? কলনের আকাঙ্ক্ষাটি কি বস্তু? ঐ 'যোনিলিঙ্গ' তত্ত্বের যেটি যোনিতত্ত্ব, তাহাই নয় কি? আকাঙ্ক্ষা না বলিয়া ইচ্ছা বলিতে পার। দুইয়েতেই 'আ'কারটি আছে, তবে আকাঙ্ক্ষাতে একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার আছে। এ তিনের অবশ্য কিছু মানেও আছে। তা থাকুক। ইচ্ছা হইলে, 'ইচ্ছা' শব্দটির আগে 'অচিন্ত্য' বিশেষণটিও দিতে পার। যাইহোক্, বিন্দু তো বীজ হইলেন, এবং সেইভাবে নিখিলকলনাকাঙ্ক্ষাতে প্রবিষ্ট হইলেন। মনে রাখিও—কোন আকাঙ্ক্ষাই বিন্দুকে বীজরূপে গর্ভে ধারণ না করিলে, বীর্য্যবতী সফলা হয় না। কোন কল্পনই সঙ্কল্পন হয় না। বীজের পাদপে আকাঙ্ক্ষা আছে; জপকর্ত্তার সিদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষা আছে; রসিক সাধকের রাস-আস্বাদনে। কিন্তু বিন্দুরূপা সেই পরম উন্মুখী Potencyর (শক্তির) অনুগ্রহটি চাই-ই। বিতত বিরল Energyর কেন্দ্রীণ ঘনীভাবটি চাই-ই। আচ্ছা, বিন্দুরূপ ঐ আদিবীজটিকে 'আদিজীব' করিয়াও দেখ। ব্যষ্টি জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সমষ্টি জীব (হিরণ্যগর্ভ) পর্য্যন্তই দেখ। শ্রুতি হিরণ্যগর্ভের 'প্রাণ' আখ্যা দিয়াছেন। ব্যষ্টিতে বা ব্যক্তিতে তিনিই ব্যষ্টিপ্রাণরূপে জীবত্ব আকৃতিটি (Pattern) বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু ব্যষ্টি-সমষ্টিতে, 'অস্থ', কিনা প্রাণ—সবন বা হবনটি নিরন্তর চলিতেছে। 'এষ জাগর্ত্তি'। কিন্তু এখানেও ঐ প্রাণহবনভৃৎটি কে? পূর্ব্বোক্ত পরমরাহস্যিক যোনিলিঙ্গতত্ত্ব। 'আমি জীব হইব'—এই আকাঙ্ক্ষারূপ যোনিতে বিন্দুশক্তি (Nuclear Creative Potency) রূপ বীজাধান করিতেছেন। কে করিতেছেন? যাঁর স্বরূপে 'যোনি' অথবা 'লিঙ্গ' নাই, তিনি। অত্যাশ্চর্য্য কথা নয়? তরপর, বাক্‌প্রভব বিশ্বের মূল যে ওঙ্কার, তাঁর 'অর্দ্ধ' কিনা মধ্যেও তিনি বীজাধান করিয়াছেন। সেখানে অর্দ্ধমাত্রা স্বয়ং যোনিরূপা, এবং অর্দ্ধমাত্রারূপ যোনিতে নাদব্রহ্ম বিন্দুরূপ বীজাধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন ইহা জানিবে। সুতরাং প্রণবকেও সেই পরম যোনিলিঙ্গের সম্পুটিত রূপ দেখিবে।

সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র শিবলিঙ্গের ধ্যান।
'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ইহার রহস্য ব্যঞ্জনা

অতএব, কি দহর (অণু), কি মহান্ দুয়েতেই 'যোনিলিঙ্গ'রূপ এই আদিমতত্ত্বটিকে নিয়ত ধ্যান করিবে। করিলে, উহা আর অনিত্য কামনা-সংবন্ধের হেতু হইবেনা; নিত্য পরম জোতীরস তত্ত্বেরই প্রত্যক্ এবং সম্যক্ স্ফূরক হইবে। সকল ভূমিতে, সর্ব্ব অবস্থায় এবং সর্ব্ব অধিকারে, এই 'শিবলিঙ্গ' ধ্যানটিকে পরমক্ষেমায় 'পরমশিবায়' বলিয়া জানিবে। পুনশ্চ ঃ—

শোণাং স্বীয়া মরণিমধরাং চোত্তরং স্বস্য শুক্লং
নির্ম্মথ্যাত্যক্ষরমপি চলদ্রেতসে যোনিলিঙ্গম্।
ততো যোনৌ জনিরপগতা যাতি লিঙ্গং হ্যলিঙ্গং
হৌমিত্যেকাক্ষরমনুতনু শ্চোর্দ্ধগোঽনাদিলিঙ্গঃ ॥৭৪

সেই পরমতত্ত্ব অক্ষর, কিনা, ক্ষররহিত হইয়াও ক্ষর (চলৎ) হইলেন কি অভাবনীয় প্রয়োজনে ও উপায়ে তা কে বলিবে? কিন্তু দেখিতেছি, ক্ষর হইব এই কামনায় তিনি আদিতে 'যোনিলিঙ্গ' এই পরম রাহস্যিক মিথুনীভাব রূপ উপাধিটি অঙ্গীকার করিতেছেন। কেন? 'রেতসে'—আমি অক্ষর ব্রহ্ম, আমি বিন্দুরূপ হইয়া আমার নিখিল ক্ষরভাবে প্রবিষ্ট হইব, এবং অণু মহান্ সমস্ত কিছুই 'বীজ'রূপে যে আমিই ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম')—এটি দেখাইব এবং এটি দেখার প্রয়াসকে ভরণ করিব। কেন দেখাইব? যেটি ক্ষরিত হইল, চ্যুত হইল, সেটি সেভাবেও অক্ষর এবং অচ্যুত আমাতেই যেন স্বরূপতঃ যুক্ত, গ্রথিত থাকে, এই নিমিত্ত। কাজেই, ক্ষরিত হইয়াও সেটি 'ক্ষরিতমিব', চ্যুত হইয়াও সেটি 'চ্যুতমিব'। এই 'ইব'টুকু চিনিয়া বাছিয়া লওয়াই তো যোগ, জ্ঞান, ভক্তি সকল সাধনেরই সর্ব্বথা সাধ্য। ঐ 'ইব'টিকে সরাইয়া 'এব' করাই তো সকল সাধকেরই 'সাধ্যশিরোমণি'! আচ্ছা, 'যোনিলিঙ্গ' আকৃতি (Pattern)টি অঙ্গীকার করতঃ বীজাধান কর্ম্মটি করেন—আপন প্রকৃতিতে আপনি অধ্যক্ষতা করেন ('ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি'.....); কি জানি কেন, তিনি 'ন বৈ রেমে'—সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রমণীরমণ' এই যুগলরূপটি ধরিলেন ; ধরিয়াও (দুয়েতেই একাধারে আশ্রয় এবং বিষয় হইয়াও) তিনি 'রসো বৈ স ভূমা'রূপে দুয়েরই আশ্রয় এবং অধিষ্ঠানটি রহিলেনই। তাই না রসাস্বাদনের পরমতার ভূমি যে 'ন সো রমণ না হাম রমণী' —এই অভাবনীয় শাশ্বত পরম নিবিড় ভাবেরই ভূমি! সকল পরম নিবিষ্টতার ভূমিই এই পরমাশ্চর্য্য অদ্বৈত ভূমি। যৎকালে চিনি তুমি সত্যসত্যই খাইতেছ, তৎকালে চিনি শুধু নিজেকে খাওয়াইতেছে এমন নয়, তোমাকেও যে খাইতেছে ; তোমার তুমিত্ব তার তত্ত্বে মিলিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ, তৎকালে চিনি আর তুমি একই। সব কিছুতেই তাই। একটা ফুল দেখিতেছ, কি মনে একটা বেদনা বোধ হইতেছে—সর্ব্বত্রই তাই। ভাবিতে গেলে, বলিতে গেলে, —এ আর সে করিয়াই ভাবিতে ও বলিতে হয়। সাক্ষাৎ অনুভব, নিবিড় আস্বাদন, গাঢ় সংবেদন, আর তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা, বলা কওয়া তো এক বস্তু নয়।

আত্মযাগে অরণিদ্বয়কে কিভাবে ভাবনা করিতে হইবে? পুনশ্চ এই মূল রহস্যটিকে 'মন্থন'রূপে ধ্যান কর। মন্থনে আবশ্যকীয় তিনটি কলা বা Component "ত্রেধানিদধেপদম্"

আচ্ছা ঐ যোনিলিঙ্গ উপাধিতে তিনি যেন ঐ আপন পরম ঘনীভাবরূপ বিন্দুটি নির্মন্থনের নিমিত্ত আপনাকে দুটি অরণিরূপে কল্পনা করেন। একটি 'শোণা', কিন্তু শোণিতবর্ণা। এটি অধরারণি—যোনিকলা। অপরটি শুক্ল অরণি —সেটি উত্তরারণি। অধ্যাত্ম অগ্নিবিদ্যায় বিদ্বান্ এ দুটি অরণিকে নানাভাবে সন্ধান, চয়ন ও দর্শন করুন। আত্মা, প্রণব, কলা, নাদ ; ইত্যাদি। রসিক ও ভাবুকেরাও নানাভাবে এ অরণিমন্থনতত্ত্ব ভাবনা ও আস্বাদ করুন। এই ভাবনা ও আস্বাদনের ফল বলিতেছেন—ঐ সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং আস্বাদনটি ঘটিলেই, ঐ যোনিলিঙ্গ ভাবের যেন স্বীয় চরিতার্থতাটি ঘটিয়া যায় ; তখন 'যোনি' আর জন্মের (জনি) ক্ষেত্র (আধার) থাকে না, 'লিঙ্গ' ও তৎসম্পর্কে 'ক্ষেত্রী' (আধেয়) থাকে না ; অর্থাৎ, কলা এবং নাদ এ দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট বিন্দুটিকে তত্ত্বতঃ ভাবতঃ জানিলেই নাদবিন্দুকলাতীত, অযোনি, অলিঙ্গ সেই পরমতত্ত্বে স্থিতি হইয়া থাকে। মন্ত্রযোগে, 'হৌঁ' এই একাক্ষর মন্ত্রময়ী তনু, অথচ সেটিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিক্রম করিয়া (উর্দ্ধগ) এবং আদিম আধাররূপে, যে অনাদিনিধন শম্ভুলিঙ্গ রহিয়াছেন, তাঁর জপধ্যান কর। তাতেই উক্তফল ক্রমশঃ সমধিগত হইবে জানিও। পুনশ্চ :—

দ্বন্দ্বব্যক্ত্যায়ুদধিমথনে জায়তে যোনিলিঙ্গং
তেন ত্রেধা দিবি কিমমৃতং ভূর্ভুবঃ স্বর্নিধাতুম্।
অগ্রে পঞ্চাবতরণকৃতো বিভ্রতি হ্যাত্মযোনিং
পঞ্চান্তে যে নিদধতি ততশ্চাসকৃদ্ বাত্মলিঙ্গম্ ॥
প্রাণাপানাবরণিযুগলং চন্দ্রসূর্য্যাখ্যনাড্যা
বগ্নীষোমাবপি মনুজপে ব্যাহৃতৌ ভাবমন্তঃ।
হংসঃ সোঽহং কুললয়কৃতৌ দৃগ্‌দৃশের্বা সমাধৌ
রাসোল্লাসে পদপরিচয়ে গীর্ষু তচ্ছম্ভুলিঙ্গম্ ॥৭৫-৭৬

নিখিল সৃষ্টিতে (অণু কিংবা বিরাটে সর্ব্বত্র) যে দ্বন্দ্ব (Polarity), সেটিকে বিশেষভাবে এবং বিচিত্রভাবে ফুটাইয়া তুলিবার নিমিত্ত (ব্যক্ত্যৈ), অর্থাৎ, বিষ-অমৃত, আলোক-অন্ধকার, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি নানারূপে দ্বন্দ্বটিকে প্রপঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেই অযোনি-অলিঙ্গ পরম-তত্ত্ব 'যোনিলিঙ্গ' এই মূল দ্বন্দ্বটি যেন স্বীকার করিলেন ; এবং সেইভাবে 'গম্ভীরান্তঃ' স্বরূপ যে অব্যাকৃত, অব্যক্ত (undifferentiated, unmanifest), সেটিকে মন্থন করিলেন। এটি শাশ্বতিক ব্যাপার—নিরন্তর সর্ব্বস্তরেই চলিতেছে। উপাদানটি 'মাতৃকা' (Matrix) রূপে সমস্ত কিছুই গর্ভে ধরিয়া আছে ; সেটির মন্থনের যে 'হেতু' (লিঙ্গ), সেটি (যেমন পরের চরণে বলা হইয়াছে) 'ত্রেধা নিদধে পদম্' ; তিনটি কলা বা Component এ সেটি ব্যাপারবান্ হইয়া থাকে—'দণ্ড' বা অক্ষ, অক্ষ'পীঠ' বা আধার এবং 'রজ্জু'। এ তিনটিই রহস্য সঙ্কেত, এবং সর্ব্বত্রই অনুস্যূত। Axis, Base, Coefficient—এ তিনটি কোন না কোন ভাবে চাই-ই সর্ব্ববিধ 'মন্থনে'। এর মধ্যে শেষের Factorটি দুটি বিরোধী (+ −) কার্য্যকরী শক্তিরূপেই নিজেকে প্রকট করিয়া থাকে। মিছরি দানা বাঁধিবে ; nebulae এক জগৎ সৃষ্টি করিবে ; বীজ অঙ্কুর হইবে ; সুষুপ্তি এইবার জাগৃতি হইবে ; অলসিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রস এইবার উল্লসিত হইবে, মূক আলোচন জ্ঞান এইবার বিজ্ঞান হইবে;—সর্ব্বত্র ঐ 'ত্রেধা নিদধে পদম্' অন্বেষণ কর।

"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ইহার তাৎপর্য্য

আচ্ছা, 'ভূর্ভুবস্বঃ' এই তিন খ্যাতিকে 'আক্রমণ' করতঃ যে তত্ত্বটি 'পদ' ত্রিবিধ কলায় বিন্যাস করিলেন, তিনি কি সেই 'ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি' তত্ত্ব, যাঁর কথা ঋঙ্‌মন্ত্র ভূরিশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন? 'দিবি' বলিতে, 'অমৃতং' বলিতে, 'অস্য' বলিতে, এবং 'ত্রিপাৎ' বলিতে যে কি বুঝিতে হইবে তা চিন্তা করিও। মন্থনে তো বিষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া অমৃত উঠিতেছে, আর অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বিষ; কিন্তু এমন একটা ঠাঁই নেই কি, সেখানে পাল্লারহিত ভাবেই প্রতিযোগিবিহীন অমৃত চির বিদ্যমান? এখানে (ভূর্ভুবস্বঃ ভূমিতে) একটি পদেরি তিনটি কলা (Aspects); ওখানে 'ত্রিপাৎ' (এটি সৎচিৎ-আনন্দ; সত্যজ্ঞান অনন্ত; হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ; ইত্যাদি নানা দৃষ্টিতেই দেখা হইয়াছে) বলিতে 'পাদ মাত্রা কলাকাষ্ঠা' এই বর্গচতুষ্টয়ের অন্তর্গত যে পাদ, সেটি বুঝিলে চলিবে না।

যজ্ঞফলামৃত রূপ যে অমৃত সেটি লাভ করিতে হয় কিরূপে?

দিবি যে অমৃত সেটি আপনাকে 'যজ্ঞফলামৃত' রূপে ব্যক্ত করিবে যে উপাধিকে আশ্রয় করিয়া সে উপাধি হইতেছে পূর্ব্বোক্ত 'যোনিলিঙ্গম্', এবং ঐ উপাধিটি আকৃতিমান্ হয় 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই ব্যাহৃতি ত্রয়াত্মক অন্তর্বহিঃ সর্ব্ববিধ যজ্ঞে। ঐ ব্যাহৃতি ত্রয়কে সেই মৌলিক পুরুষযজ্ঞের যথার্থ আকৃতিরূপেই আমরা চিনিয়াছি।

যজ্ঞকে 'অমৃতফলায়' ভরণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের অবতার। দশাবতার তত্ত্ব

তারপর, প্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যা এবং ভগবানের দশাবতার। দশমহাবিদ্যা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে। এখানে দশাবতারের তত্ত্বটি এই আকৃতিতে ধ্যান কর। অপিহিত দৃষ্টিতে অবতার নৈমিত্তিক বটে, কিন্তু আততদৃষ্টিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা নিত্য এবং সার্ব্বজনীন। দশাবতারের মধ্যেও ঐ পরমরাহস্যিক 'যোনি-লিঙ্গম্' তত্ত্বটি কে দেখিবে? আদি পঞ্চাবতারে ভগবান্ 'আত্মযোনি', কিম্বা সৃষ্টির মূল কারণতা রূপটি বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন, আর শেষ পঞ্চাবতারে তাঁর তৎসম্পর্কে মূল কারকরূপটি ('আত্মলিঙ্গম্'); প্রথমটিতে তাঁর আত্ম-প্রকৃতির (নিজমায়া বা স্বমায়ার) পূর্ণ উপযোগ, পরেরটিতে সেই আত্মপ্রকৃতিতে তাঁর আপন অধ্যক্ষতার পূর্ণ উপযোগ। এই 'আত্ম' বা 'স্ব' এবং 'মায়া' বা 'প্রকৃতি'কে একেবারে আলাদা করিয়া দেখিও না। প্রথম পঞ্চাবতারে স্বপ্রকৃতির প্রধানীভাব আর অধ্যক্ষতার গুণীভাব, শেষ পঞ্চাবতারে স্বপ্রকৃতির গুণীভাব, অধ্যক্ষতার প্রধানীভাব। এটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। এভাবে দশাবতারে পারম্পর্য্য, পৌর্ব্বাপর্য্য নেই।

মন্ত্রলয়যোগাদি সর্ব্ববিধ অধ্যাত্মসাধনে যোনিলিঙ্গ তত্ত্বের ধ্যান

শেষকালে, সর্ব্বসাধনের তত্ত্বাশ্রয়রূপে 'যোনিলিঙ্গম্' ভাবনা কর। প্রাণায়ামে প্রাণ ও অপানকে এবং চন্দ্রনাড়ী (ইড়া) এবং সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা) কে ঐ যোনিলিঙ্গের প্রতীক অরণিযুগল ভাবনা করিও। অরণিমিথুনের মন্থনে উক্ত সাধনে যে কিরূপ 'অগ্নি' (সৌষুম্ন) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাও চিন্তা করিও। মন্ত্রজপে কি ভাবনা করিবে? মন্ত্রাক্ষরে (যথা-হ্রীঁ) নিহিত অগ্নি ও সোম পরস্পরে 'সঙ্গত' হওয়া চাই, সুসঙ্গত হওয়া চাই; অন্যথা, আপৎ। পুনশ্চ, মন্ত্রের ব্যাহরণ এবং মন্ত্রের অর্থ ও ভাব (অর্থভাবন), এ দুয়ের মিত্রচ্ছন্দে ও মধুচ্ছন্দে মন্থনটি হওয়া আবশ্যক। অতঃপর, লয়যোগে, 'কুল' (কুলকুণ্ডলিনী অথবা ব্রহ্ম) লয়ের নিমিত্ত যে 'হংসঃ সোঽহম্' সাধনটি করিতেছ, তাহাতেও আদিতে সৌষ্ঠব, মধ্যে সৌষম্য (সৌষুম্ন) এবং অন্তে 'সামরস্য' আসা আবশ্যক। এখানেও যোনিলিঙ্গম্ তত্ত্বটিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করিও।

ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগেও অনুরূপভাবেই ধ্যান করিতে হইবে

আবার, রসাশ্রয়ে যে সাধন, তাতেও অলসিত রসবস্তুটিকে উল্লসিত বিলসিত করিবে কি প্রকারে? অন্তর্লীন রসের মন্থনটি আবশ্যক হয়—গোপীজন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীজনবল্লভ এই পরম মিথুনীভাবটির অনুগ ভাবটি সমাশ্রয় করিতে হয়। শেষকালে, তুমি যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার করিতেছ, তাতেও 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদের সম্যক্ পরিচয়ের নিমিত্ত কি আবশ্যক হয়, সেটিও চিন্তা কর। এখানেও ত্বং পদার্থ অধরারণি এবং তৎ পদার্থ উত্তরারণি ; এবং 'অসি' পদের দ্বারা উভয়ের মন্থন। তলাইয়া বুঝিও।

কর্ণমল ও মানসমল—এদের লক্ষণ ও প্রতীকার

সুতরাং, যোনিলিঙ্গম তত্ত্বের বিগ্রহ শিবলিঙ্গকে 'সর্ব্বতো ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' ভাবেই ধ্যান করিও। তা হইলেই সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি। ভুক্তি, মুক্তি, শুদ্ধা ভক্তি—যাহাই অভীষ্ট হৌক্, তাহারই সিদ্ধি। পাশ্চাত্য গুরুবর্গ 'লিঙ্গ-পূজাটি 'phallic worship', 'erotic symbolism' ইত্যাদি বলিয়া কাণে যে মন্তোর দিয়াছেন, সে মন্তোরে শুধু 'কর্ণমল' নয় মানসমলও অজস্র জমিয়াছে এবং পুঞ্জীভূতও হইয়াছে। কাজেই, শ্রোত্র মনোরসায়ন উক্ত পরম কল্যাণপ্রদ 'শিবায়ন' অথবা 'লিঙ্গায়ন'টি বধির কর্ণে এবং সংমূঢ় মনে সহজে প্রবিষ্ট হইতেছে না। শিবনির্ম্মাল্যপূত ত্রিশূল শলাকা দিয়া হৃৎকর্ণের সংস্কারটি অগ্রে করিয়া লও। শিব-নির্ম্মাল্য ? ওঙ্কার। ওঙ্কার বা তদ্বাচক নামের মতো পরম শিবপ্রদ নির্ম্মাল্য (নির্মলীকরণ) আর কি আছে বল ? আর ত্রিশূল ? ত্রিপাদ গায়ত্রী। ওঙ্কার দ্বারা ত্রিবৃৎকৃত গায়ত্রী জপটি সংযতচিত্ত হইয়া অগ্রে করিয়া লও। ওখানেও কি পাশ্চাত্য গুরুবর্গের কৃপালব্ধ 'Solar Myth' ইত্যাদি ঢুকাইয়া বসিয়াছ ? ত্রিশূল শলাকাদ্বারাই সর্ব্বপ্রযত্নে সে 'শেল' উদ্ধার কর, স্বস্থ হও। তোমার গায়ত্রীতে অধিকার নাই বলিতেছ ? সকল দীক্ষিতেরই আপন গায়ত্রী আছে। আর—'শিব শিব শিব', 'হর হর হর,' 'কাশী, গঙ্গা, বিশ্বনাথ' এই সকল নামজপই তা হইলে ঐ নির্মলীকরণ ত্রিশূল জানিও। বিষ্ণুকর্ণমল থেকে মধুকৈটভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ; আর, তোমার কর্ণমল থেকে প্রাদুর্ভূত হয় অশুশ্রূষা ও অবজিজ্ঞাসা। আর, মানসমল থেকে প্রাদুর্ভূত হয়—অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা—যার ফলে তুমি হও অশ্রদ্দধান এবং বিরুদ্ধান। তাই তোমার পরমার্থে apathy ও antipathy. এইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচের কারিকাটিতে ঐ পরম রহস্য যোনিলিঙ্গ প্রতীক শিবলিঙ্গ যথোক্ত মন্ত্র জপধ্যান কর :—

সর্ব্ববিধ নির্ম্মলীকরণে উপায়স্বরূপ শিবলিঙ্গ ধ্যান এবং মন্ত্রাদি জপদ্বারা অর্চ্চনা

শান্তাদ্বৈতং শিবমিতি জপন্ যাহ্যলিঙ্গং পরং তদ্
হৌমিত্যেকং মনুমনুজপং স্তারকঞ্চৈকলিঙ্গম্।
শক্ত্যা সার্দ্ধং শিবসমরসং হৌংসইত্যর্ণ যুগ্মং
পঞ্চার্ণঞ্চ ত্রিপুরহরণং ত্র্যম্বকং মৃত্যুমৃত্যুম্ ॥৭৭

'ওঁ শিবং শান্তং অদ্বৈতম্' এই শ্রুতিমন্ত্র জপধ্যান করতঃ (জপন্) লিঙ্গরহিত যে পরমতত্ত্ব (অলিঙ্গং পরং তৎ) তাতে প্রবিষ্ট হও (যাহি)। শ্রুতি স্বয়ং দেখাইয়াছেন যে এ জপটি প্রণবজপেরই 'অমাত্র' বা মাত্রাতীত পর্য্যবসান। এই পর্য্যবসানের নিমিত্ত 'অর্দ্ধমাত্রা' রূপ সেতুটির সমাশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে, যদিও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে সেটি শুনান নাই। শান্তাদ্বৈতভূমির ঠিক অগ্রে যে ভূমি সেটি রহস্যভাষায় 'একলিঙ্গ' ভূমি। সেটি তারক। প্রণবই তার বা তারক। নাদ-বিন্দু এই কাষ্ঠায় পরিপূর্ণকলা অর্দ্ধমাত্রারূপে। 'হৌং' এই একাক্ষর 'মনু' বৈখরী থেকে পশ্যন্তীর শেষ প্রান্তভূমি পর্য্যন্ত জপকরতঃ (অনুজপন্) উক্ত তারকটিকে মাত্রাত্রয়ের পারে তোমাকে উত্তীর্ণ করিতে দাও। এসকল ভূমির 'অলিঙ্গ পর্য্যবসান', 'একলিঙ্গ পর্য্যবসান' ইত্যাদিকে সাংখ্যাদির অলিঙ্গ-পর্য্যবসানাদির সঙ্গে গুলাইও না। বিবেচন (discrimination) টি করিয়া লইও। 'অলিঙ্গ', 'অযোনি' শব্দগুলির পদার্থ ঠিক ঠিক শোধন করিয়া চলিও। তারপর শিবশক্তির (যোনিলিঙ্গের) 'সামরস্য'—(যেটি শৈবাদ্বৈতাগমে লক্ষ্য হইয়াছে)—সেটিতে প্রবিষ্ট হবার নিমিত্ত শক্তি-শক্তিমানের তাদাত্ম্যবোধক 'হৌংসঃ' এই দ্ব্যর্ণ মহাবীজটি জপধ্যান করিও। অলসিত আনন্দের উল্লাস-সমুল্লাস-বিলাস-পরমবিলাসের নিমিত্ত, এবং জ্যোতির সাথে রসকে অভিন্নভাবে আস্বাদের নিমিত্ত, এই জপধ্যানটি একান্ত সমর্থ জানিবে। আবার, 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপধ্যান করতঃ ত্রিপুর (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি) সম্বন্ধি তোমার যে পঞ্চগেহ (পঞ্চকোষাদি), সেটিকে হরণ করিতে যত্ন কর। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো 'হরণ' (minus) আকৃতিতে রহিয়াছে ; অগ্রে সেই হরণের হরণে পূরণ (plus), তৎপরে সেই পূরণেরও হরণে পরম কৈবল্য বা শান্ত শিবাদ্বৈত স্থিতি। শেষকালে, মৃত্যুরও যে মৃত্যু (সাক্ষাৎ নিরুপাধি-অমৃত) সেটিকে প্রাপ্তির নিমিত্ত কি করিবে ? 'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি শ্রৌত মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এবং 'ওঁ জূংসঃ' এই ত্র্যক্ষর বীজও জপধ্যান কর।

লক্ষ্য কর যে পরম লক্ষ্য সর্ব্বস্থলেই এক। তবে, পাঁচটি প্রস্থানভেদ (lines of approach) কারিকাটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমাদ্বৈত, একাদ্বৈত, দ্বয়াদ্বৈত, ত্রিবৃদদ্বৈত বা ত্রয়াদ্বৈত (ত্র্যম্বকং) এবং প্রপঞ্চাদ্বৈত বা পঞ্চাদ্বৈত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রগুণিত প্রকরণম্

॥ অদ্বৈতাদ্বৈত দশকম্ ॥

যদি জ্ঞানে দ্বৈতং তদপি কিমবৈতি ত্রিপুটিতং
যদি জ্ঞানেঽদ্বৈতং কথমহমিদং বা বিমৃশতি।
যদি স্বাদেঽপ্যেবং রসরসভুজৌ কীদৃশরসৌ
যদি দ্বৈতাদ্বৈতং গহনতরতাং যাতি গহনম্ ॥

পৃথগ্ জ্ঞানং কিঞ্চিৎ স্ফুরদিব দিতং ভানমখিলং
যথা বিশ্বে বোধেঽপ্যভিজিদিতি নক্ষত্রচয়নম্।
ঋতে দৃশ্যং দ্রষ্টেতি পৃথগুদয়ং কিং বিষয়কা
প্রমাতুর্ধীর্গীর্বা হ্যনবসরদং ভানমুভয়োঃ ॥

ক্বচিৎ স্বাদং ভোক্ত্রে দদতি কণিকাঃ স্বাদু মধুনো
[দদতি চ পৃষন্তীষ্টমধুনঃ]
যত্তৎ স্মারং স্মারং মনসি মধুচক্রং রচয়তি।
ঋচা ধারা মাধ্বী ক্ষরতি মধুমত্যা ক্বচিদপি
ক্বচিল্লব্ধানন্দী রসমিতি ঘনীভাবগমনম্ ॥

স্বয়ং মন্যে স্বাদী শ্রয়তি ময়ি তৎ স্বাদবিষয়ং
ন চেন্ মন্যে দ্বৈতং রসরসভুজোর্বিগলতি।
বিমৃশ্যৈব দ্বৈতং তদনুভবমাত্রং স্পৃশতি ন
ন বা দ্বৈতাদ্বৈতং কিমপি সহতে স্বাদনিবিড়তা ॥

অনির্বাচ্যখ্যাতি প্রকটয়তি ভানং স্ববিষয়
মসামগ্র্যব্যাপ্তির্ভবতি সুধিয়াং বোত্তমগিরাম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনির্বাচ্যাস্বাদং স্ফুটতমরসাবেদনমপি
ন বা সম্যগ্ যুক্তং সুরসিক রসাস্বাদ ভণিতম্ ॥

অবর্ণেনায়াতি প্রমিতি বিষয়ং কিঞ্চিদপি ন
উবর্ণে নোদেতি ক্রমপরিণতির্ব্যস্তবিষয়া।
মবর্ণেন জ্ঞাতা মনতি বিষয়ং ক্রাম্যদিতর
দধো যাহর্দ্ধা তস্যা মুখরমখিলং মূক উপরি ॥

কবর্ণাদ্ যো ভূমা নিরতিশয় সুখাখণ্ডনিলয়
স্ততো লাদ্ হ্লাদিন্যা রসবিলসনং রাসমভিতঃ।
ইদীর্ঘাদ্রাসাব্জং স্ফুটশতদলং চিত্রাবততৌ
তদিন্দোর্বিন্দোঃ কিং নিপুটিতদলং কোরকমিব (ঘনম্) ॥

অধিষ্ঠানে ব্যক্ত্যৈ সকলজগতাং ব্যঞ্জনমুখে
পরিস্পন্দঃ শান্তে করণকলনায়াগ্নিমনুনা।
সিস্বক্ষেক্ষেবর্ণাদপি শশিকলায়া উপশমো (জনিলয়ো)
যদাদ্যাবীজং তন্ নিবিড় রস রাধাধর জুষঃ ॥

যদি ব্রহ্মামূর্ত্তং শ্রুতিষু পিহিতং রুক্মরজসা
ভবেল্লক্ষ্যং সাক্ষাৎ প্রণবধনুষা বেধরভসাৎ।
কুতো নাদস্ফোটং ধনুষি শৃণুয়া জ্যার্পণমৃতে
কলাং ভিত্ত্বা বিন্দুং কথমপি বিশের্বা পরতরম্ ॥

উদাহনারোপ্যোর্ব্বী মম ধনুষিতে জ্যাং প্রথমতো
ন চেদ্ বিধ্যের্নাদং নদিত গুণ চাপাদণুতমম্।
গুণীভূতো বিন্দু র্ন চ সপদি বিব্যৎসতি কলাং
কলা তুর্য্যা জ্যা চেৎ সকলকলনান্তং কুত ইতঃ ॥৭৮-৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান ও ভান দুয়ে পার্থক্য

যদি বল, জ্ঞান হইতে গেলেই কেহ জ্ঞাতা এবং কোন কিছু তার জ্ঞেয় (Subject and Object)—এইরূপ দ্বৈত নহিলে হয় না ; আর শুধু তাই নয়,—যে জানিতেছে এবং যাহা জানিতেছে, এ দুয়ের কোন এক প্রকার 'সম্বন্ধ' ও আবশ্যক, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই ত্রিপুটীই আবশ্যক ; তা হইলে বলিবে কি—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের পরস্পর ঐ প্রকার সম্বন্ধটি জানিতেছে কে? জ্ঞেয় বিষয়—যথা ঐ ঘট ? তা অবশ্যই বলিবে না। তবে কি বলিবে যে সম্বন্ধ নিজেই নিজেকে জানিতেছে ? কিন্তু তাই বা বলিবে কি প্রকারে? অঙ্কুরোদ্‌গমে আগে বীজ কারণ রূপে বিদ্যমান—এ সম্বন্ধটি যাহা জানিতেছে, সেটি অবশ্য বীজও নয়—কেন না, অঙ্কুরোদ্‌গমে বীজ আর বীজ থাকে না; সেটি অঙ্কুরও নয়—কেন না, তার উদ্‌গমের পূর্ব্বে সে ছিল না ; আবার, সেটি বীজের অঙ্কুরাকারে পরিণামটিও নয়—কেন না ঐ পরিণামও ক্রমে ক্রমে এক অবস্থার বিলয়ে অন্য অবস্থার বিকাশে হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐ চলচ্চিত্রের পর পর সব 'ছবি' প্রকাশ করিবার কোন এক প্রকাশক অবশ্যই আছে, যেটি স্বয়ং 'পূর্ব্ব পর' ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বয়ং পতিত বা অন্তর্ভুক্ত নয়। বীজাঙ্কুরাদির বেলায় যেরূপ, আন্তর ব্যাপার—যেমন 'আমি বীজের অঙ্কুর আগে দেখি নাই, এইবার দেখিতেছি'—সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয়ওটিকেও জানে এবং তার সঙ্গে নিজের 'কারবার'ও সে জানে—এ সমাধানও অচল। লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে—যখন একটা গাছ বা অন্য কিছু জানিতেছ, তখন (অর্থাৎ ঠিক সেই ক্ষণেই) 'আমি জানিতেছি' এ জ্ঞানটি সচরাচর থাকে না। তৎকালে মুখ্যতঃ ঐ জ্ঞেয়বস্তুটিই জ্ঞান। ভাবিতে গেলে ও বলিতে গেলে (in judgment and discourse) অবশ্য 'আমি জ্ঞাতা এবং ঐ বিষয়টি জ্ঞেয়' এই ভাবেই ভাবিতে-কহিতে হয়। না-ভাবিয়া-কহিয়া যে জ্ঞান আর ভাবিয়া-কহিয়া যে জ্ঞান—এ দুই একই জ্ঞান নয়। অথচ, সেই ভাবেই সেটি 'সজীব তথ্য' (living fact)। বলিতে কহিতে গেলে সেটির অবচ্ছেদ প্রতিচ্ছেদাদি (limitation, cross-section) করিতেই হয়। অন্যথা সেটি অব্যবহার্য্য। সেটিকে এই গ্রন্থে (এবং জপসূত্রকারের ইংরাজি Approaches to Truth, Patent Wonder প্রভৃতি গ্রন্থে) 'ভান' এই আখ্যা দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। Approaches to Truth নামক গ্রন্থে সবিশেষ বিশ্লেষণ বিচার করতঃ ইহাকে Fact এই নাম দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই তিনই ঐ ভান চৈতন্যের কুক্ষিগত ('Fact-sections'), এবং ভান চৈতন্যের মধ্যেই ত্রিপুটী রূপে উদ্ভূত ও প্রকাশিত। কাজেই, জ্ঞাতা আপনাকে, আপনার বিষয় ও সম্বন্ধকে প্রকাশ করিতেছে না। ভানই প্রকাশ করিতেছে। 'তদপি কিমবৈতি ত্রিপুটিতম্'—এই প্রশ্নের উত্তর ইহাই।

ভানে প্রকাশ ও বিমর্শ

তবে কি বলিব—ভান হইতেছে শুদ্ধ প্রকাশ বা প্রকাশ মাত্র? তা বলিলে শুদ্ধ প্রকাশে 'অহং' 'ইদং' ইত্যাকার দ্বৈত (polarity) উদিত হয় কিরূপে—এ প্রশ্নের কোন জবাব মিলে না। অতএব প্রকাশের সঙ্গে 'বিমর্শ' না মানিলে 'সজীব তথ্য'কেই অস্বীকার করা হয়। প্রকাশটাই সত্য, কেন না কালত্রয়ে অব্যভিচারী, আর বিমর্শ ব্যভিচারী—কদাচিৎ থাকে কদাচিৎ থাকে না—কাজেই মিথ্যা, এতর্ক বর্ত্তমান স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। 'ভান' (total actual experience) এ দুই-ই সচরাচর আছে। সুষুপ্তি বা তুরীয়ের কথা না হয় আপাততঃ নাই তুলিলাম।

প্রকাশ-বিমর্শের গহন সম্পর্ক

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানে দ্বৈত অথবা জ্ঞানে অদ্বৈত, এ দুয়ের কোন পক্ষ আশ্রয় করতঃ নির্ব্যূঢ় যথার্থ যেটি সেটিকে পাই না। তবে কি বলিবে—দ্বৈতাদ্বৈত? 'ভান' সামগ্রী বা অখণ্ডভাবে এক, কিন্তু তার ভিতরে দুই বা বহু নানাভাবে উদিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে—Synthetic Unity? সাধারণ বিবৃতি হিসাবে কথাটা চলিতে পারে বটে। আসলে, ঐরূপ বলায় যাহা 'গহন' (দুর্ব্বোধ্য), সেটি আরও গহন হইতেছে মাত্র (গহনতরতাং যাতি গহনম্)। শুদ্ধ প্রকাশ এবং অহমিদমাদি বিমর্শের সম্বন্ধটাই একান্ত গহন; ভানে দুই-ই রহিয়াছে বলিলে, তথ্যের বিবৃতি দেওয়া হইল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকাশ-বিমর্শের সম্বন্ধের রূপটা বিন্দুমাত্রও স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত হইল না। বরং, শুদ্ধ প্রকাশ ধারণা করিলেও করা যায়, বিমর্শও বোঝা যায়, কিন্তু দুয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন ভাবে মিলিল, সহগ হইল কি প্রকারে—এ সমস্যা আরও গাঢ় হইল মনে হয়।

পুনশ্চ, এক বা দুই বা অনেক—এসব সংখ্যাবাচক নিরুক্তি অনিরুক্ত ভান-সামগ্রীতে স্বরূপতঃ অনবকাশ (irrelevant)—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কাহাকে এক বা দুই বলিতেছ, এবং কেই বা বলিতেছে—এটি মনে রাখিও। সমগ্র ভানের কোনও 'অংশ' বা আন্তরবৃত্তি (immanent process) দ্বারা সেটিকে সমগ্র এবং সত্য ভাবে ব্যাপ্ত করা যায় না (অর্থাৎ, সেরূপ processএর কোন total অথবা transcendental application সম্ভবপর নয়)। অতএব, দ্বৈত, অদ্বৈত, অথবা দ্বৈতাদ্বৈত—কোনও রূপ নিরুক্তি করিতে গিয়াই ভানচৈতন্যের মাঝে 'হালে পাণি' পাইবে না।

আস্বাদের ব্যাপারেও এইরূপ। যেখানেই আস্বাদন, সেখানেই আস্বাদক-আস্বাদ্য এই দুটি পক্ষ থাকিবেই, অর্থাৎ যুগ্ম বা যুগল এই আকৃতিটি না রহিলে আস্বাদন ব্যাপারটাই সম্ভবে না—এরূপ 'ভাবিতে' এবং 'কহিতে' আমরা একরূপ বাধ্য আছি সন্দেহ নাই। কিন্তু আসলে আস্বাদন এমন এক জিনিষ যার স্বরূপ দ্বৈত, অদ্বৈত কিংবা দ্বৈতাদ্বৈত এ সকল 'সাংখ্য' নির্বচন সহ্য করিতে নারাজ। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে সত্যকার আস্বাদন এবং আস্বাদনের মনন-বিশ্লেষণ এক বস্তু নয়। প্রথমটির বেলা অপরটির 'অনধিকার', দ্বিতীয়টির বেলা প্রথমটি প্রায় 'নিরুদ্দেশ'। রস এবং রসভোক্তা, এ দ্বৈতটি যে রস বা আনন্দের আধারে উদিত হইয়া পরস্পরকে বিষয় এবং আশ্রয় সম্পর্কে নিরীক্ষণ করিতেছে, সে আধার স্বয়ং সম্বন্ধাতীত (রসরসভুজৌ কীদৃশ-রসৌ)। সেটি সম্বন্ধে দ্বৈত, অদ্বৈতাদি কোন পক্ষ আশ্রয় করিয়াই সমাধান হয় না।

ভানের অখিলত্ব। উদাহরণ

এই ভানের অখিলত্ব (অনির্ব্বাচ্য অখণ্ডত্ব) বিশেষ ভাবে চিন্তা কর। ধর, রাত্রিকালে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উজ্জ্বল অভিজিৎ নক্ষত্রটি দেখিতেছ। এস্থলে, ঐ নক্ষত্রটি তোমার বিশেষ অভিনিবেশ বা মনঃসংযোগের বিষয় বটে (focal object of visual perception), কিন্তু বস্তুতঃ উহাই কি তোমার সমগ্র দৃষ্টিপট ? অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধে যেরূপ হইয়াছিল, তোমার আমার সচরাচর সেরূপ হয় না। একটা বড় ছবিই মনের ক্যামারাতে ওঠে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে যেখানটায় তাগিদ অথবা গরজ সেইখানটাতেই মনঃসংযোগ করি (অভিজিদিতিনক্ষত্রচয়ন)। বাকিটা থেকেও না থাকার মত হয়। ভাবি ঐ উজ্জ্বল তারাটাই দেখিতেছি, বলিও তাই। আচ্ছা, তৎকালে তোমার সমগ্র অনুভূতি জগৎটা (total universe of experience) কি আকাশে ঐ বড় ছবিখানা, যার ভিতর অভিজিৎ তারাকে বাছিয়া আপন জ্ঞানের বিশেষ বিষয় ভাবিতেছ ও কহিতেছ? না, তাও নয়। অনেক বাহ্য (শব্দস্পর্শাদি) এবং আন্তর (বেদনা কল্পনাদি) অনুভবও তার সঙ্গে জড়িত আছে; এগুলো অবশ্য অভিনিবেশের কেন্দ্র হইতে তফাৎ যেন এক ছায়ালোকে সরিয়া আছে, অথচ সমগ্র অনুভবের বাহিরে নয়। কাজেই, অখিল (অখণ্ড) ভান যেন আপনাকে টুকরা করিয়া (দিতমিব) এটা-ওটা পৃথক বস্তুরূপে প্রমিতি বিষয় করিয়া থাকে। ভানচৈতন্যে 'এটি দৃশ্য, এটি দ্রষ্টা' এভাবে পৃথক উদয়টি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও বাক্যের ভাবার এবং বলার অবকাশ মিলিয়া থাকে; পৃথক উদয়টি না ঘটিলে বুদ্ধি ও বাকের কোন বিষয় আর থাকে না (Fact-review and report সম্ভবে না)। কিং বিষয়কা প্রমাতুর্ধীর্গীর্বা? ভান অখণ্ড, সমগ্র-ভাবে বুদ্ধি অথবা বাক্ এ দুয়ের কাহারও ব্যাপারের অবসর অবশ্যই দেয় না। হ্যনবসরদং ভানমুভয়োঃ। অথচ, ভানের 'কুক্ষি'তেই যাবতীয় ব্যাপার ঘটিতেছে।

আস্বাদে বা ভোগে আশ্রয় ও বিষয় সম্বন্ধ কিভাবে থাকে?

ভাবে অবগাহন

যদি মনে ভাবি অথবা কল্পনা করি যে আমি নিজে আস্বাদক (মন্যে স্বয়ং স্বাদী—enjoyer), তবে অবশ্য এও ভাবিতে হয় যে আমাকে অথবা আমার অনুভবকে আশ্রয় করিয়া ঐ স্বাদের বস্তু বা বিষয়টী রহিয়াছে (শ্রয়তি ময়ি তৎ স্বাদবিষয়ম্—এস্থলে বিশেষ করিয়া আধারবিবক্ষা, কাজেই কর্ম্ম না হইয়া 'ময়ি' এ সপ্তমী বিভক্তি হইতেছে)। কিন্তু যদি নিজেকে স্বাদী না 'ভাবিয়াই' অর্থাৎ উক্ত কল্পনা দ্বারা অনুপহিত ভাবেই কেবল আস্বাদন করি, তা হইলে (সেরূপ নিরুপাধি আস্বাদন মাত্রে) রস এবং রসভোক্তার যে দ্বৈত (duality) সেটি বিগলিত হইয়া, সুতরাং অনুদিত হইয়া থাকে। কাজেই, আস্বাদেরও 'কল্পনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত' এবং 'কল্পনারহিত' দ্বিবিধ ভাব আছে; তন্মধ্যে দ্বিতীয়টিই মৌলিক (Basic)। প্রথমটি, অর্থাৎ আশ্রয়-বিষয় সম্বন্ধ কল্পনা সহকারে যে আস্বাদন, সেটি প্রকৃত আস্বাদন নয়, আস্বাদনের review—আলোচন। আস্বাদন ও আস্বাদনের আলোচনকে না গুলাইয়া ফেলা উচিত। আলোচনেরও অবশ্য এক নিজস্ব 'ঋত' আছে—অর্থাৎ আলোচন হইতে গেলে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট আকার-প্রকারেই হইয়া থাকে। দ্বৈত বা ত্রিপুটী ঐ প্রকারের আলোচন-ভঙ্গী। ভঙ্গীটি আস্বাদন স্বরূপে থাকিবে এমন কোন কথা নেই। এই জন্য বলা হইতেছে যে—'বিমৃশ্যৈব দ্বৈতং তদনুভববিষয়ং স্পৃশতি ন'। সুতরাং বিমৃশ্যাস্বাদন এবং অবিমৃশ্যাস্বাদন—এই ভেদটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। অবিমৃশ্যকারিতায় কর্ম্ম পণ্ড হইতে পারে; কিন্তু আস্বাদনে 'অবিমৃশ্য' ভাব যাবৎ এবং যে মাত্রায় থাকে, আস্বাদনের গাঢ়তা ও সজীবতা সেই সেই অনুযায়ী বজায় থাকে। আস্বাদন এবং আলোচন (enjoyment and review of enjoyment) এর পরস্পর অনুপাতটি বিপ্রতীপ (inverse ratio)। তাই বলিয়া আলোচন অনাবশ্যক নয়। সাক্ষাদ্ ভাবে এবং সমকালে না হইলেও, পরোক্ষভাবে এবং পরে, ইহা দ্বারা আস্বাদনের শুদ্ধি এবং পুষ্টি দুই-ই হইতে পারে। স্বয়ং আস্বাদনটি মুখর না হইয়া 'মূক' হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেটিকে 'মূঢ়' হইয়া থাকিতে নেই। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, জ্যোতিঃ জ্যোতিঃই নয় যতক্ষণ সেটি=রস নয়, এবং রস রসও নয়, যতক্ষণ সেটি=জ্যোতিঃ নয়। 'জ্যোতীরস'—এই পরমাব্যক্তে দুইকে দুই-ও বলা যায় না, এক-ও বলা যায় না বটে, অর্থাৎ সেখানে কোন 'সংখ্যান' চলে না বটে, তবে, আমাদের অনুভবে ও পরিচয়ে আলোর ধারা আর পুলকের ধারা পাশাপাশি রহিয়াও যেন মিশিতে চায় না। একটায় 'অবগাহন' ও 'নিমজ্জন' কালে অপরটা থেকে যেন কথঞ্চিৎ আপনাকে গুটাইয়া লইতে হয়। তথাপি তাদের চরম ও পরিপূর্ণ মিলন ঘটিতে গেলে, একের দ্বারা অপরের অনুকূল সহযোগটি করিয়া যাইতে হয়; পুলককে আলোকেই পালন-পোষণ করিতে হয়, আবার আলোককেও পুলকের মধু পরশ-শিহরণাদি দ্বারা সজীব ও সরস করিয়া লইতে হয়। আলোকের ঋতচ্ছন্দঃ এবং পুলকের মধুচ্ছন্দঃ—এদুয়ে মিশিয়া তবে না পরিপূর্ণ সত্যচ্ছন্দঃ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড, সমগ্র অনুভূতি (ভান)—এর অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি

ভান, অথবা আমাদের অখণ্ড, সমগ্র অনুভূতি তার আপন অশেষ বিষয় প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু সেটি নিজে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি। অর্থাৎ সেটির নিজের সম্বন্ধে বুদ্ধি ও বাকের কোনরূপ ব্যবহার চলেনা; সেটির সমগ্রত্বও অবগুন্ঠিত করিয়া তার অংশ বিশেষই আমাদের দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সে তার সবখানি আমাদের কিছুতেই দেখিতে দিবে না। এ দেখা মানে অবশ্য বুদ্ধি দ্বারা অবলোকন এবং বাকের দ্বারা আলোচন। শুধু আবার তাই নয়, ভানের মধ্যে যে অংশবিশেষটিকে আমরা দেখিলাম মনে করিতেছি, সেটিও তার সব খানি আমাদের দেখাইতে নারাজ। একটি ছোট ঘাসের ফুল অথবা একটি শিশিরের কণা নিজেকে বিশেষভাবে আমাদের দেখাইতেছে বটে কিন্তু সে কতটুকু? সেটিকে ভাল করিয়া দেখিবে এই সঙ্কল্প করিলে সে দেখার ত কোনও দিনও অন্ত মিলে না! না মেলারই কথা, কেননা এই ক্ষুদ্র পুষ্পকলি অথবা শিশিরকণা এই সমগ্র বিশ্বরূপ মহা বিস্ময়েরই এক ঘনীভূত বামন রূপ। যিনি ক্রান্তদর্শী ঋষি তাঁকে প্রাচীনরা বলিতেন কবি। এই কবির দৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র পুষ্প অথবা শিশিরবিন্দু এক সীমাহীন প্রেক্ষাগৃহ, যাঁর দ্বার অতি সংকীর্ণ এবং নগণ্য বটে, কিন্তু যাঁর অভ্যন্তরে এই বিশ্বের নিখিল রহস্যই 'দহর-মানে' নিপুটিত রহিয়াছে। সুতরাং কি সমগ্র অনুভূতি জগৎ অথবা তার মাঝে কোন একটি ক্ষুদ্র দৃষ্ট বস্তু—কাহারও সম্বন্ধে পূরা বিবৃতি দেওয়া অসম্ভব। এর সমন্ধে মহাসুধী ব্যক্তিরও শ্রেষ্ঠ বাণী কুণ্ঠিত ও অপারগ বুঝিতে হইবে (অসামগ্র্য ব্যাপ্তির্ভবতি সুধিয়াং বোত্তমগিরাম্)। কেবল জ্ঞানের বেলাতে নয়, আস্বাদনের বেলাতেও এইরূপ। আস্বাদন স্বরূপে অনির্ব্বাচ্য। সুতরাং যে স্থলে আমাদের পরিস্ফুটতম রসের আবেদনটি হইল মনে করিতেছি সে স্থলে সে রসের সমগ্র এবং সজীব অনুভূতি অথবা আস্বাদটি মননের ও কথনের বাহিরে। এই জন্য কোন মহাশিল্পীই তাঁর রসের আবেদন, নিবেদন দ্বারা সেটিকে সম্পূর্ণ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। যতটা তিনি বলিতে পারেন তাহা দ্বারা আস্বাদনের যে চমৎকারিতা ও অপূর্ব্বতা তার যেন আসলটাই অবলা রহিয়া যায়! (ন বা সম্যগ্ যুক্তং সুরসিকরসাস্বাদভণিতম্)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের বিশ্লেষণ কেন আবশ্যক এবং কিরূপে সম্ভব?

জ্ঞান অথবা অখণ্ড সমগ্র অনুভূতি বিশ্লেষণের যোগ্য নয় বটে, তথাপি বুদ্ধি এবং বাক্যের ব্যবহারের খাতিরে এটির বিশ্লেষণ আমাদের করিতেই হয়। বিশ্লেষণ মানে সমগ্রের উপেক্ষা পূর্ব্বক অংশতো গ্রহণ—acceptance of a given feature by ignorance of the whole—এ ব্যাপারে অবশ্য পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যেমন রাত্রিকালে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছি—ঐ অভিজিৎ নক্ষত্র। এ স্থলে সমগ্র অখণ্ড জ্ঞানে আমার তৎকালে মনোযোগ নাই, মনোযোগ দিলে বুঝিতাম যে সেটি ধারণার অথবা কহিবার যে গণ্ডী তাহার ভিতরে আসিতে নারাজ। কাজেই আমার ব্যবহার চালাইবার গরজে সেটি উপেক্ষিত হইয়াই থাকে। যেটিতে বিশেষ ভাবে মনঃসংযোগ ঘটে, যেমন ঐ অভিজিৎ নক্ষত্রে, সেইটিকেই আমি আমার জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই মানিয়া লই। কিন্তু জ্ঞান অবশ্য ঐ একটা বস্তুতেই চুপ করিয়া থাকেনা; সে একটা থেকে অপর আর একটায় চলিয়া যায়। যেমন অভিজিতের পর দেখিতেছি ধ্রুবতারা, সুতরাং অনুভবের ক্রমপরিণতি অথবা (series or stream) রূপটি অবশ্যই দেখা দিয়া থাকে।—কিন্তু এই ক্রম বা ধারাটিকে জানিতেছে কে? ক্রম বা ধারা অবশ্য নিজেই নিজেকে সে ভাবে জানিতে অপারগ।—সেটিকে জানার জন্য এমন কেহ উপস্থিত থাকা আবশ্যক যে স্বয়ং ধারার সঙ্গে সঙ্গে গড়াইয়া যায় না, কিন্তু স্বতন্ত্র রহিয়া সাক্ষিরূপে ধারার পূর্ব্বাপর সকল অবস্থাই দেখিতে পারে এবং সে গুলিকে দেশ, কাল, কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধে আবশ্যক মত জুড়িয়া গাঁথিয়া লইতে পারে।

প্রণব সহকারে পরীক্ষা। অনুভূতি মাত্রেই প্রণবের স্থান

এইবার এই ভূমিকার উপরে প্রণব বা ওঁকারের অকারাদি মাত্রাগুলিকে ভাবনা কর। আমরা দেখিয়াছি যে ওঁকার স্বয়ং ব্রহ্মেরই বাচক অর্থাৎ বাক্‌রূপ। সুতরাং ব্রহ্ম যেরূপ তাঁর সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁর বাক্‌রূপ প্রণবও তদ্রূপ। একটা বীজের অভ্যন্তরে প্রণবের মাত্রা সমূহ যে কি ভাবে বিদ্যমান এবং ক্রিয়াশীল তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে ভাবিয়া দেখ যে আমাদের প্রতিটি অনুভবে বা জ্ঞানে প্রণব কি ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন। প্রণবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদ্য মাত্রা অকার 'অয়ং' বা এইরূপে যে কোনও বিষয়কে আমাদের সমগ্র অনুভূতির বা জ্ঞানের আধারপটে যেন চিহ্নিত করিয়া ধরে। অর্থাৎ অকার যেন বলে—ঐ যে আকাশে অভিজিৎ নক্ষত্রটি, সেটিকেই কি তুমি দেখিলে? সুতরাং অকারের কাজ হইল অখণ্ডের মাঝে কোনও এক বিশেষ খণ্ডে বা অংশে আমাদের মনঃসংযোগ সংঘটন। সুতরাং এটির অভাবে আমাদের অনুভূতি বা জ্ঞানে কোনও বিষয়বিশেষে উদয়ের সম্ভব হয় না। তারপর উকার। অনুভবে যে ক্রমপরিণতি বা ধারার কথা আগে বলা হইল সেটির মূলে রহিয়াছে প্রণবের এই মধ্যমাত্রা উ বর্ণ। এটি না থাকিলে বিশ্বচিত্রে গতি বা ক্রম বলিয়া কোন অবস্থা সম্ভাবিত হইত না। 'অ' এবং 'উ' এই দুইটি স্বর উচ্চারণ করতঃ এই দুই মৌলিক ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা কর। অকার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ কোন কিছু দেখাইয়া দেয়; বলে 'অয়ম্' ঐ যে। উকারের বৃত্তি গতিরূপা—এটি ইহা হইতে উহাতে আমাদের লইয়া যাইতে নিয়ত উন্মুখ। তারপর, প্রণবের তৃতীয় মাত্রা 'ম' কার। সেটি কি করে? আগে যে ক্রম বা ধারার জ্ঞানের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র সাক্ষী আমিকে মানিতে হইয়াছে, ম কার সেই আমির স্থলাভিষিক্ত এবং তার কর্ম্মটি করিয়া থাকে। এই খানেই কি শেষ? তা তো নয়।—মকারের পর নাদবিন্দু বা অর্দ্ধমাত্রা—যিনি শাস্ত্রের ভাষায় 'অনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ'। তিনি সচরাচর আমাদের উচ্চারণের গণ্ডীতে আসিতে নারাজ, কিন্তু তিনি ত আছেনই এবং যোগনিদ্রারূপিণী অর্দ্ধ মাত্রাকে প্রসন্ন না করা পর্য্যন্ত প্রণবাদি কোন জপই পূর্ণ এবং সমর্থ হয় না। এই অর্দ্ধ-মাত্রাকে আমরা একাধিক স্থলে 'সেতু' রূপে কল্পনা করিয়াছি। সেতু বলিতে এপার এবং ওপারের কথা আসিয়া থাকে। এখন, অর্দ্ধমাত্রা রূপ যে সেতু তার এপার যে অনুভূতির জগৎ, সেটি মুখর জগৎ, কিন্তু ওপারে যে তত্ত্বটি রহিয়াছে সেটি একান্ত ভাবেই মূক—'দধো যাহর্দ্ধা তস্যা মুখর মখিলং মূক উপরি'।

ক্লীঁ বীজ লইয়া পূর্ব্বানুরূপ পরীক্ষা

আমাদের অনুভব মাত্রে প্রণবের মাত্রাগুলি যে কি ভাবে প্রবিষ্ট এবং ক্রিয়াশীল, সেটি আমরা পূর্ব্বের কারিকায় দেখিলাম। এইবার ক্লীঁ এই বীজটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ। এ বীজে যেটি আদ্য অক্ষর 'ক' সেটি কি সূচনা করে? শ্রুতি বলিয়াছেন "কং ব্রহ্ম"। 'ক' এই বর্ণের দ্বারা নিরতিশয় সুখের অনন্তনিলয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ যে ভূমা—যেটিকে শ্রুতি 'রস' বলিয়াছেন—সেইটি লক্ষিত হয়। অর্থাৎ অগাধ অপরিসীম আনন্দের আধারভূমি (Background) যাহার উপর এই বিশ্ব এবং বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিটি রেণু উদিত হইতেছে, বিকশিত হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই আনন্দরূপ যে মহাকাশ তার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতস্মাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি"···ইত্যাদি। কিন্তু ভূত সকলের জন্ম, স্থিতি এবং লয়ের আধারস্বরূপ এই ভূমানন্দ মহাকাশের মতই শান্ত, স্পন্দহীন। 'ক' এই বর্ণের দ্বারা এবম্বিধ আনন্দাকাশই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আনন্দ এইভাবে স্পন্দহীন অথবা নিস্তরঙ্গভাবে থাকিলে তাতে কোনরূপ লীলা অথবা বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা হইবে কিরূপে? সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থ আনন্দের 'মাত্রা' আপন অন্ত:তম স্থলে পাইয়াই তার বিচিত্র বিকাশ ও পরিণতির চিত্রটি দেখাইতেছে। অর্থাৎ তার বিচিত্র বিকাশ-পরিণতির মূলে রহিয়াছে রস এবং রসৈষণা। জীবে আসিয়া এই রসৈষণা আত্মসংবিৎ লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু একটা ধূলিরেণুর নিগূঢ় অন্তঃস্থলেও ঐ একই আবেগ বিদ্যমান্। বিশ্বে কোথাও এতটুকু স্পন্দন সম্ভব হইত না যদি না তাহার পশ্চাতে ঐ নিগূঢ় আবেগটি রহিত! এই মৌলিক সত্যটি বুঝাইতে গিয়াই না শ্রুতি বলিয়াছেন—"কোহ্যেণ্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ"···ইত্যাদি। অর্থাৎ আনন্দরূপ এক মহাকাশের পটভূমিকা রহিয়াছে বলিয়াই তাহার উপর বিশ্বের জীবনের যত চঞ্চলতা ও মুখরতা! এখন প্রশ্ন জাগে—যেটি স্বরূপে অমাত্র সুতরাং স্পন্দহীন, তাতে এত অশেষ মাত্রা এবং স্পন্দের বৈচিত্র্য উত্থিত হয় কি প্রকারে? এ প্রশ্নের অবশ্য কোন উত্তর নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতেছি যে এই অশেষ বৈচিত্র্য উদিত হইয়াছে। কাজেই আনন্দকে কেবল মাত্র একটা নির্ব্যূঢ় তত্ত্ব (Absolute Reality) রূপে দেখিলেই চলিতেছে কৈ? সেটিকে বিচিত্র লীলাসামর্থ্য বা শক্তিরূপেও অবশ্যই আমাকে পাইতে হয়। আনন্দ বা রসবস্তুকে এইভাবে শক্তিরূপে পাইলেই তবে না লীলাবৈচিত্র্যের উপপত্তি হইতে পারে। আনন্দের এবম্বিধ শক্তির রূপকে বলে হ্লাদিনী। ক্লীঁ এই বীজের যে 'ল'কার রহিয়াছে তদ্দ্বারা এই হ্লাদিনী সূচিত হইয়া থাকে। আগে এটিকে 'আসঙ্গ' অথবা 'কাম' বীজরূপে পাইয়াছি। দেখিলাম যে আনন্দ বস্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত হ্লাদিনী শক্তিরূপটি ধারণ না করিতেছে ততক্ষণ লীলা বলিয়া কোন কিছুর সম্ভাবনা হয় না। লীলা বলিতে কি বুঝিব? শুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একরস যে বস্তু সেটি যেন কখনও আপনাকে আড়াল করিতেছে, কখনও বা নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে। রসবস্তুর নিজেকে লইয়া এই লুকাচুরি আবার অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপায়িত করিতেছে। তাতে কত না বিচিত্র সুর, কত না অপরূপ ছন্দ! পূর্ব্বে আনন্দের এই লীলায়িত ভাবটিকে ঐঁ এবং শ্রীঁ বীজরূপেও দেখিয়াছি। এরূপ লুকাচুরি খেলার ফলে স্বলসিত আনন্দের কোথাও বা অলসিতরূপ, কোথাও বা আবার বিলসিত রূপ, আবার কোনও কোনও স্থলে উল্লসিত রূপ। এর মধ্যে রস যখন নিজেকে বিলসিত করিয়া দেখায় তখন রসের সেই বিলাসরূপকে বলা যায় রাস (রসবিলসনং রাসমভিতঃ)

ক্লীঁ বীজের অবয়ব 'ঈ' কিসের সূচনা করে?

এইবার ক্লীঁ এই বীজের 'ঈ' কার। এটি কিসের সূচনা করে? রসবিলসনের ফলে যে রাস বিকশিত হয় সেটিকে যেন আমরা একটা শতদল কমলের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। কমল যখন ফোটে তখন সে তো একবারেই তার সকল পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দেয় না। রসবিলসনের ফলে যে রাসকমল উদিত হইল সেটি যে অনির্ব্বচনীয় রসের প্রেরণায় আপন মুদিত শতদল একের পর এক করিয়া মেলিয়া দিতে থাকে, সেই মূল প্রেরণাটি ক্লীঁ এই বীজে 'ঈ'কার দ্বারা লক্ষিত হইতেছে (ইদীর্ঘাদ্রাসাঙ্গং স্ফুটশতদলং চিত্রবিততৌ)। তারপর শেষকালে যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি কি বলে? রসবস্তু নিজেকে বিলসিত রাস রূপে আস্বাদকরতঃ একটা পরম নিবিড়তার ভূমিতে যখন গিয়া পৌঁছায়, তখন তার নিখিল চঞ্চল মুখরতা সব যেন শান্ত হইয়া যায়, এবং পরমাশ্চর্য্য এক মহামৌনে নৃত্যপর নিখিল সুরছন্দের বিশ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। তখন কমলের প্রস্ফুটিত শতদল আপনার মধ্যেই গুটাইয়া আসে। রসাস্বাদন মাত্রেরই এই নিরতিশয় ভূমি। এর আগে আর কিছু কহিবার নাই [তদিন্দোর্বিন্দোঃ কিং নিপুটিতদলং কোরকমিব (ঘনম্)]।

ঐ বীজটির প্রকারান্তরে ধ্যান। রসবস্তু ও রাসবস্তুকে অন্য দৃষ্টিতে দর্শন। ক্রীঁ বীজ

এইবার ক্লীঁ বীজটিকে প্রকারান্তরে ধ্যান কর। পূর্ব্বের কারিকায় সৎ চিৎ রসবস্তুর যেটি রসস্বরূপ আত্মা, সেটিকে আমরা রাসরূপে বিলসিত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলাম। সেখানে বীজের যেটি 'ল'কার সেটি হ্লাদিনী রূপা যে লীলাশক্তি—যেটিকে বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সার বলিয়া থাকেন—তারই অক্ষর-তনু। এইবার 'ল'কার স্থলে 'র'কার লইয়া দেখা যাক সেটি কিসের সূচনা করে। এই বিশ্বটাকে মহাশক্তির বিলাসরূপে দেখিতেছি। আপনার যেটি কেন্দ্র সেদিকে দৃষ্টি ফিরালেই বুঝিতে পারা যায় যে এই মহাশক্তি কদাপি জড় অন্ধশক্তি হইতে পারে না। এ শক্তির স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় বাহিরে কোথাও ঠিক ঠিক মিলিবার নয়। সেটি মিলাইতে হয় আপন সত্তার কেন্দ্রস্থলেই। সেই কেন্দ্রস্থলেই দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে সত্তার একটা শান্ত নিস্তরঙ্গ ভূমি বা আধার রহিয়াছে যার উপরে শক্তির সকল খেলাই বিচিত্র ভাবেই চলিতেছে। সেই শান্ত, ক্ষোভ ও বিকারহীন আধারটিকে বলা যায় অধিষ্ঠান। এ অধিষ্ঠানের নিজের কোন ভাষা নাই, সুতরাং কোন অক্ষর বা বর্ণের দ্বারা এটির নিরূপণ হয় না। কিন্তু এই মহামৌন প্রতিষ্ঠানে যখন অভিব্যক্তির আবেগটি কোন অতর্কিত ভাবে সমুদিত হয়, তখন সেটিকে সূচনা করার নিমিত্ত কোন্ বর্ণ সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাচিত হইবে? অর্থাৎ কোন্ বর্ণ সেই মূল ভাষাহীনকে ভাষা দিতে সর্ব্বপ্রথমই আগাইয়া আসিবে? সে বর্ণটি অবশ্য হইতেছে সকল ব্যঞ্জনের মুখে বা আদিতে রহিয়াছে সেই 'ক' বর্ণ (অধিষ্ঠানে ব্যক্তে সকল জগতাং ব্যঞ্জনমুখে)। 'ক' বর্ণ নিস্পন্দ নিস্তরঙ্গ অধিষ্ঠানে আদিম পরিস্পন্দ বা তরঙ্গোত্থানের সূচনাটি করিল। যেটি অধিষ্ঠান মাত্র ছিল সেটি আপনাকে শক্তি ও শক্তিমান্ এই মিথুনরূপে দেখিল। যে মূল অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে এই জগতের মাতৃত্বের কোন কল্পনা করা সম্ভবপর হইত না, এইবার সেই মূল তত্ত্ব আপনাকে জগন্মাতা আদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশিত করিলেন। 'ক' বর্ণের দ্বারা এই পরম বিস্ময়টি ধ্বনিত হইতেছে। এইবার জগতের যিনি আদিমাতা তাঁকে এই জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের নিমিত্ত কারণ ও উপকরণ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যেটি জগতের আদি "কারণ" সেটি নিজেকে "করণ" রূপে অভিব্যক্ত করিবে। যিনি 'মাতা' তিনি হইবেন 'মাত্রা' (মাতৃ শব্দের প্রথমার একবচনে মাতা, তৃতীয়ার একবচনে মাত্রা এটিও প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য কর)। 'মাত্রা' বলিতে কি বুঝিব? যদ্দ্বারা সকল কিছুর মান বা মাপ নিরূপিত হয় তাকে বলে 'মাত্রা'—Measure principle. কাজেই জগতের সত্তার ও শক্তির সম্বন্ধে যেটি Matrix, সেটি আপনাকে Measure রূপে evolve করিয়া লইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মৌলিক ব্যাপারটি যে বর্ণের দ্বারা সূচিত হয় সেটি হইল 'র' বর্ণ (করণ-কলনায়াগ্নিমন্থনা)।

মাতা ও মাত্রা

মাতা তো 'র'কারকে আশ্রয় করিয়া মাত্রা হইলেন। কিন্তু এই বিশ্বের অভিব্যক্তি ব্যাপারে অপর কিছুরও প্রয়োজন আছে। সে অপর বস্তুটি কি? শুধুই কি সৃষ্টির ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা? শুধু তাই নয়। শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের ঈক্ষণের কথা বলিয়াছেন, সেই ঈক্ষণের আবশ্যক হয়। যেমন আমি কর্ত্তারূপে কোনও একটি কর্ম্ম করিব। তন্নিমিত্ত উপযোগী উপাদান ও করণ (instrument) আমার জুটিয়াছে। কিন্তু তাতেই কি কর্ম্মটি সম্পন্ন হইয়া গেল? ঈক্ষণ শব্দে যে 'ঈ'কার রহিয়াছে সেটি এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির সূচনা করে। এই ঈকারকে আশ্রয় করতঃ যিনি জগতের মাতা তিনি মাহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী এই চতুর্ব্যূহ রূপটি পরিগ্রহ করেন। এক মূল ঈক্ষণেরই এই চারিটি ভাব। তারপরে চন্দ্র বিন্দু। এটি কি সূচনা করিতেছে? বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত এই বিশ্বের বিস্তার ও সঙ্কোচ এ দুইটি ঐ চন্দ্রবিন্দু দ্বারা লক্ষিত হইতেছে। একদিকে বিশ্বের আপন পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রগতি, অন্য দিকে ইহার আবার একান্ত সঙ্কোচ বা ঘনীভাবের দিকে প্রবণতা। বীজ কেবলই বলিতেছে—আমাকে অঙ্কুরাদি ক্রমে পরিপূর্ণ পাদপটি হইতে দাও। পাদপ আবার বলিতেছে—আমার মুকুলমঞ্জরী ফুটিতে দাও, যাতে আমি পুষ্পিত এবং ফলবন্ত হইয়া নিজেকে আবার নব সৃষ্টির বীজরূপে দেখিব। বিকাশের ও সঙ্কোচের এই অপূর্ব্ব পালাভিনয়টি আমরা পাই চন্দ্রবিন্দু এই অবয়বে। কাজেই ক্রীঁ এই বীজমন্ত্র হইতেছে কার বীজমন্ত্র? যিনি জগতের মূল অধিষ্ঠান হইয়াও আবার আপনাকে জগজ্জননীরূপে অভিব্যক্ত করেন, যিনি আবার জগতের মাতা হইয়াও নিখিল মাত্রারূপে আপনাকে প্রপঞ্চিত করেন এবং সেই মাত্রার সাহায্যে বিশ্বটিকে বিচিত্র বিবিধ রূপে ঈক্ষণ করেন, এবং যিনি আবার অণু কি বিরাট সকল কিছুকেই আপন পরিপূর্ণ বিকাশ এবং নিগূঢ় সংগোপনের মাঝে লীলায়িত করেন—সেই আদ্যাশক্তিরই বীজ হইতেছে ক্রীঁ। কাজেই আদ্যাশক্তির যেটি বীজ সেটি নিবিড় রসঘন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বীজ হইতে ভিন্ন নয়, পরন্তু অভিন্ন (যদাদ্যাবীজং তন্ নিবিড় রস রাধাধর-জুষঃ)॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ক' এই ব্যঞ্জন-প্রমুখের দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা।
রাস দৃষ্টি ও ভাসদৃষ্টি

(নিবিড় রসমাধুরীর পরিসীমাস্থল যে শ্রীরাধার অধরপুট, সেটিকে ভজনা করেন যে 'রসিকেন্দ্র চূড়ামণি' তাঁর যেটি বীজ, তাহা হইতে বর্ত্তমান কারিকায় 'উদ্ধৃত' আদ্যাবীজটি অভিন্নভাবেই ভাবনা করিবে। অভেদের যেটি তাৎপর্য্য তাতেও ধ্যান দিও। নিরতিশয়াখণ্ড সুখবস্তুও 'ক' এই অক্ষর বাচ্য, আবার শুদ্ধ, শান্ত অধিষ্ঠানের যে স্বব্যঞ্জনমুখীনতা ('আবীরূপ')—শক্তি-শক্তিমান্ রূপে, সেটিও 'ক' অক্ষরের দ্বারা সূচিত। এর দ্বারা মূলে কি সূচিত হইল? ঐ অধিষ্ঠান কেবল যে সৎ ও চিৎ স্বরূপ এমন নয়, উহা আনন্দস্বরূপ; আনন্দই উহার 'হৃৎ', 'আত্মা'। কাজেই ঐ আবীরূপটি, ব্যঞ্জনমুখীনতাটি আনন্দেরই স্বভাব, আনন্দের স্বতন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব। অর্থাৎ, অধিষ্ঠানে বা মূলে রস না রহিলে ব্যঞ্জনরূপতাই কুত্রাপি সম্ভব হইত না। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি'। তৎপরে ধ্যান লাগাইয়া 'ল' কার (হ্লাদিনী = মাধুর্য্য) এবং 'র' কার (ভাস্বতী = ঐশ্বর্য্য)—এ দুয়ের মূলতঃ অভেদটি চিনিয়া লও (অর্থাৎ, মধুর মধু যে বস্তু প্রাণের প্রাণও সেই বস্তু)। রসই এদিকে 'স্বীয় রাস' রূপে আপনাকে বিলসন করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে, নিজেকে 'স্বরাট্' রূপেও স্বে মহিম্নি প্রকটন করিয়াছেন। পুনশ্চ, দীর্ঘ 'ঈ' বর্ণকেও লীলা ও ঈক্ষা এই দুই দৃষ্টিতেই সমীকরণ কর; এবং 'চন্দ্রবিন্দু'কে পূর্ব্বোক্তরূপে রসের আপন পরিপূর্ণতার মাঝে স্বীয় নিবিড় নিমীলন, এবং আদ্যাশক্তির আপন অশেষ বৈষম্য সমতার মধ্যে আত্মবিশ্রান্তি (জনিলয় ও উপশম)—এই দুই ভাবে দেখিয়া লও। সমগ্র বিশ্বের মূলে যে রস, যে শক্তি তাদের ঐ ভাবে সমীকরণ ত করিবেই; অপিচ, বিশ্বান্তর্গত প্রতিটি বস্তু, বিশেষ করিয়া আপন সত্তাকে সাধ্য করিয়া এই ক্লীঁ ও ক্রীঁ বীজের সমীকরণটি সাধন করিতে থাক। বহির্বিজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞান এ দুয়ের সমন্বয় ঐ সমীকরণ দ্বারাই সম্ভাবিত হইবে, অন্যথা নয়। এই বীজদ্বয়ের সমীকরণ করিয়াই মহাসমন্বয়ি ছন্দঃ মিলিবে এবং সেটি পরম সমন্বয়িতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য অন্য বীজের প্রয়োজনীয়তা

আচ্ছা, রসদৃষ্টি এবং বিজ্ঞানদৃষ্টি না হয় ঐ বীজদ্বয়ের সাহায্যে মিলাইলাম। কিন্তু, প্রণব থাকিতে অন্য অন্য বীজের কি প্রয়োজন হইল? এই কারিকায় তাহা আলোচিত হইতেছে—'যদি ব্রহ্মামূর্ত্তং' ইত্যাদি। বিশ্বানুভূতির বা ভানের অধিষ্ঠান যে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম, সেটি তো শ্রুতিসমূহে পরমাব্যক্ত ভাবেই (অনিরুক্ত, অলক্ষণ ইত্যাকারেই) শ্রুত হইয়াছেন বটে অথচ সেই আত্মপ্রত্যয়ৈকসার তত্ত্বটিকে সর্ব্বথা ঢাকিয়াও (পিহিতং) অরুণের কনক কিরণ বিকিরণের মতো (রুক্মরজসা) খুলিয়াও বলিতে চাহিয়াছেন (সত্যং শিবং সুন্দরং ইত্যাদি সূচকের দ্বারা)। যে পরম জ্যোতীরসে কোন বর্ণাদি পরিব্যক্ত নয়, সেটিকে যেন 'হিরণ্যবর্ণ' বা 'রুক্মবর্ণ' করিয়া, মধুর ভাস্বর করিয়া দেখাইয়াছেন। এটি অবশ্য অস্মদাদির কল্পনার তুলিকায় রঙ্গশিল্পন নয়। অধিষ্ঠানে যে পরমাব্যক্ত, সেটি স্বয়ংই উক্তরূপ রুক্মবর্ণ (ভাস্বর-সুন্দর) হইয়াছেন। ক্লীঁ এবং ক্রীঁ এই বীজদ্বয়ের বিশ্লেষণে আমরা সেইরূপেই সেটিকে পাইয়াছি। 'রুক্মরজসা' পদের রহস্য ব্যঞ্জনাও আছে। সেটি পরে আলোচিত হইবে। এখন, অমূর্ত্ত হইয়াও রুক্মবর্ণ যে ব্রহ্মবস্তু, সেইটিই যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে কি করিবে? শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ লক্ষ্যবেধটি তোমায় সাধিতে হইবে। "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।" অন্য ধনুঃ পুরোভাগে রাখিয়াও প্রণবকেই বিশেষ ভাবে তোমার সমর্থ ধনুঃ করিতেই হইবে। অপরাপর বীজ অথবা নাম—যথা, গোবিন্দ, হরিবোল, হর হর বম্ বম্ :—এদের মধ্যে শয়ান যে প্রণব তাঁকে সাক্ষাৎ জাগাইতে হইবেই)। সদা স্মরণ রাখ যে—প্রণব নিখিল বাকে, বিশেষতঃ বেদবাকে, শয়ান রহিয়াছেন; এই নিমিত্ত প্রণব = কু + শ, প্রণবপুটিত অথবা প্রণবঘটিত বাক্ = কৌশ। ব্রহ্মাণী এই 'কৌশাস্তঃ, অর্থাৎ, প্রণবপুটিত বা প্রণবগর্ভিত মন্ত্র (অস্তঃ) ক্ষরণ করেন, যদ্ দ্বারা অসুরের তেজোহানি এবং সুরের (মিত্রচ্ছন্দের) তেজোবিবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

প্রণবধনু দ্বারা লক্ষ্যবেধ-সামর্থ্য। অগ্র্যা বুদ্ধি এবং একাগ্রা রতি

পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষ্য করতঃ প্রণবধনুতে আপনাকে (আপন 'অগ্র্যা বুদ্ধি'কে) শরযোজনা তো করিবে। কিন্তু বেধসামর্থ্য এবং সম্বেগটি আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এটি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ়ভাব ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, তোমার হৃদয়ের বা অন্তরের পূর্ণ সহযোগটিও চাই। তন্নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মলক্ষ্যটিকে আনন্দ ও রস রূপে, সুন্দর ও মধুর রূপে পরিচয় পাইতে হইবে। অপিচ, সেটি তো সত্য এবং জ্যোতিঃ বটেই। এই সহযোগটি না ঘটিলে 'বেধরভস' এবং সে রভসে 'অপ্রমাদ' সম্ভব হইবে না। কাজেই প্রকৃষ্টা অগ্র্যাবুদ্ধিটি তোমার হইল না।

আচ্ছা, তোমার ধনুতে জ্যার্পণ না করিয়াই কি শরসন্ধান করিবে ভাবিয়াছ? সেটি তো হবার নয়। প্রণব ধনুতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক তার টঙ্কার (নাদস্ফোটং) অগ্রে শুনিতে হইবে তোমায় (কুতোনাদস্ফোটং ধনুষি শূন্যয়া জ্যার্পণমৃতে)। প্রণব ধনুঃ সহকারে ব্রহ্মলক্ষ্যবেধকারীর এইটিই প্রাথমিক ভূমিকা জানিবে—নাদব্রহ্মানুসন্ধান। তৎপরে, ক্রমে বিন্দু এবং কলা (কলনাত্মিকা বিমর্শ-শক্তি)—এই দুই ভেদ করতঃ (ভিত্ত্বা), এ সকলের পরতর যে তত্ত্ব তাতে তোমায় প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং তোমার প্রণব-ধনুতে জ্যারোপণ কর্ম্মে আদৌ যত্নশীল, কুশলী হও।

ধনুর জ্যা—প্রথমতঃ উকার

কিন্তু, সে ধনুর জ্যা করিবে কাকে? এই প্রশ্নের উত্তর শেষ কারিকাটিতে দেওয়া যাইতেছে। পর পর জ্যা বা 'ছিলা' পরাইবার কথা শোন। প্রথম জ্যা হইল উকার রূপ প্রণবের মধ্যম মাত্রা। 'অ' এবং 'ম' এদুটি ধনুর দুই কোটি বা প্রান্ত। উ মাত্রা দ্বারা এই প্রান্তমাত্রাদ্বয়কে 'সংহত' কর। 'উদা', কিনা উবর্ণ দ্বারা 'অম' ধনুষিতে—'অম' কোটি বিশিষ্ট তোমার ধনুতে প্রথমে জ্যারোপণ কর। এটি উব্বী জ্যা জানিও। এই জ্যা প্রকর্ষণ দ্বারা আদৌ কোন্ লক্ষ্য বেধ করিবে? প্রথম লক্ষ্য হইবে—নাদ। কঠশ্রুতি যে মুঞ্জাভ্যন্তরস্থ ঈষিকার কথা শোনাইয়াছেন, যে ঈষিকা চরমে আত্মা বা ব্রহ্মই বটে, কিন্তু গোড়ায় সেটিকে নাদরূপেই 'আবিষ্কার' করিতে হইবে। ঝিল্লীধ্বনি, তন্ত্রীধ্বনি, বেণুধ্বনি—ইত্যাদি গুরুবক্ত্রগম্য ক্রমে। ঝিল্লীধ্বনিরূপ আবরণের মাঝে ঝরীধ্বনি (ঝরণার শব্দ), তার মাঝে তন্ত্রীধ্বনি (অবিশ্রান্ত বীণাতন্ত্রী ঝঙ্কার, প্রথমে তরঙ্গায়িত, পরে নিস্তরঙ্গ), তার মাঝে আবার বেণুধ্বনি—কখন অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ সহকারে, কখনও কেবলমাত্র আধারভূত (আস্থায়ী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্রুবস্বর বিতানে ; এইভাবে নাদকে সন্ধান করিয়া যাইতে হইবে। নাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপকে জ্যা করতঃ উত্তর উত্তর রূপকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

তারপর জ্যা—নাদ। নাদ ও বিন্দু সন্ধানের ক্রম

তারপর, নাদের ঠিক সন্ধান হইলে, সেই নাদকেই জ্যা করতঃ নাদের সূক্ষ্মতম পরম ঘনীভাব যে বিন্দু, সেটিকে লক্ষ্য করিতে হইবে (নদিত গুণ-চাপাদণুতমম্)। বিন্দু একাধারে অণুত্ব ও পূর্ণত্বের কাষ্ঠা, কাজেই একান্ত দুর্ব্বোধ্য। নাদ মিলিল, কিন্তু বিন্দু ত কৈ মিলিল না—এইভাবে ঠেকিয়া থাকিতে হয় অনেককেই। কিন্তু বিন্দুও জিত হওয়া আবশ্যক। এবং তার নিমিত্ত বুদ্ধিকে একান্ত 'অগ্র্যা' হইতে হয়। প্রণবের শুধু 'অম' আশ্রয়িণী যে বুদ্ধি সে বুদ্ধি 'ব্যগ্রা' ; উকার আশ্রয়িণী হইলে হয় 'উগ্রা' ('গৃহীতোগ্র মহাচক্রে', 'নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ' ইত্যাদিতে 'উগ্র' শব্দটি লক্ষ্য কর) ; আর, নাদ বিন্দু-কলা রূপ অর্দ্ধমাত্রাকে আশ্রয় করিলে হয় 'অগ্র্যা'। জ্যোতিঃকে প্রতীক বিন্দু রূপে দর্শন কদাচিৎ ঘটে বটে, কিন্তু নাদকে বিন্দুরূপে শ্রবণ ? তার জন্য বুদ্ধিকে একটা perfect focussing mirror (অগ্র্যা) হইতেই হয়। বুদ্ধির scattering, canalising and focussing এই তিন রকমের ক্রিয়া ভাবিয়া দেখিও। একটা বটবীজকণিকায় বটমহীরুহ বিদ্যমান ; এক রেতো-বিন্দুতে একজন মহামানব ; একটা এটমে এক মহাশক্তি ভাণ্ডার ! কিন্তু কিরূপ বুদ্ধি সে ঘনীভাবে অবগাহন করিতে সমর্থ ? অবগাহন কিন্তু না করিলেই নয়। কেন না, ঐ ঘনীভাবেই নিখিল ক্রিয়াকারক সামর্থ্যের শক্তি পুঞ্জীভূত। 'একোঽহম্'—এতে ঐ ঘনীভাবের আদিম ও মৌলিক সূচনা। নাদের বেলাতে যেমন, বিন্দুর বেলাতেও তেমনি 'মুঞ্জাভ্যন্তরে ঈষিকার সন্ধান' করিয়া চলিতে হয়। বিন্দুসন্ধানেরও ক্রম ধরিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ অধিগত হইলে পর পর রূপ লব্ধব্য হয়। বহির্বিজ্ঞানে তাই হইতেছে। সেখানে বিন্দুশক্তির কোন এক রূপকে 'গুণ' বা জ্যা করিয়া তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোন রূপ বেধের প্রয়াস চলিতেছে ; আল্‌ফা রেজ, নিউট্রন পার্টিকেল প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ভাবিয়া দেখিও। রেডিও আইসোট্রোপ জাতীয় পদার্থের nuclear fission তো ঘটিয়াছে ; ফলে, বিন্দুশক্তিকে এক 'মহাবল দৈত্য'রূপে বহিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু এও তো বহিঃ প্রকোষ্ঠের বহিষ্কার ! অন্তঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকোষ্ঠগুলি—প্রাণ ও চেতনার স্তরপরম্পরা—বেধ হইবে কিরূপে? আমার বীজমন্ত্রেরও জড়তা এবং জড়বেগ কাটাইব কিরূপে? সেই নিমিত্ত আবশ্যক ঐন্দ্রীশক্তি ('মহাবজ্রে সহস্র নয়নোজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে…')। ঐন্দ্রী =কেবল মাত্র ইন্দ্রের মহিষী মনে করিও না; (ঐঁ+দ্+র্+ঈ)—এই আকৃতিটিতে ধ্যান দিও। ঐঁ=বাগ্‌ভব; দ্=দন্তবৃত্তি=সংছেদক; র্=তৈজসবৃত্তি; ঈ=দীর্ঘতালব্য বৃত্তি। ফলে পাইতেছি—যে বাগ্‌ভব (লক্ষণায় যে কোন স্বাভাবিক নাম) দ্বারা কোনও সুদৃঢ় অবষ্টম্ভক (বৃত্র) বিদীর্ণ হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ তেজের ঊর্দ্ধতন 'তল'গুলিকেও সমর্থ-ব্যাপারবান্ করিয়া তোলে। কিরীটিনী=অর্দ্ধমাত্রালাঞ্ছিত ঐ বাগ্‌ভব; মহাবজ্রা=ঐ দ্‌কার+র্‌কার; সহস্র নয়নোজ্জ্বলা=ঈকার (=ঝরী অথবা প্রস্রবণের আকৃতি; কাজেই, তেজঃ সহস্রধারায় উৎসারিত হইতেছে)। বলা বাহুল্য, এ সকল রহস্য মূর্ত্তির ব্যঞ্জনা এই এক ভাবেই সমাপ্ত নয়। এতৎপ্রসঙ্গে দ্রীঁ এই বীজটিও নিপুণভাবে পরীক্ষা করিও। পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণরীতিতে এটি বজ্রায়ুধ বা বজ্রশক্তির সূচক। অদ্রি=পর্ব্বত (দৃঢ় অবষ্টম্ভকের রূপ); এইটিকে বিদীর্ণ করে দ্রীঁ=বজ্রশক্তি। শীর্ষদেশে কিরীটরূপে যে চন্দ্রবিন্দু (অর্দ্ধমাত্রা) বিরাজমান, ঐটিকেই বিশেষভাবে সমর্থ করিতে হইবে। কেন না, পরম লক্ষ্যবেধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জ্যা ঐ অর্দ্ধমাত্রা হইতে যোজনা করিতে হইবে। অর্দ্ধমাত্রাই বিশেষভাবে আরোপিত-গুণ ধনু বুঝিবে। যথা—'শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ'। শঙ্খ='শ', চক্র=র্, গদা=ঈ, অর্দ্ধমাত্রা=চন্দ্রবিন্দু। পাইলাম—শ্রীঁ বীজ (লক্ষ্মী)।

লক্ষ্যবেধ সমাপন কোথায় হইবে? কলা বা বিমর্শ শক্তি। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত পরম

আচ্ছা, এইখানেই লক্ষ্যবেধের সমাপন? কলা বা বিমর্শশক্তি—দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত পরমতত্ত্বে অদ্বৈতদ্বৈতাদি সকল প্রসঙ্গই সমুদিত হইতেছে—সেটিকেও বেধ করা আবশ্যক। তা না হইলে 'সকলকলনান্তং কুত ইতঃ'—নিষ্কল-সকলাদি নিখিল কলনের অন্তে—পরম তুষ্ণীম্ভাবে—কেমন করিয়া উপনীত হইবে বল। কাজেই কলা তোমার তুরীয়া জ্যা। এই শেষ জ্যার্পণ ব্যতিরেকে মাত্রাতীত তত্ত্বে স্থিতি-বিশ্রান্তি সম্ভবপর হয় না। এই লক্ষ্যবেধক্রমে বিন্দুই 'মর্ম-স্থান' (Key position) জানিও। কিভাবে বিন্দু জিত হয়—ইহাই তোমার মুখ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা হউক। অর্দ্ধমাত্রা বা চন্দ্রবিন্দুর আকৃতিতে তাই না ধনুটি নীচে, বিন্দুটি উপরে। ধনুতে প্রথমে 'উ', পরে নাদ জ্যা রোপণ ও কর্ষণ সাধিতে হইবে। প্রথমে, নাদের (ঐ ধনুর যেটি কোদণ্ড) ভিতরেই গর্ভিত বিন্দু। ধারাবৎধ্বনি বহিতেছে (continuous); তার মধ্যেই বিন্দু বিন্দু (as quanta) অনুভূতি হইতে লাগিল (নাদাদ্ বিন্দুঃ); আবার বিন্দু বিন্দুগুলি অব্যবধানে ধারাই হইল (বিন্দোর্নাদঃ)। ধারা ও বিন্দুর অন্যোন্যভাবিত্ব সৃষ্টির সর্ব্বস্তরে অনুস্যূত জানিবে। যথা আলোকরশ্মির এই সূক্ষ্ম রূপটি আকস্মিক বা অহেতুক নয়। এই যুগ্ম অনুভূতির পর বিন্দুকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কালীরূপের হস্তে ন্যস্ত মুণ্ডটি ইহার নির্দ্দেশ দিতেছে। খড়্গ নির্দ্দেশ দিতেছে—ঐ বিন্দুরূপা শক্তিকেও ছেদন কর। বর=পূর্ণকলা; অভয়=কলাতীত। কাজেই পাইতেছি—বৈন্দবীশক্তিকে কোন সমর্থ উপায় দ্বারা (উকার, ঈকার ইত্যাদি) উদ্‌বুদ্ধ কর, অভীদ্ধ কর; ফলে, কলাশক্তির পূর্ণ উন্মেষ (বর), এবং তদনন্তর অথবা তৎসহকারেই, দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত যে পরম মাত্রাতীত, তাতে অচ্যুতস্থিতি (অভয়)। পুনশ্চ, করস্থিত বিন্দুরূপ মুণ্ড=কং। খড়্গ প্রয়োগে (রী) এটি হইল ক্রীং। বরে ঐ অনুস্বার অর্দ্ধমাত্রা (চন্দ্রবিন্দু) হইল, সুতরাং পূর্ণকলাশক্তির উন্মেষ ঘটাইল (ক্রীঁ), এবং চরমে, মাত্রাতীতেও লইয়া যাইল (অভয়)। এটি কালিকার বীজ। 'কং' রূপ মুণ্ড 'রী' রূপ খড়্গ দ্বারা ছিন্ন হইয়া এবং বরানুগ্রহ লাভ করতঃ সর্ব্বসিদ্ধি এবং কৈবল্য এতদুভয়েরই প্রাপক হইল। প্রণবে, মুণ্ড=মকার। খড়্গ (উকারাদি) দ্বারা 'ম'কে উদ্বুদ্ধকরণ, উত্তোলিত কর অর্দ্ধমাত্রা (বরমুদ্রা), এবং সেই অর্দ্ধমাত্রা সেতু (অভয়মুদ্রা) হউক পরমাব্যক্তে যাইবার নিমিত্ত। এইরূপ কামবীজে কং=সর্ব্বাকর্ষক যে পরম রস বস্তু, তৎসম্বন্ধী জীবের যে স্বাভাবিক কাম, সেই কামের 'অলসিত ভাব'; 'লী' (মুরলী) দ্বারা যে অলসিত কাম উল্লসিত-বিলসিত হইল। ফলে, হইল ক্লীং। কিন্তু এ ভাবের পরিসীমা কোথায়, কোন ভূমিতে? অর্থাৎ, কোন ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে রসবস্তু রাসবস্তু হইবে, এবং তারও আধার যে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত 'রসো বৈ ভূমা', তাতেই বিকশিত রাসশতদল আবার 'মুদিত' হইয়া যাইবে? এ মুদিততা অলসিততায় ফিরিয়া যাওয়া নয়। রসিক তা বুঝিবেন। প্রাকৃত, জড়ীয় সম্ভোগাদিতে ঐ অপ্রাকৃত, চিন্ময় রস ও রাসবস্তুর 'গুণ্ঠিত কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত' রূপটি দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন তনুতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লীঁ এই বীজাক্ষর সমূহ সন্দর্শন করিও। যেমন ধারা আগে কালীরূপে করিলে।

জপের ক্ষিত্যাদি পঞ্চভত্ত্বে অধিরোহণ। লক্ষ্যবেধ পর্ব্ব ও অধিরোহণ

পুনশ্চ, জপকে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে উত্তরোত্তর উত্তোলন করা আবশ্যক, তা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এতন্নিমিত্ত প্রণবাদি বীজকে ধনু কল্পনা করতঃ তাতে উপযুক্ত গুণারোপণ কর্ম্মটি সাধিত হয়। প্রণবের বেলা, 'স্তব্ধ' (static) 'ওম্' এর স্থলে 'অউম' জপ হইলে স্তব্ধ (inert) ভাব কাটিয়া 'সাবলীল' (সলিল) ভাব আসিবে। উকারের উর্দ্ধগা বৃত্তি (vertical moment) এর সঙ্গে 'মন্থন' আকৃতিটি (churning pattern) সংযুক্ত হইলে (অর্থাৎ উ=উগ্র হইলে) তৈজসভাব অধিগত হইবে। তদনন্তর বায়ু এবং বিয়ৎ—এ দুয়ের নিমিত্ত এবং তদুত্তীর্ণ পদবীতে উত্তরণের নিমিত্ত অর্দ্ধমাত্রা বিশেষতঃ সমাশ্রয় করিতে হইবে। এইরূপ পঞ্চপ্রাণতত্ত্ব বিষয়েও। প্রথমে, ধর প্রণবের যেটি উকার সেটিকে উদান (Lever Function) রূপে ব্যবহার করতঃ অকার (অপান) এবং মকার (প্রাণ)—এই দুই বাহ্য ও আন্তর বৃত্তির সমতা (harmonic equation অথবা balance) সম্পাদন করিতে যত্ন কর। তদনন্তর অর্দ্ধমাত্রা সহায় হইয়া ঐ ছন্দোগ সমতাটি বিপুলের এবং সূক্ষ্মের কার্য্য পর্য্যন্ত লইবার সাধনটি কর (নাদ সাধন ও বিন্দু সাধন)। এর দ্বারা মুখ্য প্রাণের সমান এবং ব্যান ভাবদ্বয় শুদ্ধ ও সমর্থরূপে অধিগত হইবে। মুখ্য প্রাণদ্বারা এবম্বিধ 'পঞ্চত্ব' প্রাপ্তির উপায়কে জপসূত্রে দীক্ষার লক্ষণ করা হইয়াছে। প্রাণের প্রসঙ্গে এসব আরও বিশদ হইবে।

(২৮)

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচণ্ডীর নারায়ণী স্তব বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য কর যে, শ্রীচণ্ডীতে শিবদূতী প্রণামে 'ঘোররূপে' এবং 'মহারাবে' এই রহস্য শব্দ দুটি ব্যবহৃত হইয়াছে। শিব স্বয়ং অঘোর, কিন্তু তাঁর দূতী ঘোররূপা। এই অঘোর-ঘোরা রহস্যটি সব দিক্ দিয়া ভাবিয়া দেখিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপের ক্ষেত্রে, 'ক' (ব্যঞ্জনের আদি বর্ণ) ব্যক্ত বা বৈখরী জপ রূপে ধরিলে, 'ঘ' (কবর্গের তুরীয় বর্ণ) কি নির্দ্দেশ করে ? বাচিক, উপাংশু ও মানস—সাধারণ এই ত্রিবিধ জপের অবসানে যে 'তনুমানস' নামা তুরীয় ভাবটি হওয়া আবশ্যক, সেটি ঐ ঘকার দ্বারা সূচিত হয়। এই গ্রামে আসিয়া তবে না ধ্বনি সত্যকার সমর্থভাবে ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ হইবে ! আগেও 'উ'কে লইয়া প্রণব জপিতে-ছিলাম ; কিন্তু যেই পৃথু মানসভূমি থেকে তনু-মানসে যাইলাম, সেই সেটি তৈজসমাত্রা (রকার) বিশেষ ভাবে অর্জ্জন করিল ('উগ্র' এবং 'ঘোর' এই প্রাণিক বৃত্তি দুটি পরীক্ষা কর)। প্রথমটিতে চক্রাবৃত্তি, দ্বিতীয়টিতে শঙ্খাবৃত্তির আকৃতি স্পষ্ট। নৃসিংহ তাপনীর নৃসিংহ মন্ত্রে 'উগ্রং' ও 'বীরং' এই পদ দুটিও প্রণিধানযোগ্য।

'মহারাব' কি বুঝায় ?

ঘোর রূপা হইয়া 'মহারাবা' হইতেছে। মহারাব বলিতে রাব বা রবের অতিগামী গ্রাম (super or ultra) গুলিই বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে ধ্বনি, বর্ণ ইত্যাদির স্পন্দন সাধারণতঃ প্রতীত গ্রাম ছাড়াইয়া তবে বিশেষভাবে (অসামান্য) সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। তখন তাদের শক্তি অদ্ভুত, অতর্কিত। সুতরাং, 'ঘোররূপ' এবং 'মহারব' না হওয়া পর্য্যন্ত সেটি 'হতদৈত্যমহাবল' হয় না। দৈত্য = Shearing Force ; যেটি সংহত, 'সমূহ' ভাবে বিদ্যমান এবং শ্রেয়ঃ সাধনে সক্রিয়, সেটিকে disrupt (বিশীর্ণ) করিতে উদ্যত শক্তিই দৈত্য। অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন রূপ। সবই স্পন্দনগত বৈরূপ্য। মহারাব ব্যতিরেকে এ বৈরূপ্যের যথার্থ সমাধান ঘটে না। মহারাব = চীৎকার নয়। 'হিঙ্কার', 'হুঙ্কার', 'ঘণ্টশঙ্খনাদ' ইত্যাদি রহস্য ধ্বনি বীজ দ্বারা এটি নানাভাবে লক্ষিত। 'হুঙ্কারেণৈব ভস্মসাৎ', 'ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি' ইত্যাদি চিন্তা কর। পূর্ব্বোক্ত তনু-মানসে অধিরূঢ় না হইলে দৈত্যবল বিনাশী এই মহারাব সম্ভাবিত হয় না। আবার, তনু-মানসা ভূমি অনুত্তীর্ণ থাকিতে মধ্যমার সেতুটিও সম্পূর্ণ পার হওয়া যায় না। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপযুক্ত ছন্দঃ সহকারে প্রণবাদি জপ চলিতে থাকিলে, তার সাক্ষাৎকার্য্যকারিতা দ্বারাই সে জাপকের কায়, প্রাণ ও মনের স্থূল, পার্থিব ভাব (rigid, coarse-grained, inelastic condition) পরিবর্ত্তিত করতঃ সেটিকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছন্দোগবৃত্তির উপযোগী করিয়া লইতে থাকে। যন্ত্রটিরই ক্রমশঃ গভীরতর ও উচ্চতর 'পরদায়' রণনের এবং অনুরণনের সম্ভাবনাটি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সব 'deeper key' গুলির সন্ধান আগে তো কৈ মিলে নাই। এবম্বিধ progressive attuningএর ফলে তনুমানস জাগ্রত হয়, সংবিৎ লাভ করে ('কুশ' হয় 'কৌশ')। ইহাই সত্ত্বগুণের 'আপূরণ'। বহির্বিজ্ঞানে গবেষণার নানাক্ষেত্রে এই 'পূরণ' এবং 'আপূরণ' কর্ম্মটি সবিশেষ কুশলী হইয়াছে। সুতরাং জপাদির লক্ষ্যই হইবে কিসে জাপকের আপন প্রকৃতিতে এই 'আপূর্য্যমাণতা' পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে। 'স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ'। পূরণের সঙ্গে হরণটিও আবশ্যক। বৈরূপ্য-বৈগুণ্যের হরণ। হরণ-পূরণ পরস্পরাপেক্ষি। তনুমানসা হইলেই সত্ত্বাপত্তি, অন্যথা নয়। ভীমনাদ, ভৈরবনাদ, তূর্য্যনাদ, তুমুলাদি শব্দও অতিগস্পন্দনের অবস্থাবিশেষ উদ্দেশ করতঃ নানা স্থলে প্রযুক্ত হইতে দেখি।

পূরণী ও হরণী শক্তি। নারায়ণী স্তবে নব শক্তির দৃষ্টান্ত

হরণ-পূরণের সুসমঞ্জস অনুপাতটি সর্ব্বক্ষেত্রেই রক্ষিত হওয়া চাই—যথা, এই শরীরে ক্ষয়-পোষণের অনুপাত। অনুপাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইলে সমস্ত কিছুই 'সংগৃহীত' হইয়া থাকে। এই সংগ্রহশক্তিকে পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে বিশ্বানুস্যূত কৌর্ম্মশক্তি বলা হইয়াছে। এটি ধারা (continuity) হিসাবে পঞ্চগঙ্গার অন্যতমা। শ্রীচণ্ডীতে পূর্ব্বালোচিত নারায়ণীস্তবে যে নবশক্তি (ব্রহ্মাণী থেকে চামুণ্ডা পর্য্যন্ত) বন্দিতা হইয়াছেন, লক্ষ্য করিও যে, তাঁদের মধ্যে প্রথম চারিটি (বৈষ্ণবী পর্য্যন্ত) পূরণ এবং সোমপ্রধান (পূরণী); আর শেষোক্ত চারিটি (নারসিংহী থেকে চামুণ্ডা) হরণ এবং অগ্নিপ্রধান (হরণী)। মাঝখানে সন্ধি ও সেতুরূপা রহিয়াছেন—বারাহী। এই বারাহী শক্তিকে মুখ্যতঃ সমাশ্রয় করতঃ জপাদি সাধনে এবং নিখিল ক্রিয়াদি ব্যবহারে সমঞ্জস অনুপাতটি (ছন্দোগত্ব) রক্ষা করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ইনি 'যজ্ঞবারাহী'। যেমন—ব্যাহৃতিত্রয় এবং প্রণবত্রয় সহকৃত যে গায়ত্রী জপ, তাতে সপ্ত সোমমাত্রা এবং সপ্ত অগ্নিমাত্রা রহিয়াছে। এই সপ্ত-সপ্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গায়ত্রী জপ করা আবশ্যক। আধার অথবা যন্ত্রে তমের লক্ষণগুলি সবিশেষ থাকিলে অগ্নিমাত্রা সপ্তকে জোর দিয়া জপ কর; রজের লক্ষণ উরু বা বিশাল হইলে সোমমাত্রা সপ্তকে। আদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অন্ত ব্যতীত মধ্যেও এক প্রণব গ্রহণ করিলে তিনে তিন সোমমাত্রা ; অন্যথা, প্রথম প্রণব একমাত্রায় উচ্চার্য্য, এবং তদনুপাতে শেষ প্রণব দ্বিগুণ মাত্রায়। সত্ত্বোদ্রেক হইলে সামঞ্জস্য বা ছন্দোগত্ব। সত্ত্বোদ্রেকটি গায়ত্র্যাদি জপ সৌষ্ঠবের কারণও বটে, আবার কার্য্য বা ফলও বটে। যন্ত্রে সত্ত্বপ্রবণতা রহিলে জপে উক্ত সৌষ্ঠব স্বচ্ছন্দে হইয়া থাকে। যত্নপূর্ব্বক জপে ধ্যানাদিগত সৌষ্ঠব আনিতে পারিলেও যন্ত্রটি তার ফলে উর্জ্জিতসত্ত্ব হইয়া থাকে। ভাব ও ভঙ্গী অন্যান্যের পোষক হইয়া থাকে। পূরণাদির বিশেষ বিশেষ আকৃতি (যথা—অনুপূরণ, প্রতিপূরণ, আপূরণ, পরিপূরণ ও সম্পূরণ) পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। প্রণবের পঞ্চ অবয়ব (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু) এইগুলি যথাক্রমে উদাহৃত।

পরমা বিশ্রান্তির স্থান। পরমাশ্চর্য্য শূন্য

যে অদ্বৈতাদ্বৈত বিশ্রান্তির প্রসঙ্গে এ সমস্ত সাধনরহস্য আলোচিত হইতেছে, সে বিশ্রান্তি কিরূপে হইবে ? হরণী ও পূরণী এ দুয়ে মিলিয়া যেখানে 'শেষ' ও 'শান্ত' হইয়া যায়, কোনটিরই 'জের' অথবা অপূর্ণ বেগ সংস্কার (basic momentum) রহিয়া যায় না, সেইখানেই পরম বিশ্রান্তি। উভয়ের সমতায় যেটি হয় সেটিকে 'শূন্য' বলিতে পার, কিন্তু সে শূন্য পরমাশ্চর্য্য শূন্য। এটি বিশেষভাবে সূত্রিত ও বিবেচিত হইয়াছে। পরিশেষে এটি লক্ষ্য কর যে, 'সাধকানাং হিতার্থায়' শ্রীচণ্ডীতে যে নবধা নারায়ণীস্তুতি (ব্রাহ্মণী থেকে চামুণ্ডা) আছে, তাতে মাত্র 'ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা' নয়, পরন্তু বীজমন্ত্র এবং তাদের রহস্যের ইঙ্গিতও আছে। সে ইঙ্গিতের কোন কোন দিকে অনুধাবনের যত্ন এই পরিচ্ছেদে হইয়াছে। চামুণ্ডা রূপটি ভাবনা কর। 'দংষ্ট্রাকরালবদনে'—এতে 'ক' এবং 'রফলা' লইলে হয় 'ক্র'। 'শিরোমালা বিভূষণে'—এতে শিরঃ বা তালুতে উচ্চারিত 'ঈ'কার, 'মালাবিভূষণ'—এতে 'ম'কার অথবা 'চন্দ্রবিন্দু' লইলে হয়—ক্রীঁ এই বীজ। পুনশ্চ, 'দংষ্ট্রা' হইতে 'ষ', রফলা এবং 'আ', আর করাল থেকে 'ক' এবং 'শিরোমালা' থেকে 'ওম্' লইয়া 'ক' অক্ষরকেই 'বদন' বা মুখ (আদি) করিয়া উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত করিলে পাই—ক্ষ্রৌঁ বীজ। এ সমস্ত যদৃচ্ছা কল্পনা অথবা কষ্ট কল্পনা মনে করা উচিত নয়। ত্রিপুরাতাপিন্যাদিতে গায়ত্রীর 'ধীমহি' ইত্যাদি এবং 'জাতবেদসে' ঋকের এবং 'ত্র্যম্বকং' মন্ত্রের মধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অক্ষর চয়নপূর্ব্বক কি ভাবে ত্রিপুরা বীজ 'ব্যাহৃত' হইয়াছে, প্রণিধান করিও। একে যদি কল্পনা বল তো ইহা সম্বাদিনী, বিসম্বাদিনী নয়।

বীজোদ্ধারে শিষ্টসম্মত রীতি

এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—বীজ ও রহস্যাদি 'উদ্ধার' সম্বন্ধে এই প্রকার রীতি পূর্ব্বাপর শিষ্টসম্মত। বেদে সংহিতাভাগের মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থাদি এবম্প্রকার রীতিতেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ 'পরোবরীয়ান্' ক্রমে 'ভাঙ্গিয়া' দেখাইতেছেন। অগ্নিমন্থনের অরণি থেকে অশ্বমেধের অশ্বটি পর্য্যন্ত কাহাকেও ছাড়েন নাই। পদের অক্ষরমাত্রাদি লইয়াও রহস্যনামের দোহনে তাঁরা বিদগ্ধ ছিলেন। এ পক্ষে ব্যবহারিক ব্যাকরণের গণ্ডী উল্লঙ্ঘনেও তাঁদের অহেতুক কুণ্ঠা ছিলনা। আগমে (তন্ত্রে) তো কথাই নাই! স্বয়ং 'অনুভবী' না হওয়া পর্য্যন্ত অগাধ রহস্যসিন্ধুর কুলে বসিয়া 'উপলখণ্ড' লইয়া নাড়াচাড়া করা চলে মাত্র ; তাতে অবগাহন পূর্ব্বক 'মণিমুক্তা' উদ্ধার করিবে কে ? ('দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে')। কোথা সে বারাহী শক্তি ?

'নৃসিংহ' নামের দৃষ্টান্তে পরীক্ষা

একটা ছোট দৃষ্টান্ত লইয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। ধর, 'সিংহ' এই শব্দ। শব্দার্থ বিশ্লেষণের বহুধা রীতির মধ্যে যেটি মৌলিক সেইটিই সাধারণতঃ আমরা গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। শব্দের মূলে প্রাণপ্রযত্ন, কাজেই প্রাণপ্রযত্নের বিশ্লেষণটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাণপ্রযত্ন বলিতে কি বুঝিব? স্থূলতঃ আস্য (কণ্ঠাদি) প্রযত্ন বটে, কিন্তু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে, তৎ তৎ প্রযত্নের মূলে এক এক প্রকার 'শক্তি আকৃতি' (Power Picture or Pattern)। এটি আবার স্থূলতঃ ও মুখ্যতঃ 'দৈহিক' বটে, কিন্তু শক্তির বৃত্তি বিশেষ (particular function) পরিচ্ছিন্ন (restricted) ভাবে গৃহীত হইলেও, মূলতঃ এবং তত্ত্বতঃ শক্তি অখণ্ড ও অসীম। এর স্তর বা শ্রেণীবিভাগও অস্মদাদির বোধব্যবহারসৌকর্য্যার্থে। ব্রহ্মবস্তু শক্তিরূপ (as Power) হইলে যদি তার আখ্যা দেওয়া যায় প্রাণ (প্রাণব্রহ্ম), তবে কণ্ঠপ্রযত্ন দ্বারা উচ্চারিত যে 'হ' বর্ণ, সেটি হইল প্রাণের মহত্ত্বের সীমার 'সূচক' (প্রাণেশ)। অর্থাৎ এটি সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ করে—অপরিসীম, অতল শক্তি সিন্ধু (Unlimited Power Continuum)। যাবতীয় শক্তির অভিব্যক্তি এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধারেই হইতেছে, আবার এই আধারে লয় পাইতেছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে 'সক্রিয় সংযোগ' (effective contact) অধিকাংশ স্থলেই বাধিত হইয়া থাকে। কাজেই সচরাচর শক্তির ব্যাপারগুলিকে 'স্বল্পমান' (অল্পপ্রাণ) বলিয়াই বোধ হয়। সিন্ধুর যেন বুদ্‌বুদাদি লইয়াই সচরাচর কারবার ; বীচিতরঙ্গাদিও বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে সন্ধান করিয়া পাইতে হয়। আর, স্বয়ংসিদ্ধা সিন্ধুসত্তা তো 'হরিহরাদিভিরপ্যপারা' !

'হ'কার 'স'কারাদির ব্যঞ্জনা

অপরিমেয় শক্তিভাণ্ডারকে (Magazine of unlimited Power) 'হ' এই মহাপ্রাণবর বর্ণ নির্দ্দেশ করিল ; এটি শক্তির সার্ব্বভৌম 'সমস্ত' রূপ। আর 'স্' (দন্ত বৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হসন্ত) নির্দ্দেশ করিল শক্তির পরিচ্ছিন্ন, ব্যস্তরূপ। যেমন, সমুদ্রবারি আর নদী অথবা বর্ষণ বারি। একটা হইল Power Field, অপরটা তৎসম্পর্কে radiation, emanation, charge. মানস, প্রাণিকাদি সর্ব্বক্ষেত্রেই এই ভেদটি (সমস্ত ও ব্যস্ত) উদাহৃত। যেমন, বাকের উচ্চারণে। 'ই'কার দ্বারা বুঝিব 'তালব্য বৃত্তি,' অর্থাৎ যে মূল-আধারে শক্তি রাশি রহিয়াছে, তাহা হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট 'তলে' তার কিছুটার উত্তোলন। যেমন, সূর্য্যতাপে সমুদ্রবারির গগনে উন্নয়ন। 'অনুস্বার' দ্বারা বুঝিতে হইবে ঐ 'উত্তোলিত' শক্তির: কেন্দ্রীকরণ, ঘনীভাব (focussing, condensing etc.)। শক্তিপ্রক্ষেপ (যথা বারিবর্ষণ, সরিৎপ্রবাহ) হইতে গেলে এই 'অনুস্বারের' মাধ্যমিকতাটি আবশ্যক। মানস, প্রাণিকাদি সর্ব্বস্থলেই এর দৃষ্টান্ত চিন্তা কর। সমস্ত শক্তি ব্যস্তরূপ হইতে গেলে (Power আপনাকে specific dischargeরূপে দেখাইতে গেলে) মধ্যে 'ইঙ্কার'রূপ ঐ আকৃতিটি (Functional Pattern) আবশ্যক হয়ই। শ্রুতির পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় এই ইঙ্কারের রূপটি কি তা প্রসঙ্গতঃ চিন্তা করিও। 'ই' তালব্যবর্ণ, তার মানে এখানে শুধু এ নয় যে, এটি তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হইতেছে। লক্ষণায় এর বৃত্তি অন্যত্রও ব্যাপ্ত ও অন্বিত বুঝিতে হইবে।

'হিংস্' এবং 'সিংহঃ' এ দুয়ের তুলনা

আচ্ছা, এইবার 'হিন্‌স্' এবং 'সিংহঃ' এ দুটিকে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পরীক্ষা কর। প্রথম স্থলে পাইলে সমস্ত শক্তিরাশি হইতে একটা প্রক্ষেপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(discharge)। এটি হরণ, বিয়োগ, ক্ষয়, সংহারের আকৃতি। ক্রমাগত চলিতে থাকিলে এটি আনে শ্রম, অবসাদ, মৃত্যু। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'—আমাদের পরাগ্‌বৃত্তিতে এই অবিরত 'আত্মহিংসা'টি চলিতেছে, তাই না ব্যতৃণৎ=হিংসিতবান্! অমৃতের অন্বেষণে ধীর হইয়া এই constant running downটি রোধ করিতে হইবে। 'হিন্‌স্'কে উল্টাইয়া 'সিংহঃ' করিতে হইবে। যেটি প্রক্ষিপ্ত (discharged subtracted), সেটি শক্তির মূল আধারে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বিযোগের যোগ, হরণের পূরণ, ক্ষয়ের পোষণ (পুষ্টিবর্দ্ধনম্) সাধিতে হইবে।

সিংহের মৌলিক ধ্যান। মহাশক্তির বাহন

যেটি ক্ষিপ্ত (প্রাণ, চিত্ত ইত্যাদি রূপে), সেটিকে ('স'কার) অগ্রে উত্তোলন কর; পরে ঘনীভূত, কেন্দ্রীভূত কর; শেষে, সেটিকে মহাশক্তিরাশিতে 'নিঃক্ষেপ' কর। এই প্রক্রিয়ায় বর্ষণের বারি আবার অনন্ত বারিরাশিতে প্রত্যাবৃত্ত হইল, এক ফোঁটাও নষ্ট হইল না। 'হিন্‌স্' constant run downএর রূপ, 'সিংহঃ' complete come back ('মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাহমৃতাৎ') এর রূপ। এইজন্য নৃসিংহ মন্ত্রে 'মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্'। এইজন্য সিংহ মহাশক্তির 'বাহন'। এঁর ধ্যানও অপূর্ব্ব। অসুর=ব্যস্ত, ব্যগ্র শক্তিপ্রধান, সুতরাং 'হিংস্' আকৃতি। এর সংহারে 'সিংহঃ' বাহন হওয়া চাই। সেটি সমস্ত, উগ্রশক্তির রূপ ('উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং')।

'ই' এবং 'ইং' উচ্চারণ করতঃ শুধু 'উত্তোলন' এবং উত্তোলনপূর্ব্বক 'ঘনীকরণ' ও 'প্রবণীকরণ'—এই দুইটি আকৃতিভেদ পরীক্ষা কর। অজপার যেটি 'হংসঃ' তাতে ইং স্থলে অং। প্রণবে উম্। এ আকৃতিভেদগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাধারণতঃ অকার=তলবৃত্তিতা, ইকার=লম্ববৃত্তিতা, উকার=বেধবৃত্তিতা বুঝিতে হইবে। 'হংস' এই অজপায় লক্ষ্য কর যে—হকার এবং সকার এ দুয়ের মধ্যে তলগত (planar) ভেদ হ্রস্ব (unpronounced); 'হিংস্' ও 'সিংহ' তলগত পার্থক্য (biplanar emphasis) অধিক। কোনও charge যেন তার 'আকর' (generating source) হইতে 'উৎক্ষিপ্ত' হইয়া high potential হইতেছে; পরে সেটি আবার 'প্রক্ষিপ্ত' বা 'নিঃক্ষিপ্ত' হইতেছে। একটা খড়্গ যেন মাটিতে পড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে; সেটিকে উত্তোলন করিলাম; পরে সজোরে কোন কিছুর উপরে সেটিকে পাতিত করিলাম। এইটি 'হিংস্' আকৃতি। ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ় ত্রিবিধ চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করিলাম। এটি 'সিংহঃ' আকৃতি। 'হংসঃ' জপে অজপার 'হংসঃ'এর সমতালিক ব্যবধান (coplanar interval) নিয়ন্ত্রিত ছন্দোগ (rhythmic) করিয়া লইতে হয়। 'হৌংস' জপের সঙ্গেও এটি তুলনীয়।

(নৃ+সিংহ) আকৃতি পরীক্ষা

'নৃসিংহঃ' নামটিও পরীক্ষা কর। দন্ত্য ত বর্গের পঞ্চম (অনুনাসিক) 'ন' বর্ণ, মূর্দ্ধন্য 'ঋ'কার যোগে কি সূচিত করে? 'নৃ' ঠিকভাবে উচ্চারণ করতঃ প্রাণপ্রযত্নের আকৃতিটি লক্ষ্য কর। নিখিল বিশ্বানুস্যূত শক্তিই প্রাণ। সুতরাং আমার মধ্যে প্রাণ-প্রযত্নের যে আকৃতি, তার কেবলমাত্র যে ব্যষ্টি-ব্যঞ্জনা (isolated individual significance) আছে, তা ভাবিও না। তার বৈরাজ-ব্যঞ্জনা (total cosmic significance) অবশ্যই আছে। এটি পরে সবিশেষ প্রদর্শিত হইবে। ত, থ, দ, ধ—এইরূপে প্রাণরূপ অদিত (অখণ্ড) সামগ্রীকে দিত (কিনা, ছিন্ন) করিয়া যাইতেছে। এই দিতি (দতা ছিন্নীকরণ) কর্ম্মটি কোথাও অল্পপ্রাণ ও মধ্যপ্রাণ, কোথাও বা মহাপ্রাণ; চতুর্থবর্ণে বিশেষ করিয়া মহাপ্রাণ। পঞ্চমবর্ণ 'ন'কারে কি হইল? ঐ দিতি কর্ম্মটি আপনাকে সম্বরণ করিল। এটি উপসংহার সম্বরণের স্থান। Moving and working Energy এ স্থলে আসিয়া বলে, আর না, আমি জিরাইব—Rest Energy হইব। একভাবে দেখিলে, এটি নিষেধ বা Negationএর স্থান। 'ন' এবং 'নো' অব্যয় দুটি মুখ্যতঃ তাই বলে। অন্য ব্যঞ্জনাও আছে। এক দিক দিয়া যেটি Rest Energy অন্যদিকে সেটি Arrested (প্রতিনিবৃত্ত, সম্বৃত) Energy. এই সম্বৃত প্রাণধারা বিশ্রান্ত অবস্থাতেও বিভিন্ন স্তর বিন্যাস পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকে (কুন্তলীকৃত ভুজগের মত)। যেমন, প্রণব সংকালে ঐ প্রকার 'ন' আকৃতি স্বীকার করতঃ প্রসুপ্ত থাকেন, তখন তাঁর রূপটি হয় 'সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকার' (অর্দ্ধ কিনা অর্দ্ধমাত্রা সহ 'ত্রিবলয়' = ত্রিমাত্রা)। প্রণবে গায়ত্রী, ব্যাহৃতি ত্রয়ও ত্রিপাদসহ সম্পুটিত থাকেন। ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাভিমুখী প্রবণতার পথে সর্ব্ববিধ বাধানিরসনী আকৃতি 'নৃসিংহঃ'

এইবার 'ঋ' যোগ কর। ঋ=গতিমাত্র বুঝিও না। মূর্দ্ধন্য ভূমি প্রাপিকা তৈজসী বৃত্তি—Intensive Energy reaching or tending to reach the Apex or highest level. এ Energy মুখ্যতঃ স্বগত—Intrinsic, আগন্তুক (Impressed Force) নয়। কেন না, 'ন' এই আকৃতির অভ্যন্তরেই এটি ক্রিয়াশীল হয়। তৃ বা তৃ, দৃ বা দৃ ধৃ—এই সকলের সঙ্গে নৃ এই 'ফরমূলাটি' পরীক্ষা পূর্ব্বক তুলনা করিয়া দেখ। নৃ শব্দের সাধারণ অর্থ মানুষ। নৃ-শব্দের প্রথমা একবচনে 'না', এবং অস্মৎ শব্দের কতিপয় স্থলে বৈকল্পিক 'নঃ' এই দুটি রূপও প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য। ঋকারের গুণ হইয়া 'নর'। যাই হোক, নৃ এই আকৃতির মৌলিক ব্যঞ্জনা কি? প্রাণ আপনাকে 'দিত' (canalize) করিয়া তদনন্তর সেই দিত বৃত্তিকে সম্বৃত করিতেছে; কিন্তু সম্বৃত সেই প্রাণসম্বেগ (Vital Urge or Elan) আড়ষ্ট (dormant) হইয়া থাকিতেছে না। তার অভ্যন্তরে (intrinsic) একটা ক্রমোর্দ্ধগামী সম্বেগ (urge) রূপে সেটি অভিব্যক্ত হইতেছে। সব কিছু সৃষ্ট পদার্থেই এই সম্বেগটি (as Urge of Evolution) বিদ্যমান বটে, কিন্তু নৃ আকৃতিতে সেটি বিশেষভাবে লব্ধাবকাশ এবং প্রান্ত বা সীমা পর্য্যন্ত যাইতে 'উদ্যত'। মানুষ এই আকৃতি সম্পন্ন, কাজেই মানব সৃষ্টিতে স্রষ্টার পরম চরিতার্থতা। কিন্তু, ঐ সম্বেগটি প্রকট প্রবণতারূপেই বিদ্যমান। মানবে আসিয়া আত্মসংবিৎ, শুভাশুভবিচারণা, পুরুষার্থৈষণা ইত্যাদি উন্মেষিত হয় বটে, কিন্তু পরম ও পূর্ণ পরিণতিটি কত না সাধন সাপেক্ষ! (নৃ+সিংহঃ) এই আকৃতিতে ঐ পরমাভিমুখী প্রবণতার পথে সর্ব্ববিধ বাধা (ব্যাজ ও বিঘ্ন) বিদীর্ণ করিবার চরম সামর্থ্য লাভ করিতেছে। এই আকৃতিতে এটি 'বজ্রাধিকনখস্পর্শ'।

'নৃসিংহ' এই মহানামে বেদমন্ত্র (ঋক্) কিরূপে মিলিত হইয়াছেন তাও ভাবনা কর। গায়ত্রী ও মধুমতী ঋকদ্বয় হইতে কি দোহন করিতেছেন? 'ন' এই আদিম বর্ণ (ধিয়ো নঃ এবং মধুমতীর নঃ উদ্দেশ করে)। হংসবতী ও সৃষ্টিসূক্ত ('ঋতং বৃহৎ' এবং 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ') দিতেছেন—ঋকার। 'জাত-বেদসে সুনবাম সোম' এবং 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি ঋকদ্বয় হইতে স-কার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ত্রীর 'ধীমহি' এবং 'ত্র্যম্বকং যজামহে' হইতে ইকার এবং অনুস্বার। হংসবতী হইতে এবং সৃষ্টিসূক্ত হইতে হ-কার ও বিসর্গ ('অথো স্বঃ')। সুতরাং সাকল্যে সাতটি ঋক্ গাভীরূপে আপনাদিগকে দোহন করিতেছেন। 'নৃসিংহঃ' এই মন্ত্রেও অক্ষরাবয়ব চিন্তা করিলে এতে সপ্তব্যাহৃতিরূপা সপ্তখ্যাতিও মিলিবে। তবে সে বিশ্লেষণের এখানে চেষ্টা হইল না।

মহারহস্যের সন্ধানে দিগ্‌দর্শন কোথায় মিলিবে?

যতটুকু দেখা হইল, সে তো মহারহস্যবারিধির উপকূলে বিক্ষিপ্ত কয়েক খণ্ড উপলমাত্র। নৃসিংহ, গোপাল, ত্রিপুরা তাপিনী প্রভৃতি উপনিষদ বারিধিতে অবগাহন পূর্ব্বক অমূল্য নিধি আহরণ করা হইয়াছে। মন্ত্রাদিকে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিধা দৃষ্টিতে আলোচনা করার রীতি পূর্ব্বাপরই চলিয়া আসিতেছে। যথা—'শিব' এই শব্দটিকে রস বা পারদরূপেও দর্শন। 'বেদ ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধ সমূহে বহু বৈদিক শব্দের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস হইয়াছিল। জপসূত্রে মুখ্যতঃ 'প্রাণিক' (vital) বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। মূলতঃ সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তখ্যাতি অনুসারী বিশ্লেষণই অনুসন্ধাতব্য। তার মধ্যে ব্যাহৃতিত্রয় আকৃতিটি ঘন (ধ্রুব) রূপা, আর ব্যাহৃতিসপ্তক আকৃতিটি বিস্তার (তান) রূপা। 'নৃসিংহঃ' নামে নৃ=স্বঃ, হঃ=ভূঃ, সিং=ভুবঃ ইত্যাদি। আবার, তানে—বিসর্গসমেত 'হ'কার=ভূঃ, 'ই'কার স্বঃ, অনুস্বার ভুবঃ, 'স'কার ও 'ন'কার=মহঃ, জন, তপস্ এই ত্রিপুটী; 'ঋ'কার=সত্যম্। এ নির্দ্দেশগুলি 'যেমন খুসি' মনে করিলে চলিবে না।

নিম্নের কারিকাটি স্মরণ করিয়া সমাপন কর:—

গম্ভীরাম্ভঃ রাশিতে প্রবেশভয় থাকিলে স্বাতী মুক্তা মেলে কি?

নিত্যোদ্বেলান্ নিধিনিলয়তঃ সন্নিধীনুদ্দিধীর্ষু
র্মন্দোচ্ছ্বাসে সতি কিমুপলং বিন্দসে শম্বুকং বা।
গম্ভীরাম্ভঃ প্রবিশসি ন চেদ্ ধ্বান্তনক্রাদিভীতঃ
স্বাতীমুক্তা কিমমলরুচি স্তেঽপি পাণৌ গৃহীতা ॥৮৮

নিরন্তর উদ্বেল যে নিধিনিলয় (রত্নাকর) তাহা হইতে আসল মুক্তা (সন্নিধীন্) উত্তোলন করিবে বলিয়া উৎসুক হইয়াছ দেখিতেছি; কিন্তু সিন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার মন্দীভূত হইল ভাবিয়া সিন্ধুসৈকতেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া কি মিলাইলে আপনার করে? কয়েক খণ্ড উপল আর কয়েকটি শম্বুক (শামুক) নয় কি? সিন্ধুকুক্ষিতলে গাঢ় অন্ধকার (ধ্বান্ত) এবং কুম্ভীর মকরাদি রহিয়াছে এই ভয়ে গম্ভীরান্তরাশিতে যদি নাই প্রবেশ কর, তবে বল দেখি—স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দুপাতে যে মুক্তার উদ্ভব, সেই অনিন্দ্য অমলকান্তি মুক্তারাণীর 'পাণিগ্রহণ' (পাণিতে গ্রহণ) কিরূপে তুমি আবার করিতে পার?

দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক

দার্ষ্টান্তিকে—নিধিনিলয়=মহারহস্যবারিধি। সন্নিধি=যথার্থ ও অখণ্ডতত্ত্ব। নিত্যোদ্বেল=ব্যবহারিক বুদ্ধি (বেলা)কে নিরন্তর প্লাবিত (অভিভূত) করে। মন্দোচ্ছ্বাস=বুদ্ধিতে আক্ষিপ্ত যে রহস্য অপেক্ষাকৃত কম'গহন' বিবেচিত হয়। উপল=স্থূলবাহ্যার্থ। শম্বুক=কল্পিত বক্রার্থ। গম্ভীরান্তঃ=অতি গহন রহস্যানুভূতি। ধ্বান্ত=অপিহিত ভাবার্থ, দুর্জ্ঞেয়ত্ব। নক্রাদি=ব্যাজার্থ, রূপক, আখ্যায়িকাদি যে সব সাধারণ বোধকে বিভ্রান্ত করে। স্বাতীমুক্তা=অভ্রান্ত, শ্রৌত্রাগমতত্ত্বগর্ভিতা বাক্।

কল্পিতার্থ কি না?

এসকলই কি শাস্ত্রের কিংবা অস্মদাদির কল্পনা মাত্র? অর্থাৎ, নৃসিংহ, গোপাল, ত্রিপুরা-এসব নামও তাঁদের তত্ত্বতঃ 'নাস্তি', কেবল শাস্ত্র অথবা অস্মদাদির বুদ্ধি ঐ ঐ রূপে কল্পনা করিয়াছে মাত্র, এবং সেরূপ কল্পনা আমাদের কোন না কোন কাজে লাগিয়াছে মাত্র (pragmatic fiction)? এ আশঙ্কা তুলিতে যাইয়া ভুলিওনা যে—সর্ব্ববিধ ব্যবহারের মূলই কল্পনা। তত্ত্বে না হইলেও তথ্যে যে নব বিজ্ঞান এত বড় বিদগ্ধ বিশারদ মহাজন, সে বিজ্ঞানও কল্পনা ছাড়িয়া একটি পাও চলিতে অক্ষম। তবে কল্পনা বিসংবাদিনী না হইয়া সংবাদিনী হউক—ইহাই কাম্য। যথা, শ্রীচণ্ডীতে 'বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ' স্থলে বিষ্ণুকর্ণমূলোদ্ভূতৌ' কল্পনা বিসংবাদিনী। পূর্ব্বে যাস্কাদি এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক অপরাপর নিঘণ্টুকারেরা যথাসম্ভব সংবাদিনী কল্পনারই আশ্রয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানে, কথঞ্চিৎ প্রকারান্তর হইলেও, আমরা যথাজ্ঞান তাই করিতেছি। এইবার এই কারিকাটি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিখিলের কল্পনামূলত্ব

বিশ্বং কৃপ্তং হ্যৃতমিতি যতো ব্রহ্মণাকল্পি পূর্ব্বং
ভেদাঃ কৃপ্তা অপি নিজমনো জৃম্ভিতে ব্যষ্টিবিশ্বে।
মন্ত্রং কৃপ্তং বরদশিবদং ব্রহ্মণা স্বস্যরূপং
পাশাঃ কৃপ্তা স্ত্ববরমনসা কল্পনা কল্পবল্লী ॥৮৯

বেদে সৃষ্টিসূক্তে 'ঋতং' বলিয়া সৃষ্টির যে আদিম ভাবটি নিশ্চিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (হিঋতং ইতি), সেই আদিম ভাবাশ্রয় করতঃ 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ'—ধাতা যথাপূর্ব্ব তাঁর বিশ্বসৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন (যতো ব্রহ্মণা অকল্পি পূর্ব্বং)। সুতরাং এই বিচিত্র বিশ্ব 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এই আধারেই কল্পিত (কৃপ্ত) বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ, ব্রহ্মকল্পিত এই ঋতং-সত্যং ভাবাশ্রিত বিশ্বে (অর্থাৎ সমগ্র সমষ্টি বিশ্বে—Basic Cosmic Patternএ) প্রত্যেকে আপন মানস সংস্কার সহকারে আপন ব্যষ্টি বিশ্ব (individual universe) কল্পনা করিতেছে ; এই ব্যষ্টি বিশ্বসমূহ পরস্পর ভিন্ন, এবং প্রতিটির মধ্যেও আবার নানা অবান্তর ভেদ। এ ব্যষ্টি কল্পনার বিশ্বগুলি তত্ত্ব ও তথ্য উভয় দিক্ দিয়া ঋতঞ্চ সত্যঞ্চের প্রায়শঃ অনুরূপ নহে। ব্রহ্মকল্পনাকে ঋত কল্পনা বলিলে জীব কল্পনাকে (সচরাচর) অনৃত কল্পনা বলিতে হয়।

অনৃতাদি কল্পনাভেদ। অকুশল ও কুশল কল্পন

এই পরের কল্পনা (অনৃত কল্পনা) প্রায়শঃ অবর (পরাক্-প্রবণ) মনের কল্পনা, যাহা দ্বারা আপনার বন্ধনের নানা পাশ সৃষ্টি করিতেছে (পাশাঃ কৃপ্তা অবরমনসা)। কিন্তু কোন কোন জীবের এই অনাদি অনৃত কল্পনা-জনিত পাশ হইতে মুক্তির বাসনা জাগে ; তখন তার চিত্ত প্রত্যক্ প্রবণ হয়। এবম্বিধ প্রত্যক্প্রবণ জীবের নিমিত্ত ব্রহ্ম কি উপায় করিয়াছেন ? জীবের বরদ ও পরম শিবদ আপন নামরূপ গুণ লীলাদি এবং সাধনোপায় মন্ত্রতন্ত্রাদি স্বয়ংই কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের রূপাদি এবং মন্ত্রাদি জীব কল্পনা, সুতরাং অনৃত কল্পনা, নহে। এটি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বস্তুরই 'আত্মাধিকৃত্য' (অধ্যাত্ম বা স্বভাব) কল্পনা। কাজেই, সত্য কল্পনা। জীবের জপাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনের লক্ষ্য—কিসে মায়িক অনৃতকল্পনা ঋতের অভিমুখীন হইয়া ব্রহ্মের সত্যকল্পনায় সমাশ্রিত হইতে পারে। শ্রীগুরুশক্তি এই শ্রেয়ঃ সমাশ্রয়ের অপরিহার্য্য উপায়। 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বিকল্পভাবও অধিগত হইয়া থাকে। সুতরাং কল্পনাকে কেবলি বিসংবাদিনী কুহকিনী ভাবিও না। কল্পনা কল্পবল্লরী যেভাবে সমাশ্রয় করিবে সেই ভাবে ইহা তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবে। কল্পনাকে কেবলি প্রশ্ন করিবে—অনৃত, অসত্য, তমসার পারে অপ্রাকৃত নিত্যধামে তুমি আমায় লইয়া চলিতেছ তো?

গায়ত্রীজপে ঋত্যাদি কল্পনা উদাহৃত

অতঃপর গায়ত্রী জপধ্যানে ইহার প্রয়োগ ভাবনা কর :—

ত্রৈধং কৃপ্তং প্রথমত ঋতং ব্রহ্মণা ভূর্ভুবঃ স্বঃ
সত্যং কৃপ্তং সবিতুরিতি সৎ তৎপুরশ্চৌং বরেণ্যম্।
ভর্গঃ কৃপ্তং দিবিবিলসতো ধীমহীতি প্রধাম্না (প্রসাদাৎ)
হ্যভ্যারোহো ধিয় ইতি চ নো যেন কৃপ্তঃ প্রচোদ্যাঃ ॥৯০

ব্রহ্মা প্রথমতঃ 'ঋতম্'কে ত্রিভাবে (ত্রৈধং) কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁদের আকৃতি হইল—ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎপরে, 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং' দ্বারা আপন (তত্ত্ব ও সত্ত্ব) সত্য স্বরূপটিকে কল্পনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে, 'সবিতুঃ' এই বাক্ হইতে 'সৎ' এই সার দোহন কর; 'তৎ' পূর্ব্বে (অগ্রে, পুরঃ), এবং তারও অগ্রে 'ওঁ' গ্রহণ কর। হইল 'ওঁ তৎসৎ' (ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ)। তদনন্তর, ভর্গঃ (অনাদি-অবিদ্যা-সংস্কারবীজ ভর্জ্জনকৃৎ ব্রহ্মণ্য তেজঃ) কৃপ্ত হইতেছেন। কি ভাবে? 'ধীমহি' এই (জপ) ব্যাহরণ এবং অনুধ্যান দ্বারা। কার তেজঃ এবং কীদৃশ সে তেজঃ? 'দিবি বিলসতঃ', কিনা 'দেবস্য'। কীদৃশ ভর্গঃ? ব্রহ্মের 'প্রধাম্না' কল্পিত। অর্থাৎ গায়ত্রীশিরঃ যে 'আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং' কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাকেই 'ধীমহি' ইহা বুঝিতে হইবে। তাহাতে কি হইবে? অভ্যারোহ, কিনা, অনৃতাদি হইতে ঋতাদিতে অভিসম্পন্নতা। 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'—এই চরম পাদটি উক্ত অভ্যারোহের নিশ্চয় (হি) অভিসম্পত্তি সূচিত করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণবজপে আধারভূতা মাত্রাদি ধ্যান

প্রণবজাপক এইভাবে ধ্যান করিও :—

ওঙ্কারস্য প্রথমতপসো ব্রহ্মণোঽদিত্যভীদ্ধা
দাবীরূপাদৃতমুদয়কৃদ্ ব্যাকরোতীহ্যবর্ণঃ।
সম্পদ্যেত স্বরসমভিত শ্চান্তিমস্পর্শবর্ণা
ন্নিষ্পদ্যেতোত্থিতমপি পরং জ্যোতিরর্দ্ধাবকাশাৎ ॥৯১

ওঙ্কার জপকালে ভাবিতেছ কি যে এক সাধারণ 'মামুলি' কর্ম্মই তুমি করিতেছ? তৎকালে তুমি যে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মেরই মত স্বয়ং স্রষ্টা! তুমি প্রাণ এবং বাক্‌প্রযত্ন দ্বারা যে অবর্ণ ('অদিতি') প্রথমে উচ্চারণ করিলে, সে অবর্ণ নিখিল সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মের যে 'অভীদ্ধ তপঃ' (সৃষ্টিসূক্তে শ্রুত) তাহাই। অমাত্রা তোমার প্রাণবাঙ্‌ময় তপের আদিম রূপটি, ইহা মনে রাখিও। 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ'—তোমার স্বরূপ 'অসৎ' (তমঃ এবং মৃত্যু রূপে) রহিয়াছে যে, দেখিতেছ না! সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ ও রসরূপে ইহাকে মিলাইতে হইবে তো! তুমি প্রণব সহায় হইয়া সেই বরীয়সী সৃষ্টিতেই প্রবৃত্ত হইলে যে! এর নিমিত্ত বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক মাত্রা যে উকার তাকে সমাশ্রয় কর। এই উবর্ণই অনাদি তমোভূতা রাত্রিরূপের নিরসন পূর্ব্বক আবীরূপ (সৎস্বরূপাভিমুখীনতা) আনয়ন করেন এবং পর-প্রত্যন্মুখ উদয়ের হেতুভূত (উদয়কৃৎ) হইয়া পরম প্রকাশের নিমিত্ত আবশ্যক যে ঋতচ্ছন্দ, সেটিকে অস্মদস্মুভূতিতে (ইহ) ব্যাকরণ করেন (ব্যাকরোতি)। (সৃষ্টিসূক্তটি আবার প্রণিধান কর।) ধর, উকারের ক্রিয়া ঋতচ্ছন্দেই চলিতেছে। এইবার অন্তিম স্পর্শ-বর্ণ (মকার)ও আসিলেন। ইনি কি করিলেন? স্বরূপে যে রসবস্তু রহিয়াছেন, তাঁর সমীপে (অভিতঃ) আমাকে আনিয়া দিলেন। ফলে, শ্রুতিসিদ্ধা ঘনপ্রজ্ঞা সুষুপ্তিতে যেমন, তেমনি আমি আমার স্বরূপগত আনন্দে 'অভিসম্পন্ন' হইলাম। সমর্থ ঋতচ্ছন্দে অ, উ, ম জপে, সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনীয় এই স্বরস-অভিসম্পন্ন ভাবটি ঘটিয়া থাকে অবশ্যই। এটি কিন্তু আসলে যোগনিদ্রা। যোগনিদ্রারূপিণী অর্দ্ধমাত্রায় এটি আমায় উপনীত করিয়া দেয়। নাদ শ্রবণ থেকে বিন্দুতে বিলয় পর্য্যন্ত, পুনশ্চ বিন্দু থেকে নাদ—এঁর ভূমিকা বিস্তারিত (ঋধ্যমানা) রহিয়াছে জানিও। কিন্তু 'ম'কারের উর্দ্ধে যে অর্দ্ধমাত্রা, তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(উক্ত যোগনিদ্রাকে) প্রসন্ন করিলে, কেবলমাত্র যে 'আবৃত' এমন নয় (not only veiled Ananda), পরন্তু সুখঘন সে 'নিদ্রা' হইতেও উত্থিত যে 'পরং জ্যোতিঃ', অথবা জ্যোতীরস সেটিও নিষ্পন্ন হইয়া যায়। অর্দ্ধমাত্রার যে 'অবকাশ' (কিনা, নাদ-বিন্দু-কলা), তাহা হইতে 'উত্থিত' হইয়া এই 'পরং' জ্যোতিঃ নিষ্পত্তিতে স্থিত হইতে হয়। শ্রুতি এই 'উত্থানের' কথাই তো বলিয়াছেন। এই পরমা স্থিতিতে তোমার সৃষ্টি ও লয় দুই ভূমিকারই যুগপৎ অবসান।

বাধাবিঘ্নসঙ্কুল নিশিত ক্ষুরধারের মতো তোমার সাধনমার্গে তোমার পরম সম্বল দুইটি—শ্রীগুরুরূপে তাঁর কৃপা এবং তাঁর দেওয়া মহানাম। এতদর্থে নীচের এই কারিকাদ্বয় পাঠ কর ঃ—

তমঃ কন্দরেষু কঃ সদা তমোঘ্নম্ (কশ্চিরং)
মরৌ বালুকাসু বারিবৃট্ প্রকামম্।
সরোঽধীশ্বরঃ কোঽপি ঘোরেষু দাবে
ঘৃতে ত্বাং মহোর্ম্মিমৎসু পোতনাথঃ ॥
গিরৌ গহ্বরে ন রৌতি যামঘোষো
যদা সানুকম্পকারি সিংহনাদঃ।
ধমৌষ্কার শঙ্খ মিষ্টদেবদত্তং
হ্যদাত্তং যতো ন যাতুধান শব্দাঃ ॥৯২-৯৩
(বিধূয় যাতুধান শব্দান্)

তমসাচ্ছন্ন কন্দরমাঝারে কে সদা (উদয়াস্তহীন) তমোঽপহারী (তমোঘ্নং) ভাস্কররূপ বিরাজমান তা জান ? সীমাহীন মরুর তপ্ত বালুকারাশিতে অজস্র কামবর্ষী কোন্ শুভমেঘের উদয় চিরতরে হইল তাই বা কি জান ? ঘোর দাবানলে ভীত তোমার অভয় ও শান্তির তরে কোন্ অমৃত সরোবরের অধীশ্বর তোমায় পথ দেখাইয়াছেন, তাও স্মরণ করিবে না ? তাই বল—মহোর্ম্মিমান্ এই যে দুস্তর বারিধি তাতে সুখে উত্তরণের তরে, তুমি ছাড়া (ঋতে ত্বাং) পারের তরীর স্বামী (পোতনাথঃ) কে আছে আমার ! [ভয়সমূহকে তামস-রাজস, তনু-বিশাল সব রকমই বলা হইল। আঁধারের ভয়ে গহ্বর ছাড়িয়া ময়দানে আসিলে, কিন্তু সেও যে মরুর তপ্ত সিকতারাশি ! অন্ধ আচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়িয়া শুষ্ক বিচারে আসিয়া পাইলে কি? আচারে 'আলো' চাই, বিচারে 'রস' চাই। এ দুই-ই তিনি ছাড়া দিবেন কে? তারপর দাবভয়ে জলাশয়ে ঝাঁপ দিলে, কিন্তু জলাশয় যদি মহোর্ম্মিপাশে তোমায় আপন কুক্ষিতে কবলিত করে, তবে উপায়? জলাশয়, ধর, কোনও গাঢ়ভাব; তাতে উচ্ছ্বাসাদি আছে; কিন্তু কেবল বিহ্বলতায় (নেশায়) যদি ডুবিয়া যাও, তবে 'ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং' যে পরমোজ্জ্বল রসবস্তু তাতে তো কৈ মিলনটি ঘটিল না (তোমার ভাব তো মহাভাবাশ্রিত হইল না)। এর উপায়ও তিনিই করেন।]

তিনি আছেন, তাঁর নামটি আছে। কে বড় কে ছোট তা নিয়ে ভাবিও না। ভাবিয়া দেখ—গিরিসানুদেশ প্রকম্পিত করিয়া যখন সিংহনাদ হয়, তখন গহ্বরের শৃগাল কি ডাকিতে পারে? স্বয়ং শ্রীগুরু (ইষ্টদেব) অহেতুক করুণা-পরবশ হইয়া যে ওঙ্কারাদি মহানামশঙ্খ তোমায় তুলিয়া দিয়াছেন, সেই শঙ্খ বাদন কর (ধম)—এমন উদাত্ত স্বরে বাদন কর (অর্থাৎ 'অভীদ্ধেন তপসা') যাতে রাক্ষস, নিশাচর (যাতুধান)দের বিকট অমঙ্গল শব্দ একান্তই (হি) সম্ভবপর না হয়।

[পূর্ব্বকারিকার মত এটিরও ভাবরহস্যে অবগাহন করিতে যত্ন করিও। একটি বিশেষতঃ সংবাদিনী অর্থকল্পনা এই—গিরি=এই দেহ। গহ্বর=নাসাগহ্বর, মুখগহ্বর ইত্যাদি। যামঘোষ=বৃথা শ্বাসবাক্যাদি (প্রাকৃত সংস্কার দ্বারা বাধ্য, সুতরাং 'যাম')। গিরিসানু=সৌষুম্নমার্গ। কম্পকারী সিংহনাদ=কুণ্ডলিনী জাগৃতি বিধায়ক মহামন্ত্র শক্তি। উদাত্ত—'উ'কারাদি বারাহী শক্তি সহায়ে ঊর্দ্ধখ্যাতিতে সমুত্তোলিত। যাতুধান=বক্র-বিষমগ, বৈরূপ্য-বৈগুণ্য জনক স্পন্দ (ছন্দঃ) সমূহ—অরিচ্ছন্দঃ।]

বাচাদিকে অগ্র্যা করিবে কিরূপে?

অগ্র্যা গিরঃ সতি জপে স্বসপত্নবর্জ্জং
চাগ্র্যং মনঃ সতি রসে বরবৈরবর্জ্জম্।
প্রাণাস্তথা সতি জবেঽসুরবেগবর্জ্জং
বুদ্ধিস্তথা সতি পথীতর লক্ষ্যবর্জ্জম্ ॥৯৪

(সতি নয়েঽপরপোষবর্জ্জম্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার জপ স্তোত্রাদির বাক্যসমূহ (গিরঃ) অগ্রগা (উত্তম) হইবে কি হইলে? ঐ সমস্ত বাকের যেটি আপন ছন্দঃ ও ভাব, তার বিরোধী (অরি, সপত্ন) নয় এমন জপাদি দ্বারাই বাকের ঐ অগ্রগা, উত্তমা ভূমি লব্ধ হইবে, অন্যথা নহে (স্বসপত্নবর্জ্জং)। মন অগ্র্য হইবে কিরূপে? যেটি বর, কিনা বরণীয় শ্রেষ্ঠ তাতে বৈমুখ্য (বৈর) নাই এমন যে রস (শ্রদ্ধা, অভিনিবেশ, রতি), সেইটি হইলে, অন্যথা নহে (বরবৈরবর্জ্জং)। প্রাণ অগ্র্য হইবে স্বরদ্বেষী (অসুর, Brute, Lower Vital) যে বেগ সেটি নয়, এমন সম্বেগ (জব, উদ্যম) জাত হইলে, অন্যথা নহে। আর শ্রুতিসিদ্ধা যে অগ্র্যা বুদ্ধি, সেটি জাত হইবে যদি বুদ্ধির সমাশ্রিত নীতি অথবা পথ এমন হয়, যাতে পর বা পরম প্রাপ্তির উপায়েরই পোষণ হয়, অথবা যাতে পরম লক্ষ্য ছাড়া ইতর লক্ষ্যের পথ উন্মুক্ত প্রসারিত না হয় (অপরপোষবর্জ্জং অথবা ইতরলক্ষ্যবর্জ্জং)। সুতরাং অবমে অথবা ইতরে লক্ষ্য নাই এমন যে নীতি ও পথ সেইটি সর্ব্বতোভাবে সমাশ্রয় করিবে। যেমন শব্দের দিক্ দিয়া 'অ উ ম' হইল পর, 'অবম' অপর। দ্বিতীয়টিতে 'অ' ও 'ম' এই দুই বর্ণের ' র্শ্বচাপ' দ্বারা 'ব' সঙ্কুচিত ; প্রথমটিতে, পার্শ্বচাপ অপনীয়মান, কাজেই 'উ' প্রসারিত, ঋধ্যমানতাধর্ম্মী)।

(২৯)

সুভদ্রদশকম্

ভজনসুভদ্রঝরীপরিসেবনশীতলবিমল মনাংসি।
ন জহতি জলধিসুতাপতি-পঙ্কজপেলবপাদরজাংসি ॥
গিরিশনিবাস-সুষমাসিতসুন্দরমানসসরসি পয়াংসি।
অপি দধতু রমাধবচরণ-লুণ্ঠিত-পরিমলভাঞ্জি যশাংসি ॥

দুস্তর বারিধিবক্ষসি তরিতুং
দুর্গম গহনবনে সুখমটিতুম্।
প্রবিষ্টভুজঙ্গগৃহেঽপি শয়িতুং
(ভুজগসমাকুলগৃহেঽপি শয়িতুং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরণী সরণী দয়া দীপনী ॥
নির্বাত-বাতায়ন-হীনকক্ষে
গুরুঘূর্ণিবাতাহত-বেদিবৃক্ষে।
প্রমত্ত-বাতাব্ধিতরঙ্গতাণ্ডবে
প্রাণানিলো বিষকূপে চ দাবে ॥

খদ্যোততনুচ্ছটেব চটুলং
বাতাহতলঘুবারিদচপলম্।
ন হরতি চেত ঋতে তচ্ছরণং
ধ্রুবস্য ছায়াপথস্য গর্ব্বম্ ॥

মরুভুবি কে' ন্দি তৃষাবিদীর্ণে
ন পিবেদুপবন নি র .রি।
চেতসি সতি বিষদহন বিশার্ণে
ভজেন্নবাহ মৃতমাময়হারি ॥

নভসি যদি চপললঘুমেঘাৎ
পততি পৃষদেক মতিলোলম্।
তদপি খলু তৃষিত খগ মৃগ্য-
মপি জলধিবারি কিমগাধম্।

যদি মৃদি সরসায়াং যত্নতঃ সেবিতাপি
নবরুচিতুলসীয়ং মঞ্জরীষু ম্রিয়েত।
কুরু নতু পরিতাপং সন্তি বীজানি তত্র
বত মৃদি বিরসায়াং মঞ্জরী মঞ্জু শোভা ॥

সপদি বিরমতূর্ম্মিশ্রেণিভঙ্গোহর্ণবস্য
প্রহতজলধিবেলা স্বাপমেতু প্রশান্তা।
গদতু চিরমপেক্ষ্যাশঙ্কমানো বগাহে
স্বপিতু সপদি চেতো মা গদীঃ সন্ততোর্ম্মি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানে নয়নং প্রেমণি শরণং
কর্মণি নিষ্ঠা বিরতৌ শমনম্।
ভজনে ভাবঃ শমথো মননে
পূর্ণমপূর্ণং সর্ব্বং জপনে ॥৯৫—১০৩

বঙ্গানুবাদ :—ভজনরূপ সুমঙ্গলনির্ঝর নিষ্ঠাসহকারে সেবা করতঃ যে মন শীতল ও বিমল হইল, সে মন জলধিসুতাপতির (কমলাপতি শ্রীহরির) পঙ্কজ-পেলবপাদরজঃ ছাড়িয়া আর কোথাও যায় না। (কাজেই, ভজনসুভদ্রঝরী সর্ব্বতোভাবে সেবা কর।) গিরিশনিবাস যে কৈলাস তার শুভ্রোজ্জ্বল সুষমা প্রতিফলিত হইয়া মানসসরোবরের বারিবক্ষঃও শুভ্রসুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু, সে সিতসুন্দর বারিবক্ষঃ রমাপতির চরণসরোজ লুণ্ঠিত পরিমলকে ভজনা করে যে যশঃ, সে যশের দ্বারাও মণ্ডিত হউক! অর্থাৎ, তোমার মানসসরঃ জ্ঞানের আলোক এবং প্রেমের পরিমল এ দুয়েতেই মণ্ডিত হইয়া ধন্য ও পূর্ণ হউক। দুস্তরবারিধিবক্ষে তরিবার তরণী, দুর্গমগহনবনে সুখে চলিবার সরণী (পথ), ভুজগসমাকুলগৃহেও শয়ন করিবার জন্য অনির্ব্বাণ দীপ (দীপনী)—কেবল দয়া, আর কিছুই নহে।

গৃহে রহিয়াছ, কিন্তু সে গৃহ যদি বায়ুহীন, বাতায়নহীন কক্ষের মত বোধ হয়, তবে? গৃহের বাহিরে, সাধনবেদিবৃক্ষতলে সমাসীন আছ, কিন্তু সে বৃক্ষও যদি গুরুঘূর্ণিবাতাহত হয়, তবে? এ পারে কাজের সুরাহা হইল না, যাই পারাবার পারে—এই ভাবিয়া সাগরে পাড়ি দিতে যাইয়া প্রমত্ত প্রভঞ্জন উদ্বেলিত তরঙ্গতাণ্ডবে যদি নিপতিত হও, তবে? আর ভাগ্যদোষে যদি বিষবাষ্পকূপে অথবা দাবাগ্নির জ্বালা করাল ধূমজালে পতিত হও, তবে? এ সকল সঙ্কটেই তিনি আছেন তোমার প্রাণানিল রূপে। সঙ্কটপঞ্চকে পড়িয়া এটি যেন ভুলিও না।

চিত্তে কদাচিৎ একটুখানি আলোর স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু সে আলো ঘোর অন্ধকারে খদ্যোতের তনুচ্ছটার মতই চটুল! আর, অবসন্ন মন যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন সে হয় কেমন? না, বায়ুতাড়িত আকাশের লঘু মেঘের মতই চপল! এ নিতান্ত চটুল চপল মন, তাঁতে শরণ লওয়া ব্যতীত, আকাশের ঐ ধ্রুবতারা, আর ঐ ছায়াপথের যে অচঞ্চল দ্যুতি ও প্রশান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমা, তাদের গর্ব্ব হরণ করিবে কিরূপে? তদেকশরণ হইলে এ অঘটনও অবশ্য ঘটিয়া থাকে জানিবে।

মরুভূমিতে নিদারুণতৃষ্ণাবিধুর কোন্ ব্যক্তি নিকটে মরূদ্যান আছে শুনিয়া সেখানে যায় না, এবং তথাকার নির্ঝরবারি প্রাণ ভরিয়া পান করে না? চিত্ত যদি নিরন্তর বিষের দহনে বিশীর্ণ হয়, তবে কে এমন আছে যে সকল আময়হারি অমৃত ভজনা করিতে সমুৎসুক হয় না?

আকাশের একখণ্ড চপল লঘু মেঘ হইতে যদি একটি ফোঁটাও অতিলোল জল পতিত হয়, তবু সেটি হয় তৃষিত চাতকের কাম্য, প্রার্থিত। জলধিতে তো অগাধ জলরাশি রহিয়াছে, কিন্তু সেদিকে তো পিয়াসী চাতক ছুটিয়া যাইবে না! আকাশের এক বিন্দু বারি হইতেছে—একটি মুহূর্ত্তের শ্রীগুরু-করুণাকটাক্ষ! জলধি হইতেছে—সর্ব্বতোব্যাপী ব্রহ্মসত্তা অথবা অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই বারিধি এবং বারিদ সম্বন্ধটি পূর্ব্বে এক কারিকায় কথিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধ নানাদিক্ দিয়া দেখিও।

তোমার সরস মৃত্তিকায় সযত্নসেবিত নবীনকান্তি তুলসী যদি কোন কোন মঞ্জরীতে শুখাইতে থাকে, তাতে পরিতাপ করিও না। কেননা, মঞ্জরী শুখাইল বটে, কিন্তু বীজ ছড়াইয়া গেল তোমার সরস ভূমিতে। কালে, তুলসী কাননই হইবে। কিন্তু তোমার মৃত্তিকাই যদি শুখাইয়া বিরস হয়, তবে হায়! দুদিনের এই মঞ্জরী মঞ্জু শোভা তোমার সাধের তুলসীমঞ্চে!

উদ্বেল সিন্ধুতটে দাঁড়াইয়া যে জন অপেক্ষায় আছে এই ভাবিয়া—তটে সিন্ধুর অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ এইবার নিবৃত্ত হউক, তরঙ্গাঘাতে নিরন্তর প্রহৃতা বেলাভূমি এইবার প্রশান্ত হইয়া ঘুমাক; তখন আমি স্বচ্ছন্দে শান্তসমুদ্রে অবগাহন করিব এবং মুক্তাদি আহরণ করিব! উদ্বেল সাগরে অবগাহনে ভয় পাইয়া এবং চির অপেক্ষায় রহিয়া, কেহ যদি এরূপ বলে, তা সে বলুক। কিন্তু স্বপ্নজাগরণে নিরন্তর তরঙ্গায়িত (সন্ততোর্ম্মি) মনটি আমার এইবার ঘুমাইয়া পড়ুক, শান্ত হউক, তখন আমি সে মনে সুখে অবগাহন করিব—এরূপ কথা কদাপি বলিও না (মা গদীঃ)।

ধ্যানে দৃষ্টির উন্মেষ হয়, প্রেমে শরণাগতি, কর্ম্মে নিষ্ঠা, বিরতি বা কামনা নিবৃত্তিতে শম, ভজনে ভাব, মননবিচারে তত্ত্বান্বেষিণী বুদ্ধি স্ফুরিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু সকল সাধনেই যেটি অপূর্ণ রহিয়া যায় সেটি পূর্ণ হয় কিসে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপনে। কাজেই, সকল অপূর্ণের পরিপূরক জপকে ছাড়িও না। জপসংখ্যা পূরণ কেবল বাহিরের কর্ম্ম নয়; এ পূরণ নিখিল অপূর্ণের পূরণেরই প্রয়াস, ক্রম ও উপায় জানিও। জপ্য মহানামের কৃপাই এই অঘটনঘটনী পরিপূরণী শক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপসূত্রম্

॥ প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ ॥

(১)

'অভীদ্ধম্' তথা 'তপঃ' সূত্রে

১৬। আভিমুখ্যে চাভাদ্ধত্বম্ ॥

নৈর্লক্ষ্যং চাপি বৈলক্ষ্যং চোপলক্ষ্যং ততঃ পরম্।
বিহায় চাপলক্ষ্যঞ্চ সংলক্ষ্যে ধীরবৃত্তিতা ॥৫৮

ন্যাসেন মুঞ্চনৈর্লক্ষ্যং চাপেতং প্রাণকর্ম্মণা।
ভূতশুদ্ধ্যা চ বৈলক্ষ্যং চোপলক্ষ্যং গুরুং শ্রয়াৎ ॥৫৯

আদ্যামাত্রা হি নৈর্লক্ষ্যং বৈলক্ষ্যং মধ্যমা জয়েৎ।
তৃতীয়া চার্দ্ধমাত্রাহি দ্বেহপরে জয়তস্ততঃ।
ইতি প্রণবমাশ্রিত্য সংলক্ষ্যস্থিতিমিচ্ছত ॥৬০

চতুর্ণাং প্রতিষেধার্থ মভ্যাসঞ্চ বিচারণাম্।
বুদ্ধিযোগঞ্চ ভাবঞ্চ হ্যাশ্রয়ত যথাক্রমম্ ॥৬১

মণিসরোজ বিলাসসমুৎসুকোহ
টসি বৃণোষি বিষাদমিতস্ততঃ।
বিষবিতানশুচো ন সুধাকরোহ
বতি ভুজঙ্গভিয়োহপি সরোরুহম ॥৬২

জহৎ কর্ম্মোপাত্তং ফলমুপরি কিঞ্চান্তরতৃষো
জহৎ তৃষ্ণামুর্ব্বী মহমিতি তনুগ্রন্থিমজহৎ।
ন জহ্যাস্তে জ্যোতীরস মিথুনযাগে জপহুতং
যতো ধর্ম্মাঃ কর্ম্মাণ্যখিলমিয়ুরিষ্টৈকশরণম্ ॥৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। তেজস স্তথাত্বে তপস্ত্বম্ ॥

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ব্রহ্ম খল্বিদমঞ্জসা।
ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশাদ্ধি সর্ব্বতোঽস্তি তপোধ্রুবম্ ॥ ৬৪

খ্যাতয়োভূর্ভুবঃ পূর্ব্বাঃ সপ্ত সর্ব্বেষু নিষ্ঠিতাঃ।
তদ্ ব্যাপ্য বৃত্তিমত্ত্বেঽপি ন সর্ব্বং ব্যক্ত বৃত্তিমৎ ॥৬৫

অগ্নিস্তেজঃ পুনশ্চার্চ্চি র্বর্চ্চশ্চোর্জ্জো যথান্বয়ম্।
ওজশ্চ ভর্গ ইত্যেবং ভূরাদৌ তপসো গতিঃ।
একস্মিন্নেক মুখ্যত্বেঽ পরেষাং গুণতা স্থিতা ॥৬৬

প্রতি মখেষু জুহোষি হুতাশনং
প্রতি জপেষু জুহোষি পরাং গিরম্।
প্রতি ভবেষু জুহোষি ভবোদ্ভব
মিতি করোষি তদেব পরং তপঃ ॥৬৭

গীতাদিষু তপস্ত্রৈধং শ্রৌতং জ্ঞানময়াদিকম্।
মহাব্যাহৃতিভিঃ সর্ব্বং সংগৃহ্যতে হি মূলতঃ ॥৬৮
প্রণবাদিষু বীজেষু ভূর্ভুবস্সুবরোমিতি।
ত্রয়ী হি শিরসা কৃপ্তা তস্মাজ্জপঃ পরং তপঃ ॥৬৯

জপন্ মন্ত্রং বাঢ়ং মনসি যদি তুচ্ছং নিজকৃতং
শ্রয়ন্ ন্যাসং ধ্যানং হবনমপি চেন্নৈষি শরণম্।
স্তবন্ স্তোত্রং হৃদ্যং হৃদি বিগুণতাং চেদুপগতঃ
স্মর জ্ঞানপ্রেমাগ্নি যজনপরং দ্ব্যক্ষরজপম্ ॥৭০

মন্ত্রং ভূরিতি সন্ধেয়ং ভুবশ্চ দৈক্ষ চোদনা।
স্বরিতীষ্ট সমাপত্তির্যে নাত্মা সম্প্রসীদতি।
তেজস্ত্রৈধং তপস্ত্রৈধং যো বেদ বেদ সোঽখিলম্ ॥৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরিলিখিত সূত্রদ্বয় এবং কারিকাসমূহের অনুবাদ

১৬। অভিমুখীন হইলে হয় অভীদ্ধ॥ (Leaping and Aspiring Flame)

নৈর্লক্ষ্য, বৈলক্ষ্য, উপলক্ষ্য এবং অপলক্ষ্য—এই চারি পরিহার পূর্ব্বক সংলক্ষ্যে ধীরবৃত্তিতা হওয়া আবশ্যক। [এইরূপ হইলে বুঝিবে যে তোমার উদ্দেশ্যের উপকারক (অভিমুখীন) যে ছন্দঃ, সে ছন্দঃ 'অভীদ্ধ' হইয়াছে।] জপাদি সাধনে অঙ্গন্যাসাদি ক্রিয়া দ্বারা নৈর্লক্ষ্য পরিহার কর; ভূতশুদ্ধি দ্বারা বৈলক্ষ্য; প্রাণায়াম দ্বারা অপলক্ষ্য (অপেতং); এবং ধ্যানযোগে শ্রীগুরু সমাশ্রয় করতঃ উপলক্ষ্য হইতে উত্তীর্ণ হও। প্রণবের যেটি আদ্যামাত্রা (অকার) সেটির ব্যাহরণে নৈর্লক্ষ্য দূরীভূত হয়, অর্থাৎ লক্ষ্যাভিমুখীনতার অনুক্রমটি আসিয়া থাকে। মধ্যমমাত্রা উকার বৈলক্ষ্য (বিরুদ্ধ, ব্যর্থলক্ষ্য), রসনকরতঃ অভিমুখীনতাটিকে ঋজুগামিনী ও সতেজ করে। তৃতীয়া (মকার ত্রা) এবং অর্দ্ধমাত্রা অপর দুটিকে (অপলক্ষ্য—অপকৃষ্ট হীন লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য কথঞ্চিৎ সমীপবর্ত্তী অথচ বস্তুতঃ অবান্তর লক্ষ্য) জয় করিয়া থাকে (জয়তস্ততঃ)। অতএব প্রণবাদি বীজ, মহানাম সমাশ্রয় করতঃ সংলক্ষ্যে ইতি ইচ্ছা কর (ইচ্ছত)। (সহকারী উপায়রূপে) ঐ চারিটির (নৈর্লক্ষ্যাদির) নিষেধার্থ যথাক্রমে অভ্যাসযোগ, বিচারণা, বুদ্ধিযোগ ('বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ') এবং ভাব (ভক্তিযোগ—'মামেকং শরণং ব্রজ') যথাসাধ্য সমাশ্রয় কর।

আচ্ছা, তুমি তো ('সহস্রারে কর্ণিকারে' ইত্যাদি রহসি ধ্যানের বস্তু) মণিসরোজ (মণিপদ্ম) বিলাসে সমুৎসুক হইয়াছ, অর্থাৎ তাহাই তো তোমার সংলক্ষ্য; কিন্তু তাই যদি হয় তো এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? (অটসি ইতস্ততঃ)—লক্ষ্যহীনের মত বেড়াইতেছ কেন? শুধু তাই নয়, যাতে আত্মার সম্প্রসাদ না হইয়া নিশ্চিত বিষাদই হইবে, তাই কেবলই বরণ করিতেছ কেন? (বৃণোষি বিষাদং)—এটি বৈলক্ষ্য তো বটেই। তারপর দেখ, সুধাংশুর স্নিগ্ধকিরণে তোমার অঙ্গসন্তাপ তুমি জুড়াইবে ভাবিয়াছ বটে, কিন্তু (পূর্ব্বসংস্কার কল্পিত) বিষবিতান (বিষবিকিরণকারী বিষ চন্দ্রাতপ) ছাড়িয়া বাহির তো হইলেনা আজও। কাজেই স্বয়ং সুধাকর তোমায় বিষ চন্দ্রাতপ দুঃখ (শুচঃ) হইতে রক্ষা করেন কিরূপে (ন অবতি)? এটি অপলক্ষ্য। শেষ কালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ—কোনও পুরুষ সরোবরে প্রস্ফুটিত এক কমল দেখাইয়া বলিলেন, ঐ কমলমৃণালমূলে এমন এক নিধি আছে, সেটি পাইলে সর্ব্বভূতে অভীঃ (ভয়হীন) হওয়া যায়। তুমি তাই শুনিয়া পদ্মটি তুলিতে সরোবরে নামিলে। কিন্তু ছিল এক হিংস্র কৃষ্ণসর্প—সে তোমায় তাড়া করিল। তুমি যদি পদ্মমৃণালমূলে মণিটিকে হস্তে ধারণ না করিয়া পদ্মটিকেই ধারণ কর তা হইলে উদ্যতফণ কৃষ্ণসর্প তোমায় রেহাই দিবে কি? এটি সমীপবর্ত্তী অথচ অবান্তর লক্ষ্যের (উপলক্ষ্যের) দৃষ্টান্ত। (ন অবতি ভুজঙ্গভিয়োঽপি সরোরুহম্।)

(আবার ভাবিয়া দেখ—ইষ্টে একান্তাভিমুখ্যরূপ যে সংলক্ষ্য তাতে স্থিতি কত না সাধনে অর্জ্জন করিতে হয়!) কর্ম্মের দ্বারা উপাত্ত যে ফল (কর্ম্মফল) তুমি না হয় (উপরি, বাহ্যতঃ) ত্যাগ করিয়াছ (জহৎ), কিন্তু অন্তরতৃষ রহিয়া গেলে যে। আবার, উরুরূপা (উর্ব্বীং) তৃষ্ণাকে যদিই বা ছাড়িতে পারিয়াছ, তার সূক্ষ্ম (তনু) বীজভূত 'আমি' রূপ মূলগ্রন্থি তো ছাড়িতে পার নাই (অজহৎ)। আচ্ছা, ঐ তনুগ্রন্থি তো অল্পে যাবার নয়। (ও গ্রন্থি লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিও না।) ওটি যদি নাই ছাড়িতে পারিয়া থাক, তবু জ্যোতিঃ এবং রসের মিথুনযাগটি শ্রীগুরু তো তোমায় ধরাইয়া দিয়াছেন, সে যাগে (নিষ্ঠাপূর্ব্বক) জপরূপ হবনটি চালাইয়া যাও (ন জহ্যাঃ)। ঐ এক উপায়েই (যতঃ) তোমার ধর্ম্মকর্ম্মাদি অখিলরূপেই (ক্রিয়াকারক ফলসম্ভার সহ) ইষ্টৈকশরণাগতিতে সমাপন লাভ করিবে (ইয়ুঃ)। সুতরাং ঈদৃশ সংলক্ষ্যসাধন আর কি আছে? (এটা ছাড়িয়াছি, কিন্তু ওটা তো ছাড়িতে পারি নাই ভাবিয়া নৈর্লক্ষ্যাদিতে বিমূঢ় রহিও না।)

১৭। তেজঃ যদি অভীদ্ধ হয় তবে সেটি হয় তপঃ॥ (Power as directed to and realizing an End).

'তপসাচীয়তে ব্রহ্ম', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'—তপের দ্বারা ব্রহ্মবস্তু যেন উচ্ছ্বসিত হইলেন, নিজেকে চয়ন বা ব্যাহরণ করিলেন; এ সমস্তই ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নয়; ব্রহ্ম যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাতেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। এ বাক্যগুলির মর্ম্ম আগে বুঝিতে কতক চেষ্টা হইয়াছে, পরে আরও হইবে। তবে এই তিনটি সূত্র হইতে নিগমণ হইল যে সৃষ্টির সর্ব্বাবয়বেই ব্রহ্ম তপোরূপে রহিয়াছেন। অর্থাৎ তপঃ বিশ্বানুস্যূত সত্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Immanent Cosmic Principle. একভাবে তপোরূপে ব্রহ্ম যেরূপ সর্ব্বগ, অন্যভাবে ভূর্ভুবরাদি সপ্ত 'খ্যাতি' রূপেও তিনি সর্ব্বত্র 'নিষ্ঠিত'—নিগূঢ়ভাবে এবং নিশ্চিতরূপে স্থিত। (যেমন, একটা বীজে অথবা এক ধূলিকণাতেও ঐ সাতটি নিগূঢ় নিয়ামকভাবে বিদ্যমান।) ঐ সপ্তকের দ্বারা ব্যাপ্য হইয়াই (অন্তর্বহিঃ বিশ্বে) সব কিছু বৃত্তিমৎ হইতেছে সন্দেহ নাই (তদ্‌ব্যাপ্য বৃত্তিমত্ত্বেঽপি), কিন্তু সচরাচর ব্যবহারে সবকিছুতে ঐ সপ্তককে ব্যক্ত, প্রকট অবস্থায় থাকিতে দেখা যায় না (ন সর্ব্বং ব্যক্তবৃত্তিমৎ)। (যেমন, সূর্য্যরশ্মিতে যে সপ্ত বর্ণালি) তপঃ এবং ব্যাহৃতি উভয়থা সর্ব্বত্রগ রহিয়াছেন বলিয়া, ভূরাদি প্রত্যেক ব্যাহৃতিতেই তপের এক এক 'রূপ' অবশ্য রহিবে। সেগুলি এই—ভূঃতে অগ্নি, ভুবঃতে তেজঃ, স্বঃতে অর্চ্চিঃ, মহঃতে বর্চ্চঃ, জনতে ঊর্জ্জঃ, তপঃতে ওজঃ এবং সত্যে ভর্গঃ। এক বিশেষ সূত্র (Principle) আশ্রয় করিয়া এই প্রকার বিশেষ বিশেষ নির্দ্দেশ হইতেছে বুঝিতে হইবে। সে সূত্র পরে পরিস্ফুট হইবে। এখানে লক্ষ্য করিও যে অগ্নি প্রভৃতি পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক নয়। এক এক খ্যাতিতে এক একটির মুখ্যতা, কিন্তু গৌণভাবে প্রত্যেকটিই অন্যত্র রহিয়াছে (অপরেষাং গুণতা স্থিতা)।

এইবার দেখ—দ্রব্যযজ্ঞাদি বিবিধ যজ্ঞে ভৌমাগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাপর ঊর্দ্ধভূমিক হুতাশনে (গায়ত্রীতে সাক্ষাৎ ভর্গঃই তোমার হুতাশন) হবন করিতেছ (জুহোষি)। জপকালে হবন করিতেছ কোন্ অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া জান? সে অগ্নি হইলেন 'তনূনপাৎ'—সাক্ষাৎ পরাবাক্ সে অগ্নির শাশ্বতী তনু (প্রতি পরাং গিরম্)। আবার জন্মে জন্মে লোকে লোকে কাকে উদ্দেশ করতঃ জীবন হবন করিয়া যাইতেছ বল দেখি? বেদের এই চিরন্তনী জিজ্ঞাসা—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম! সে কোন্ দেবতা? সে দেবতা—'ভবোদ্ভব'—যত ইমানি ভূতানি ইত্যাদি। সেটি নিখিল সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূলে যে পরম রহস্য আবেগ তাই—যাকে 'আনন্দ' বলাও হইয়াছে। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে পঞ্চাগ্নি তার মূলও তো এইখানেই! আচ্ছা, এসব করিয়া আসলে কি কর্ম্মটি করিতেছ বল দেখি? পরং তপঃ। ব্রহ্মের তপঃ হইতে উৎপন্ন অণু মহান্ সকল কিছুই সেই আদিম ব্রহ্মের তপঃকেই বিভিন্নরূপে উদ্দেশ করিয়া পরোক্ষ পরমে পুনর্ম্মিলনের যে আপন তপঃ সেটি ঋজু কুটিল নানা ছন্দে করিয়া চলিয়াছে! কবে ঋতচ্ছন্দঃটি, মধুচ্ছন্দঃটি তার মিলিয়া যাইবে, এখনি তার ঠিকানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতেছে কে বল ? সে ঠিকানা মিলাইবার নিমিত্ত তপসের সাথে মেধস্‌কেও মিলাইতে হয়। অর্থাৎ, তপস্‌কে ব্যাহৃতিসপ্তকের চরমভূমি যে 'সত্যং' সেই পর্য্যন্ত ফুটাইয়া লইতে হয়—'ভর্গো দেবস্য ধীমহি' রূপে অভিব্যক্ত হইতে হয়।

গীতা যে বাচিকাদি ত্রিবিধ তপের কথা বলিয়াছেন, শ্রুতিতে 'তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' ইত্যাদি যেসব রূপ কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই ভূর্ভুবস্বঃ এই মহাব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা সমাসতঃ সংগৃহীত হইয়াছে জানিবে। অর্থাৎ, তপসের মূল আকৃতি ভূর্ভুবস্বঃ।

গায়ত্রীশিরঃ বলিয়াছেন—'ভূর্ভুবঃ স্বরোম্'। সুতরাং ওঙ্কার (এবং অপরাপর বীজমন্ত্রে) উক্ত ত্রয়ী (ব্যাহৃতিত্রয় এবং যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম) কল্পিত হইয়াছে। অতএব, প্রণবাদি জপই পরং তপঃ।

পুনশ্চ, মন্ত্রকে ভূঃ এইরূপে জানিও। শ্রীগুরু মন্ত্রে যে শক্তিসঞ্চার করেন দীক্ষা দানকালে বিশেষতঃ (দৈক্ষচোদনা), সেটি ভুবঃ। আর, ইষ্টে যে অনন্ত জোতীরস সেটিকে ধারারূপে অবিচ্ছেদে 'দোহন' (ইষ্ট-সমাপত্তি)—ইহা স্বঃ বলিয়া জানিবে। এইভাবে তেজের ত্রিধাত্ব এবং তপের ত্রিধাত্ব যে যথার্থ জানে, তার জানিতে বাকি কি থাকে ? দৃঢ়ভাবে মন্ত্র জপ করিয়াও যদি ভাব (মনসি) আমার কর্ম্ম (নিজকৃতং) কোন কাজেরই হইতেছে না (তুচ্ছং); যদি ন্যাস, ধ্যান, হোম এসব আশ্রয় করিয়াও (শ্রয়ন্) মনে হয়—আমার শরণ নেওয়াই তো হয় নাই (ন এষি শরণম্); যদি হৃদয়ের অনুকূল (হৃদ্যং) স্তোত্র গান করিয়াও (স্তবন্) ভাব—কৈ আমার হৃদয়ের বিগুণতা তো গেলনা (বিগুণতাং চেদুপগতঃ), তবে (ওগো ভাববিধুর জপসাধক) স্মরণ কর যে 'জপ' এই অক্ষর দুটিই যেন তোমায় ডাকিয়া বলিতেছে—তোমার সকল কর্ম্ম (জপাদি) 'যজন'রূপে ভাবনা করিতে অভ্যাস কর (যজন পরং—জকার ও পকার)। ভাল, কিন্তু কোন্ অগ্নিতে ? জ্ঞানাগ্নি ও প্রেমাগ্নি (যথাক্রমে জকার ও পকার লও)! [যথা—যেই বলিলে ওঁ আত্মনে নমঃ, অমনি ভাব আত্মাকে স্থূলাভিমানী ব্যষ্টি-সমষ্টিচৈতন্যরূপে বিশ্ববিরাট্; ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ বলিয়া ভাব সূক্ষ্মাভিমানী ব্যষ্টিসমষ্টিচৈতন্যকে-তৈজসহিরণ্যগর্ভ; ওঁ পরমাত্মনে নমঃ বলিয়া ভাব কারণাভিমানী ব্যষ্টিসমষ্টিচৈতন্য প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর। প্রেমযাগেও অনুরূপ ভাবনা কর—জীবাত্মার সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী ত্রয়কে যথাক্রমে পূর্ণৈকসচ্চিদানন্দস্বরূপেই আহুতি দিতেছি ইত্যাদি।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে এই কারিকাটির অর্থ ভাবনা করতঃ ১৬।১৭ সূত্র দুইটির অর্থ বিস্তারে মনোনিবেশ কর ঃ—

বীজ-মুচ্ছূনতাং যাতি বিশ্বঞ্চাপি তথাগতি।
ঋধ্যতি প্রণবে মাত্রা তপসা তদ্ধি চীয়তে ॥৭২

বীজ পুঁতিয়া দেখি সেটি অঙ্কুরোদ্গমের আগে ফুলিয়া উঠিতেছে ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু, বীজকোষ প্রভৃতিতেও তাই দেখি (Swelling before cell division) ; জড়াণু প্রভৃতিতেও খুব সম্ভবতঃ তাই। উচ্ছূনতাটি বাড়া কমা দুদিকেই হইতে পারে। আবার বিরাট্ বিশ্বকেও উচ্ছূনধর্ম্মী (Expanding) দেখা যাইতেছে। প্রণবাদিতে অর্দ্ধমাত্রারূপে মাত্রার ঋদ্ধি হইয়া থাকে—নাদ ও বিন্দু এই দুই পরম সীমাভিমুখে। কেন এসব ? যেহেতু (হি) মূলে যে (তৎ) ব্রহ্মবস্তু (উপাদানের উপাদান, নিমিত্তের নিমিত্ত), সেটি 'তপসা চীয়তে'।

ব্যাহৃতি সপ্তক সূত্রাণি

১৮। অয়মিতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং ভূরিতি ॥
১৯। অসাবিতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং স্বরিতি ॥
২০। উভয় প্রত্যয়াপ্রতিযোগিত্বং ভুবরিতি ॥
২১। উভয় প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং মহরিতি ॥
২২। অসীতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং জন ইতি ॥
২৩। অস্মীতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং তপ ইতি ॥
২৪। অস্তীতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং সত্যমিতি ॥

অথ কারিকাবলী

(সামান্যতো দিগ্‌দর্শনী)

বিধূয় ক্ষিপ্রং ধূলিকণমবরং ব্রহ্ম দহরং
পদা পিষ্টাং বল্লীং শবলকুসুমাং বোপনিষদম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকৃৎ ত্যক্তং পত্রাৎ পৃষদপি বৃহচ্ছান্দস মৃতং
ন মন্যে গুল্মে গুঞ্জিত মশরুতং সাম সুমহৎ ॥৭৩

মহা ব্যোম্নি ব্যক্তং নয়ন পথগং চিত্রমখিলং
তদপ্যান্তে সর্ব্বং রহসি কণিকায়াং নিপুটিতম্।
ইহান্তে যত্তস্য ক্বচিদপি বিসৃষ্টৌ ন বিরহোঽ
ত একার্ণং বিদ্ধি শ্রুতি-নিবহ-বাচো বিবিদিষুঃ ॥৭৪

ব্রহ্মার্ণং তং পরিগণয় যো ব্রহ্মরূপৈক বর্ণো
ব্রহ্মাণ্ডে যৎ তদপি তদতীতং নিধত্তে মহিম্নি।
একার্ণর্ত্তং প্রথয়তি বহিশ্ছন্দসা বহ্বৃচাং বাক্
সাম্নোদ্গীতঃ স্বরইতি যজুর্যাজয়েদ্ ভূর্ভুবঃস্বঃ ॥৭৫

বঙ্গানুবাদ

ভূরাদি ব্যাহৃতি অথবা প্রণবাদি বীজের অবয়ব তো কয়েকটি মাত্র অক্ষর লইয়া গঠিত। তার ভিতরে এত তত্ত্ব, শক্তি ও আকৃতির ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করিতে যাওয়া কি কল্পনার 'কসরৎ' মাত্র নহে? আচ্ছা, আকারে ছোট বলিয়া তো কেহই এতদিন এক ক্ষুদ্র বটকণিকা অথবা মাতৃজঠরে এক জীবাণুকে 'নগণ্য' মনে করে নাই; আর, হালের বিজ্ঞান তো এক ধূলিরেণু, জলবিন্দু অথবা তদপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র পদার্থে মহাবিস্ময়কর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছে, শুধু থিওরিতে নয়, বাস্তব প্রয়োগেও। এইজন্য প্রথম কারিকায় বলা হইতেছে—পদসংলগ্ন একটা ধূলিকণ তো তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া ফেলি (ক্ষিপ্রং বিধূয়), কিন্তু একটিবারও মনে ভাবি নাই তো (ন মন্যে) যে সে নগণ্য ধূলিকণ দহর (সূক্ষ্মরূপ) ব্রহ্মই! পথে চলিতে নবোদ্গত শষ্পরাজির মাঝে লুকান নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমে অলঙ্কৃতা কোন লতিকাটিকে (বল্লীং শবল কুসুমাং) পদে নিষ্পেষণ করিয়া যাই (পদা পিষ্টাং), কিন্তু একটিবারও মনে ভাবি নাই তো (ন মন্যে) যে—ঐ পিষ্ট লতিকা এক মহতী মৌন-উপনিষৎ (বোপনিষদম্)! আবার, ঐ যে পত্রচ্যুত (পত্রাৎ) একটি বিন্দু জল (পৃষৎ) আমার অঙ্গে একটিবার (সকৃৎ) পতিত হইল, কৈ ভাবি নাই তো (ন মন্যে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে—ঐ ক্ষরিত বিন্দুটি হংসবতী ঋকে উদ্দিষ্ট (ছান্দস) 'ঋতং বৃহৎ', তার এক কণাও কম নয়! পুনশ্চ, ঐ যে গুল্মে মশকটি গুন্ গুন্ রব করিতেছে (গুঞ্জিত মশরুতং), সেটি যে আবার সুমহান্ সাম গান (সাম সুমহৎ), তাও তো কোনদিন ভাবিলাম না!

ক্ষুদ্রের দিক হইতে দেখিলে, বিরাটের দিক হইতেও দেখ। মহাব্যোম আমার নয়ন সমক্ষে প্রসারিত (ব্যক্তং নয়নপথগং) যে অখিলের ছবি (চিত্রমখিলং), সে মহাবিপুলের ছবি, সেটি সমস্তই (তদপ্যান্তে সর্ব্বং) রহিয়াছে সূক্ষ্ম গুপ্ত চিত্রের মত গুটান' (রহসি নিপুটিতং) একটি কণিকার ভিতরেই। আবার, এখানে যাহা আছে (ইহাস্তে যৎ), ঐ বিচিত্র সৃষ্টির মাঝারে (বিসৃষ্টৌ) কোথাও (ক্বচিদপি) তার বিরহ (অভাব) নাই। 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ'। এইজন্য (অতঃ) বেদাগমাদির নিখিল বাণী (শ্রুতি নিবহবাচঃ) যদি জানিতে চাও (বিবিদিষু), তবে কি করিবে? একটি অক্ষর বা বর্ণকেই তত্ত্বতঃ জান (একার্ণং বিদ্ধি)।

অতএব প্রণবের অকারাদি, ব্যাহৃতির বকারাদি এক একটি বর্ণকে 'ব্রহ্মার্ণ' বলিয়া পরিগণনা করিও। প্রত্যেক বর্ণই ব্রহ্মরূপ, কাজেই নিখিল শক্তি ও ব্যঞ্জনা তাতে নিহিত। ব্রহ্মার্ণ আপন মহিমাতে (মহিম্নি) কেবল যে ব্যক্তাব্যক্তরূপ ব্রহ্মাণ্ডের নিধান (নিধত্তে) এমন নয়, ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত (transcendent) যাহা কিছু (তদতীতং) তারও নিধান। এই নিমিত্ত মন্ত্রের ব্রহ্মাণ্ড পাটনী শক্তি আছে। আমরা দেখিয়াছি যে, বিশেষতঃ অনুচ্চার্য্য যে অর্দ্ধমাত্রা তাঁর আশ্রয়েই এটি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। একটি অর্ণের যেটি ঋতং, কিনা যথার্থ-গতি-স্থিতি-পরিণতিরূপ, সেটিকে বহুমন্ত্রময়ী ছন্দো গ্রথিতা যে ঋক্ (বহ্বৃচাং বাক্), সেই ঋঙ্মন্ত্র যেন বাহিরে (স্থূল বৈখরীরূপে) বিস্তার করিয়াছেন (প্রথয়তি বহিঃ)। সাম বর্ণের যেটি স্বাভাবিক স্বর, সেটিকে উদ্‌গান করিয়াছেন। আর, যজুঃ সেই ঋতং এবং স্বর সমন্বিত অর্ণদ্বারা 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এইভাবে যাগ করিয়াছেন (যজু র্যাজয়েদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতি)।

ধ্রুবস্বরাদ্ যথা রাগা স্তায়ন্তে ভৈরবাদয়ঃ।
সিতাদ্ বা বর্ণ বৈচিত্র্যং সংখ্যানমেকতো যথা ॥৭৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একস্মাদেব মুখ্যাচ্চ প্রাণাঃ পঞ্চ দশাপি বা।
চৈকস্মান্ মহতস্তদ্‌বদ্ ব্রহ্মার্ণাদ্ বাঙময়ং জগৎ ॥৭৭
রসায়নে যথা সংখ্যাকৃত্যাদিভির্নিরূপ্যতে।
মৌলিক স্পন্দরূপাণাং সঙ্ঘাতস্য বিশিষ্টতা ॥৭৮
ব্রহ্মার্ণানাং তথা সংখ্যা কৃত্যাকাঙ্ক্ষাঃ প্রসজ্যতা।
ব্যাবৃত্তি-ব্যাহৃতী ষড়্‌ভি রেতাভিরিদমর্থতা ॥৭৯

অনুবাদ :—কোনও ধ্রুবস্বরকে আধার করিয়া ভৈরবাদিরাগের যেমনধারা তায়ন (রূপায়ণ) হইয়া থাকে, সেইরূপ অ, উ প্রভৃতি এক একটি বর্ণকে আধার করিয়া শক্তি, আকৃতি ও ভাবের (অর্থের) অশেষ বিচিত্র অভিব্যক্তি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। (ঐ এক ধ্রুবস্বর বা অকারাদি একটি বর্ণ আধার হইল বটে, কিন্তু 'আকর' হইল কি? তাই বলা হইতেছে—) একমাত্র শুভ্রবর্ণ যেমন পীতলোহিতাদি অশেষ বর্ণালির আকর হইয়া থাকে অ, উ, প্রভৃতি এক একটি বর্ণও তদ্রূপ। (আচ্ছা, আধার ও আকর এই দুই না হয় হইল, কিন্তু আপূরক?) 'এক' এই আদিম সংখ্যা যেমন আপনাকে পূরণ হরণ করতঃ অনন্ত সংখ্যা বিস্তার করে, অকারাদি এক একটি বর্ণও তদ্রূপ। সুতরাং আধার-আকর-আপূরক সর্ব্বতোভাবেই একটি মহান্ ব্রহ্মার্ণ হইতে এই অশেষ বৈচিত্র্যময় বাঙ্ময় (অর্থপ্রত্যয়সহ) জগৎ প্রপঞ্চিত হইয়াছে জানিও। [আচ্ছা, ঐ তিনটি কর্ম্ম ছাড়া 'ব্যাহরণ' (বিবিচ্য আহরণং) রূপ সৃষ্টির আসল কর্ম্মটিও তো চাই।] তাই, একই মুখ্যপ্রাণ যেমন আপনাকে পাঁচ, দশ ইত্যাদিরূপে অভিব্যক্ত করে, অকারাদি বর্ণও তদ্রূপ মুখ্যপ্রাণ-ধর্ম্মী। [বেশ, একটি বর্ণ বহুই হইতেছে কিরূপে, আবার সে বহুও (মূলবর্ণগুলি) অশেষ যৌগিক (সংযুক্ত) আকার পাইতেছে কেন? উপমা দেওয়া ছাড়া এ 'কেন'র উত্তর নাই।] যেমন, রসায়ন বিজ্ঞানে দেখি—মূলে কতিপয় স্পন্দ-আকৃতি (vibratory pattern) থেকে সংখ্যা, আকৃতি (number and form) ইত্যাদির বিচিত্রতা বশতঃ অশেষ পদার্থ বৈচিত্র্য (সঙ্ঘাত) সম্ভাবিত হইয়া থাকে। জৈববিজ্ঞানের অনুরূপ হইতে দেখি। এ দৃষ্টান্তে যেরূপ, দার্ষ্টান্তিকেও তদ্রূপ—কোনও একটি বর্ণ (ধর, অ, ই, উ, ক) কোথায় কিরূপ শক্তি (অভিধাদি) অভিব্যক্ত করিবে, সেটি নির্ভর করিতেছে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছয়টি লিঙ্গের উপর :—সংখ্যা, আকৃতি, আকাঙ্ক্ষা, প্রসজ্যতা, ব্যাবৃত্তি (প্রতিষেধ) এবং ব্যাহৃতি। এ ছয়ের মধ্যে শেষেরটিই মুখ্য, তাতেই অন্য পাঁচটির অন্তর্ভাব। ঐ ছয়টির দ্বারা নিরূপিত হইবে—এই স্থলে এই বর্ণের এইটি অর্থ বা ভাব (ইদমর্থতা)। এ ছয়টির পরিচয় পূর্ব্বে কিছু মিলিয়াছে, পরেও মিলিবে।

(বিশেষতো বিশ্লেষণী)

শক্ত্যাকৃতিক্রিয়াভির্হি পূর্ণাভির্বিন্দুরূপতঃ।
ব্রহ্মানুপ্রাবিশৎ প্রাণাং স্ততোঽর্ণা অসুভৃদ্বরাঃ ॥৮০
হংসোঽহংস ইতি শশ্বদবশো যো জপোঽসুভিঃ।
এষ জাগর্ত্তি তেনার্ণঃ স্বাপে বিশ্বস্য বৈ পুমান্ ॥৮১
অসূন্ বিভর্ত্তি চার্ণোঽয় মস্বগ্ন্যোরপ্যনন্যতা।
প্রাণাগ্নিহোত্র নিষ্পত্তে র্বাচোঽগ্নি র্দৈবতং হ্যতঃ ॥৮২
প্রণবশ্চ রসো বাচামগ্নি-দৈবত উচ্যতে ॥৮৩
অপ্রমেয়ানিরুক্তস্যাদিমেয়ং মানদা যতঃ।
ব্যঞ্জনাদি স্বরাদিভ্যামতোহি মাতৃকা মতা ॥৮৪
মেতি চিচ্ছক্তি রাত্মা যা কার্য্যকারকতা চ কা।
তৃকারাদ্ দন্ত্যমূর্দ্ধন্যাদ্ দ্বয়োর্ব্যাপ্রিয়মাণতা।
কা ভূঃ মা স্বরিতি দ্বন্দ্বে তৃভুর্বরিতি যোজনা ॥৮৫

অনুবাদ :—ব্রহ্ম আপন প্রাণরূপেও অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে অনুপ্রবেশ বিন্দুকে অধিকার করতঃই হইয়া থাকে। ক্রিয়া শক্তি ও আকৃতি—তিনেতেই পূর্ণ (অর্থাৎ কোন ভাবেই ন্যূনতা বা পরিচ্ছেদ নাই এমন) বিন্দুরূপে তিনি প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এবম্প্রকার প্রাণে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশই 'অর্ণ'। সুতরাং, অর্ণই প্রাণসমূহের মুখ্য ভর্ত্তা। অন্নরসাদি গৌণ। **অর্ণই প্রাণের মুখ্য অন্ন।**

"হংসঃ হংসঃ" এই যে নিরন্তর (শশ্বৎ) অজপা জপ প্রাণেরা অবশের মত করিয়া চলিয়াছে, (সকল মাতৃকাবর্ণ সম্পুটিত) সেই জপের দ্বারা ঐ 'অর্ণ' রূপ পুরুষ (পুমান্) জাগিয়া থাকেন (জাগর্ত্তি)। (অজপা জপটি প্রকৃত প্রস্তাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃকামালা জপ, 'হংসঃ' ইহার সম্পুটিত রূপ। বিসর্গ এই মালার 'মেরু'। এই 'মেরু' লঙ্ঘন করতঃই আমাদের সাধারণ অজপা জপ (শ্বাসক্রিয়া) হইতেছে। ফলে, হরণের আধিক্য—running down. 'মেরু' লঙ্ঘন না করিয়া জপে কি হয়? 'হংসঃ সোঽহম্'।) এই প্রসঙ্গে এই কারিকাটি স্মরণ রাখিও :—

হংসোঽহংস ইতি শ্বাসেঽজপাং জপ্ত্বা মুমূর্ষসি।
রুমেরু ঞাপ্যনুলঙ্ঘ্য জিজীবিষেঃ শতং সমাঃ ॥৮৬

তোমার শ্বাস ক্রিয়ায় 'হংসঃ হংসঃ' এই অজপা অবশে জপ করতঃ মরিতে ইচ্ছা করিয়াছ; কিন্তু বিসর্গ (রু) রূপ মেরুটি লঙ্ঘন না করিয়া (শ্রীগুরুদত্ত উপায়ে) ঐ অজপা জপে শত বর্ষ (সমাঃ) বাঁচিতে (অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু হইতে) ইচ্ছা কর।

বাকের দেবতা অগ্নি কেন তা বলা হইতেছে। অর্ণরূপী পুমান্ 'অসূন্' প্রাণসমূহকে ভরণ করিতেছেন (হরণ পূরণের অনুপাত রক্ষা করিয়া) এবং অসূকে অন্নরূপে বরণ করতঃ বর্ণও হইতেছেন। অসু এবং অগ্নি এতদুভয়ের অনন্যতা (মূলতঃ অভেদ)ও শ্রুতি, অনুভব এবং বিচার সিদ্ধ। প্রাণাগ্নি হোত্র (ওঁ প্রাণায় স্বাহা) এই অভেদ ভাবনা ব্যতিরেকে নিষ্পাদিত হয়না। সুতরাং মূলে যাইয়া সন্ধান লইলে বুঝা যায় যে—বাকের দৈবত অগ্নি। [এ স্থলে কারিকার অনুবাদ মাত্র দেওয়া হইল, তবে এই প্রসঙ্গে অপর এক কারিকার্থও ভাবনা কর :—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী দগ্নি র্দিবৌকসাং মুখম্।
মুখং সমাশ্রিতো বর্ণো হ্যতোঽগ্নির্দৈবতং গিরাম্ ॥৮৭

বেদে পুরুষসূক্ত বলিতেছেন—'ব্রাহ্মণ' তাঁর 'মুখ' হইয়াছিলেন। বেদে অগ্নি দেবতাদিগের পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) এবং 'মুখ' রূপে বহুধা শ্রুত হইয়াছেন। বর্ণময়ী যে বাক্ সেটি বিশেষভাবে 'মুখ'কেই আশ্রয় করিয়াছে। সুতরাং (মুখ' এই তত্ত্বটিকে গভীর ও অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে) অগ্নিই বাকের (গিরাং) দেবতা।] [পূর্ব্বের এবং এই কারিকার মধ্যে যথাক্রমে 'অসু' (প্রাণ) এবং 'মুখ' এই দুটি শব্দকে গভীরভাবে গ্রহণ করতঃ বাক্ এবং অগ্নির সম্বন্ধ যোজনা করা হইল, এটি লক্ষ্য করিও। মুখের নামান্তর 'আস্য' ইহাও স্মরণ রাখিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই, 'অস্থ' এবং 'আস্থ' এই দুইটি হইতেছে যথাক্রমে যোজক লিঙ্গ।]

পুনশ্চ—

সূর্য্যাগ্নিসোমলিঙ্গাভি র্মন্ত্র্যতে মাতৃকা পরা।
ঋগ্‌ভির্হি ত্রিপুরা বাচা মগ্নির্দেব স্ত্রিরূপকঃ ॥৮৮

যেহেতু (হি) পরমা মাতৃকারূপিণী ত্রিপুরা সূর্য্য (সবিতা), অগ্নি এবং সোম (সোমার্দ্ধধারি—ত্র্যম্বক)—এই তিনের নিরূপক তিনটি ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিতা, সুতরাং ঐ তিনরূপে অভিব্যক্ত অগ্নি বাক্ সকলের দেবতা জানিবে। আবার—

চেতোঽধরারণিং কৃত্বা প্রাণাং শ্চোত্তরারণিম্।
বাচোহি মন্থনং তস্মাদ্ দেবস্তুল্যভবোঽনলঃ ॥৮৯

উত্তর এবং অধর অরণিদ্বয়ের মন্থনে অনল উৎপন্ন হন; সেইরূপ চেতঃ এবং প্রাণ এই দুই অধর ও উত্তর অরণি মন্থনে বাক্ উৎপন্ন। বাক্ ও অগ্নির এইরূপ 'তুল্যভবতা' আছে বলিয়া, অর্থাৎ উভয়েই যোগ্য অরণিদ্বয় মন্থনে আবির্ভূত বলিয়া, অগ্নিকে বাকের দেবতা বলা হইতেছে। 'অরণিদ্বয়' এক সাধারণ আকৃতি (generic pattern); এদের মন্থন এক সাধারণ ক্রিয়া (generic function); অগ্নির আবির্ভাব এর সাধারণ ফল (generic resultant)। চেতঃ এবং প্রাণ, তাদের মন্থন, এবং মন্থনোৎপন্ন বাক্—ঐ তিনের এক বিশেষ বিশেষ রূপ। সামান্যাধিকারীকে বিশেষের সম্বন্ধে 'দেবতা' ভাবনা প্রাচীন শিষ্টকল্পনাজুষ্ট। যথা, আদিত্য দর্শনেন্দ্রিয়ের দেবতা। পুনশ্চ—

অগ্নির্যথা বিশ্বচক্রস্য নাভি
ররাংশ্চ নেমিঞ্চ ধত্তে বিসৃজ্য।
তথা প্রপঞ্চং হি বাচাং পরাবাক্
সূতে বিধত্তে চ বীজাত্মশক্ত্যা ॥৯০

শ্রুতি অগ্নিকে এই বিশ্বচক্রের নাভিতে বসাইয়াছেন; অগ্নি নাভিতে রহিয়া বিশ্বচক্রের অরসমূহ বিস্তার করিয়াছেন, এবং অর ও নেমি এ দুই-ই ধারণ করিয়াছেন। পরমা যে বাক্ (যথা, ওঁঙ্কার), তাও কি বাক্‌প্রভব এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বকে সেইভাবেই নিখিলের নাভিস্থিতা আপন বীজশক্তি দ্বারা প্রপঞ্চিত করেন নাই ? অবশ্যই তিনি সেটি করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বের নাভিরূপা, অগ্নির মত বাকেরও রহিয়াছে। বিশেষ এই যে, যখন 'রূপের' বিসৃষ্টি ও বিধান করেন, তখন তাঁকে বলি অগ্নি ; আর, 'নামের' বিসৃষ্টি ও বিধানকারিণী হইলে তিনি বাক্।

ওঁঙ্কারের ও 'অগ্নির্দেবতা' সম্বন্ধে নীচের কারিকাটি ভাবনা কর :—

অকারপূর্ব্বো ম উকার মধ্যো
নাদশ্চ বিন্দুশ্চ কলা চ চোর্দ্ধম্।
এতাঃ শিখাঃ সপ্ত তথা চ ধাম্নাং
ছন্দাংসি সপ্তেতি বিদুস্তমগ্নিম্ ॥৯১

অগ্রে অকার এবং মধ্যে উকার লইয়া প্রণবের মকার—এই ত্রিমাত্রা ; নাদ, বিন্দু, কলা এবং কলাতীত (চোর্দ্ধং) ; প্রণবের এই সপ্ত অবয়ব ব্রহ্মরূপ অগ্নির সপ্তশিখা (সপ্তধা বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ)। অগ্নি ভূরাদি সপ্তধাম (খ্যাতি) রূপে অভিব্যক্ত ; প্রণবের ঐ সপ্ত অবয়ব ঐ সপ্ত-ধামে অন্বিত (অর্থাৎ, অকার ভূঃ, উকার ভুবঃ, মকার স্বঃ, নাদ মহঃ, বিন্দু জন, কলা বা কলন শক্তি তপঃ এবং তদূর্দ্ধ সত্য)। আবার, অগ্নির সপ্ত ছন্দোরূপে যে প্রকাশ, তার সঙ্গেও ঐ সপ্ত অবয়বের অন্বয় রহিয়াছে (পরে এটি বিশেষ ভাবে দেখা যাইবে)। সুতরাং এই অগ্নিকে (ঋষিগণ) প্রণবেরও দেবতারূপে জানিয়াছেন (বিদুঃ)।

প্রণবমূলা বাকের দেবতা যে অগ্নি কেন, সে সম্বন্ধে উপরের কয়েকটি রহস্য কারিকায় দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র। পরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ আসিবে। বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' প্রপঞ্চিত হইয়াছে। বাকের দেবতা অগ্নি—এই প্রসঙ্গেও প্রকারান্তরে সেই 'পঞ্চাগ্নি' ভাবনা করিও।

আদৌ বাগিন্ধনে তেঽলসিতহুতভুজং দীপয়েন্মন্থনেন
স্বাকুত্যা শ্রীগুরোর্বাক্ স্ফুরদনিলসখে র্মোচয়ে ধূর্মজালম্।
শ্রদ্ধাবেদৌ নিধায় প্রথয় চ হবিষা বীজরূপেণ বাচং
ভস্মন্যঙ্গারশেষে ভবসি ন মণিকৃদ্ বহ্নিপঞ্চাবিদগ্ধঃ ॥৯২
(বহ্নিপঞ্চারসজ্ঞঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃথাভাষণ, মৃষাভাষণ ইত্যাদি—অনৃত আচরণের ফলে তোমার বাক্‌রূপ ইন্ধনে অগ্নি (তেজঃ, ঊর্জ্জঃ, ওজঃ ইত্যাদি রূপা শক্তির উৎস) অলসিত (নির্ব্বাপিত প্রায়) হইয়াই রহিয়াছেন যে! তোমার বাক্ তাই নিঃসত্ত্বা অথবা তুচ্ছসত্ত্বা হইয়া রহিয়াছে। তার স্তিমিত অগ্নি (বীর্য্য) কে যদি উদ্‌বুদ্ধ করিতে চাও তো প্রথমে কি করিবে বল দেখি? আপন যে আকুতি (ঋত সত্য ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হবার যে আন্তর আস্পৃহা), তার দ্বারাই আপন বাক্‌রূপ ইন্ধনকে সযত্নে মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ, ঋত হইতে, সত্য হইতে প্রমাদে পতিত না হই—এই শুভ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা তোমার আপন বাক্‌কে সংস্কৃত কর। ইহাই তোমার বাগিন্ধনের প্রাথমিক অগ্নিকর্ম্ম। এই প্রথম কর্ম্মটির সমারম্ভ তোমাকে নিজেই করিতে হইবে। এর সমাপন অবশ্য পরের কথা। প্রথমটির ঠিক ঠিক সূচনা হইলেই তবে না শ্রীগুরুশক্তির ঠিকানা মিলে! ঠিকানা মিলিলে আরব্ধ হয় দ্বিতীয় পর্ব্ব (এই বাক্‌রূপ ইন্ধনে অগ্নিমন্থন কর্ম্মে)। তোমার বাক্ আপন শুভাগ্রহে এবং প্রযত্নে সংস্কৃত হইয়া একটুখানি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে বটে, এবং তাতে কিছু কিছু শক্তির সাড়া (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) পাইতেছ বটে, কিন্তু সে অগ্নি আবির্ভাব তো নিয়ত নয়, সম্যক্‌ও নয়; আর, তদুপরি তোমার 'ভিজা কাষ্ঠে' আগুন তোমাকে ধূমে আকুল করিতেছে! সে আগুন জ্বালাইতেও প্রাণান্ত, জীয়াইতেও প্রাণান্ত! সেইজন্য—শ্রীগুরুবাক্য তোমার আত্মেন্ধনে শক্তিসঞ্চার করা চাই-ই। শ্রীগুরুবাক্য হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে দিব্যঅগ্নি সেটি অগ্নি এবং অগ্নিসখা যে বায়ু এ দুয়ের কর্ম্মটি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে—তোমার অগ্নিকে অনির্ব্বাণ উদ্দীপিত করে, এবং তার ধূমজাল (তামস রাজস মল) ও বিদূরিত করে (শ্রীগুরোর্বাক্ স্ফুরদনিলসখৈ র্মোচয়ে ধূমজালম্)। শ্রীগুরুবক্ত্র হইতে যে বাক্‌রূপী অগ্নি নির্গত হন, সেটি অগ্নি ও বায়ুর সম্মিলিত রূপ; এইজন্য 'অনিল সখৈঃ'।

এইবার সেই শ্রীগুরুকৃপাসঞ্জাত অগ্নিকে শ্রদ্ধাবেদিতে স্থাপন করিয়াছ (শ্রদ্ধাবেদৌ নিধায়), এবং শ্রীগুরুদত্ত বীজরূপ হবিঃ নিষ্ঠাসহকারে তোমার জপযাগাগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া তাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিতেছ (প্রথয়সি)। এইটি তোমার অগ্নিকর্ম্মের তৃতীয় পর্ব্ব।

কিন্তু ইহাতেই কি শেষ? ইন্ধন হবিঃকে সহায় পাইয়া বেশই তো জ্বলিতেছে! কিন্তু ক্রিয়া মাত্রকেই আপন প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে! ইন্ধন তো পরিমিত, পরিণামী পদার্থ! সে পুড়িয়া ভস্মের মাঝে অঙ্গার হইয়া পড়িয়া থাকিতে চায় যে। এটি প্রকৃতির আপন প্রবণতা। তুমি এ থেকে রেহাই পাইবে কিরূপে? ভস্মের মাঝে যে অঙ্গার শেষ, সেটিকে কোনও অদ্ভুত আন্তর রসায়নে যদি হীরা বানাইয়া লইবার উপায় মিলাইতে পার, তবেই না প্রকৃতির প্রবণতার পাশটি তুমি একান্তভাবে কাটাইলে! অঙ্গারকে 'পরম রসায়নে' হীরা করিতে হইবে। হীরা হইলে সেটি স্বতঃ সমুজ্জ্বল, ক্ষয়হীন, চ্যুতিহীন।

কিন্তু, সে নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ঐ তিনটিই নয়, আরও দুটি পর্ব্বে (জ্যোতিঃ এবং রস, বিজ্ঞান এবং বিভাব) তোমার বহ্নিকর্ম্মটি সমাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ বহ্নিপঞ্চকে তোমায় রসজ্ঞ (বহ্নি রসায়ন পারগ) ও বিদগ্ধ হইতে হইবে। অন্যথা 'ভবসি ন মণিকৃৎ'। আচ্ছা, এ পরম বহ্নিরসায়ন কে মিলাইবেন? শ্রীগুরুই মিলাইবেন। তুমি তৃতীয় পর্ব্বে আসিয়া আপন ক্রতুসিদ্ধি অভিমানে আপনাকে 'ভস্মে অঙ্গার শেষ' করিয়া ফেলিয়া রাখিও না যেন। এই শ্লোকটিকে প্রণবাদি জপে আবশ্যক পঞ্চমাত্রারূপেও বুঝিয়া দেখিও। ছন্দঃ পঞ্চকের শেষ দুটির কথাও মনে করিও।

বাগ্বিন্ধনের মন্থন এবং উদ্দীপনরূপ বহ্নিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ তৃতীয় পর্ব্বটিতে (অর্থাৎ সমন্বয়ি ছন্দে) আসিয়া বিশেষতঃ সাবধান হইতে হয়। ঐ স্থলে তোমার যেটি এত সাধনের অগ্নীন্ধন তার ভস্ম ও অঙ্গার রূপ হবার এক প্রাকৃত প্রবণতা আছে জানিও। তোমার নিজের ভিতরে (subjectively) প্রায়শঃ অভিমান আকারে এর সূচনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এটা কেবল তোমার ঘরোয়া কারণেই ঘটে না। এর পিছনে এক দুরতিক্রম্য প্রাকৃত প্রবণতাও আছে। বৈজ্ঞানিকেরা 'জড় শক্তি'র তরফ হইতে Entropy বা Cosmic Running down বলেন। উর্দ্ধগ্রামের শক্তিপুঞ্জএর ফলে অধোগ হইতে চায়; শক্তির উন্নয়ন ও ঘনীভাবের স্থলে অবনয়ন ও বিরলভাব দেখা দিতে থাকে। এটি Objective Law, তোমার কর্ম্মে, সাধনাতেও উদাহৃত হইতেছে। তাই সমিদ্ধ অগ্নি—অগ্নীন্ধন ভস্ম ও অঙ্গার হইতে যায়। সেটি কাটাইবার জন্য তোমাকে 'আঙ্গিরস-রসায়নে' শ্রীগুরুপ্রসাদে বিদগ্ধ হইতে হইবে। সব কিছুর যাহা যাহা 'অঙ্গ' (constituent) তাদের 'রস' (Essence together with basic pattern) টির নিষ্কর্ষ যাতে করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার তাই করিতে হইবে। বিশেষভাবে অনুগ্রহশক্তির একান্ত সমাশ্রয় ব্যতীত এটি ঘটিবার নয়। ছন্দের শেষ দুটি পাদে তোমায় লইয়া যাইবেন তিনিই—যাঁর 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' তাঁকে ছাড়িয়া এতটুকু 'হামবড়া' ভাব থাকিতে ঐ অঙ্গারপরিণাম থেকে বাঁচিবার যো নেই।

যদিন্ধনং তদঙ্গারঃ স্বভাব স্বাঙ্গ ধর্ম্মতঃ।
অঙ্গারে মণিবজ্রত্ব মাঙ্গিরস রসায়নাৎ ॥৯৩

স্বভাবের স্বাঙ্গ, কিনা আপন অঙ্গীভূত যাহা কিছু তাদের ধর্ম্মই এই যে যেটি ইন্ধন সেটি অঙ্গার হইবে। কিন্তু অঙ্গার মণিবজ্র (হীরক) হইবে কি উপায়ে বল তো? এই আঙ্গিরস রসায়ন দ্বারা। এই আঙ্গিরসরসায়নশালায় প্রবেশ করিয়া নিজেকে এইভাবে ক্রমাগত 'পরখ' (test) করিয়া যাইও :—

কিমধুনা মধুনা মধরা গিরো
বিসদৃশা সদৃশা দৃশিগা দৃশা।
অপহৃতং সুহৃদাপি হৃদাহৃতং
চিররুচৌ চিতি চারু বিচারণা ॥৯৪

আমার জপ এবং ভজনাদির যে বাণী (গিরঃ) তাহা কি মধুচ্ছন্দে এবং বাকের নিগূঢ় আন্তর মধুরসে (মধুনা) এখন (অধুনা) মধুর সুমধুর হইতেছে? আমার নয়নের দৃষ্টি (দৃশা) কি তার (ইষ্টচ্ছন্দঃ—আদি বিষয়ে) বিসদৃশভাব পরিহার করতঃ ইষ্টৈকসদৃশভাবে আসিতেছে এবং নিত্যপ্রকাশরূপ যে শ্রীগুরু এবং শাস্ত্র (দৃশি), তাঁরই ঐকান্তিক অনুগমনে সমর্থ হইতেছে? এ পর্য্যন্ত দৃষ্টি তো দৃশ্যেই গমন করিয়াছে, কাজেই দৃশিসম্পর্কে সেটি বিসদৃশা ছিল, কিন্তু এইবার কেবলদৃশ্যগা সেটি দৃশিগা হইল কি? হৃদয়ও তো এতদিন অপহৃত হইয়াই ছিল, এবার বুকের পরশমাণিক হইয়া তার চিরসুহৃৎ কি তাকে সকল হারানিধিমিলান আপন বুকের কাছে ফিরাইয়া আনিতেছেন? বাহ্য ও তুচ্ছ বিষয়ে অশোভন বিচারণায় ব্যাপৃত যে বুদ্ধি, সে কি এবার নিত্য-প্রকাশ চিরসুন্দর (চিররুচি) যে চিদানন্দ সত্তা (চিতি), তারই বিচারণায় আপনাকে সুশোভন (চারু) করিয়া লইল?

এ কয়টি আত্মজিজ্ঞাসার নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর যদি বা না পাও, তবু দুর্ম্মনাঃ হইও না। শ্রীগুরুরূপী মহতের একটি কৃপাস্পর্শ যখন লাভ করিয়াছ, তখন যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাতে হবার নয় মনে করিতেছ, তাও একদিন হইয়া যাইবেই—এই ভরসাতে বুক বাঁধিয়া সাধন তৎপর হও। দেখ—

ন দূষদি পৃষদেকং শীতলং প্রজ্বলন্ত্যাং
ন চ তমসি তড়িৎত্বিড়্ বিস্ফুরন্তী মুহূর্তম্।
ন চ মরুসিকতাসু প্রাবৃষাং দূরবাতো
মনসি সুমনসাং স্পৃক্ শান্তয়ৈকা ত্বশান্তে ॥৯৫

জলন্ত পাষাণে (দূষদি) এক ফোঁটা শীতল বারি (পৃষদেকং) পড়িলে শান্তি হয় না, ঘোর আঁধারে এক নিমেষের বিদ্যুৎ চমকেও সেটি হয় না, মরুর তপ্ত বালুরাশিতে কোন্ সুদূর বর্ষার এক পথভোলা স্নিগ্ধ বায়ুর ছোঁয়াচটুকু লাগিলেও সেটি হয় না। ঠিক বটে, কিন্তু (তু) তোমার অধীর অশান্ত মনে (মনসি অশান্তে) যাঁরা সুমনাঃ তাঁদের একটিমাত্র (একা) করুণাপরশ (স্পৃক্) শান্তিসুধা ঢালিয়া দিবে যে! তাঁদের করুণাস্পর্শমাত্র অন্তরে চিরশান্তির উৎসের মুখ খুলিয়া যাবে যে! সুমনস্ মানে যদি 'ফুল' নাও, তবে সে ফুলটি এবং তার পরশটি যে কি বস্তু তাও ভাবিয়া দেখিও।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের ভাবার্থ-বিস্তার।
আভিমুখ্য বলে কাহাকে ? সংলক্ষ্য এর লক্ষণ

১৬। অভিমুখীন হইলে হয় অভীদ্ধ ॥

নৈর্লক্ষ্য, বৈলক্ষ্য, উপলক্ষ্য, এবং অপলক্ষ্য এই চারিটিকে বর্জ্জন করিয়া সংলক্ষ্যে যে ধীরবৃত্তিতা তাহাকে বলে অভিমুখীনতা। গতি যদি কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যবিহীন হয়, তবে হয় নৈর্লক্ষ্য। জপাদি সাধন করিতেছি কিন্তু ঠিক ধারণা নাই, কিসের জন্য কি উদ্দেশ্যে করিতেছি। হয়তো আর দশজনে করে বলিয়াই আমি করিতেছি। এরূপ লক্ষ্যহীনতাকে পরিহার করিতে হইবে। তারপর বৈলক্ষ্য। লক্ষ্য একটা আছে বটে কিন্তু সেটির অনুসরণে ঋজু পথ ছাড়িয়া আমার বক্রগতি হইল, সুতরাং লক্ষ্য হইতে ন্যূন, অপকৃষ্ট, অবান্তর, এমন কি বিসদৃশ কোনও কিছু আমার লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া পড়িল। এই বৈলক্ষ্যেরই অপর দুইটি প্রকার হইতেছে উপলক্ষ্য এবং অপলক্ষ্য। প্রথমটিতে যেটি আমার প্রকৃত লক্ষ্য সেটির বিসদৃশ, বিপরীত অথবা বিরুদ্ধ কোন কিছু অনুসরণ করিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না বটে, কিন্তু মুখ্য লক্ষ্য যেটি সেটির স্থলে কোন এক গৌণ, অবান্তর লক্ষ্য বসাইলাম, কিন্তু তার ফলে মুখ্যের যেটি সাধন সেটি গৌণের সাধনে পর্য্যবসিত হইল। ইহাতেও লক্ষ্যহানি। দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ অপলক্ষ্যে, মুখ্যের সঙ্গে বিরোধী বিসম্বাদী কোন এক লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া বসিলাম। যেমন জপাদি সাধন দ্বারা কায়, বাক্ এবং চিত্তকে সংযত এবং শান্ত করিব, এইটি হইল আমার মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু এইটি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যদি অপর এমন কোন এক লক্ষ্য আমি আশ্রয় করি যার ফলে আমার কায়, বাক্ এবং মনের অস্থিরতা এবং তার সংস্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে আমি এক অপলক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়াছি। বৈলক্ষ্য এবং তার এই দুইটি রূপকেই যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিতে হইবে। এই চারিটি পরিহার পূর্ব্বক যেটিকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতে হইবে, সেটির নাম সংলক্ষ্য। 'সম্' এই উপসর্গের দ্বারা এইটি বুঝিতে হইবে যে লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার অভিনিবেশ এবং যত্ন সম্যক্‌রূপে এবং সঙ্গতভাবেই হইতেছে। পূর্ব্বে যে 'সমূহ' এবং 'সমর্থের' লক্ষণ আমরা করিয়াছি, আমাদের সাধনে এবং আমাদের লক্ষ্যে সেই লক্ষণ পূরাপূরি বর্ত্তিবে। সেরূপ হইলেই লক্ষ্যটি হয় সংলক্ষ্য। যে ছন্দের দ্বারা এই সংলক্ষ্যে আমরা ধীরভাবে স্থিত হইতে পারি সেই ছন্দকে বলে অভীদ্ধ। ব্রহ্মের অভীদ্ধ তপঃ হইতেই ঋত এবং সত্য জাত হইলেন, একথা শ্রুতি বলিয়াছেন। ব্রহ্মের যেটি 'অভীদ্ধ' তাতে অবশ্য নৈর্লক্ষ্যাদি চতুষ্টয়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। ব্রহ্ম সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। আমাদের পক্ষে নৈর্লক্ষ্যাদি চতুষ্টয় আয়াস সহকারে পরিহার করতঃ সংলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন করিতে হয়। সংলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার সংস্কার যখন দৃঢ় হয় তখন হই ধীর, তার পূর্ব্বে নয়।

তপঃ কাহাকে বলে? সৃষ্টিতে তপের স্থান গোড়ায় কেন?

১৭। তেজঃ যদি অভীদ্ধ হয় তবে সেটি হয় তপঃ॥

শ্রুতি বলিয়াছেন—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"। আবার বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। পুনশ্চ, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। ব্রহ্ম তপের দ্বারা আপনাকে সঞ্চিত অথবা উপচিত কিনা, বর্দ্ধিত করিলেন। কিন্তু নিরতিশয় পূর্ণ যে বস্তু সেটি আবার নিজেকে আহৃত, সঞ্চিত, বর্দ্ধিত করিবে কোথায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপে? তাহা তো ধারণা করা যায় না। তবে অবশ্য ব্রহ্মে এই বিশ্ব অব্যাকৃত বীজ ভাবে থাকিতে পারে, আবার তাঁহা হইতে ব্যক্ত বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইতে পারে। বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনরূপ কল্পনা করিতে যাইয়া আমাদের বুদ্ধিকে এবংবিধ কল্পনাই করিতে হয়। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে বিশ্বের যেটি অব্যাকৃত অবস্থা (Undifferentiated condition) সেটিকে বলা যায় অদিতি। ইহার এখন পর্য্যন্ত ছেদ হয় নাই কিন্তু ইহাই আবার আপনাকে অন্ন এবং অন্নাদ ইত্যাদি রূপে ছেদ করিবে। এই ছেদনটি চৈতন্যের অধ্যক্ষতাতেই অবশ্য ঘটিতে পারে, কেননা চৈতন্য ব্যতিরেকে ভোক্তা এবং ভোগ্যের এবং অন্য কোন সম্পর্কের কোন মানে হয় না। অদিতিতে উপহিত যে চৈতন্য, যে চৈতন্যের অধ্যক্ষতায় অদিতি হইতে নিখিল সৃষ্টি হইয়া থাকে সেই চৈতন্যকে বলে কশ্যপ। কশ্যপের দুই ভার্য্যা—অদিতি ও দিতি। যেটি এখনও বিভক্ত (Differentiated) হয় নাই সেটিও চৈতন্যের অধ্যক্ষতায় রহিয়াছে। চৈতন্যের বাহিরে এবং চৈতন্যনিরপেক্ষভাবে কোন কিছুরই সত্তা অথবা বৃত্তি নাই।

কশ্যপ—অদিতি ও দিতি

এইবার দেখ যে অদিতি এবং দিতি—যেটি অবিভক্ত এবং যেটি বিভক্ত—এই দুইতেই যে "ত" এবং "দ" বর্ণদ্বয়, তাহাদের উচ্চারণ স্থান হইল দন্ত। দন্ত এবং দৎ মূলতঃ একই শব্দ। দন্ত শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে দন্ত স্থানে বিকল্পে দৎ আদেশও করিয়াছেন বৈয়াকরণেরা। দন্তের মুখ্যবৃত্তি হইল যেটি অন্ন সেটিকে ছেদন করা। সুতরাং "ত" কারের প্রয়োগ করিয়া এইটি সূচিত হইতেছে যে, যে বস্তুটি অদিতি অথবা অব্যাকৃতরূপে বিদ্যমান সেটি এইবার যেন আপনাকে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। সেটি যেন এইবার আপনাকে বলি দিবে। কিন্তু বলি বা ছেদন কর্ম্মটি এখনও হয় নাই।

তপস্ শব্দের বর্ণ-বিশ্লেষণ এবং ব্যঞ্জনা

তারপর "প" এই বর্ণটির বিচার কর। এটি হইল ওষ্ঠ্য বর্ণ। অন্নগ্রহণ কালে অথবা বাক্যপ্রয়োগ কালে আমরা ওষ্ঠকে কখনও বা ব্যাকৃত বা ব্যাদিত করি, কখনও বা আবৃত বা সংবৃত করি। সুতরাং ওষ্ঠ হইল দ্বিবিধ ক্রিয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীক—যেটি আবৃত রহিয়াছে সেটিকে ব্যাকৃতকরণ এবং যেটি ব্যাকৃত রহিয়াছে সেটিকে আবৃতকরণ। অর্থাৎ কূর্ম্মের যেটি বৃত্তি, সঙ্কোচ ও প্রসার, সেটি ওষ্ঠ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে—"Cosmic Valve"। সুতরাং "প" এই বর্ণের দ্বারা বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত যে কূর্ম্মবৃত্তি সেটিকে আমরা পাইলাম। দন্ত যেটিকে ছিন্ন, বিভক্ত করিবে, ওষ্ঠ সেটিকে হয় আবীরূপে প্রকাশিত করিবে অথবা রাত্রিরূপে আবৃত করিবে। সৃষ্টির অবিভক্ত মূল হইতে যৎকালে বিভাগের ফলে সৃষ্টি পরিণামটি প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সেটি ওষ্ঠ্য, কিনা কূর্ম্মশক্তিকে মধ্যস্থ করিয়াই প্রবর্ত্তিত হয়। এই সৃষ্টিধারার মধ্যে যে স্থলেই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি না কেন, সেই স্থলেই দেখিতে পাইব যে এই সঙ্কোচ-বিকাশরূপ কূর্ম্মশক্তিটি মাঝখানে রহিয়া পরিণাম প্রবাহটিকে উর্ম্মি ভঙ্গীতে (wave patternএ) নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সব কিছু ঘটনাই অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্তিতে ধীরে ধীরে আসিয়া আবার শনৈঃ শনৈঃ অব্যক্তের কুক্ষিতে লীন হইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম যন্ত্রাদিতে 'ভালভের' মত এই ওষ্ঠ ('ওষ্'—বহির্ভাব বা অন্তর্ভাববৃত্তি+স্থ=যেটি স্থির বা নিয়ন্ত্রিত, কন্‌ট্রোল করে)।

শেষকালে হইল 'স' কার অথবা বিসর্গ। 'স' কারের উচ্চারণস্থানও দন্ত। 'তপঃ' এই শব্দের অন্তে হসন্তরূপে অথবা বিসর্গরূপে 'স' কার রহিয়া এইটি সূচিত করিতেছে যে ছেদন অথবা বিভাজন কর্ম্মটি আর কেবলমাত্র সম্ভাবনা মাত্র নয়, কিন্তু সেটি বস্তুতঃই হইয়াছে এবং হইতেছে। অব্যাকৃতের ভিতরে যা কিছু লুকাইয়া ছিল,—পরস্পর ওতপ্রোত অভিন্নভাবেই ছিল—যেমনধারা আমাদের সুষুপ্তিতে চিত্তের সংস্কারগুলি থাকে—সেগুলি এইবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্বের বিপুল অভিব্যক্তির মাঝারে যেন আপনাদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে, যেমনধারা আবার সুষুপ্তি হইতে জাগ্রতে ফিরিয়া আসিলে হইয়া থাকে। সুতরাং 'স' কারের দ্বারা এই বিপুল বিসর্গটি বুঝাইতেছে। 'তপস্' এই শব্দের তিনটি বর্ণে আমরা পাইতেছি অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত যে বিশ্ব তার আবির্ভাবের পূর্ণ রহস্য চিত্রটি (inside picture of cosmic emergence).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপঃ মূল কারণের সত্তা, জ্ঞান এবং আনন্দ এই তিন ভাবে আবির্ভাবের মূল প্রয়াস ও আকৃতি

কেবল মাত্র সত্তার দিক্ দিয়া নয়, জ্ঞান এবং আনন্দের দিক্ দিয়াও তপঃকে দেখ। জ্ঞানের দিক্ দিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই চারিটি অবস্থা প্রসিদ্ধ। তুরীয় তো নিত্য, কিন্তু সৃষ্টির সম্বন্ধে সুষুপ্তির মত একটা অব্যক্ত অব্যাকৃত অবস্থা আছে, যেটিকে অদিতি বলা যাইতে পারে। যাহা দ্বারা বিশ্ব-সুষুপ্তি হইতে বিশ্বজাগ্রদাদি সম্ভাবিত হইয়া থাকে—acosmicity হইতে cosmicity দেখা দিতে পারে সেটি হইল তপঃ। পুনশ্চ, বিশ্ব এবং বিশ্ববোধের মূলে যে অখণ্ডাধার-রূপ আনন্দ রহিয়াছে—যে আনন্দ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি' ইত্যাদি সে আনন্দ ও যদ্দ্বারা বিশ্বের এবং বিশ্বচ্ছন্দের অভিব্যক্তিতে উল্লাস বিলাসে লীলায়িত হইয়া থাকে, সেটিও তপঃ।

সুতরাং, তপঃ হইল মূল বস্তুর আবীরূপে আবির্ভাবের সঙ্কল্প, শক্তি এবং প্রয়াস। সঙ্কল্প শক্তি এবং প্রয়াসরূপে সেই মূল কারণই হইল তপঃ।

'দন্ত', 'ওষ্ঠ', 'তপঃ' প্রভৃতিকে স্বারসিক রহস্য ভাবে দেখা ছাড়া উপায় নাই। 'স্বারসিক' বলাতে ইহা বুঝায় যে এদের যেটি 'রস' কিনা তাৎপর্য্যনির্ষ্কর্ষ, সেটি এদের নিজেদের মধ্যেই—যেমন পদ্মকোরকে, মধুচক্রে—নিহিত রহিয়াছে, বাহির হইতে অধ্যাহার করিতে হয় না।

[এটি নিয়তই স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'তপঃ' 'ঋতম্,' 'সত্যম্' ইত্যাদি শব্দ কতকগুলি যদৃচ্ছাকল্পিত বস্তু অথবা ব্যাপারের সঙ্কেত (symbol) মাত্র নয়। প্রত্যেকটি এক একটি প্রাণন (Prānik function)—যাহা পরে বিবেচিত হইবে। প্রত্যেকের কেবল মাত্র অর্থব্যঞ্জনা (connotation) আছে এমন নয়, শক্তি ও ভাবব্যঞ্জনা (dynamic, creative import and impetus) আছে। যেমনধারা, গণিত শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'আন্তরাকৃতি' (formulae) এবং সমীকরণগুলির (equations)। dy/dx এর অথবা Fdx এর বাহ্যতঃ কোনও ব্যঞ্জনা নাই। প্রত্যেকে একটি একটি 'নির্ব্বহণ-সূত্র' (index or sign of operation)। নির্ব্বাহণের দ্বারাই এদের নির্ব্বাচন। মন্ত্রবিধানে (বেদে এবং তন্ত্রে) শব্দের (অক্ষর স্বরচ্ছন্দঃ ইত্যাদি সহ) প্রাধান্য এই নিমিত্ত। শব্দযোগ (সুতরাং নাদানুসন্ধান) মুখ্য ভাবেই সমাশ্রয় করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। জপবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভূমি এইটি। এইটিকে আদৌ মুখ্যতঃ আশ্রয় করতঃ অর্থভাবনা এবং পরিপক্ক ভূমিতে 'অর্থভাবন' করিতে হইবে। এইরূপ নিষ্ঠার ফলে 'নামের কৃপা' হইয়া থাকে এবং নাম ও নামীর অভেদও প্রতিপাদিত হয়।]

সৃষ্টির মূল তপঃ এবং সপ্ত ব্যাহৃতি সৃষ্টির সব কিছুতে অনুস্যূত

"এ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম এই সব সৃষ্টি করিয়া এদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন"—এবংবিধ বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দরূপে সকলের অধিষ্ঠান হইয়া নাই, পরন্তু ব্রহ্ম (পূর্ব্বালোচিত) তপোরূপেও সর্ব্বত্র রহিয়াছেন এবং সব কিছু হইয়াছেন। শ্রুতি যে বলিয়াছেন "রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব" এইটি তপের মূর্ত্তি যে অগ্নি তাঁহার সম্বন্ধেই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইত্যাদি যে সপ্তব্যাহৃতি, তন্মধ্যে তপঃ হইতেছেন ষষ্ঠ ব্যাহৃতি। কিন্তু এখানে আমরা যে তপোব্রহ্মের প্রসঙ্গ করিতেছি তিনি এই সাতটিরই মূলে এবং তাঁহা হইতেই এই সাতের অভিব্যক্তি। এই সাতটির মধ্যে প্রথম তিনটি হইল তাঁর অবম অভিব্যক্তি, তারপরে তিনটি হইল তাঁর মধ্যম অভিব্যক্তি এবং স্বয়ং সত্য হইলেন তাঁর উত্তম অভিব্যক্তি। বেদের "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' তুলনীয়। এখন বুঝিতে হইবে যে এই তপঃসপ্তক, কিনা, সপ্তব্যাহৃতি বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে ই নিহিত হইয়া রহিয়াছেন। সকল পদার্থেরই যাহা কিছু বৃত্তি সেটি এই তপঃসপ্তকের দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ব্যাহৃত (বিশেষরূপে আহৃত) রহিয়াছে বলিয়াই সপ্ত মহাব্যাহৃতি নামটি হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ধূলিরেণুর যে বৃত্তি সেটিকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া এবং আহরণ করিয়া সপ্ত ব্যাহৃতি বিদ্যমান। সুতরাং একটি ধূলিরেণুর ভিতরেও সত্তা শক্তি এবং বৃত্তির সাতটি লোক বা স্তর রহিয়াছে। কিন্তু এই সাতটির মধ্যে কোন কোনটি মাত্র কোন কোন পদার্থে উন্মীলিত, কিনা ব্যক্তভাবে বৃত্তিমান্, অন্যগুলি সেখানে সেখানে নিমীলিত অব্যক্তের মত বিদ্যমান থাকে। মানুষের মত জীবের মধ্যেও সচরাচর—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি মাত্র 'লোক' বা স্তর প্রকাশিতরূপে রহিয়াছে। এ তিনের মধ্যেও আবার সাধারণতঃ প্রথমটি কিনা, ভূঃ-র গুরুত্বই হইয়া থাকে বেশী। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়জন্য যে স্থূলবৃত্তি তার স্তরেই মানুষ সাধারণতঃ বাধ্য হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচরণ করে। 'পরাঞ্চিখানি' ইত্যাদি। সুতরাং মানুষের যেটি সমগ্র সত্তা এবং শক্তি এবং চেতনা তার একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র মানুষের প্রকাশ্য ব্যবহারে খাটিতেছে। মানুষ তাই অল্প লইয়াই আছে এবং এই অল্প থেকে যদি কণাটুকুও হারায় তবে সে 'হায়' 'হায়' করিয়া মরে। অল্পে সুখ নাই আর সে অল্পের যদি হানি ঘটে তো দুঃখ। সুখই যেখানে স্বভাব ও স্বরূপ সেখানে অল্প লইয়া ব্যস্ত মানুষের নৈরাশ্য গুমরিয়া বলে 'সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং'! আপনার ভিতরে একটু খানিতে তার অভিনিবেশ বলিয়া অপর সব কিছুতেও সে অল্পই দেখিতে পায়। যেমন দেখি তেমনি দেখায়। এই নিমিত্ত একটি ধূলিরেণু তার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, নগণ্য রেণু মাত্র, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। এই দৃষ্টিকার্পণ্য দূর হইলে দেখিব যে যিনি সাক্ষাৎ ভূমা, যিনি ব্রহ্ম, তিনি আমার অল্পের খেলার গরজে নিজেই যেন অল্প হইয়া সাজিয়াছেন। আপনার ভিতরে ব্রহ্মের এই মহাসপ্তব্যাহৃতি রূপকে যখন আমি ফুটিতে দেখিতে থাকিব, তখন উপলব্ধি করিব যে বিশ্বে ক্ষুদ্র বা মহান্ এমন কিছুই নাই যাতে এই সপ্তমহাব্যাহৃতি অধিষ্ঠিত হইয়া নাই। এই দৃষ্টিতে সব কিছু ক্ষুদ্রত্ব বা অণুত্বের দিকেও অফুরান, আবার মহত্বের দিকেও অফুরান। এই অফুরান ভাবটি তার ব্রহ্মত্ব।

তপের জ্যোতী-রূপে সপ্তধা অভিব্যক্তি

যেহেতু তপঃ শক্তিস্বরূপ, শক্তির গোড়ার রূপ, সুতরাং সৃষ্টিতে সব কিছুই একটা জড় অণু পর্য্যন্তও—অফুরান শক্তির ভাণ্ডার। সপ্তব্যাহৃতি তথায় রহিয়াছে বলিয়া, শক্তির ভাণ্ডারটি (Magazine of Power) হইতেছে 'সাত মহল'। ঐ অফুরান শক্তিরাশির সামান্য এক রত্তি মাত্র কাজে খাটিতেছে (Kinetic Energy); প্রায় সবটাই 'কেন্দ্রীণ' হইয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এইটাকে বলে কুণ্ডলী শক্তি। 'কু' কিনা ব্রহ্মে লীন হইয়া, 'শয়ন' করিয়া রহিয়াছে বলিয়া, এটি কুলকুণ্ডলিনী। সাতটি ব্যাহৃতি, 'চক্র' অথবা 'কেন্দ্রে' ইনি বৃত্তিমতী। বিজ্ঞান সম্প্রতি এটম্‌কে বিদীর্ণ করিয়া তার কুণ্ডলী-শক্তিকে অংশতঃ—জাগরিত করিয়াছে, ফলে বর্ত্তমান যুগে এক মহামারণাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। হরজটাজালে জড়িত কালভুজঙ্গকে এইবার যেন জাগানো হইল। তার উদ্যত ফণা হইতে প্রলয় কালাগ্নিও নিঃসৃত হইল। কিন্তু হরজটাজালের অভ্যন্তরে নিগূঢ় সঞ্চারিণী সুর শৈবলিনী এখনও জাগেন নাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো! অর্থাৎ আমরা ভূর্লোকের শক্তিটাই অথবা তার খানিকটাই এখনও ব্যবহার করিতেছি। অপরাপর 'লোকে' 'তপঃ' শক্তির যে আরও মহীয়ান্, আরও বরীয়ান্ রূপ রহিয়াছে, তার সন্ধান এখনও মিলে নাই। 'Energy level' এখনও পর্য্যন্ত শক্তির অবম বা অধম গ্রামেই অর্ব্বাঙ্‌মুখে রহিয়াছে। অর্জ্জুন তপস্যা দ্বারা মন্ত্র সহিত পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্যায় লাভ করিতে হয় এবং সিদ্ধ সমর্থ মন্ত্র দ্বারা উদ্দীপিত এবং প্রতিসংহৃত করিতে হয় যে অস্ত্র, সে অস্ত্র কি আণবিক বোমা জাতীয়? তার Energy level কোথায়, কোন গ্রামে? বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজের দ্বারাই বিশ্বামিত্রের সকল আয়ুধ নিবৃত্ত করিলেন। এই ব্রহ্মতেজ কোন জা.ীয়, কোন স্তরের? মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সৃষ্টিবিনাশী কালকূট আপন কণ্ঠে ধারণ করিলে. এ 'কণ্ঠ' কোথায়, কি বস্তু? কাজেই, বিজ্ঞানের দ্বারা জড়াণুর কেন্দ্রীণ শক্তি বাহির করা হইয়াছে বলিয়া এটা যেন না মনে করি যে কুলকুণ্ডলিনীর যথার্থ জাগরণটি ঘটিয়াছে। কুণ্ডলী শক্তি=Static or Potential Energy। এটি কিয়ৎ পরিমাণে জাগিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবর্চ্চঃই তাঁর বপুঃ। এঁর জাগরণ কবে কি উপায়ে হইবে? এঁর জাগরণ হইতে গেলে আগে মানুষের নিজের মাঝে (মূলাধারে) সে মহারহস্য জাগরণটি হওয়া আবশ্যক। মানুষ আপনাতে 'কুল,' কিনা ব্রহ্মকে (শক্তি-শক্তিমানের অভেদে) উপলব্ধি করিবে—'কৌল' হইবে, 'অবধূত' হইবে—তবে সে জীবন্ত, জাগ্রৎ, স্ফুরৎ দেখিবে সব কিছুতেই কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বকে। সাতের অর্দ্ধ সাড়ে তিন—সার্দ্ধত্রি। সাতের মধ্যে যে 'মিথুনতত্ত্ব' (Polarity Principle) রহিয়া তাদের অভিব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথুনের 'অভিষঙ্গ' (coalescence) হইলে সাত হয় সাড়ে তিন। মূলাধারে তপঃসপ্তক এইভাবে সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারা কুলকুণ্ডলিনী হইয়াছেন। জপসূত্রে এ সকল কথা যথা স্থানে আলোচিত হইবে। ভূরাদি সপ্তস্তরে বা লোকে জ্যোতিঃ (এক অদ্বিতীয় হইয়াও) সাতটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন:—তাপ (অগ্নি), তেজঃ, বর্চ্চিঃ, বর্চ্চঃ, উর্জ্জঃ, ওজঃ এবং ভর্গঃ। তপঃ অথবা জ্যোতিঃ (তপোজ্যোতিঃ) সপ্তরূপেই সর্ব্বস্তরেই বিদ্যমান বটে, কিন্তু এক একটিতে এক একটির মুখ্যতা। যথা ভূঃস্তরে তাপেরই মুখ্যতা। অপর রূপগুলি সঙ্গে রহিয়াও যেন 'নেপথ্যে' রহিয়াছে। সপ্তলোক দ্বারা সপ্তধাকৃত এই জ্যোতিঃ হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকজ্যোতিঃ (অর্থাৎ যতদূর লোক ততদূর অবধি)। আর, যেটি এভাবে ব্যাকৃত, রূপায়িত নয়, সেটি অলোকজ্যোতিঃ। কিন্তু সর্ব্বস্তরেই আধাররূপে অলোকজ্যোতিঃ বিদ্যমান। সন্ধিতে যেটি, সেটিকে বলে লোকালোকজ্যোতিঃ।

সুতরাং তপোযাগ—ঐ সপ্তার্চ্চিঃ শিখায় হবন

জ্যোতির এই সপ্তার্চ্চিঃ বা সপ্তশিখায় আহুতি দাও, পূর্ব্বোক্ত সপ্ত মান্দ্য সমিধ্। অথবা ব্যাধি, স্ত্যান, দৌর্মনস্যাদি অন্তরায়গুলিকে ; অথবা, জড়তা (অবসন্নতা), অলসতা, অরোচকতা, অসারতা, অনির্ব্বিণ্ণতা, অনৃজুতা, অনৃততা—এই সাতটিকে সমিধ্ কল্পনা করতঃ হবন কর। মন্যু হইতে জাত যে সকল কায়িকাদি পাপ তাদেরও হবন কর 'সূর্য্যে—জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা' এবং 'সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা' এই মন্ত্রে হবন কর এই সপ্তার্চ্চিঃ জ্যোতিতেই। লক্ষ্য কর যে মন্যু = মন্ত্র ইত্যাদি, কিন্তু মন্যু ('য'কার যুক্ত মন্যু) ঐ 'য' কারটির দ্বারা ব্যাজ-বিঘ্ন-বিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং মন্যু আর ঋজুগতি নাই, বক্রগতি ব্যাল হইয়াছে। তাই বলিয়া যেখানে 'য', সেখানেই বক্রতা এবং ব্যাল—এ মনে করিলে ভুল হইবে। যেখানে 'য' সেখানেই সাপের ভয় নয়। 'জ্যোতি' 'জ্যোগ্ জীবতি' ইত্যাদিতে 'য' কারের বৃত্তিতো ব্যালবৃত্তি নয়। জড় রসায়ন-বিজ্ঞানে যেমন, প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানেও তেমনি, যেগুলি 'মৌলিক' (elements), তাদের মিশ্রণের স্থান, ক্রম, অনুপাতাদির উপর যেটি 'যৌগিক' (compound) তার স্বরূপ এবং গুণকর্ম্ম সম্বন্ধ নির্ভর করে। 'Bio-chemic Function' কথাটা আমরা এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করিতে পারি বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়। এইজন্য, 'Pranic Function' কথাটাই ব্যবহার করিব। 'জ্যোতিঃ' শব্দে বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ দুইটি 'জ য' কারের সমবায় ঘটিয়াছে। 'জ য' দুইটিই তালব্য এবং ঘোষবৎ ; কিন্তু জ মহাপ্রাণ, য অল্প প্রাণ। এই তালব্য (উর্দ্ধাভিঘাত জন্য) ঘোষবৎ বা সঘোষ বর্ণদ্বয়ের মধ্যে একটি মহাপ্রাণ অপরটি অল্প প্রাণ বলিয়া এদের 'সাজাত্য' (compatibility) টাই মুখ্য, যে বৈজাত্য (incompatibility) রহিয়াছে, সেটি গৌণ এবং মুখ্যের উপকারক, সুতরাং আসলে তার অনুপযোগ নাই, উপযোগই আছে। দুইটি মহাপ্রাণে অথবা দুইটি অল্প প্রাণে, অনেক ক্ষেত্রে বিষম দ্বন্দ্ব (antipathy relation) ঘটে, মনে রাখিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিঃ শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা

'জ্যোতিঃ' শব্দের 'জ য' এই মিথুনে (Phonetic Coupleএ) বুঝিতে হইবে যে মহাপ্রাণ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্তর বা লোকে (given planeএ) যে সংখ্যানে (Energy valueতে) 'ভূমিষ্ঠ' দেখা যাইতেছে, সে সংখ্যানটি কিছু যেন হ্রস্ব বা খর্ব্ব করিয়াই তাকে অধঃ বা উর্দ্ধ কোনও স্তরে 'প্রকট' হইতে হইবে। ই+অ=য। 'ই' অর্থ গমন। অ=অগ্রতঃ, আগে। একটা উর্ম্মিকে লক্ষ্য কর। 'ক' বিন্দুতে উর্ম্মিচূড়া রহিয়াছে, যদি উর্ম্মিচূড়া 'ক' হইতে 'খতে' যায়, তবে তাকে 'উপত্যকায়' (wave valley'তে) নামিয়া আবার উঠিতে হইবে। এই প্রাণন ব্যাপারটি হইল 'জ য' অথবা 'জ্য' এই 'রূপটি' (formula)। 'মন্যু'র বেলা 'য' নিমিত্ত বক্রতা অন্য কারণে, এবং সেটা সাধক নয়, বাধক। 'ন' বর্ণ দন্ত্য (সুতরাং মধ্যাভিঘাত এবং অর্ব্বাগভিঘাত জন্য), অঘোষবৎ এবং অল্প প্রাণ ; এর সঙ্গে 'য' কারের উক্তভাবে মিশ্রণে বিষমতা জন্য বক্রতা ঘটিয়াছে। তারপর জ্যো=জ্+য্(=ই+অ)+ও(অ+উ)। এই সমীকরণ (equation) টি পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে 'ই অ' এবং 'অ উ' হইতেছে একটা পূর্ণ উর্ম্মিরূপ (complete wave pattern), যার চূড়া বিন্দুদ্বয় হইল 'ই' এবং 'উ', আর উপত্যকা হইল 'অ, অ'। গত্যর্থ 'ই' দ্বারা প্রাণের ইদ্ধ হওয়াটি, এবং 'উ' দ্বারা ('উদেতি')—উদিত হওয়া সূচিত হইতেছে। সুতরাং, বেদমন্ত্রে 'উদ্ব্যত্যং জাতবেদসং' অথবা 'উদগাদনীকং' ইত্যাদি রূপে মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির চক্ষুঃ স্বরূপ এবং স্থাবর জঙ্গমের আত্মা যে সূর্য্যজ্যোতিঃ উদ্গীত হইয়াছেন, তিনিই 'জ্যো' এই রাহস্যিক শব্দ দ্বারা বাচ্য হইতেছেন। এই 'জ্যো' এবং গায়ত্রী মন্ত্রের 'ধিয়োযোনঃ' এর অন্তর্গত 'যো' তুলনীয়। শেষেরটিকে 'ই-ও' অথবা 'ই-অ-উ' ভাবেই উচ্চারিত করিতে হইবে। অন্যথা যে 'জ্যো' বরেণ্য ভর্গোরূপে সর্ব্বতঃ রহিয়াছেন, তিনি তাঁর স্বতঃসিদ্ধ মহাপ্রাণতা দ্বারা 'ধিয়ো নঃ', আমাদের বুদ্ধিরূপ আধারগুলিতে অনুগৃহীত, অভিষিঞ্চিত করিতেছেন —এই 'অবতরণ'টি সূচিত হইল না। 'য' কে জ এর মত করিয়া উচ্চারণ করিলে, আমাদের বুদ্ধি যেন 'অল্প প্রাণ' হইয়াও মহাপ্রাণতার দম্ভে ফুলিয়া উঠিল। বিন্ধ্যগিরি যেমনধারা মাথা তুলিয়া সূর্য্যজ্যোতির গতি রোধ করিতে চাহিয়াছিল, আমরাও যেন তাই করিলাম। প্রপত্তি,—surrender-না হইলে মহাপ্রাণ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিঃ তাঁর অবতরণ কোন 'ঘটেই' ঘটেনা। ঘটের বস্তুটি ঢালিয়াই ঘট ভরিতে হয়। এটা necessary pre-condition.

অপর দৃষ্টান্ত

পুনশ্চ, 'ধিয়োযোনঃ' একটি সুষমক্রম—homogeneous function। এর মাঝে 'যো' কে 'জ' কারের মত করিয়া বলিলে সুষমক্রমহানি ঘটিল—প্রাণের এবং স্বরের স্বচ্ছন্দগতির মাঝে যেন একটা 'উৎপাত' আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং ছন্দঃ ক্ষুণ্ণ হইল।

তারপর 'জ্যোতিঃ' শব্দের শেষার্দ্ধের বিচার প্রসঙ্গক্রমে অন্যত্র আমরা করিব। এবং ইহাও আমরা দেখিব যে শব্দনিষ্ঠ 'প্রাণিক' ব্যাপারগুলির বিশ্লেষণ (analysis) করিতে হইলে প্রাণের স্বরূপ প্রক্রিয়া এবং অভিব্যক্তি সমূহের একটা আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়াই করিতে হয়, নচেৎ অবাস্তব (অবস্তুতাত্ত্বিক)—conventional and arbitrary হবার আশঙ্কা আছে। যেমন—'ত্র্যম্বকং যজামহে', এস্থলে 'ত্র্য' বর্ণটিকে ত্রিয় এভাবে কেন উচ্চারণ করিতে হইবে? আবার, সর্ব্বদা উচ্চারিত 'গোবিন্দ' বা 'হরিবোল' নামে 'গ' এবং 'ব'তে যে ওকার তাকে বিশেষভাবে ঘোষবৎ, মহাপ্রাণ করিব কেন ? শিবের যে 'বম্ বম্,' তাতে 'ব' কেও এক বিশেষভাবে কেন উচ্চারণ করিব ? ওঁকারের অনুগ্রহলাভার্থ? এ সকল বিশেষ ভাবে অনুসন্ধাতব্য ॥

অতঃপর ভূঃ, ভুবঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতির লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে :—

ব্যাহৃতিসপ্তকের ভাবার্থবিস্তার

১৮। "অয়ম্" বা "এই" বলিয়া যে প্রত্যয় হইতেছে, সে প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কিনা, বিষয়, সেটি ভূঃ ॥

সর্ব্ববিধ সৃষ্টির আপনাকে 'এই' রূপে প্রকাশের নিমিত্ত 'ভূঃ' এই আদিম ব্যাহৃতির অপেক্ষা

"ভূ" শব্দে যে ক্রিয়া বোঝায় তার সঙ্গে 'র'কার যোগ করিয়া 'ভূঃ' এই অব্যয়টি পাইয়া থাকি। মুখ্য প্রাণ 'ভূ' এইক্রিয়াটিকে আশ্রয় করিয়াই সব কিছু হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন। ভূঃ এই শব্দ প্রাণের সমগ্র সৃষ্টিব্যাপারে যেটি রহস্য সেটিকে সূচিত করিতেছে। 'ভ'কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল 'প'কারাদি ওষ্ঠ্য বর্ণের চতুর্থ বর্ণ। 'ওষ্ঠ' এটি যে কিসের সঙ্কেত তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যেটি অব্যাকৃত সেটিকে ব্যাকৃত করে, যেটি অব্যক্ত-মৌন তাকে ব্যক্তমুখর করে এই ওষ্ঠ। উত্তর এবং অধর ওষ্ঠ যাবৎ পরস্পর সংলগ্ন, তাবৎ কোন 'বাক্' নির্গত হইতেছে না, সুতরাং কিছুই ব্যক্ত হইতেছে না। কিন্তু ওষ্ঠাধর যখন বিযুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে শব্দ এবং শব্দজন্য যে সৃষ্টি সেটি হইল। "প" বর্গের চতুর্থ বর্ণ যে 'ভ'কার সেখানে আসিয়াই প্রাণের আপনাকে শব্দরূপে অভিব্যক্তির চেষ্টাটি সর্বাধিক বেগবতী হইয়া থাকে। 'ভ'কারের সঙ্গে 'উ'কারের (এটিও ওষ্ঠ্যবর্ণ) সংযোগে এই সংবেগটি এ পরিমাণে উজ্জিত হইয়া থাকে যে, সৃষ্টির মুখে, কোন কিছু হবার পথে কোন বাধাই তখন তাকে আর আটকাইয়া রাখিতে পারেনা। লক্ষ্য কর যে সংযোগটি সুষম, বিষম নয় (homogenous, sympathetic relation)। উকার যুক্ত 'ভ'কার একটি চরম বেগের (critical efficiency) প্রতীক। যেমন জলের উত্তাপ ক্রমশঃ কমাইয়া যাইতেছি, কিন্তু উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী পর্যন্ত যতক্ষণ না নামিল, ততক্ষণ জল কিছুতেই বরফে পরিণত হইল না। জলের বরফ আকারে রূপান্তর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শৈত্যের উপর নির্ভর করে; শৈত্যের শক্তি ঠিক ততটা না হইলে জল কিছুতেই বরফ হইবে না। সকল কিছু আবির্ভাবের পূর্ব্বেতেই শক্তির এবং তার বেগের একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার অপেক্ষা থাকে। জপ কখন পশ্যন্তী হইতে মধ্যমায় যাইবে, কখন আবার মধ্যমা হইতে পশ্যন্তীতে, সেটা নির্ভর করে একটা না একটা সমর্থ এবং সাধক মাত্রার উপরে।

'ভূঃ' এই অব্যয়ের ব্যাপ্তি দ্বিবিধা—সাধারণী ও অসাধারণী

'ভূ' এই শব্দটি হইল সেই নির্দ্দিষ্ট সমর্থ সাধক মাত্রাটির রহস্য বাক্। 'ভূ'এর সঙ্গে 'র' অথবা বিসর্গ যোগ করিলে, সেই 'র'কার ক্রিয়াটিকে রূপায়িত করে এবং বহিঃ প্রসারিত করে। বিসর্গ বিহীন যে 'ভূ' সেটি ক্রিয়া এবং তিঙন্তাদি প্রত্যয়ে তার বিবিধ রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বিসর্গযুক্ত যে 'ভূঃ', সেটি অব্যয়—সব কিছু হবার এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হবার সমর্থ বীজ এটি, কিন্তু সকল কিছু হওয়ার মধ্যে 'বীজমব্যয়ং' রূপে এটি ঠিকই থাকে। যেন কোন গাছ বা লতার গোড়াটি, মূল। গোড়া থেকে অনেক ফেঙ্‌ড়া বেরোয়, সেগুলো কেটে দিলে গোড়াটি থেকে যায়, এবং তা থেকে আবার নতুন নতুন ফেঙ্‌ড়া বেরোয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটি নেপথ্যে, অন্তরালে রহিয়াছে, কাজেই যেটি এখন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে না সেটিকে সাক্ষাৎ অনুভবের মধ্যে হাজির করিয়া দেয় এই অব্যয় 'ভূঃ'। ইহার দ্বারা যেটি 'নেই' বা 'সেই', সেটি হয় 'এই'। সুতরাং অয়ং প্রত্যয়ের—এই যে ইহা হইয়াছে, হইতেছে, রহিয়াছে—এবম্বিধ অনুভবের মূল হইল ভূঃ। কেবল কি জাগ্রৎই ভূঃ? তাতো নয়। স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও তং তং কালে ভূঃ। পরে অবশ্য স্মৃতিতে সে সব 'এই' না হইয়া 'সেই' হইয়া যায়, এমন কি 'নেই'ও হইয়াও যায়। সকল স্তরের অনুভূতিতে যে গোচরতা সেটি ভূঃএর দ্বারা ব্যাপ্ত বটে, কিন্তু এর ব্যবহারিক, চল্‌তি ব্যাপ্তিটি হইল ইন্দ্রিয়জন্য যে প্রত্যক্ষ তাতেই। সর্ব্বস্তরেই যে ব্যাপ্তি, সেটি সাধারণী, আর স্তর বিশেষে ব্যাপ্তি অসাধারণী। যেমন, জপ যৎকালে বৈখরী ভূমিতে চলিতেছে, তৎকালে সেখানেই 'ভূঃ' অসাধারণী ব্যাপ্তিতে রহিয়াছে। যখন মধ্যমায় থাকিবে তখন মধ্যমাতেই, ইত্যাদি। 'ভূঃ' এর যে সর্ব্বভূমিতে সাধারণী ব্যাপ্তি সেটি সার্ব্বভৌম যে অনুভূতি তাতে প্রতিভাত, অন্য ক্ষেত্রে সেটি অবরোধ প্রতিরোধাদি বাধা নিমিত্ত অবগুণ্ঠিত, আবৃত। জপ করিতেছি বা জপ হইতেছে—এ স্থলে 'এই যে হইতেছে' ভাবে ভূঃকে আমরা পাইতেছি বটে, কিন্তু জপক্রিয়া দ্বারা যে 'সংস্কার' জন্মিতেছে, যে 'অপূর্ব্ব' সৃষ্টি হইতেছে, অথবা যে সংস্কার সমূহ আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান জপক্রিয়াটি হইতেছে—এক কথায়, উক্ত ক্রিয়ারেখাটির আদি ও অন্ত—এদিক ওদিক—আমি দেখিতেছি না; সুতরাং জপে 'এমন ধারাটি' ঘটিতেছে কেন, তাহা বুঝিতেছি না, এবং জপে যে কি হইল অথবা হইবে, তাহাও জানিতেছি না। কিন্তু গুরু হয়তো সেটি দেখিতেছেন, অথবা অপর কোনও 'আতত দৃষ্টিতে'ও সেটা ছাপা ঢাকা নেই। কাজেই আমার কাছে 'ভূঃ'এর ব্যাপ্তি এবং শেষোক্ত দৃষ্টিতে 'ভূঃ'এর ব্যাপ্তি এক নহে॥

'অসৌ' প্রত্যয় বলিতে কি বুঝিতে হইবে?

১৯। "অসৌ", কিনা 'ঐ' প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কিনা, বিষয়, সেইটি স্বঃ॥

নিখিল চরাচর বিশ্ব 'ইদং' অথবা 'অয়ং' রূপে জ্ঞানের বিষয় হইতেছে বটে, কিন্তু এই ইদন্তা দ্বারা সীমাবদ্ধ যে অনুভব জগৎ, সেইটি কি একমাত্র জগৎ? একটা অদৃষ্ট অজানা জগৎ অবশ্যই রহিয়াছে যেখান হইতে এই জানা-দেখা জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেছে এবং যেখানে যাইয়া আবার লয় হইতেছে। এই অদেখা ও অজানার মাঝে যে বস্তুটি রহিয়াছে, সেটি অদেখা অজানা হইলেও সেটিকে আমরা কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারিনা। এসব কোথা হইতে আসিল এবং কোথায়ই বা যাইবে—এ প্রশ্ন করিলে ঐ দিকেই আমাদের আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হয়। আমাদের মনে করিতে হয় যে 'ঐ' থেকেই 'এই' হইতেছে বা আসিতেছে এবং 'এই' আবার 'ঐ'তে যাইয়াই নেপথ্য হইতেছে। সুতরাং 'এই' কে প্রসব করিয়া, এর প্রভব, আধার এবং নিলয়রূপে যেটি বিদ্যমান, সেইটি হইল স্বঃ বা স্বর্। স্ব এই শব্দে যে 'সূ' ধাতু আছে তাহার অর্থ প্রসব করা। স্বয়ং নেপথ্যে থাকিয়াও এটি প্রসব করে। আগেকার বেলায় যেমন 'ভূ' এখানে তেমনিধারা 'সূ'। 'ভূ'এর মতন 'সূ'এর শাব্দিক বিশ্লেষণ করিয়া অন্তর্নিহিত রহস্যটি দোহন করা যাইতে পারে।

'স্ব' শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা। ব'কার ও 'উ'কার। সঙ্কোচ ও প্রসার রহস্য

"সূ" এই শব্দে দন্ত্য'স'কার রহিয়াছে এবং 'ঊ'কার রহিয়াছে, তদুভয়ের সংযোগে এইটা বুঝায় যে প্রাণ যেন কোথাও হইতে বেগবান্ হইয়া বহির্দ্দেশে উৎসারিত হইতেছে। একটা বীজের ভিতর হইতে প্রাণ যখন এইভাবে বেগবান্ হইয়া আপনাকে বাহিরে উৎসারিত করে তখনই বীজ হইতে অঙ্কুরাদি প্রসূত হইল। কিন্তু প্রাণ এইভাবে বাহিরে সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে কোথা হইতে? সে স্থানটি অবশ্য অদেখা স্থান, নেপথ্য। জড় পরমাণুর ভিতর হইতে এইরকম ধারা এক তেজো নিঃসরণের ফলে বিশ্বের আলোক তাপাদি শক্তিধারার বিকিরণ ঘটিতেছে। আমাদের চেতনার মধ্য হইতেও যে সমস্ত বৃত্তি সমুত্থিত হইতেছে, সেগুলিও এইভাবে একটা অব্যক্তের ভূমি হইতে প্রকাশের ভূমিকায় চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এইরূপ। সর্ব্বত্রই একটা নেপথ্য হইতে প্রকাশ্যে আগমন ঘটিতেছে। 'সূ' এই শব্দ দ্বারা বাহিরে সবেগে নির্গত হওয়া এটি সূচিত হয় বটে, কিন্তু যেটি নেপথ্য, যেটি প্রকাশের অন্তরালে, সেটির ব্যঞ্জনা ইহাতে নাই। 'ব'কারকে সম্প্রসারিত করিলে হয় 'ঊ'কার এবং 'উ'কারের সঙ্কোচনে হয় 'ব'কার। ইগ্‌যণঃ সম্প্রসারণম্। সঙ্কোচন বলিলে কি বুঝিব? একটা গাছ তার বীজের ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে, অথবা একটা atomএ তার সত্তাশক্তি (mass energy) কেন্দ্রে অথবা nucleusএ যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের একটা সংস্কারে বা সঙ্কল্পে না জানি কতখানি শক্তি এইভাবে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সম্প্রসারিত উ বর্ণে যে প্রাণশক্তি তল এবং লম্বকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিতেছে, সঙ্কুচিত 'ব'কারে সে শক্তি নিজেকে তল এবং লম্বের দিক দিয়া যেন গুটাইয়া বেধ অথবা depth dimensionএ ঘনীভূত করিতে চায়। একটা বৃত্তের যেগুলি ব্যাস সেগুলিকে হ্রস্ব করিতে থাকিলাম। এ স্থলে বৃত্তের উপরে যে শক্তিটি সক্রিয় রূপে (kinetic) বিদ্যমান, সে শক্তিটির পরিমাণ হ্রাস যদি না ঘটে, অথচ বৃত্তের আয়তনটি যদি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে তবে এটা অবশ্য মনে করিতে হইবে অবয়ব সঙ্কোচের ফলে শক্তির নিবিড়তা বা গাঢ়তা (density) বর্দ্ধিত হইতেছে। আগে বৃত্তের যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থলে শক্তির যে মাত্রা ছিল, বর্ত্তমানে আয়তন সঙ্কোচের ফলে বৃত্তের যে কোন স্থলে শক্তির সে মাত্রাটি বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রকার শক্তির ঘনত্ব অথবা বেধাভিমুখে (depth dimensionএ) চাপের বৃদ্ধিকে আমরা প্রাণের 'ব' এই শব্দ প্রক্রিয়া দ্বারা সূচিত করিতে পারি। সুতরাং 'সু' যখন 'স্ব' আকার গ্রহণ করে তখন পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রকাশ্যে যেটির গুরুত্ব কমিয়া গেল নেপথ্যে সেটির গুরুত্ব বাড়িয়া গেল। এই 'স্ব' শব্দের সঙ্গে 'র'কার অথবা বিসর্গ যোগ করিয়া এইটি বুঝান হইতেছে যে প্রাণ নেপথ্যে যাইয়া কেবল যে কূর্ম্মবৎ স্থির হইয়া আছে এমন নয়, কিন্তু 'র' কিনা, অগ্নির মত সৃষ্টির মুখে সকল প্রতিবন্ধক দগ্ধ করিয়া আপন মহীয়ান্ তেজে আপনাকে বিসৃষ্ট করিতেছে। এই 'স্বঃ' হইলেন সপ্ত মহাব্যাহৃতির তৃতীয় ব্যাহৃতি। 'অসৌ' হইল ইহার দিগ্‌দর্শন। ইনি অব্যয়।

স্বাভাবিক শব্দ, স্বাভাবিক রূপ, স্বাভাবিক ক্রিয়া—মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র

সুতরাং যিনি নিজে অদৃষ্টধামা, কিনা অপ্রকট-প্রভাব হইয়াও আপন 'ধায়া', কিনা প্রভাবের দ্বারা এই চরাচরকে প্রসব করেন, তাঁর স্বাভাবিক নাম স্বঃ। 'ব'কার এবং 'উ'কারের উচ্চারণগত বৈলক্ষ্যণ্য এবং সেটির রহস্য আমরা আগে দেখিয়াছি। এই দুটি বর্ণের যেটি আবার চাক্ষুষরূপ 'আকৃতি' বা শরীর তাতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বৈলক্ষ্যণ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব'কার নিজেকে সংবৃত করিয়া যেন ঢাকিয়াই রাখিয়াছে, কিন্তু 'উ'কারে সে রূপটি তার নাই। 'উ'কারে সে আপনাকে যেন মুক্ত করিয়াছে, বাহিরে নিজেকে প্রসারিত করিবার জন্য। প্রসঙ্গক্রমে এটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রত্যেক পদার্থে যেমন একটা স্বাভাবিক শব্দরূপ আছে, সেইরূপ তাহার আবার একটা স্বাভাবিক কায়রূপ আছে। এ দুটি ছাড়া তাহার আবার একটা স্বাভাবিক ক্রিয়ারূপও আছে। প্রথমটি হইল সেই পদার্থের মূলমন্ত্র, দ্বিতীয়টি মূলযন্ত্র, শেষেরটি মূলতন্ত্র। 'স্বঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা যিনি ব্যক্ত হইতেছেন, তাঁর একটি নিজস্ব যন্ত্ররূপ অথবা কায়াও আছে, এবং একটা নিজস্ব তন্ত্ররূপ অথবা ক্রিয়া সমভিব্যাহার রূপও আছে। আমরা মুখে 'স্বঃ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম, অথবা সেটি শ্রবণ করিলাম। এই কথিত এবং শ্রুত শব্দটি কি স্বাভাবিক 'স্বঃ' এই শব্দের স্বভাব বা প্রকৃতি? তাতো নয়। তা যদি হইত, তাহা হইলে স্বাভাবিক শব্দের এবং তার যেটি বাচ্য তাহার অবিনা-ভাববশতঃ 'স্বঃ' এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই 'স্বঃ' পদার্থটিও বিদ্যমান হইত। মহাকবি কালিদাস বাক্ এবং অর্থের অবিনাভাব সম্পর্কটি বলিতে গিয়া জগতের যাঁরা মাতা এবং পিতা সেই পার্ব্বতী পরমেশ্বরের উপমাটি দিয়াছেন। অর্থাৎ শিব-শক্তি যেমন অভেদে বর্ত্তমান, তেমনিধারা বাক্ এবং অর্থও, নাম ও নামীও অভেদে বিদ্যমান। তবে 'স্বঃ' এই শব্দটি উচ্চারিত অথবা শ্রুত হইয়া তার বাচ্য যে পদার্থ সেটিকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া দিতেছে না কেন? নিশ্চয়ই আমাদের উচ্চারিত বা শ্রুত 'স্বঃ' এই শব্দ এবং তার যেটি বাচ্য এতদুভয়ের মধ্যে একটা যেন ব্যবধান (hiatus) কি কারণে ঘটিয়াছে। যাহার দ্বারা ব্যবধানটি ঘটে, তাকে বলে অন্তরীক্ষ। এই অন্তরীক্ষের কথা পরের সূত্রে আলোচিত হইবে। এখানে আমরা পাইতেছি যে, 'স্বঃ' প্রভৃতি স্বাভাবিক শব্দের ঠিক যথার্থ উচ্চারণ বা শ্রবণ ঘটিতেছে না। আমাদের উচ্চারণাদির যন্ত্রের এবং যন্ত্র ব্যবহারী চিত্তের কার্পণ্যবশতঃই এটি ঘটিতেছে। শ্রদ্ধাবীর্য্যপূর্ব্বক নিরন্তর সাধনের দ্বারা এই কার্পণ্য বিদূরিত হইবে। বিদূরিত হইলে আমাদের আহ্বানে যিনি আহূত তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া হাজির হইবেন। বর্ত্তমানে তিনি 'ব্রবাহূত' কিন্তু 'সমাহূত' কিনা সম্যক্‌রূপে সমাদরে আহূত হইতেছেন কৈ? মন্ত্র সম্বন্ধে যে কথা, যন্ত্র এবং তন্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা। যে যন্ত্রের সহায়তায় অথবা যে ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সেটিকে অধিগত করিতে যত্ন করিতেছি, সে যন্ত্র বা তন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন পর্য্যন্ত যথার্থ রূপে তাঁকে লাভ করার পক্ষে উপযোগী হয় নাই। নিষ্ঠা শ্রদ্ধা সহকারে ব্যবহারেই তাদের উপযোগ সাধিত হইবে।

স্বঃ এবং সুবঃ এ দুয়ের তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত বৈলক্ষণ্য। 'ব', 'উ' ও 'উব্'—এই তিন আকৃতি

'স্বঃ' এই শব্দটির মত বেদাদি মন্ত্রশাস্ত্র 'সুবঃ' এই শব্দটিও ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন গায়ত্রীর যেটি শিরঃ তাতে আছে "ব্রহ্ম ভূ র্ভুবঃ সুবরোম্।" কিন্তু সৃষ্টিসূক্তে রহিয়াছে—"যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ" এই দুইটি শব্দের বাচ্য একই হইলেও প্রয়োগে (applicationএ) কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। 'স্বঃ' এই শব্দের যেটি 'ব'কার সেটি 'উব্' এই রূপ ধারণ করিয়াছে দেখিতেছি। বৈয়াকরণেরা 'উ' বর্ণের স্থলে স্বরাদি বিভক্তি পরে থাকিলে অনেক স্থলে 'উব্' এই বিধানটি করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই :—যথা স্তু+অন্তি=স্তুবন্তি, নু+অন্তি=নুবন্তি ইত্যাদি। কিন্তু প্রাণ-প্রক্রিয়ার দিক হইতে দেখিতে গেলে এই 'উব্'টিকে আমরা কিভাবে দেখিব? 'উব্' হইল 'উ' বর্ণ এবং 'ব' বর্ণের মিথুন। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে 'ব'কারে অথবা 'উ'কারে যেটি সমস্ত (undifferentiated) ভাবে ছিল, সেটি 'উব্' এই আকারে আসিয়া নিজেকে ব্যস্ত (differentiated) করিল। অর্থাৎ সঙ্কোচন এবং প্রসারণে দুইটি আর শুধুই তাহাই রহিল না, তারা একটা পরস্পরাপেক্ষি যুগ্মকে (Polarityতে) আপনাদিগকে যেন সাজাইয়া লইল। ইহার ফলে যেটি 'সঙ্কুচৎ'মাত্র ছিল সেটি হইল 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ'। 'সুবঃ' এই শব্দে মহাপ্রাণ যে 'স'কার—তার এই 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ'।

সুবঃ 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' আকৃতি

'সুবঃ' এই শব্দে মহাপ্রাণ যে 'স'কার—তার এই 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ'-রূপটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে অদেখা সত্তা এবং শক্তির ভাণ্ডারকে আমরা 'স্বঃ' বলিয়া অভিহিত করিতেছি, সেটিকে 'সুবঃ' এই নামে অভিহিত করিলে তার এবংবিধ কূর্ম্মবৎ 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' রূপটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। 'সুবঃ' এর অন্তর্নিহিত কূর্ম্মবৃত্তিটি এই দেখা জগতের সর্ব্বত্র, কি স্থূলে, কি সূক্ষ্মে, পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সমগ্রভাবে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'প্রসরৎ' (Expanding) এটি বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি নানা যুক্তিবলে সাব্যস্ত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু শুধুই কি প্রসরৎ, সঙ্কুচৎ (Contracting) নয়? যে সমস্ত যুক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ডে একদিকে প্রসারণ আছে মনে করিতেছি, সেই সমস্ত অথবা তদনুরূপ যুক্তিবলে প্রতিপাদিত হইবে যে ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচৎও হইতে পারে। বিরাটের কথা বাদ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিখিল সজীব অথবা নির্জীব পদার্থে এই কূর্ম্মবৃত্তি স্পষ্টতঃই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে এই দেখা জগতের উৎপত্তি এবং বিবৃতির নিমিত্ত অদেখাটিকে কেবলমাত্র স্বঃ বলিলেই হইবেনা, সেটিকে আমাদের 'সুবঃ'ও বলিতে হইবে। আরোহের দিক হইতে দেখিলে 'উব্' এই মিথুনটি তাহাদের ব্যবধান ক্রমশঃ যেন হারাইয়া এক অভিন্ন 'ব'কারেই পর্য্যবসিত হইতে চায়। কিন্তু আবার অবরোহের দিক হইতে দেখিলে সেই 'ব'কার আবার যেন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া 'উ'কার এবং 'ব'কার এই মিথুনে পরিণত হইতেছে। জপাদি সকল সাধনেও এই 'স্বঃ' এবং 'সুবঃ' দুটিকে অন্বেষণ করিতে হইবে। এ দুটিকে অন্বেষণ করিয়া যে সাধক অগ্রসর হয় সেই কুশল সাধক। জপাদি ক্রিয়ায় বাক্-এর, চিত্তের এবং প্রাণের একটা কূর্ম্মবৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ক্রিয়ার কিয়দংশ স্পষ্ট চেতনার আলোকে আপনাকে যেন প্রসারিত করে—তখন দেখিতে পাই ক্রিয়াটি এই ভাবে এই আকারে চলিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ক্রিয়াটি যেন কূর্ম্মবৎ আপনাকে অদেখার অন্তরালে গুটাইয়া লয়—তখন আর দেখিতে পাইনা ক্রিয়াটি কিভাবে কিরূপে চলিতেছে। অন্ধকারে খদ্যোতের মত একটিবার জ্বলিয়া, ক্ষণেকের জন্য আপনাকে প্রকাশ করিয়া, সেটি আবার যেন নিভিয়া যায়। আবার জপকালে যেটি প্রকট, জপ সমাপনে সেটি আচম্বিতে অথবা শনৈঃ শনৈঃ অপ্রকট হইয়া যায়। শুধু জপক্রিয়া সম্বন্ধে নয়, সে ক্রিয়া যে সংস্কার অথবা ফল নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে, তার সম্বন্ধেও এই ভেদটি লক্ষ্য করিতে হয়। কোন কিছুরই পূর্ণ রেখাচিত্রটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হইয়া নাই। সে রেখাচিত্রের এখানে একটু, ওখানে একটু, এখন একটু, তখন একটু, এইভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকেই আমরা সাধারণতঃ আমাদের চোখের সামনে ভাসিতে দেখিতে পাই। যেমনধারা বাতাসে অদৃশ্য জলীয় বাষ্পরাশিকে আমরা খণ্ড খণ্ড আকারে দেখিতে পাই যখন সেটি মেঘরূপে এখানে সেখানে ভাসিয়া বেড়ায়। যেটি সমগ্র, যেটি মহান্, সেটিকে দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না পাইয়া খণ্ড খণ্ড অনুভূতি লইয়াই আমাদের থাকিতে হয় বলিয়া আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাকে পদে পদে এতটা বিভ্রান্ত হইতে হয়। যে অনুভূতির স্তরে উঠিলে যেটি মহান্ সেটি মহান্‌রূপেই আপনাকে প্রতিভাত করিবে, অনুভূতির সেই স্তরের নাম 'মহঃ' অথবা মহর্লোক, যার কথা আমরা পরের সূত্রে আলোচনা করিব। এ স্থলে 'স্বঃ' এবং 'সুবঃ' এই দুইটি শব্দের তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত বৈলক্ষ্যণ্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে॥

২০॥ 'অয়ং' এবং 'অসৌ' এতদুভয় প্রত্যয়ের যেটি অপ্রতিযোগী, কিনা, বিষয়ীভূত নয়, সেটিকে বলে ভুবঃ॥

'এই' এবং 'সেই' এর ভিতর যে ব্যবধান, কি ভাবে সেটি ভাবনা করিতে হইবে? 'ব্যবধান' কি উদাসীন (Neutral)?

'অয়ং' এবং 'অসৌ'—এই এবং ঐ—এই দুটি প্রত্যয় পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের অপেক্ষা রাখে অর্থাৎ একটা ব্যবধান মাঝে রাখিয়াই 'এই' এবং 'ঐ' পরস্পরকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবধান স্থূল হউক অথবা সূক্ষ্ম হউক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ব্যবধান একটা থাকা চাই-ই। ব্যবধানটি দেশগত, কালগত, বস্তুগত, অথবা সম্বন্ধগত হইতে পারে। যথা—ইহা যেখানে রহিয়াছে, উহা সেখানে নাই; এটি যখন ঘটিতেছে ওটি তখন ঘটিতেছেনা; এটি একবস্তু ওটি অন্যবস্তু; এটি যে সম্বন্ধে রহিয়াছে ওটি সে সম্বন্ধে নাই। সুতরাং ব্যবধান বলিলে যেন কেবলমাত্র দেশের ব্যবধান (Space interval) মনে না করি। যদ্দ্বারা ব্যবধান ঘটে, অর্থাৎ যেটি 'এই' কে 'উহা' হইতে দেশে, কালে, বস্তুতে অথবা সম্বন্ধে তফাৎ করিয়া রাখে, সে ব্যবধানটিকে 'এই' অথবা 'ঐ' এ দুইএর কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না। অবশ্য যখন একটা ব্যবধানের সঙ্গে অন্য ব্যবধানের তুলনা করি (যেমন কোন এক ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দুর পরস্পর ব্যবধান), সেখানে এই ব্যবধান এবং ঐ ব্যবধান এরূপ ব্যবহার সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক এবং খ দুইটি বিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধান সেটিকে যৎকালে ব্যবধান বলিয়াই দেখিতেছি, অন্য কোন কল্পিত বা বাস্তব ব্যবধানের সঙ্গে তার তুলনা করিতেছি না, তৎকালে সেটি 'এই'ও নয় অথবা 'ঐ'ও নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ব্যবধান নিমিত্তই ক এবং খ এর পরস্পর দূরত্ব এবং তন্নিবন্ধন তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতেছে। যেমন সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যে যে বর্ত্তমান ব্যবধানটি রহিয়াছে সেটি মোটামুটি একরূপ থাকিয়াই সূর্য্য এবং পৃথিবীর পরস্পর সম্বন্ধটি 'প্রায়' একরূপই বজায় রাখিয়াছে। 'প্রায়' বলা হইতেছে এই জন্য যে সূর্য্যের চারিধারে পৃথিবীর আবর্ত্তন পথটি ঠিক বৃত্ত নহে কিন্তু বৃত্তাভাস (Ellipse)। সুতরাং দূরত্বটি সবসময় এক থাকে না এবং তার ফলে পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের প্রভাব সর্ব্বক্ষণ ঠিক একভাবেও থাকে না। একটা অণুর ভিতরেও কোন nucleus বা কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া একাধিক ইলেক্‌ট্রন্ পাক খাইতেছে। সে স্থলে দেশের পরিমাণ এত যৎ-সামান্য যে কল্পনাতেও আনা কঠিন। স্থান অল্প হইলেও বেগটি কিন্তু ভীষণ। এত ভীষণ যে আলোকের গতির সঙ্গে সেটি তুলিত হইতে পারে। একটা ইলেক্‌ট্রনের গতিবেগের তুলনায় পৃথিব্যাদি জ্যোতিষ্কগুলিকে প্রায় পঙ্গু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মহাশ্চর্য্য রহস্য এই যে ঐ আণবিক দেশে (Atomic spaceএ) কেন্দ্রের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রনগুলির এবং ইলেক্‌ট্রনগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান বিদ্যমান থাকে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট ইলেক্‌ট্রন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে যে ব্যবধানটি বজায় রাখিয়া প্রতিক্ষণ করিতেছে, সে ব্যবধানের যদি হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তবে সে আণবিক জগতে একটা বিপ্লব ঘটিবে। অর্থাৎ ব্যবধানই হইল জগতে পদার্থ নিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ামক।

প্রণবের মাঝেও উদাহৃত

প্রাণের এবং চেতনার রাজ্যে আসিয়াও এই ব্যবধান তত্ত্বটিকে (Integral Principle) সম্পর্কের নিয়ামক ভাবেই আমরা দেখিতে পাই। অথচ এটি হইল স্বয়ং উদাসীন। প্রণবের 'অ'কার এবং 'ম' কারের মধ্যে 'উ'কার রূপে এটি বর্ত্তমান। ইনি হইলেন ভুবঃ।

অন্তরীক্ষ—শূন্য মাত্র নয়

অতএব পাইতেছি যে ব্যবধান নিজে উদাসীন হইয়াও শূন্যমাত্র নয়। ব্যবধানটি ব্যাপিয়া ঈথারের মত কোন সূক্ষ্ম পদার্থ আছে অথবা নাই এটি আমাদের বিচারের বিষয় নয়। ঈথার যদি বা নাও থাকে ব্যবহিত পদার্থনিচয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পর প্রভাব এবং সম্বন্ধ নিয়ামক কোন একপ্রকার সংস্থা বিদ্যমান আছেই, এটি আমাদের মনে করিতে হইবে। যেমনধারা আইনষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতা-বাদে' যেখানেই কোন জড় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, (যথা সূর্য্য) সেইখানেই তার সমীপবর্ত্তী দেশে কোন এক নির্দ্দিষ্ট আকারের এবং প্রকারের বক্রতা (curvature) রহিয়াছে। এই হেতু যখন কোন দূরবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে সূর্য্যের নিকট হইয়া কোন রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তখন সেটি ঠিক ইউক্লিডের জ্যামিতির সরলরেখায় আসিয়া পড়েনা, রশ্মিটি বক্র হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। নক্ষত্র হইতে সূর্য্য এবং সূর্য্য হইতে আমাদের পৃথিবী পর্য্যন্ত যে অন্তরীক্ষ বা ব্যবধান সেটি শূন্যমাত্র হইলে রশ্মিটির বক্রতা হইবার কোন হেতু ঘটিত না। কিন্তু অন্তরীক্ষ তো শূন্য বস্তু নয়, তার নিজস্ব একটা আকৃতি-প্রকৃতি আছে।

বৈখরী, মধ্যমা এবং পশ্যন্তী এই ত্রিবিধ জপে ঐ তিন ব্যাহৃতি কি ভাবে উদাহৃত? মধ্যে ব্যবধান—সেতু ও সন্ধি। ব্যবধানের নিয়ামকত্ব

বৈখরীজপে মন্ত্রের যেটি যথার্থ স্বরূপ—সেটি আমার কাছে প্রকাশিত থাকেনা, এবং মন্ত্রের যিনি লক্ষ্য অথবা দেবতা তিনিও আমার কাছে অপ্রকট থাকেন। পশ্যন্তীস্তরে যাইতে পারিলে মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থের স্বরূপটি দর্শনের বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু এ দুই-এর মাঝখানে একটা ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ রহিয়াছে, যেটিকে বলে মধ্যমা। বৈখরী যদি হয় ভূঃ এবং পশ্যন্তী যদি হয় স্বঃ, তবে এই মধ্যমা হইবে ভুবঃ। কিন্তু এই ভুবঃ একটা ফাঁকা ব্যবধান মাত্র তো নয়। ভূঃ এবং স্বঃ, এই দুই-এর পরস্পর প্রভাব এবং তার সম্বন্ধটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে এই ভুবঃ। অর্থাৎ মাঝখানে এই মধ্যমার ব্যবধানই নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে যে পশ্যন্তীর তুলনায় আমার জপ বৈখরীর ঠিক কোন্ অবস্থা বিশেষে চলিতেছে বা না চলিতেছে। কোন কোন ভাগ্যবানের জপক্রিয়াটি বৈখরীর এত উচ্চ ভূমিতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে যে তথা হইতে পশ্যন্তীর দূরত্ব আর অধিক নহে। পশ্যন্তী নিকট হইয়াছে বলিয়া পশ্যন্তীর প্রভাব বৈখরী জপের উপর ঘনিষ্ঠ হইতে যেন ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে। পশ্যন্তীর জ্যোতিঃ এবং রস বৈখরীর মধ্যে যেন আপনাকে ঢালিয়া দিতে চায়। তার ফলে বৈখরীর মন্ত্র এবং বৈখরীর দেবতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্যন্তীর জ্যোতিতে এতটা উজ্জ্বল এবং রসে এতটা মধুর হইয়া উঠিতেছে যে আমার জপে যেন আলোক-পুলকের অবধি রহিতেছে না। আমি ভাবিতেছি—হে আমার ইষ্টমন্ত্র! এইতো তুমি তোমার উজ্জ্বল রূপটি আমার কাছে প্রকট করিলে, দেখো এ রূপ যেন আর হারাইয়া না বসি! কেবল ইষ্টমন্ত্র নয়, আমার অভীষ্ট দেবতাকেও তখন যেন দেখিতে পাইলাম, মনে ভাবি। কিন্তু বৈখরীস্তরে এ অনুভূতিটি কদাচিৎ আসিলেও স্থায়ী হয় না। কেন না, তখনও কিছু ব্যবধান অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব দেখিতেছি যে বৈখরী জপেও সাধকের যেটি সংস্থা সেটি একরূপ হয় না বা থাকেনা। উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে সংস্থা ত্রিবিধ মনে করা যায়। এই তিনটি সংস্থাতেই মধ্যমারূপ ব্যবধানটি অবশ্য একই হইতে পারে না। এই জন্য ভুবঃ 'এই' এবং 'ঐ' এই দুই এর কোনটাই না হইয়াও তাদের যেটি পারস্পরিক সংস্থান সেটির সংস্থাপক।

ভুবঃ শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা

ভুবঃ এই শব্দেও দেখিতেছি 'উ' কার 'উব্' এইরূপ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ 'ভূঃ'তে যেটি 'উ'কার মাত্র সেটি ভুবঃ-তে—'উ'কার—এবং 'ব'কার, এই মিথুন রূপটি পাইয়াছে। এই মিথুন রূপের যেটি তাৎপর্য্য সেটি আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি। 'ভুবঃ শব্দে—'উব্' এই যুগ্মকটি থাকাতে ইহা সূচিত হইতেছে যে অন্তরীক্ষ অচল, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিদ্যমান নাই। তার সঙ্কোচ এবং প্রসার ঘটিতেছে এবং তার ফলে পদার্থনিচয়ের যেটি সংস্থা (ensemble) সেটি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রণবের 'অ' কার এবং 'ম' কারের মধ্যে 'উ' কার রূপে ভুবঃ বিদ্যমান রহিয়া অন্তরীক্ষের এই সমর্থ শক্তি বিগ্রহটি আমাদের কাছে প্রকাশিত করিতেছে।

২১॥ 'অয়ং' এবং 'অসৌ'—এতদুভয় প্রত্যয়েরই যেটি বিষয় সেইটি মহঃ॥

'এই' এবং 'সেই' জড়াইয়া বৃহত্তর অনুভূতি কিভাবে হইতে পারে? অন্ধকারে বনে পথ চলার দৃষ্টান্ত। অংশতঃ ও ক্রমিক খ্যাতি এবং সমগ্র, অক্রমিক খ্যাতি

আমাদের সাধারণ অনুভূতিতে যেটা 'এই', সেটা তৎকালে 'ঐ' বা 'সেই' হয় না। আবার যেটা 'ঐ' বা 'সেই'রূপে রহিয়াছে, সেটা তৎকালে 'এই'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। 'এই' রূপে যেটি এখন প্রত্যক্ষ-গোচর হইতেছে সেটি কোন না কোন্ ভাবে দূরে বা অন্তরালে সরিয়া না যাইলে সেটিকে 'সেই' বলিতে পারা যায় না। যে বৃক্ষটি দেখিতেছি সে বৃক্ষটি 'এই' বৃক্ষ না হইয়া 'সেই' বৃক্ষ হয় কি ভাবে? যখন সেটিকে আর দেখিতেছি না কিন্তু তার কথা স্মরণ করিতেছি। কিন্তু 'এই সেই দেবদত্ত' এই ভাবে যখন প্রত্যয়টি হইয়া থাকে, তখন সে প্রত্যয়ে 'এই' এবং 'সেই' দুই-ই একত্র হইতেছে দেখি। এই প্রত্যয় দুটি তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক ব্যাপক—বর্ত্তমানে দৃষ্ট দেবদত্তকে ইহা যেমন বিষয় করিতেছে তেমনি আবার অতীতে দৃষ্ট দেবদত্তকেও এটি বিষয় করিতেছে।

অপর আর একটি দৃষ্টান্ত লও। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীতে পথ চলিতেছি। হাতে একটি টর্চ রহিয়াছে। সেটি মাঝে মাঝে জ্বালিয়া চলার পথে ঠিক্ সামনে কি আছে অথবা তার আশে পাশে কি আছে দেখিয়া লইতেছি। যখন যেখানটাতে টর্চের আলো পড়িতেছে, তখন সেই খানটা আমার কাছে 'এই' রূপে প্রতিভাত হইতেছে। টর্চের আলো যখন অন্য জায়গায় গিয়া পড়িল তখন আগের 'এই', 'সেই' হইয়া দাঁড়াইল—অর্থাৎ যেটা দেখারূপে বিদ্যমান ছিল সেটা অ-দেখারূপ পাইল। কিন্তু এইভাবে পথ চলিতে চলিতে যদি একবার মেঘে বিদ্যুদ্ বিকাশ হয় তাহা হইলে সেই বিদ্যুতের ছটায় আমার সমস্ত পথটি এবং পথের পরিস্থিতিটি এক সঙ্গেই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া 'এই' রূপে প্রতিভাত হয়। এই বিপুল 'এই' এর মধ্যে কত যে ছোট ছোট 'এই' 'সেই' স্থান পাইয়াছে তার ইয়ত্তা কে করিবে? এই প্রকার যে বিপুল অনুভূতি, যাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'এই' এবং 'সেই' একত্র সম্মিলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তার নাম হইতেছে মহঃ। বৃহদারণ্যকে আছে ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া তাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল জন্মেরই স্মরণ করিতেছেন—"মনুরভবম্"—ইত্যাদি। এ স্থলে তাঁর এই বিরাট অনুভূতিতে—কত অযুত জন্মের 'সেই' আসিয়া 'এই' এর মধ্যে আপনাদিগকে মিলাইয়া দিতেছে, যেমনধারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে সরিৎ ছুটিয়া আসিয়া এক সিন্ধুতেই আপনাদিগকে মিলাইয়া দেয়। সুতরাং এই মহঃ হইল এমন একটা মহান্ প্রত্যয় যার মধ্যে 'এই' এবং 'সেই' আসিয়া এইভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু, শক্তি ও অনুভূতির দিক দিয়া মহর্লোকের ব্যঞ্জনা। মহঃ কোনও স্থাণু (Static) সামগ্রী নয়, কিন্তু বিবর্দ্ধিষ্ণু (Dynamic)

বলা বাহুল্য, মহঃ একটা রহস্য পরিভাষা। যেখানে কোন একটা ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ জ্ঞানে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন অবস্থায় লব্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি সমাহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং যেখানে 'সেই' এবং 'এই' পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াই যেন বিদ্যমান, সেইখানেই মহর্লোক। বিশেষ বিশেষ অনুভবগুলির সামান্যাধিকরণ্য হইয়া তৎতদ্ বিশেষ সহকৃত সামান্য জ্ঞান যদ্দ্বারা হয়, সেইটি হইল মহঃ। ছোট ছোট নিয়মগুলিকে একটা বড় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখায় এই মহঃ। কেবলমাত্র অনুভবের দিক দিয়া নয়, বস্তু এবং তার শক্তির দিক দিয়াও মহঃকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যেমনধারা জড়-জগতের অশেষ-প্রকার পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কতকগুলি মৌলিক উপাদান পাইলাম। সেগুলিকে আবার বিশ্লেষণ করিয়া পাইলাম শক্তি বা এনার্‌জি। এই প্রকার বিশ্লেষণ এবং সমীকরণের ফলে আমরা মহর্লোকের দিকেই অগ্রসর হইতেছি, সন্দেহ নাই। যাত্রা সুরু হইয়াছে বটে কিন্তু চলার পথটি এখনও অনেক বাকী। কীট পতঙ্গাদির তুলনায় মানুষের জ্ঞান মহঃ, আবার সাধারণ মানুষের জ্ঞানের তুলনায় বিজ্ঞানের জ্ঞান মহঃ। সুতরাং যেটি মহঃ তার একটা ক্রমোন্নত ধারা পাইতেছি। এধারার শেষ অথবা কাষ্ঠা কোথায়? যিনি 'মহতো মহীয়ান্' সেই নিরতিশয় পূর্ণ জ্ঞানই ইহার পরাকাষ্ঠা। তবে নিম্নস্তরেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিচার পূর্ব্বক মহঃ এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

মহর্লোকের জ্ঞানের অসাধারণত্ব কিসে?

আমাদের সাধারণ জ্ঞানগুলি ক্রমিক, কিনা, একটার পর একটা হইতেছে। এই মুহূর্ত্তে যে জ্ঞানটিকে 'এই' বলিয়া পাইতেছি পরমুহূর্ত্তেই সেটি 'সেই' হইয়া স্মরণের বিষয় হইতেছে। অপিচ, ভবিষ্যতে যেটি অনাগত রূপে রহিয়াছে সেটি হয়তো এই মুহূর্ত্তে সমাগত হইয়া 'এই' হইতেছে। জ্ঞানের এই ক্রমিকতা সত্ত্বেও বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমরা অতীতের 'সেই'কে স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঐ' কে কল্পনা অথবা অনুমান করিয়া বর্ত্তমানের 'এই' তে তাদের মিশাইয়া লইতে পারি। এবম্বিধ মিলনে মহর্লোকের একটা ছায়াচিত্র আমরা পাইলাম বটে, কিন্তু যথার্থ মহর্লোক অন্যরূপ। আমরা পূর্ব্বে অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে টর্চের ব্যবহার করিয়া একপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কিন্তু যখন বিদ্যুদ্‌বিকাশ হইয়া সমস্ত পরিস্থিতিটি আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে, তখন আর এক স্বতন্ত্র রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের হইয়া থাকে। সে অভিজ্ঞতায় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব 'সেই' গুলি কেবলমাত্র স্মৃতিরূপে উপস্থিত হইয়া 'এই' এর সঙ্গে মিলিত হয় না, পরন্তু অতীতের সকল 'এই' এবং ভবিষ্যতের সকল 'ঐ' বর্ত্তমানের এক বিপুল 'এই' এর জ্ঞানে সম্মিলিত হইয়া আপনারাও 'এই' হইয়া যায়। স্মরণ অথবা কল্পনাদির বেলায় কিন্তু এমনটি ঘটে না। সিদ্ধ এবং ঋষিদের যে ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান, সেটি অস্মদাদির মত স্মৃতি এবং কল্পনা সম্বলিত জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে সুস্পষ্টতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে সেগুলি স্মৃতিতে, অনুমানে অথবা কল্পনাতে থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা জগতের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে অতীতের অবস্থা পরম্পরা বহুদূর পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারেন, এবং তদ্রূপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একটা কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু এবম্বিধ জ্ঞান সুস্পষ্ট, অসন্দিগ্ধ জ্ঞান নয়। সিদ্ধ অথবা ঋষির যে জ্ঞান ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টাদি বস্তু সম্বন্ধে, সেটি এজাতীয় জ্ঞান নয়। অন্ধকারে বিদ্যুদ্‌বিকাশের যে দৃষ্টান্ত আমরা লইয়াছি, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা, আর্ষ-জ্ঞান যে কি প্রকার সেটি বুঝিতে হইবে। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের তুলনায় আর্ষজ্ঞান কেবলমাত্র যে অধিক ব্যাপক এবং অক্রমিক এমন নয় কিন্তু সে জ্ঞানের সুস্পষ্টতা এবং সৌষ্ঠব বেশী। আমি আমার এই সামনের বৃক্ষটিকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি ঋষি কোন অতীত অথবা অনাগত বস্তু তার চাইতে বেশী সত্যভাবেই প্রত্যক্ষ করেন সন্দেহ নাই। যেমনধারা আমার এই চর্ম্মচক্ষে দৃষ্ট কোন পদার্থ অণুবীক্ষণ অথবা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আরও সুস্পষ্ট এবং যথার্থভাবে আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং দেখিতেছি যে মহর্লোক স্তরে না যাইতে পারিলে এবংবিধ অক্রমিক, সুস্পষ্ট, যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাটি ঘটেনা। এ স্তরে পৌছিলে যে জ্ঞানটি হয় সেটিকে বোধি, সম্বোধি, প্রাতিভজ্ঞান ইত্যাদি পর্য্যায়ে ফেলাই সঙ্গত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহঃ এই শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা

মহঃ এই শব্দের আদিতে 'ম'কার রহিয়াছে এবং পরে 'হঃ' এই 'র'কার যুক্ত হ'কার রহিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম'-কারের পর যেন একটা সন্ধিরেখা আছে। আমাদের সাধারণ বাক্ এবং সাধারণ অনুভূতি এই সন্ধিরেখাটি পার হইয়া যাইতে পারে না; তার এধারেই তাদের বৃত্তি সচরাচর হইয়া থাকে। বাকের দিক হইতে এই তিনমাত্রার পর যে অর্দ্ধমাত্রা, নাদ বিন্দু এবং অমাত্র রহিয়াছে, সেগুলির উন্মেষ সচরাচর ঘটে না যখন আমরা প্রণব অথবা অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করি। অনুভূতির দিক হইতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের উর্দ্ধে যেটি রহিয়াছে, সেটির খোঁজ আমরা পাই না। সুতরাং 'ম'কারের পর যেন একটা বাঁধ দেওয়া রহিয়াছে, যেটি অতিক্রম করিতে আমাদের বাক্য এবং মন সচরাচর অপারগ হয়। এই নৈসর্গিক বাঁধটি ভাঙ্গিয়া দেয় মহাপ্রাণ স্বরূপ যে 'হ'কার সেটি। 'ম'কারে আসিয়া যে প্রাণবৃত্তি যেন ফুরাইয়াই গেল, 'হ'কার সেটিকে মহাপ্রাণময় করিয়া উর্দ্ধলোকে উৎসারিত করিয়া দিল। 'হ'কারের সঙ্গে যে 'র'কার যুক্ত রহিয়াছে সেটি অগ্নির বাচক। 'ম'কারে আসিয়া যে অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়াছিল, সেই অগ্নিশিখা 'হ'কারের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়া অসীম উর্দ্ধলোকের অভিমুখে আবার আপন শিখা বিস্তার করিল। যেখানে শেষ হইল ভাবিয়াছিলাম সেইখানে আরম্ভ হইল নব নব মহান্ হইতে মহত্তর জ্ঞানরাশি। মহঃ এই রহস্য শব্দদ্বারা এই অভিনব আরম্ভ ও প্রকাশটি সূচিত হইতেছে ॥৬০॥

জনি প্রত্যয় কি ভাবে বুঝিতে হইবে?
বিশ্ব-ব্যবহারের মূল কোথায়?

২২। অসি অথবা জনি প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী, কিনা, বিষয় তাকে বলে জন ॥

জনি প্রত্যয় বলিতে কি বুঝিতে হইবে? বিশ্বে অহরহঃ সব কিছু জন্মিতেছে। জন্মিয়া কিন্তু একভাবে রহিতেছে না, নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অবিরাম পরিণামধারায় জীবের বুদ্ধি আপন ব্যবহার চালাইবার নিমিত্ত কয়টি ভাব বা অবস্থা কল্পনা করিয়া লয়। কোন কিছু জন্মিল, তারপর সেটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন আছে এই ভাবে মনে হইল, তারপর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে সেটি একভাবে স্থির হইয়া নাই, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তারপর কিছু সময়ের জন্য মনে হয় সেটির পরিবর্ত্তন বৃদ্ধির দিকে, অর্থাৎ সেটি বাড়িতেছে, তারপর দেখি সেটি আর বাড়িতেছে না, হ্রাসের দিকে যাইতেছে, অর্থাৎ ক্ষীণ হইতেছে, তারপর দেখি সেটি নষ্ট হইয়া বা মরিয়া গেল। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পরিণামধারায় মোটামুটি ছয়টি ধাপ দেখিতে পাইলাম। পরিণামটিকে ছয়ভাবে দেখিলেও মূলে সেটি একেরই ভাব। "হওয়া" এই একটি ভাবই আপনাকে ছয় রকম করিয়া দেখাইতেছে। 'হওয়া' মাত্রই যদি 'হওয়া' ব্যাপারটি বন্ধ হইয়া যায় তবে তো পরিণাম বলিয়া কোন কিছুই ঘটিতে পারে না, সুতরাং ৩, ৫, অথবা ৬ কোন ভাবেই সেটিকে মনে করা সম্ভব হয় না। অতএব 'হওয়া'টিকে অবিচ্ছেদে রহিয়া যাইতেই হয়। ইহাকে বলে Continuity of Becoming। Being অথবা অস্তিতার যেমনধারা অখণ্ডতা আছে, Becoming বা হওয়ার ঠিক সেইভাবে অখণ্ডতা না রহিলেও প্রবাহরূপে অখণ্ডতা অবশ্যই রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। কোন কোন দৃষ্টিতে এই গতি বা ধারারূপটি সত্য ; অক্ষর, অপরিণামী, নিত্য বলিয়া কিছুই নাই। এদেশে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এবং অপরাপর দেশেও প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন কেহ কেহ এবংবিধ দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিয়াছে। পক্ষান্তরে, অন্য দৃষ্টিতে অক্ষর নিত্যই সত্য বস্তু, তাতে জন্মাদি যে পরিণাম হইতেছে মনে হয় সেটি কল্পিত। কিন্তু কল্পিত হইলেও সেটি ব্যবহারিক ভাবে সত্য, অর্থাৎ যাবৎ এই জগৎ প্রপঞ্চের জ্ঞান হইতেছে তাবৎ 'হইতেছে' এই ভাবেই জ্ঞানটি হইতেছে। সুতরাং যাবৎ ব্যবহার তাবৎ 'হওয়া' বা 'হইতেছে' এইটিকে ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। ব্যবহারের মূলেই এটি বিদ্যমান। এটি না রহিলে সব অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। নিখিল ব্যবহারের মূলীভূত এই যে "হওয়া" বা "হইতেছে" বোধটি, এটিকে বলে জনি প্রত্যয়। এই জনি প্রত্যয়ের বিষয় হইল জন। এই জনলোকে উপস্থিত হইয়া আমরা জগদনুভূতির পঞ্চম ভূমিতে উপনীত হইলাম। প্রথমে "এই", তারপর "সেই", তারপর না 'এই' না 'সেই', তারপর "সেই এবং এই"—এই চারিটি ভূমি অতিক্রম করিয়া এই সর্ব্ববিধ ব্যবহার যেটিকে আশ্রয় করিয়া হইতেছে, সেই তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই তত্ত্ব হইল "হওয়া" বা হইতেছে কিনা, জনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জনি' বা মূল 'হওয়া' কোন অধিকরণে সম্ভাবিত হইতে পারে? অস্তি ও অস্মি।

"একোঽহং বহু স্যাম্" এই বাক্যের মৌলিক বিশ্লেষণ

কোন একটি লতা ছিন্ন করিয়াও যদি তাহার মূলটি বজায় রাখিয়া দিই—তবে সেই মূল হইতে আবার লতার উদ্গম হইয়া থাকে, দেখি। এই ব্যাপারটি বার বার সংঘটিত হইতে পারে। সুতরাং বারবার লতাটি এমন একটা কিছু হইয়া রহিয়াছে যদ্দ্বারা এই বারবার হওয়াটি সম্ভাবিত হইতেছে। আমাদের চিত্তে নিয়ত অশেষ বৃত্তির উদয় এবং লয় হইতেছে। কিন্তু তাদের মূলগুলি সংস্াররূপে রহিয়াছে বলিয়াই এই প্রকার উদয় এবং লয় হইতেছে। সুতরাং সকলপ্রকার বিশেষ হওয়ার মূলে এবং আধাররূপে একটা সামান্যভাবে 'হওয়া' থাকা চাই। যেমনধারা জলাশয়টি হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তাতে বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং স্থানে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদির উদ্ভব হইতেছে। আবার জলাশয়টি হইয়াছে এই কারণে যে তৎপূর্ব্বে জল এই বস্তুটি হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরম্পরাক্রমে আমরা এক মূল 'হওয়া'তে গিয়া উপনীত হই। সর্ব্ববিধ 'হওয়া'ই হইল সেই মূল হওয়ার বিশেষ বিশেষ রূপ। যে ব্যাপারটিকে নষ্ট হওয়া বা লয় হওয়া নাম দিতেছি সেটিও এই মূল 'হওয়া'র একটা প্রকারভেদ মাত্র। সুতরাং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য এই—মূল, দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদহীন যে "হওয়া" তাহাতেই। সৃষ্টিসূক্তে বেদ যে বলিয়াছেন—অভীদ্ধ তপঃ হইতে ঋত এবং সত্য "অধ্যজায়ত", কিনা, তদধিকরণে জাত হইলেন, সেটি এই মূল জনি অথবা হওয়াকে উদ্দেশ করিয়াই। 'তদধিকরণে' বলা হইল এই নিমিত্ত যে এবংবিধ হওয়ারও মূলে এবং তাহার আধাররূপে 'অস্তি' এবং 'অস্মি' এই দুইটি ভাব থাকার অপেক্ষা রহিয়াছে। আমরা পরের দুইটি সূত্রে সত্য এবং তপঃ এই দুইটি রূপে এ দুইএর পরিচয় পাইব। "একোঽহম্ বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতিতেও সপ্তব্যাহৃতির এই তিন মূল ব্যাহৃতি আমরা দেখিতে পাই। যে মূল বস্তুটি 'অস্তি' মাত্র রূপে চিরবিদ্যমান, তিনি 'একোঽহম্' এইভাবে নিজেই নিজেকে 'অস্মি' প্রত্যয়ের বিষয় করিলেন। এইটি তাঁর জ্ঞানময় তপঃ। তারপর—"বহু হইব" এই প্রকার সঙ্কল্পরূপ তিনি ধারণ করিলেন। এইটি হইল তাঁ'র মূল 'হওয়া'রূপ, যাহা হইতে সকল কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। 'অস্তিতা' এবং 'অস্মিতা'র অধিকরণে এবংবিধ 'হওয়া'টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'আছে' এবং 'আছি' এই দুইটি ভাবকে আধার করিয়াই 'হইব' এই ভাবটি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। এই অপেক্ষাটি স্মরণ রাখিয়াই "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 'অসৎ' মানে ঐকান্তিক শূন্য হইতে পারে না।

'জন' এর আগেকার চারিটি লোকে চারি প্রকারের রূপায়ণ

শব্দের দিক হইতে এটি লক্ষ্য করিতে হইবে ভূরাদি চারিটি তত্ত্বের যেগুলি নাম সেগুলির অন্তে 'র' জাত বিসর্গ রহিয়াছে, কিন্তু 'জন' এই তত্ত্বে সেটি আর নাই। পূর্ব্বে চারিটি তত্ত্বে মূল 'হওয়া' আপনাকে চারিটি আকারে রূপায়িত করিয়া পরস্পরের সঙ্গে শক্তির আদান প্রদান করিতেছে। এই প্রকার রূপায়ণ এবং শক্তি বিনিময় 'র' জাত বিসর্গের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। 'র'-কার অগ্নির বীজ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চারিটি তত্ত্বে অগ্নিকে বিশেষ এবং ব্যক্ত-রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'জন' এই তত্ত্বে অগ্নির এই বিশেষ এবং ব্যক্ত রূপ চতুষ্টয় এখনও আবির্ভূত হয় নাই। আমরা অগ্নির যে চারিটি রূপের সঙ্গে পরিচিত আছি তদ্দ্বারা ইহার ধারণা কতকটা হইতে পারে। জড় ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নির যে সূক্ষ্ম ব্যাপক রূপটি আমরা জানিতে পারিয়াছি বিজ্ঞান তার নাম দিয়াছে তড়িৎ শক্তি। এ শক্তি স্বরূপে যে কি বিজ্ঞানও তা জানে না। কিন্তু যে সমস্ত নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণে এই শক্তির জাগতিক বিকাশ ঘটিতেছে, সেগুলির কতক কতক বিজ্ঞান জানিতে পারিয়াছে। জড় বস্তু মাত্রেই এ শক্তির এক একটা বিগ্রহ এবং তাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহার এই শক্তিরই আদান প্রদান মাত্র। জাগতিক শক্তিরূপে দেখিলে এইটি হইল মহঃ। একটা মহান্ সমুদ্রের মত এই শক্তি জড় জগতে সর্ব্বত্র কেবলমাত্র যে বিদ্যমান, এমন নহে, পরন্তু সর্ব্বদা সক্রিয়। তারপর এই তড়িৎ শক্তিকে আরও বিশেষ এবং ব্যক্ত আকারে যখন আমরা দেখি তখন সেটি হয় আলোক। আলোক বলিলে শুধু যে কেবল চোখে দেখা আলো বুঝিতে হইবে, এমন নয়; কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট পথে রেণুর মত অথবা ঊর্ম্মির মত শক্তির সূক্ষ্ম বিকিরণ (Radiation) বুঝিতে হইবে। জাগতিক শক্তির দিক দিয়া এইটি হইল 'স্বঃ'। এই বিকিরণ ব্যাপারটিকে ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে একটি চক্রের কথা ভাবিতে হয়। চক্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেমনধারা নাভি, অর এবং নেমি এই তিনটি অঙ্গ থাকে তদ্রূপ শক্তির বিকিরণ স্থলে এই ত্রিবিধ অঙ্গ থাকা আবশ্যক হয়। বিকিরণ হইতেছে বলিলে কোন্ কেন্দ্র হইতে বিকিরণ, কিসের মধ্য দিয়া বিকিরণ এবং কিসের উপরে বিকিরণ এই তিনটি স্থানের অপেক্ষা অবশ্যই থাকে। বিকিরণকে নাভি বা কেন্দ্রস্থলে দেখিলে সেটি হয় স্বঃ, অবকাশ অথবা অন্তরীক্ষে দেখিলে সেটি হয় ভুবঃ, এবং এই যে আধারে সেই বিকিরণ আসিয়া ক্রিয়া করিতেছে এবং প্রতিক্রিয়া পাইতেছে, সেইটি হইল ভূঃ। এখানে আসিয়া জাগতিক শক্তি পার্থিব অগ্নি-রূপেই প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং এই চারিটি লোকই হইল অগ্নিরই চারিটি ভূমি এবং চারিটি রূপ। অবশ্য আমরা দেখিয়াছি যে এই চারিটি তত্ত্ব কেবলমাত্র বহির্জ্জগতের তত্ত্ব নয়, তথাপি বহির্জ্জগতের যেটি কার্য্যকরী শক্তি তার চারিটি ভাব লইয়া ঐ চারিটি তত্ত্বকে আমরা বিশ্বের একাংশে উদাহৃত দেখিতে পাইলাম। শক্তি বিকাশ এবং বিন্যাসের দিক দিয়া সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, জড়ে হউক, প্রাণে হউক, অথবা মনে হউক, যে কেন্দ্র বা নাভিকে আশ্রয় করিয়া শক্তি উৎসারিত হইয়া থাকে, সেইটি হইল স্বঃ অথবা স্বঃ-এর স্থান; আর যে সকল নির্দ্দিষ্ট ধারা সৃষ্টি করিয়া সেই কেন্দ্রশক্তি বিকীর্ণ হইয়া অন্য কোন বস্তুর অথবা আধারের উপর আঘাত করে এবং তাহা হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, সেগুলি আশ্রয় করে যে ব্যবধান বা অন্তরীক্ষকে, সেইটি হইল ভুবঃ, এবং ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সেগুলি যাহার উপর আসিয়া পতিত হয় এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপটি ধারণ করে, সেইটি হইল ভূঃ।

তান্ত্রিক দীক্ষার দৃষ্টান্ত

তান্ত্রিক দীক্ষায় ত্রিবিধ দীক্ষার প্রসঙ্গ আছে। প্রথমটি শাম্ভবী দীক্ষা। এ দীক্ষায় শিষ্যের সত্তায় যে মহাকুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে রহিয়াছেন, তাঁকে সাক্ষাৎভাবে চৈতন্যরূপিণী করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের লক্ষণ মত এ দীক্ষাকে আমরা স্বর্দীক্ষা বলিতে পারি; কেননা যে পরম কেন্দ্রে শিবশক্তি অভেদে বিরাজমানা, সেই সহস্রারই এ দীক্ষার স্থান। তারপর হইল শাক্তী দীক্ষা। এই দীক্ষায় শিষ্যের মূলাধারে যে ব্যষ্টি কুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারারূপে রহিয়াছেন, তাঁকে জাগরিত করিয়া সুষুম্না মার্গে তাঁর অভ্যুত্থান সহস্রারাভিমুখে সংঘটিত করিতে হয়, অর্থাৎ 'ঐ' এবং 'এই' এর মধ্যে যে ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে, চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া সেই ব্যবধানটি দূর করিতে হয়। সুতরাং এই দীক্ষাকে আমরা ভুবর্দীক্ষা বলিতে পারি। তারপর হইল মাত্রী দীক্ষা। এইটি সাধারণ দীক্ষা। শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই দীক্ষা দান করিতে হয়। শিষ্য তার জ্ঞানে সহস্রার অথবা মূলাধার এ দুই-এর কোনটিকেই আপাততঃ পাইতেছে না। বাহ্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি লইয়া তার যে প্রচলিত অভিজ্ঞতা, যেটিকে সে 'এই আমার জ্ঞান' বলিয়া মনে করিতেছে, সেই জ্ঞানকে আধার করিয়াই মাত্রী দীক্ষা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু দীক্ষা যদি যথার্থ শক্তিসঞ্চারিণী হয়, তবে সেটি অবশ্য এই স্তরেই নিজেকে আবদ্ধ অথবা সমাপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। এইটিকে আমরা বলিব ভূর্দীক্ষা।

মন্ত্রজপে কি ভাবে উদাহৃত ?

মাত্রী দীক্ষা লাভের পর যে জপ আরম্ভ হইল সেটি বৈখরী জপ। এটিকে আমরা 'ভূর্জপ' বলিতে পারি, কেননা এই জপে "এইতো জপ চলিতেছে, ভালই চলিতেছে অথবা ভালভাবে চলিতেছে না, এই জপের বিচ্ছেদ বা বিরতি ঘটিল"—এ ভাবেই অনুভবটি হইয়া থাকে। "এই" প্রত্যয়টিকে আশ্রয় করিয়াই এ অনুভব। কিন্তু জপের লক্ষ্য কোন্ দিকে, তার আদর্শটি কোথায়? সেটি অবশ্য এখন পর্য্যন্ত ঐ অদেখার মধ্যেই আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেটি হইল পশ্যন্তী এবং বৈখরী জপে সেটি "ঐ অদেখা" একটা কিছু ভাবে থাকে বলিয়া সেটি হইল স্বঃ। সেইটিই বৈখরী জপের সব কিছু আপনা হইতে প্রসব করিয়া আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে হাজির করিয়া দিতেছে। সাধারণ জ্ঞান দোষবহুল বলিয়া তার দেওয়া সামগ্রীটিকে স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে দোহন করিতে পারিতেছে না। পশ্যন্তীতে যে প্রণব নাদবিন্দুকলাত্মক রূপে পূর্ণ বিরাজমান তিনি বৈখরীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁর নাদবিন্দুরূপটি সংবৃত করিয়া লইয়াছেন, যে কলারূপটি বিবৃত করিয়া রহিয়াছেন সেটিও আবার বিকৃতভাবেই বিবৃত করিয়াছেন দেখিতেছি। সূর্য্যের যেটি বরেণ্য ভর্গঃ সেটি অন্তরীক্ষপথে আমাদের কাছে আসিতে রজস্তমের এবং তন্নিমিত্ত সংস্কারগুলির বিবিধ বাধায় যেন অনেকাংশে বাধিত হইয়াই গেল। অতএব বৈখরীতে যে প্রণব জপিতেছি অথবা শুনিতেছি সেটা আর যেন স্বমহিমায় বিদ্যমান নাই। "এই" এবং "ঐ" এর মধ্যে এই বৈয়র্থ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবধানটি ঘটিয়াছে। এই ব্যবধানটি দূরীকরণের নিমিত্তই জপাদি সাধন। বৈখরী বা ভূর্জপ একেবারেই পশ্যন্তী অথবা স্বর্জপে আপনাকে পরিণত করে না। ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ দূরীকরণের নিমিত্ত যে মধ্যমা জপ সেইটিই হয় উভয়ের মধ্যে সেতু। আমরা পরে দেখিব যে এই সেতুর আবার দুই মুখে দুইটি সন্ধি রহিয়াছে—একটি ভূঃসন্ধি অথবা ব্যঞ্জনসন্ধি, অপরটি স্বঃ-সন্ধি অথবা স্বরসন্ধি। মাঝখানে মধ্যমারূপ সেতুটিও স্বয়ং সন্ধিরূপ, এবং সেটি হইল বিসর্গসন্ধি।

কয়েকটি সাধারণ তত্ত্বের সূত্রাকারে নির্দ্দেশ

ভুবর্জপের দ্বারা এই সন্ধিত্রয় অতিক্রম করিয়া তবে পশ্যন্তীতে পৌঁছিতে হয়। কয়েকটি সাধারণ তত্ত্ব ও তথ্য প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য কর :—

১। ভূরাদি সপ্তমহাব্যাহৃতিরূপে সৃষ্টির সর্ব্বত্র অনুস্যূত—Basic Scheme, Pattern, Frame—মূল বিনিয়োগ, মূল আকৃতি এবং মূল সংস্থা—এই তিনভাবে।

২। সুতরাং জপাদি সাধনের যে বৈখরী প্রভৃতি ভূমি, তার প্রত্যেকটি উক্ত 'সপ্তক'স্তর রূপে বর্ত্তমান। যেমন, গানে প্রধানতঃ তিনগ্রাম এবং প্রত্যেকে সপ্তস্বর।

৩। সুতরাং বৈখরী প্রভৃতি প্রতিভূমিতেই প্রধানতঃ অবম, মধ্যম ও উত্তম বা পরম এই তিন সংস্থা রহিয়াছে।

৪। জপ যৎকালে অবম সংস্থায় তৎকালে সেই সংস্থাটিই 'এই' রূপে বৃত্তিমতী বলিয়া লক্ষণ মত ভূঃ। উত্তম সংস্থাটি স্বঃ, এবং মধ্যমটি ভুবঃ।

৫। অর্থাৎ, উক্ত সংস্থাত্রয়ের অনুরোধে ব্যাহৃতিসপ্তক আপনাকে ব্যাহৃতি ত্রয়ে সমাহৃত করিয়া লয়।

৬। জপ বৈখরীতে থাকা কালীন সমগ্র বৈখরীর অপেক্ষায় পশ্যন্তী স্বঃ আর মধ্যমা ভুবঃ।

৭। বৈখরীর নিজ উত্তম সংস্থা বা ভূমিকায় যে স্বঃ, তাতে জপ পৌঁছিলে, বৈখরীর বাহিরে মধ্যমার পারে যে পশ্যন্তীরূপ স্বঃ, সেই দুই স্বঃ এর সাজাত্য-বশতঃ পরস্পরের নৈকটিক 'আলিঙ্গনে'র সম্ভাবনা ঘটে। যেমন কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরবর্ত্মচারী ধূমকেতু বিততব্যোমে তুহিন তমিস্রায় চলিতে চলিতে কোনও ভাস্বর জ্যোতিষ্কের সন্নিকটে আসিলে হইতে পারে।

৮। ঐ প্রকার নৈকটিক সাজাত্য সম্পর্কের ফলে মধ্যস্থলে ভুবঃরূপে যে মধ্যমা বর্ত্তমান (অচল, নিষ্ক্রিয়, শূন্যভাবে নয়), তার (অর্থাৎ সেই সেতুটির) ত্রিবিধ পরিণতি ঘটে। (ক) ব্যবধানত্বের অপচয়, (খ) আধানত্বের উপচয় এবং (গ) সন্ধানত্বের সঞ্চয়। দুটি তড়িৎভরা মেঘের মধ্যে যে ব্যবধান তার কথা চিন্তা কর, যৎকালে এক মেঘ হইতে অপরটায় বিদ্যুৎ চলিয়া গেল। উক্ত তিন পরিণামের একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা না আসা পর্য্যন্ত বিদ্যুতের বিনিময় ওভাবে ঘটেনা।

৯। সুতরাং উক্তস্থলে, বৈখরীজপের উত্তম ভূমিকায় পশ্যন্তীর 'স্পর্শ' এবং 'আবেশ'—পঞ্চগঙ্গার প্রতিগ্রহাখ্যা ধারার যে দুটি বৃত্তি—সম্ভাবিত হয়।

১০। জপ মধ্যমাগ্রামে আসিলেও সাধারণভাবে উক্ত ব্যাহৃতিসপ্তক এবং বিশেষভাবে উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়কে অন্বেষণ করিয়াই চলিতে হইবে। যখন যে ভূমিকা বা সংস্থা বিশেষে জপ চলিতেছে, তখন সেইটিই ভূঃ। আর 'সেই' রূপে যেটি তার লক্ষ্য, সেটি স্বঃ। ব্যবধান বা hiatusটি ভুবঃ।

১১। মধ্যমায় প্রবিষ্ট হইয়া জপ সাধারণতঃ 'ফল্গুরূপ' ধরিতে চায়—অর্থাৎ কারবারী চেতনার আধাররূপে যে বিরাট চেতনা রহিয়াছে, তাতেই প্রবিষ্ট, সংগৃহীত, সুরক্ষিত হইতে চায়। জপের 'মালা' তখন বহির্জ্জাপকের হাত হইতে অন্তর্জ্জাপকের হাতে চলিয়া যায়। মধ্যমা সংগ্রহ, সঞ্চয়, উপচয় ঘটায়, কিন্তু নেপথ্যে। মধ্যমার যে উত্তম সংস্থা বা স্বঃ, সেখানে আসিলে, পশ্যন্তীরূপ যে স্বঃ, তার সঙ্গে অতি নিবিড় সাজাত্যবশতঃ মধ্যমার (সেতুর) শেষ সন্ধিটি তার দুর্লঙ্ঘ্য 'প্রান্তপ্রাচীর' রূপে থাকে না—পশ্যন্তীরূপ 'মহে রণায় চক্ষসে' সেটি মহাসন্ধান সুহৃৎ হইয়া দাঁড়ায়। 'সন্ধিকো পাকড়ো'—এই মহাসন্ধানসুহৃৎ সন্ধিটিকেই বিশেষভাবে।

১২। পশ্যন্তীতেও সপ্তব্যাহৃতি এবং বিশেষভাবে ব্যাহৃতিত্রয়।

১৩। সুতরাং জপযজ্ঞ সর্ব্বভূমিতেই ব্যাহৃতি হোম।

১৪। জপসূত্রে প্রজ্ঞার পাঁচটি ভূমির প্রসঙ্গ হইয়াছে—(ক) বিশারদী, (খ) ঋতম্ভরা, (গ) সত্যম্ভরা, (ঘ) বিবেকপীবরী (কৈবল্যগর্ভা) এবং (ঙ) পারদৃশ্বরী। সাধারণতঃ ব্যাহৃতিসপ্তকের চতুর্থস্তরে (মহঃতে) প্রজ্ঞা বিশারদী হইতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন হইতে সত্য পর্য্যন্ত এই তিনটি 'আলোকস্তরে' ঋতম্ভরা, সত্যম্ভরা, কৈবল্য-গর্ভা পর্য্যন্ত হয়। এ তিনের 'অতিগ' 'অলোকধামে' প্রজ্ঞা হয় পারদৃশ্বরী—বিশ্ব এবং বিশ্বোত্তীর্ণ দুই-ই সে প্রজ্ঞায় অকুণ্ঠ প্রতিভাত।

১৫। বৈখরী সিদ্ধজপে প্রজ্ঞা অনু-বিশারদী অথবা অন্বগ্ বিশারদী। 'অনু' এর দ্বারা অনুকূলতা, অনুগ্রহ এবং অন্বয় এই তিনের নির্দ্দেশ। মধ্যমার সিদ্ধিতে সদ্যোবিশারদী অথবা উদগ্ বিশারদী। তারপর পশ্যন্তীতে প্রত্যগ্ বিশারদী অথবা সম্যগ্ বিশারদী, ঋতম্ভরা ইত্যাদি।

১৬। আমরা পরে দেখিব যে, সপ্তব্যাহৃতিরও সংবৎসরের মত দ্বাদশবিভাগ। প্রত্যেকে অধিভূত, অধিদেব, অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম (অথবা, 'আয়তনবত্ত্ব', 'প্রকাশমত্ত্ব', 'অনন্তবত্ত্ব' এবং 'জ্যোতিষ্মত্ত্ব'), এই চারি প্রকার। এবং এদের প্রত্যেকে আবার সাংসিদ্ধিক, সাংস্থানিক এবং সাংসর্গিক ভেদে ত্রিবিধ। 'জন' এই শব্দের সঙ্গে 'যজ্ঞ' শব্দের তুলনা করিয়া শব্দের যেটি প্রাণ সেটি বুঝিতে যত্ন কর। 'যজ্ঞে'র আদিতে যে বায়ুবীজ 'য' (অর্থাৎ যাতে করে সব কিছু ক্ষরণশীল হয়, সেটি) এর আদিতে নাই। অক্ষরের মূল যে অকার সেটি ইহার দুইটি বর্ণকেই আশ্রয় দান করিয়াছে। অথচ, ভূরাদির মত এটি 'অব্যয়' নয়। সব কিছু 'হওয়ার' মূল আকুতি ও আবেগরূপ (Primordial Pattern & Impetus) এটি। Foundational Becoming.

শেষের দুটি ব্যাহৃতিতে বিশ্লেষণকে আরও গভীর রহস্যস্তরে নামিতে হইবে।

২৩। অস্মি প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কিনা বিষয় তার নাম তপঃ॥

'অস্মি' ও 'আমি আছি' এই দুই বোধের পার্থক্য

প্রণিধান করিলে বুঝা যাইতে পারে যে 'জনি' বা 'হওয়া' এই প্রত্যয়ের মূলে আর একটি প্রত্যয় থাকে যার নাম অস্মি প্রত্যয়—'আছি' অথবা 'আমি রহিয়াছি'। এই বোধটি ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে এটিকে ক্রিয়াকারকরূপে ব্যক্ত করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'অস্মি' এই বোধে ক্রিয়াকারক রূপটি অপরিস্ফুট হইয়াই থাকে। "আমি বলিতেছি" "আমি শুনিতেছি"—এই প্রকার প্রত্যয়ের সঙ্গে এটিকে এক পর্য্যায়ে ফেলিলে ভুল হইবে। এই প্রত্যয়ে ক্রিয়া ও কারক, প্রমাতা ও প্রমেয়, "আমি" এবং "রহিয়াছি" এ দুটি পক্ষ পরস্পরকে

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে (in intuitional coalescence) যে একটিকে অপর হইতে পৃথক্ করা চলে না। একই অভিন্ন সত্তার দুইটি দিক্ ইহারা। সে দুটি দিক্ বুদ্ধিবিমর্শ দ্বারা আমরা পৃথক করিয়া লই। থাকা বলিলে পর যেটি বুঝায় সেটি "আমি" মাত্র—এইরূপে আপনাকে উপনীত করিতেছে, পক্ষান্তরে "আমি" বলিলে যাহা বুঝায় সেটি আপনাকে 'থাকা' অথবা 'আছি' মাত্র এইরূপে আপনাকে দেখাইতেছে। দুটির বৃত্ত পরস্পরকে একাংশে ছেদ না করিয়া, পরস্পর মিলাইয়া রহিয়াছে।

অস্মি ও ভানের সম্বন্ধ। ভান ও ভাস

আমাদের অভিজ্ঞতায় সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার আরম্ভ এবং শেষ এই দুটি সন্ধিতে এবম্প্রকার পরস্পর অভিব্যক্ত 'আমি' ও 'আছি' রূপ যে 'অস্মি' প্রত্যয় সেটির পরিচয় মিলিয়া থাকে। সে দুই সন্ধিতে 'থাকা' তার এটা-ওটা-সেটা রূপ সকল বিশেষ হারায়, এবং 'আমি' তার এ-অহং, ও-অহং, এখানকার অহং, তখনকার অহং ইত্যাদি সকল প্রকারতা ত্যাগ করে। এবং 'থাকা' এবং 'আমি' দুয়ে মিলিয়া 'অস্মি' বা 'আছি' মাত্র এই ভানরূপ ধারণ করে। জপসূত্রের এই পাদের শেষ দিকের এক সূত্রে তত্ত্বের যে লক্ষণ, সেই প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র ভানের লক্ষণ করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে ভান প্রত্যয় (Experience) রূপে বৃত্তিমান্ হইলেও তাতে, এটি অংশী এটি তার অংশ, এটি ধর্ম্মী এটি তার ধর্ম্ম, ইত্যাদিরূপে খ্যাতি (logical discrimination, judgment) স্ফুট হয় নাই; পুনশ্চ তাহাতে এটি সত্য অথবা মিথ্যা এ বিকল্পনাও স্পষ্টতঃ উদিত হয় নাই; অথচ সাক্ষাদপরোক্ষরূপ সামগ্রী (Given Whole) ভাবে এইটি প্রতিভাত। সুতরাং 'ভান' বলিতে চারিটি লিঙ্গ বুঝিতে হইবে :—(১) সমগ্রত্ব (wholeness), (২) সাক্ষাদপরোক্ষত্ব (immediate givenness), (৩) সত্যমিথ্যাদি বিকল্পনাশূন্যত্ব (neutral as regards validity or invalidity, etc), এবং (৪) অংশাংশিত্বাদ্যখ্যাতিমত্ত্ব (indiscriminated by logical categories)। আমাদের অনুভূতিমাত্রেই সাক্ষাৎ এবং সমগ্রভাবে এবম্প্রকার ভানরূপ। তত্ত্বকে যদি 'Thing-in-itself' বলি, তবে ভানকে (Given whole of Experience or Presentation Continuumকে) বলিতে হয় Fact. ভান স্বরূপে ও স্বভাবে বুদ্ধিব্যাপারব্যাপ্য নয়, logical নয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

alogical. বুদ্ধিবিমর্শ দ্বারা (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মাদি 'পদার্থ'—categories —প্রয়োগ করতঃ ভান-সামগ্রী বুদ্ধিব্যবহারার্হ (thinkable Fact, reviewing Fact ইত্যাদি) হইয়া থাকে। তখন এটি হয় প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়রূপ ইত্যাদি। পদার্থরূপে ভান তার সমগ্রতা প্রভৃতি উক্ত চতুর্লক্ষণ হারায়। তখন ভান হয় 'ভাস'—Fact-section or 'Factual'; অথচ, ভানসমষ্টি নির্ব্বিশেষ-রূপে শুদ্ধব্রহ্ম এবং সমষ্টি সবিশেষ রূপে জগদ্ব্রহ্ম (Universe or Perfect Experience); আর, ব্যষ্টি নির্ব্বিশেষরূপে সাক্ষিচৈতন্য এবং ব্যষ্টি সবিশেষরূপে অস্মদাদির অনুভবজগৎ বোধবিশ্ব। এইরূপ সমষ্টি-ব্যষ্টি, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষভাবে ভানকে লইতে গেলেও ভানের যেটি নির্ব্যূঢ়ত্ব (absoluteness) তার কথঞ্চিৎ হানি ঘটে, তথাপি মুখ্য অন্য লক্ষণগুলির অনুরোধে 'ভান' এই সংজ্ঞাটি চলিল।

বোধবিশ্ব ও বিশ্ববোধ

তত্ত্বসূত্রে বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গের অনুসরণ চলিবে। সেখানে দেখিব বুদ্ধিব্যাপারের মূল নির্ব্বহণটি যদ্দ্বারা হইতেছে তার নাম বিমর্শ, এবং এই বিমর্শের পরামর্শাদি অপর বৃত্তি চতুষ্টয় আছে। ফলে, বৌদ্ধ ব্যাপারে (in the logical appreciation of the alogical) অবভাসাদি ভাসপঞ্চক উত্থিত হইতেছে। এবং এর ফলে, অস্মদাদির ভানরূপ বোধবিশ্ব অবভাসাদি রূপে বিশ্ববোধ হইতেছে।

ভান সম্বন্ধে বৌদ্ধ বিবৃতি সম্ভব হয় কি প্রকারে?

আমরা এখানে তপের লক্ষণে যে অস্মিপ্রত্যয় বলিতেছি সেটি ভানরূপেই রহিয়াছে, ভাস-পঞ্চকের অন্যতমরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং তার বৌদ্ধ-বিবৃতি (logical description) বস্তুতঃ দেওয়া যায় না। অবশ্য, সাক্ষাদনুভবের (প্রত্যয়ের) যেটি বিবৃতিবিহীন মৌনমগ্নতা তাহা হইতে 'নামিয়া আসিয়া' সেটিকে বুঝিতে ও বলিতে যত্ন করিতে হয়। অ-বলাকহার বস্তুকে বলাকহার মাঝে আনিতে গেলে গত্যন্তর নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অননূহ্যানুবাদ-নিবন্ধন"

সুতরাং তত্ত্বতঃ 'অস্মি'কে অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষ একবচন না ভাবি। যে রকম করিয়া ভাবা অথবা বলা হইল যেটি অননূহ্য (unrenderable) তাকে অনুবাদ (render) করার প্রয়াস মাত্র। বুদ্ধির পক্ষে এ প্রয়াস স্বাভাবিক। এর ফলে ব্যবহারে অর্থ-নির্ব্বহণ ও-নির্ব্বচন দুইটি সিদ্ধ হয়।

কেবল মাত্র, এই সৃষ্টিমূল অস্মি বলিয়া নয়, সকল সাক্ষাৎ অনুভবই সমগ্র-ভাবে (in its entireness) ভানস্বরূপ, ভাসরূপ নয়। ভাসরূপতা আসে পূর্ব্বোক্ত অননূহ্যানুবাদ নিবন্ধন।

কাজেই, 'অস্মি'কে 'আমি আছি' বলিয়া অনুবাদ করিতেছি বটে, কিন্তু আসলে অস্মি অননূহ্য।

আমাদের সাধারণ বৌদ্ধ বোধের 'আমি আছি' আর ব্রহ্মের 'একোঽহং বহু স্যাম্' রূপ জ্ঞানময় তপঃকে এক পর্য্যায়ে যেন না ফেলি।

দ্বিতীয়টিতে (ক) অহং বা অস্মির কোন স্বগত, স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় দ্বিতীয় নাই,—অস্মদাদির অহং-এর যেরূপ থাকে।

(খ) তাতে অস্তিতারও অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি নাই, ব্যাপ্তি-সমতাই আছে। অস্মদাদি ক্ষেত্রে অহমস্মি, ত্বমসি, ইদমস্তি ইত্যাদি।

(গ) তাতে অস্মিতার ও অস্তিতার কেবল যে সমব্যাপ্তি এমন নয়, তাদের সমব্যাপ্তি এবং সমবৃত্তি (identity in extension, in expression and in function)।

এটিকে শ্রুতি কোন কোন স্থলে রহস্য ভাষায় 'মহান্ আত্মা' (কঠকের 'যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসি' ইত্যাদি মন্ত্রে) বলিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানেরও আহুতি এতে হয় বলিয়া এবং এর আপন আহুতি 'শান্ত-আত্মনি' হয় বলিয়া এটি হয় এক মহান্ আনন্দোল্লাস রূপ (Immense Joy of Creation).

নিখিল সৃষ্টির মূলে এটি।

সৃষ্টির মূলে যে বস্তু তাঁর স্বাভিনিবেশ মৌন আনন্দের মুখররূপতা

ইহাই 'মহৎ অস্মি'—ইহারই এক অভিব্যক্তি ষষ্ঠ ব্যাহৃতি তপঃ। জ্ঞানময় তপঃ যে বিপুল সীমাহীন, শান্ত মৌন আনন্দ আপনাকে যেন এই তো আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছি, আমি বৈ আর কিছু নাই, আমিই সব কিছু হইব, এই ভাবে জানিতেছে, 'আবিষ্কার' করিতেছে, উল্লসিত করিতেছে। ইহা হইল ভূমার স্বাভিনিবেশ।

[মূল এই যে অস্মি ও তপঃ, সেটিকে স্বরূপে 'প্রত্যয়' বলা যায় না; কাজেই, সেভাবে সেটি 'অস্মি প্রত্যয়' এর প্রতিযোগী বা বিষয় নয়। এইভাবে ব্রহ্মের আদি তপঃ এবং ষষ্ঠ ব্যাহৃতি তপঃকে এক ভাবিলে ভুল হইবে। প্রথমটি 'আবিঃ', দ্বিতীয়টি 'ব্যাহৃতি'। মূল যে তপঃ সেটি ব্যাহৃতিসপ্তকেই 'প্রকৃতি' রূপে অনুস্যূত।]

এখানে উপনীত হইয়া আমরা তপঃকে ব্রহ্মের মূল আবীরূপে পাইতেছি—যার ফলে অধিষ্ঠানে অখণ্ড 'সত্যম্' আপনাকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপ সৃষ্টিধারার মূল মিথুনে অভিব্যক্ত করিলে অস্তির আধারে অস্মি দেখা দিয়া পরস্পর অভিদ্বক্ত হইল।

অধিষ্ঠানে শান্ত, প্রপঞ্চোপশম, অদ্বৈত সত্য জ্ঞান আনন্দ (অস্তি ভাতি প্রিয়ং) আবীরূপে তপঃ হইয়া আনন্দের 'মৌনমগ্ন সমাধি'টি যেন ভগ্ন করেন। কেননা সৃষ্টি-মূলতঃ আনন্দেরই অভিব্যক্তি ('আনন্দাদ্ধ্যেব—'ইত্যাদি)। এ মৌনভঙ্গ বলিলে বুঝিতে হইবে কি?

শান্তে অধিষ্ঠানে সত্য-জ্ঞান-আনন্দ একান্ত অভেদে বিদ্যমান। সেখানে তিন নাই, এক। অথবা অনিরুক্ত অলক্ষণ যাহা তাকে একই বা বলি কিরূপে? সুতরাং মৌন—চুপ।

কিন্তু আবীরূপে যখন তপঃ তখন এই মৌনভঙ্গ হইয়াছে, মাঝখানে জ্ঞান যেন সুপ্তোত্থিত হইয়া দুইপাশে সত্য আর আনন্দ এই দুই-'দোসর'কে দেখিয়া লইল। এইটি স্বাভিনিবেশ, স্বাত্মসংবিৎ। এক পাশের দোসর অস্তিকে বলিল—তুমি আছো, ঠিকই থাকো, সব কিছুর অধিষ্ঠান হইয়াই থাকো, শবশিবরূপেই পড়িয়া থাকো। অপর দোসর আনন্দকে দেখিয়া বলিল—ওঠ ওঠ—তোমার মৌন এবার মুখর হৌক্, তোমার সমাধি এইবার ছন্দঃ হৌক্। তোমার শান্তি এইবার হৌক্ উল্লাস—বিলাস। এর ফলে আনন্দের মিলিল বাণী, মিলিল ছন্দঃ, মিলিল সুর। যার ফলে, এই অপূর্ব্ব বিশ্বসঙ্গীত! এ মহাসঙ্গীতের নায়ক যিনি, তিনি তখন শুদ্ধ অধিষ্ঠানমাত্র নন্, তিনি তখন 'কবিঃ পুরাণঃ অনুশাসিতা চ'। তিনি তখন স্বয়ং তপোনাথ। তাঁর জ্ঞানময় তপঃ হয় আনন্দের রাসলীলা। অস্তির শয়ন, প্রিয়মের উত্থান। সত্যের আধারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দের উল্লসিত্ব বিলসিত্ব। তাই না অনবদ্য অপরূপ বিরাট্ ছন্দোময়ী প্রকৃতি!

সর্ব্ববিধ সৃষ্টিপ্রয়াসের মূলে কি? বস্তু Elan Vital

গান গাহিব। গাহিবার আগে অন্তরের কোন মৌন প্রকোষ্ঠ হইতে একটা বেদনা একটা পুলক বাহির হইয়া বলে এই দেখ, আমার পানে ফিরিয়া দেখ। কোন অতল আঁধারে আত্ম-সংবিৎ-হারা হইয়া গুমরিয়া ছিলাম আমি, দোহাই তোমার, তুমি আমায় দাও বাণী, দাও ছন্দঃ, দাও সুর! এই তো সেই চিরন্তন তপোনাথ আমার ভিতরে আমার আনন্দকে সৃষ্টির নব নব বিকাশে ফুটিবার মোহনস্পর্শটি মিলাইয়া দিতেছেন।

কেবলি কি গান? প্রয়াসমাত্রই শক্তির ভূমিতে নিগূঢ় গোপন কেন্দ্রে এবম্বিধ কুহকস্পর্শের অপেক্ষা রাখে। অন্দরে কোন্ অজানা কক্ষে আনন্দ সমাধি। স্তব্ধ মৌনভাব। বাহিরটা বেদনাবিধুর। সে চাহিতেছে রস, আনন্দ। কিন্তু আনন্দের সংবিৎ হইবে কখন? আনন্দের সংবিৎ মানেই আনন্দের উল্লাস। তখন আনন্দ আর গোপনে রহে না, জীবনে উৎসারিত হয় ভাবে, কর্ম্মে, আশায়, আকাঙ্খায়। তখন হয় সৃষ্টি। আনন্দকে স্বসংবিৎ দান করিয়া তার গাঢ় সান্দ্রতাকে যেটি সাবলীল করিয়া ক্লান্তিহীন বিরামহীন সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, সেইটি অগ্নিরূপ তপঃ। যেটা joy congealed সেটি এর ফলে হয় joy outflowing & overflowing.

সর্ব্ববিধ প্রাণের বিকাশের মূলেও এইটি নয় কি? সে প্রেরণাটির নাম Vital Impetus অথবা Bergsonএর আরও ব্যাপক সংজ্ঞায় Elan Vital দিতে পারি, কিন্তু প্রাণের মূলে যে আনন্দ সেটি অস্মিরূপে—এই তো আমি আছি এইভাবে—আপনাকে 'আবিষ্কার' করিতেছে—এইটাই কি প্রেরণার প্রেরয়িতা নয়? যেটি সত্য সেটি ঋত (dynamic ; প্রাণধর্ম্মী) হইতেছে এই স্বসংবিদের ফলে।

জড়েও যত না শক্তিবিকিরণ (বিশেষভাবে, স্বতোবিকিরণ) তাহাই বা ঘটিতেছে কোন্ গোপন 'অস্মি' বা আত্মসংবিদের ফলে, তার সংবাদ কি বিজ্ঞান রাখে? Whitehead 'primordial creativity' বলিয়া কার আভাসটি দিতে চাহিতেছেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপঃ জীবে এবং ব্রহ্মে। আনন্দ সংবিত্তি

বিজ্ঞান অথবা বৌদ্ধবিমর্শ জড়ের প্রান্তভূমিতে আসিয়া স্বয়ং জড়মূঢ়বৎই যেন হইয়া যায়। অনন্যোপায় হইয়া বলে—স্বভাব (Naturalism), অথবা যদৃচ্ছা (Indeterminism), অথবা অজানা রহস্য (Agnosticism)।

জড়াসঙ্গবিমূঢ় এই বৌদ্ধবিজ্ঞানকে সমিধ্‌রূপে কল্পনা করতঃ আহুতি দাও। কিসে? 'এই আমি মহান্ আনন্দরূপে আছি'—এই আনন্দসংবিদে। এই যে মহান্ 'অস্মি' এটি কিন্তু আনন্দের মহোল্লাস মূর্ত্তি। বিশ্বভুবন এতে ফুটিতেছে, নাচিতেছে, লয় হইতেছে।

সাধ হয়তো এটিকেও আহুতি দাও—শান্ত আত্মনি। জ্ঞান আবার একপাশে সত্য বা অস্তি, অন্যপাশে আনন্দ বা প্রিয়র সঙ্গে অভিন্ন একরস হইয়া যাক্। তখন নির্ব্বিশেষ ভাব মাত্র, ভাসের কোনও গন্ধ নাই।

কিন্তু অস্মিতে একদিকে 'অস্', অন্যদিকে 'প্রিয়ম্' বা আনন্দের 'ম্'—এই দুয়ে এক অব্যক্ত মিথুনরূপ হয়। এবং সেটি আবীরূপ হয়—অর্থাৎ সকল সবিশেষ ভান ও ভাসের আবির্ভাব মূল হয় বলিয়া, 'আবিঃ' এর 'ই' (গতি এবং ইদ্ধত্ব) সেটি প্রাপ্ত হয়। অতএব সেটি হয়—অস্+ম্+ই=অস্মি।

জীবের এবং জড়ের যেটি প্রেরণা ও প্রয়াস তাও দেখিতেছি এই অস্মিরূপ তপঃকে আশ্রয় করিয়া। সমগ্র সৃষ্টির বেলা তো "সোঽতপ্যত"।

এই যে মূলতপঃ সেটিকে সাংসিদ্ধিক (কিনা, নিত্য) ভাবে দেখিলেও বিচারণার প্রয়োজন আছে।

কেননা, জীবের বা জড়ের প্রয়াসে যে তপঃ আর ব্রহ্মের যেটি তপঃ তাতে মূল লক্ষণগত মিল রহিলেও, স্পষ্টতঃ পার্থক্য দেখিতেছি।

প্রথম, জীবের বা জড়ের বেলা তপঃ স্পষ্টতঃ জ্ঞানময় তপঃ হয় না। কৃচ্ছ্র তপঃ আকার ধারণ করিয়া থাকে। অন্তস্তলে আনন্দ সংবিৎটি ঘটে সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবের 'আপন' চেতনায় সেটি সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিভাত হয় না। দুঃখ বা ক্লেশ নিবৃত্তি—এই ঋণাত্মক (negative) ভাবেই প্রায়শঃ তার বোধ হয়।

দ্বিতীয়, পরম্পরাক্রমে বাধা বা রোধ এর নিবর্ত্তকরূপেই এটি প্রকাশ পায়। রোধের রোধ চূর্ণ ও দগ্ধ করিয়াই এ ক্ষেত্রে তপঃকে তার ভাঙ্গা অথবা গড়ার কর্ম্মটি করিতে হয়। এবং আগে ভাঙ্গিয়াই তবে গড়িতে হয়, ঢালিয়াই তবে সাজিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়, লীলা স্বরূপটি আনন্দের নিজস্ব। যেটি, কোন ক্ষেত্রেই—এমন কি, জড়ের ক্ষেত্রেও—একান্তভাবে বাধিত হয় না বটে, কিন্তু বাধ্যতা (determinism) এবং পরস্পরাপেক্ষিতায় (correlativity) বন্ধন বিশেষভাবেই দৃঢ়।

চতুর্থ, সুতরাং জীবের তপঃ সাপেক্ষত্বধর্ম্মী কার্য্যতঃ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মের তপঃ (১) সত্যের অধিষ্ঠানে আনন্দজ্ঞানময়, (২) অবাধিত ; (৩) লীলা কৈবল্যধর্ম্মী ; এবং (৪) নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র।

এই নিমিত্ত সাংসিদ্ধিকের তিনটি রূপ আমাদের ভাবিতে হয়।

১। পরম সাংসিদ্ধিক—যথা তপোব্রহ্ম।

২। সামান্য সাংসিদ্ধিক—ভূরাদি সপ্তমহাব্যাহৃতির সর্ব্বতঃ ওতপ্রোত স্ব স্ব লক্ষণাক্রান্তরূপ (or Cosmic Pattern and Impetus)।

৩। বিশেষ সাংসিদ্ধিক—সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিতে উক্ত ব্যাহৃতিসপ্তকের যে বিশেষ বিশেষ আকৃতি এবং প্রত্যয়। প্রকৃতি ঠিকই থাকে, সুতরাং বিশেষ বিশেষ হইয়াও সাংসিদ্ধিক। প্রকৃতি, আকৃতি, প্রতিকৃতি, প্রত্যয়—এ সবের লক্ষণ জপসূত্রে যথাস্থলে মিলিবে।

তপোরূপ আনন্দ জাগৃতি এবং ছন্দোরূপে আনন্দের সর্ব্বত্র প্রকাশ ও লীলায়ন

অস্তি বা সত্যের আধারে এই অপরূপ ছন্দোলীলায়িত আনন্দ জাগৃতিটিই তপের মূল আলেখ্য—এটি ভুলিয়া জপাদি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা। কেননা, সত্যের উক্ত আনন্দ জাগৃতিই সমাবৃত্তির সার নিষ্কর্ষ। সৃষ্টিতে প্রপঞ্চিত হইতে যাইয়া আনন্দজাগৃতি এবং আনন্দের উল্লাস তদীয় অপরূপ ছন্দোরূপটি অন্তর্বহিঃ, সূক্ষ্মে স্থূলে সর্ব্বত্রই উদাহৃত করিয়াছে ; ফলে, বিরাট্ নক্ষত্র জগৎ হইতে ক্ষুদ্র রেণুটি পর্য্যন্ত, চেতনে প্রাণে জড়ে এমন কিছু নাই যেটি ছন্দের (Law and Harmony) মূর্ত্ত বিগ্রহ নয়। তৃণের উপরে ঐ মণিপ্রভা প্রভাত-শিশিরকণা ? তাই না এক মূর্ত্ত মূক উপনিষদ্! ঐ ক্ষুদ্র কুসুমকোরকটি ? এক নিগূঢ় রস ও ছন্দে সমৃদ্ধ মহাকাব্য! ঐ বিহগ-কাকলী ? এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মনোজ্ঞ একটি তান! এ সব কি অলঙ্কার, অতিশয়োক্তি ? এ যুগের বৈজ্ঞানিক আণবিক বোমার সৃষ্টি করিয়া মহাত্রাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেতু হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ছাড়া কে আর এমন করিয়া বিশ্বের অন্তরে, বাহিরে, স্থূলে, সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র সত্যের আধারে আনন্দজাগৃতিরূপ তপোব্রহ্মকে এমনধারা অপরূপ ছন্দোনিপুণ নৃত্যপর নটরাজরূপে দেখিয়াছেন? আমরা ছান্দোগ্য পড়িতেছি কিন্তু যে ছন্দোগ নৈলে ছান্দোগ্য হয় না, সে ছন্দোগকে আমরা তো চিনিলাম না! ছন্দঃ শব্দের উত্তর কেবল গানার্থ গৈধাতু নয়, গমনার্থ গম্‌ধাতু দ্বারা ছন্দোগের ব্যুৎপত্তি সর্ব্বথা করিতে আমরা তো পারগ হইতেছি না।

প্রকট বিশ্বের ছন্দোগরূপে দিশারী নববিজ্ঞান

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মনীষা অণু হইতে সুরু করিয়া বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বত্রই ছন্দোগ রূপটিই ওতপ্রোত দেখিয়াছে। একটা অণুর নিজস্ব আকৃতি (Patternটি) কি—জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—কৈ, তাতো ঠিক ধরিতে পারি নাই, তবে এই দেখ তার ছন্দোগরূপটি। যে তড়িৎশক্তির ঘনবিন্যস্ত রূপ ওটিকে মনে করিতেছি, তারও প্রকৃতি জানিতে পারি নাই, কিন্তু তাকে ছন্দোগ রূপেই জানিয়াছি এবং বিনিয়োগ করিতেছি 'সর্ব্বকর্ম্মসু'। বিরাটের বেলাও তাই। একদিকে Nuclear physics, অন্যদিকে Astral physics—সর্ব্বত্রই ছন্দোগত্ব রূপেই জ্ঞেয়ত্ব, মেয়ত্ব ও ব্যবহার্য্যত্ব। সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে Quantum আর Wave Mechanics, আর স্থূলের ক্ষেত্রে Relativity—আগাগোড়াই, যেটি ছন্দোগ তার পাদ ও মাত্রা বিশ্লেষণ এবং সমীকরণ। সুতরাং, তার দৃষ্টিতে আপাততঃ ছন্দোগত্ব ছাড়া বিশ্বের আর যে কোন বিবৃতি দেয়া যায় সেটির প্রমাণ দ্বারা অভ্যুপগমটি হইয়াছে মনে করা চলে না। সেরূপ বিবৃতি এখন পর্য্যন্ত প্রমাণের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া আছে ছাড়পত্রের অপেক্ষায়। কাজেই, বিশ্বের পশ্চাতে যদি কোন বিশ্বকর্ম্মাকে মানিতেই হয়, তবে তাঁকে মহাসংখ্যানকুশল এক অতিমানস (Mathematical Supermind) রূপেই স্বীকার করিতে বিজ্ঞান রাজি হইতে পারে।

কেবলই কি জড়ের ক্ষেত্রে? জড় তো তার পূর্ব্ব-প্রখ্যাত জড়ত্বই হারাইয়াছে—সে হইয়াছে এক বিরাট্ সমীকরণের (Equationএর) একটি 'করণীয়' (Unknown Term) মাত্র। সে সমীকরণের সমাধান পরীক্ষায় এবং অন্বীক্ষায় যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই দেখিতেছি সে 'করণীয়'টি পূর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব স্বীকৃত 'মান' (Value) গুলি অংশতঃ ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন মান গ্রহণ করিতেছে। বাধ্যতা ও নিশ্চিততা (determinateness and certainty) এই দুটি বৃদ্ধশিষ্টদের স্বীকৃত লিঙ্গ সে ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। সুতরাং তার ছন্দোগত্ব আনন্দজাগৃতির ফলে যে ছন্দোগত্ব (অর্থাৎ যাতে লীলাবীজত্ব নিহিত) সেটি হইতেও পারে।

প্রাণের এবং অন্তরের ক্ষেত্রেও মহাছন্দোগের কি অপূর্ব্ব বিশ্বরূপটি সে আমাদের দেখায়! যে মিথুনতত্ত্ব (Polarity Principle) সৃষ্টির গোড়ায়, তার সত্য পরিচয়টি জড়াণুর মধ্যে ঊর্ম্মি-সমীকরণের termsগুলির Positive অথবা Negative বিবৃতির আড়ালে লুকাইয়া। জীবকোষ ও জনিকোষ (germplasm) এবং বর্ত্তমান অবমানসতত্ত্বের (Psychology of the Subconscious) বিশ্লেষণে—পাইয়া তবে না সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিতেছি—এই তো সেই! মিথুনের সম্পরিষক্ত, সংস্বক্ত, অভিষক্ত, অনুষক্ত ও প্রতিষক্ত—এই পাঁচটি অবস্থাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে এই নববিজ্ঞানের মতো আর কে আমাদের ধরাইয়া দিতেছে?

কিন্তু এই আর সেই এর মাঝে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানে ব্যবধানটি দূর হয় নাই।

বিশ্বে ঋতি ও যদৃচ্ছা—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে

বিশ্ব ছন্দোগ সন্দেহ নাই—অনিশ্চয় বা Probabilityকেও এ বিশ্ব-মহানটনের সূত্রধর করিয়াও ছন্দঃকে ছাড়িবার যো নাই; কেননা, অনিশ্চয়েরও নিশ্চায়ক ছন্দঃ (Law of Probability) রহিয়াছে যে! একটা কড়ি বা পাশা ফেলিয়া দিলে তার কোন পিঠটা সম্মুখীন হইবে তাহা অবশ্য অনিশ্চয়ের কোটিতে; কিন্তু বারম্বার কড়ি বা পাশাটিকে ফেলিতে থাকিলে তার এপিঠ বা অন্য পিঠ উপরে দেখা দিবার একটা নিশ্চায়ক ছন্দঃ ধরা পড়ে। ইহা আগে দেখিয়াছি। গড়কষা বা Statistics বিজ্ঞানটা এই অনিশ্চয়-নিশ্চায়ক ছন্দগুলির উপর নির্ভর করিয়াই গড়িয়া ওঠে।

বিশ্বের মূলে ঋতি (Law) অথবা যদৃচ্ছা (Chance)-এ লইয়া বিজ্ঞানের বিকল্পনা এখনও চলিতেছে। Heisenberg এর অনিশ্চয় সূত্র (Principle of Uncertainty) প্রমাণিত হওয়ার পরেও Planck, Einstein প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্য ঋতি বা Lawকেই মূলে রাখিবার কথা ভাবিয়াছেন। যদৃচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে কি আভাসমাত্র? আমাদের জ্ঞানে পূরাচিত্রটি প্রতিভাত হয় না বলিয়াই কি ঐ অনিশ্চয়, যদৃচ্ছা? উনবিংশ শতাব্দী তাই মনে করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রমাণের গতি অন্যদিকে মনে করার হেতু মিলিতেছে। প্রয়োগের স্থলে, অর্থাৎ মূলের মামলা মুলতুবী রাখিয়া, Nature is a mixture of Law & Chance—প্রকৃতির রাজ্যে ঋতি এবং যদৃচ্ছা ছুয়ে মিলিয়া আপোশে ঘরকন্না করিতেছে—সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি পঙ্গুন্যায়ে যেমনধারা করিয়া থাকে—এই মনে করিয়াই বিজ্ঞানের ব্যবহার চলিতেছে।

নিখিল বিজ্ঞানের ধ্যানবিগ্রহ—ছন্দোগ বিশ্বরূপ
(Cosmic Harmony)

এতে কিন্তু বিশ্বের ছন্দোগমূর্ত্তিটি বিকল হয় নাই। কেননা, যদৃচ্ছাও তো নির্ঋতি (Negation of Law), ঋতির নিষেধাত্মক নয়। ব্যষ্টিভাবে কোনও ঘটনাতে যদৃচ্ছার অবকাশ থাকিলেও গুচ্ছ (group), শ্রেণি (series) এবং সমষ্টি (totality) ভাবে সবকিছু বিধিবিহিতভাবেই ঘটিতেছে, বিধি-বহির্ভূত ভাবে নয়, এবং ব্যবস্থিত ভাবেই রহিয়াছে, অব্যবস্থিত-ভাবে নয়।

বর্ত্তমান যুগে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান (Physics) প্রমেয় বিচারের যে প্রামাণিক কাঠামোটি তৈয়ারী করিয়াছে, সেই কাঠামোটাকেই আদর্শরূপে রাখিয়া অপরাপর বিজ্ঞান (যথা, Biology, Psychology, Sociology, Economics প্রভৃতি) আপনাদিগকে রূপ দিবার প্রয়াস পাইতেছে। অর্থাৎ, যে যতটা সম্ভব আপনাকে প্রমাণ দ্বারা সাক্ষাৎ অভ্যুপগন্তব্য বিদ্যার (Positive Science) আকারে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। সকলেরি ধ্যানে—ছন্দোগের ঐ বিশ্বরূপ। সহস্রশীর্ষ সহস্রপাদের দুটি একটি পাদ মাত্র দৃষ্টিতে আসিলেও ধ্যান বিশ্বরূপের—Cosmic Harmonyর।

ঋতি ও যদৃচ্ছার সম্বন্ধটি সন্ধিমুখ্য অথবা বিগ্রহমুখ্য?
(Sympathetic or Antipathetic)

কিন্তু ঋষিদের প্রজ্ঞানে যে ছন্দঃ—যে ছন্দঃ মূলে রাখিয়া এই বিশ্বসৃষ্টি হয় বেদ বারম্বার বলিয়াছেন,—সে ছন্দঃ যে ঠিক কি বস্তু তা বিজ্ঞানের জ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনও সম্যক্ প্রতিভাত হয় নাই। বিজ্ঞানের Law or Chance—কোনও মূল মিথুনের প্রতিষক্ত অবস্থা, পরস্পর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। তাতে কেবলমাত্র যে দ্বৈত (duality), দ্বন্দ্ব (polarity) আছে এমন নয়, প্রতিদ্বন্দ্ব (antithesis) আছে। প্রতিষঙ্গের সন্ধিমুখ্য এবং বিগ্রহমুখ্য দুইটি ভাব আছে। প্রথমটিতে দ্বন্দ্বসত্ত্বেও সমানার্থতাবশতঃ সহযোগিতা বিদ্যমান (sympathetic polarity); দ্বিতীয়টিতে তাদের বিরোধিতা (antipathy) প্রবল হইয়া ওঠে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিতে Law & Chance ঠিক সন্ধিমুখ্য হইয়াও নাই, বিগ্রহমুখ্য হইয়াও নাই। ব্যক্তিতে (individualএ) দ্বিতীয়টি, কিনা যদৃচ্ছা, আপন স্বাধিকার বজায় রাখিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্ঘে, শ্রেণীতে, সমষ্টিতে প্রথমটির কাছে আপন অধিকারটি ইস্তফা দিতেছে। কাজেই, বিশ্বে ঋতিরই রাজত্ব। এ ঋতি আরও ব্যক্তরূপে হয় রীতি, বিধি, ধারা, ধর্ম্ম।

ছন্দের রূপ—বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে

ঋতি এবং যদৃচ্ছার প্রতিষঙ্গে বিগ্রহমুখ্যত্ব ঘটিলে ঋতিকে বলিতে হয় নিয়তি (Determinism)। নিয়তি আবার পূর্ব্বভবীয় (Pre-determinism) এবং পরভবীয় (Post-determinism or Finalism) এই দুইভাবে বিবেচিত হইতে পারে। শেষের কল্পে, সব কিছু আগে হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া নাই বটে, কিন্তু ভাবী কোনও লক্ষ্যানুরোধে (with respect to a given End) নির্দ্ধারিত হইয়া যাইতেছে।

এই উভয় প্রকার নিয়তির বিপক্ষ (antithesis) হইল যদৃচ্ছা।

এই দুই পরস্পর বিপক্ষ (thesis and antithesis) রূপ নিয়তি এবং যদৃচ্ছার প্রতিষঙ্গের ঊর্দ্ধে অনুষঙ্গ (synthesis) এর ভূমিটি কোথায়?

সেইটি হইল ছন্দঃ।

বিজ্ঞান পরোবরীয়ান্ ভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র ছন্দকে অনুস্যূত দেখাইতেছে বটে, কিন্তু যথার্থ ছন্দঃ যেটি সেটি এখনও তার দৃষ্টিতে প্রকট নয়।

সুতরাং প্রজ্ঞানের যেটি ছন্দোগ, তার দৃষ্টান্ত স্থূলে, সূক্ষ্মে বিজ্ঞান যেমনধারা দেখাইতেছে তেমনধারা আর কেহই দেখাইতেছে না বটে, কিন্তু যেটি স্বয়ং দার্ষ্টান্তিক, সেই ছন্দঃ—এখনও পূর্ণাবয়ব প্রকট হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সর্ব্বভূতেষু গূঢ় হইয়াছেন; আনন্দের 'মাত্রা' সব কিছুতেই, এবং সেইটিই তার জীবন—এই আনন্দব্রহ্মের যে পাদমাত্রা—নিখিল প্রাণের যেটি 'ব্যাকরণ'—তাহা হইতেছে ছন্দঃ। জপসূত্রে বলা হইয়াছে—"ছন্দো ব্যাকরণং প্রাণানাম্"। সুতরাং আনন্দ এবং প্রাণের আধারেই ছন্দের অভিব্যক্তি এবং ছন্দোদ্বারাই অভিব্যক্তি।

মৌলিক ছন্দের লৌকিক প্রত্যয়ের ভূমিতে অবতরণ

সত্যের আধারে আনন্দের আবীরূপতা (অথবা 'জাগৃতি') হইতেই এবম্প্রকার অভিব্যক্তি সম্ভাবিত হয়। অর্থাৎ, মহাসাংসিদ্ধিক যে তপঃ তাহা হইতেই।

তখন তপঃ হইতেছে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'।

ঋতং এবং সত্যং মিথুনরূপে সম্পরিষক্ত হইতে অনুষক্ত পর্য্যন্ত চারিটি ভূমিতে ছন্দঃ।

প্রতিষঙ্গের সন্ধিমুখ্যত্বেও সেটি ছন্দোনুগ। কিন্তু বিগ্রহমুখ্যত্বে, অর্থাৎ দুটি পক্ষের সমন্বয়াপেক্ষাবাধিতত্বে (in the case of unworkable synthesis), সেটি তার ছন্দোরূপটি হারাইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

সত্যের অধিষ্ঠানে উর্জ্জিত 'অস্মি' রূপ যে আনন্দ, তাই সৃষ্টিধারার সর্ব্বত্র আপনাকে ছন্দোরূপে লীলায়িত করে। দেখিয়াছি যে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ছন্দের আদি মিথুনাকৃতি (Primordial Polarised Prototype)। এখানে দেশ-কাল, এমন কি বস্তু পরিচ্ছেদটিও এ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হয় নাই। অর্থাৎ, সত্যং এবং ঋতং দুইটি বস্তুও হয় নাই। সৃষ্টিধারার অবতরণে 'সমুদ্রোঽর্ণবঃ' ইত্যাকার বিবিধ আকৃতি (Pattern) প্রকাশ করিতে করিতে ছন্দঃ যেখানে লৌকিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখন তাকে দেখি 'নিয়তি ও যদৃচ্ছা' এই যুগ্মরূপ—সম্প্রতি বিজ্ঞান যেরূপে দেখিতেছে। বলা হইয়াছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদৃচ্ছা (Chance বা Probability) ছন্দোহীনতামাত্র নয় (negation of Law নয়)। তথাপি, এই আকারে আসিয়া ছন্দের যথার্থ যেটি প্রকৃতি (সত্যের অধিষ্ঠানে উর্জ্জিত 'অস্মি'রূপ আনন্দের পাদমাত্রাদি ক্রমে অভিব্যক্তি) অবলুপ্ত হইয়াছে। 'অব' অবধারণে, নিশ্চয়ে। সুতরাং অবলুপ্তিতে ছন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটি যথার্থ প্রকৃতি এবং যেটি যথার্থ প্রত্যয়, এ দুয়েরই নিশ্চয়ের হানি ঘটে, যেমন 'নিয়তি ও যদৃচ্ছা' এই যুগ্মতে ঘটিয়াছে।

অবতরণ তল হইতে উত্তরণের ক্রম

ইহা হইতে উত্তরণ, অধিরোহণ অথবা অভ্যারোহের ধারাটি আশ্রয় করিতে হইবে। তাহাই ব্যাবৃত্তি হইতে সমাবৃত্তি, অবলুপ্তি হইতে অবজ্ঞপ্তি (realisation)।

সমাবৃত্তি অথবা অবজ্ঞপ্তির প্রত্যগধারা ('পরাঞ্চিখানি' এর বিলোম ক্রমে) প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলে, বিশ্বের নিয়তি এবং যদৃচ্ছা তার 'পরাক্ত'টি (Exteriorisation) পরিহার করিতে করিতে ক্রমশঃ 'অন্বক্ত' (Interiorisation) রূপটি পরিগ্রহ করিতে থাকে। অর্থাৎ, আদৌ যেটি 'অধিভূত' রূপে ছিল, সেটি ক্রমশঃ অধিদেব; অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম হইয়া দাঁড়ায়। এধারা চলিতে থাকিলে ছন্দঃ বাহির হইতে 'ব্যূঢ়' (imposed & ordained) না হইয়া ক্রমশঃ ভিতর হইতেই ব্যক্ত (evolved, manifested) হইবার রূপটি গ্রহণ করিতে থাকে।

অভ্যারোহীক্রম—অহল্যার পাষাণী তনু

জপসূত্রে সর্ব্বভূতের যেটি স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-মর্ম্মৌকঃ তাকে বলা হইয়াছে—হৃৎ। এবং এই হৃৎ বা হৃদি কোন বস্তুটি বিদ্যমান—শুধু তোমার আমার নয়, একটি ধূলিকণারও ? আনন্দ।

জপসূত্রের দৃষ্টিতে আনন্দ চারিটি 'মাত্রা'য় রহিয়াছেন। যথা প্রণব :—(১) অমাত্র তুরীয়ানন্দ (শান্ত = স্বয়ং লসিত, যেমন প্রকাশের দিকে স্বপ্রকাশ); (২) ঘনমাত্র আনন্দতপ :—এটি উল্লসিত আনন্দ ; (৩) অন্তর্মাত্র আনন্দচ্ছন্দ :—এটি বিলসিত আনন্দ ; (৪) বহির্মাত্র, (ক) আনন্দ পিণ্ড এবং (খ) আনন্দ ব্রহ্মাণ্ড—এটি অলসিত আনন্দ।

বাকের দিক্ থেকে—(১) মগ্ন মৌনানন্দ, (২) উর্জ্জিত স্ফোটানন্দ, (৩) ব্যাকৃত মুখরানন্দ, (৪) ব্যাকৃত মূকানন্দ।

যাকে শিলা প্রস্তরাদি ভাবিতেছি, তারও হৃৎ আনন্দই, কিন্তু তাহা অলসিত, কিনা অতদ্রূপে প্রতিভাত, জড়বৎ, আত্মসংমূঢ়বৎ আনন্দ। সেখানে আনন্দ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবিৎ আসিলেই অহল্যা তখন আর পাষাণী নয়, মা—টি তখন আর মাটি নয়। তখন কেবল আণবিক শক্তি আর তার নিয়তি ও যদৃচ্ছা লইয়াই পদার্থ বিজ্ঞান নয়।

তখন অভ্যারোহ রীতিতে তার উত্তরোত্তর আনন্দোন্মেষ এবং তার ছন্দেরও বন্ধাদি শাপমোচন দেখিতে থাকিব।

তখন তাতে আর আমাতে সাত্মতা উপলব্ধি করিব, যার ফলে, 'সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি'। সর্ব্বত্র আনন্দসংবেদন এবং সমানচ্ছন্দঃ সংবেদনটি না ঘটা পর্য্যন্ত কেবলমাত্র অস্তিভাতিতায় এটির পরিসমাপ্তি হয় না।

আমার মধ্যে আনন্দকে আধার ও উৎসরূপে রাখিয়া 'পাংক্তকর্ম্ম'—'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা' ইত্যাদি চলিতেছে। উহার ভিতরে এটি নাই, কেবল অন্ধ নিয়তি আর খেয়ালী যদৃচ্ছাই আছে—একি হয়?

আমার যেমন অদৃষ্ট ও কর্ম্ম, উহারও তাই। তবে তার সম্পর্কে আমার বর্ত্তমান বা ক্রিয়মাণ অদৃষ্ট (প্রারব্ধ), এবং আমার সম্পর্কে তার ক্রিয়মাণ অদৃষ্ট বা প্রারব্ধ, তাকে আমার বর্ত্তমান 'ব্যবহারে' জড় মাত্র করিয়া রাখিয়াছে—ইহাই অহল্যার শাপ।

এ শাপমোচনের নিমিত্ত তার আর আমার মধ্যে অদৃষ্ট ও কর্ম্মের বর্ত্তমান ক্রিয়াকারকফলানুপাতটি বদলাইতে হইবে।

কর্ম্মদ্বারাই এটি সম্ভাবিত হইতে পারে। 'কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ'—কর্ম্মই প্রভু।

কিন্তু কর্ম্মও যে শাপগ্রস্ত—অদৃষ্ট, বিশেষ করিয়া প্রারব্ধের পাশে সে যে আবদ্ধ! বিশেষতঃ, সে কর্ম্ম অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা যে কর্ত্তা তার কর্ম্ম।

তবে উপায়?

প্রসঙ্গতঃ অহল্যার শাপ এবং শাপ-বিমোচন রহস্য

যদি সর্ব্বতন্ত্রযন্ত্রস্বতন্ত্র আনন্দই আধারে এবং উৎসে না থাকিত, যদি তপঃ এবং ছন্দঃই আনন্দের আপন অভিব্যক্তিটি না হইত, তবে উপায় ছিল না।

কর্ম্মের যে পাশবদ্ধতা সেটি কল্পিত, আরোপিত, আর, তার আনন্দোল্লাস-বিলাসরূপ যে স্বচ্ছন্দতা সেইটিই তার স্বরূপ। অতএব, আরোপ হইতে স্বরূপে যাও। ইহাই তো অভ্যারোহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে পরিমাণে পরচ্ছন্দতা থেকে স্বচ্ছন্দতায়, পরবশতা থেকে স্ববশতায় অগ্রসর হইবে, সেই পরিমাণে তোমার কর্ম্ম হইবে ছন্দোগ এবং বিশ্বও হইবে ছন্দোগ।

অতএব 'নিয়তি ও যদৃচ্ছা' এই বিরাট অথচ কল্পিত বহিঃপাশটি সর্ব্বত্র মোচন করিতে করিতে অগ্রসর হও।

অভ্যারোহের প্রথম সোপানে হৌক্—'অদৃষ্ট ও কর্ম্ম'। দ্বিতীয় সোপানে—'দৈব ও পুরুষকার'। তৃতীয় সোপানে—'রীতি (Behaviour) ও নীতি (Principle)'। চতুর্থ সোপানে—'পরধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম'। পঞ্চমে ঋতি ও ধৃতি। ষষ্ঠে তপঃ ও সঙ্কল্প বা কাম। সপ্তমে—তাবকীন ও মামকীন ; অষ্টমে ভূমৈবৈকঃ।

সাতের অতীত ধামে অলোকধামে যেটি, তার উদ্দেশেই আগের সাতটিকে 'সপ্তান্নানি' রূপে কল্পনা কর।

শাপ এবং শাপবিমোচনের রহস্য এইভাবে অবগত হও।

তপে কৃচ্ছ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোন্নত ধারা—অলসিত আনন্দ-জাগৃতি

জপসূত্র পরিশিষ্টে (৩৪) "ক্রিয়াকর্ম্মভ্যামদৃষ্টদৃষ্টফলত্বম্॥" এই সূত্রের উপর কারিকাগুলির মধ্যে কয়েকটি এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতেছে :—

স্থূলসূক্ষ্মাদিসংব্যূঢ় ভুবনচক্রনেমিষু।
অদৃষ্টনির্ম্মিতা সংস্থা হ্যাব্রহ্মস্তম্বদেহিনাম্॥
ব্যষ্টিসমষ্টিভেদেন চাদৃষ্টং গণ্যতে দ্বিধা।
বস্তূনামিহ প্রত্যেকং চাদৃষ্টকর্ম্মসম্পুটম্॥
সংস্থাবস্থে হ্যদৃষ্টেন ব্যবস্থা কর্ম্মণা ভবেৎ।
চক্রনেমিস্থিতে কীটে ন কর্ম্মানবকাশতা॥
ব্রহ্মত্বাদপি সর্ব্বস্য ন স্বভাবাপমর্দ্দনম্।
সর্ব্বংসংস্থাবশত্বেঽপি হ্যাত্মবশং স্বভাবতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদৃষ্টচালিতং সর্ব্বং চক্রেষ্বিহ ভ্রমদ্ ভ্রমৎ।
হ্যবশমিব কর্ম্মাণি কুর্ব্বদদৃষ্টমশ্নুতে ॥
অদৃষ্টাজ্জায়তে কর্ম্ম কর্ম্মণাদৃষ্টমূর্জ্জিতম্।
কর্ম্মাদৃষ্টকৃতে ঘূর্ণিপাকে সর্ব্বং নিপাতিতম্ ॥
তথাপি কর্ম্মণাং মূলে মাত্রাঽনন্দস্য নিশ্চিতা।
হ্যবশং প্লবমানস্য মোক্ষসম্ভাবনা যতঃ ॥
আদৌ ময়ি ততো বাহ্যে বৈরাজে কর্ম্মকর্তৃতা।
অন্তর্য্যামী ততঃ স্বামী ততো যঃ পরমেশ্বরঃ ॥
পরমাত্মা প্রভুস্তস্মাদ্ যোঽভিন্নোঽন্তরাত্মনঃ।
এবং প্রারব্ধপাশাদ্ বৈ কর্ম্মবিমোচনং কুরু ॥
যাবন্নস্যানদীনাথে নৈকান্তিক সমর্পণম্।
মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেতি জল্পনা ॥

মহা বা পরম সাংসিদ্ধিকরূপে তপঃই সপ্তমহাব্যাহৃতি। সামান্য সাংসিদ্ধিক-রূপে তপেও সপ্তব্যাহৃতি।

অর্থাৎ ভূস্তপঃ, ভুবস্তপঃ ইত্যাদি। ভূরাদির লক্ষণ মত এই তপঃসপ্তক বুঝিতে হইবে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি কৃচ্ছ্র_তপঃ, মহস্তপঃ এবং জনতপঃ এ দুটি বীর্য্যতপঃ, এবং তপস্তপঃ ও সত্যতপঃ এ দুটি দিব্য বা উর্জ্জস্তপঃ।

কৃচ্ছ্র_ভূমিতে রোধপ্রাবল্য, Dominant Resistance Factor। ফলে তপঃকে 'রোধস্' কিনা 'তটসীমা' মানিয়াই আয়াসে কথঞ্চিৎ আড়ষ্টভাবে চলিতে হয়। এখানে অর্থাৎ বিশেষ সাংসিদ্ধিকস্থলে তপঃশক্তির Canalisation—তাটস্থ্য গতি, এবং সে শক্তি কৃচ্ছ্র_াধ্বগা। উক্ত 'রোধঃ' (constraining factor) যে পরিমাণে 'কৃতবেধ' (pierced) হইয়া থাকে, তটস্থা তপঃশক্তি সেই পরিমাণে উদার স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়। তখন, সেটি হয় প্রকৃত প্রস্তাবে মহাধ্বগা ও মূলাধ্বগা। যেথায় 'এই' এবং 'সেই' উভয় ধারা সম্মিলিত (মহঃ), এবং সকল হওয়ার মূল যেখানে (জন), তপঃশক্তি 'রোধস্' কাটাইয়া সেই মূলপ্রবাহে উপনীত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপঃ যে আনন্দের জাগৃতি সে আনন্দের স্বরূপ (স্বলসিতাদি ভেদ)

এরও পরের দুটি ভূমিতে তপঃ অস্মি এবং অস্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বভাব উল্লাস এবং স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই দুটিতে যথাক্রমে ঊর্জ্জোধ্বগা এবং সদধ্বগা। এরও পরে যে অধ্ব সেটিকে 'কোঽদ্ধা বেদ'? এই পঞ্চাধ্বগা তপোগঙ্গা সমাশ্রয় কর।

চলিত কথায় বলে—তপজপ বা জপতপ।

জপকে তপের অনুগ্রহলাভ করতঃ ছন্দোনুগ, ছন্দোগ এবং ছন্দোরূপে স্বয়ং তপোময় হইয়াই তপের স্বভাব স্বাচ্ছন্দ্য গতিস্থিতিটি লাভ করিতে হইবে। অর্থাৎ, আনন্দের মূঢ় অলসিতা থেকে আনন্দের অবাধিত স্বয়ং লসিততায় যাইতে হইবে। তথায় জ্যোতিঃ এবং রস অভিন্ন। তথায় আনন্দ অপর কিছুর (এমন কি, সাক্ষীরও) প্রকাশ্য নয়। সে স্বপ্রকাশ। আনন্দের স্বপ্রকাশতাই তার স্বলসিতত্ব। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—এই শ্রৌত আনন্দ ব্রহ্মই, সুতরাং তাহাতে ইতরাপেক্ষার গন্ধও নাই। অর্থাৎ 'অস্তিভাতি' থাকিলে তবে না আনন্দ, এ দৃষ্টি ঠিক নয়। স্বরূপে আনন্দই অস্তি, আনন্দই ভাতি। আর, সবিশেষ ভাবে আনন্দই উল্লসিত, বিলসিত, অলসিত। আনন্দ স্বয়ং স্বলসিত। উল্লসিত রূপে অস্মি প্রত্যয় প্রতিযোগী ষষ্ঠব্যাহৃতি তপঃ, বিলসিতরূপে ছন্দঃ (বিশেষভাবে গায়ত্র্যাদি), আর অলসিতরূপে বিসর্গহীন ছন্দ ছদ্ম, ছদি এবং বন্ধ, যাদের লক্ষণ আগে দেওয়া হইয়াছে। বর্চ্চঃ, তেজঃ, উর্জ্জঃ প্রভৃতি লসিতত্বেরই মাত্রা।

তপের আলোচনায় যে 'গহনগাঢ়তা' সেটি 'গহনতর' এবং 'গাঢ়তর' হইতেছে সত্যের আলোচনায়। সত্যোন্মুখী 'তাপসী' বুদ্ধিকে দিশারিণী করিয়া এতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সে প্রয়াসটিও বিশেষতঃ ফলপ্রদ।

২৪। অস্তি প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কিনা বিষয়, তার নাম সত্য॥

বুদ্ধি ও তার বিমর্শ। সপ্ত ব্যাহৃতি রূপ সপ্তখ্যাতি কিভাবে সম্ভাবিত হইয়া থাকে?

এ সত্য সপ্তমহাব্যাহৃতির শেষ যে সত্য, সেই সত্য। 'সত্যমজ্ঞানমনন্তম্'—এই স্বরূপ লক্ষণের যে সত্য, তার সঙ্গে একান্ত অভিন্ন যেন না করিয়া ফেলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সত্য এর পরের সূত্রে 'সৎ' রূপে লক্ষিত হইয়াছে। এ সত্য 'অস্তি' বা 'আছে' এই প্রত্যয়ের বিষয়; সে সত্য কোনও প্রত্যয়েরই বিষয় নয়। প্রতি+গমনার্থ 'ই' ধাতু প্রত্যয়। কিন্তু সে সত্য সম্বন্ধে 'প্রতি' অথবা 'ই' এ দুয়ের কোনটারই—সাবকাশতা নেই। যেটি স্বয়ং ব্রহ্ম তার 'প্রতি' বা প্রতিযোগী হইয়া আর কি আছে, এবং অপর এমন কি আছে, যেটির অথবা যথা হইতে ব্রহ্মে গতি হইতে পারে?

বুদ্ধি বিমর্শের প্রান্তে আসিয়া তত্ত্ব হয় ভান। বুদ্ধি বিমর্শের মাঝে আসিয়া ভান হয় ভাস। সপ্তমহাব্যাহৃতিতে ভাসোন্মুখ ভানরূপতা। অর্থাৎ, এগুলি বুদ্ধি বিমর্শের প্রান্তভূমিতে রহিয়াও বুদ্ধি বিমর্শের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছে।

তা না করিলে যে আনন্দ সংবিৎস্বরূপ তার আবার 'অস্তি'র আধারে 'অস্মি'-রূপ জাগৃতির অর্থ-নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে?

যেটি স্বয়ং অপাঙ্‌ক্ত, অমাত্র, নিষ্কল, অনন্ত তাতে পাদ মাত্রা কলা কাষ্ঠা কল্পিত হইয়া ছন্দোরূপটি হয় কি প্রকারে?

যে আনন্দ সাক্ষাৎ অমেয় ও অসংখ্যেয়, সেটি মানার্হ (মাত্রা) ও সংখ্যেয় (পাদ) হয় কিরূপে?

বুদ্ধি বিমর্শের (logical appreciationএর) যেটি প্রান্তভূমি, সেখানে যাইয়া বাক্ ও মন দুইই 'না পাইয়া' (অপ্রাপ্য) ফিরিয়া আসে (নিবর্ত্তন্তে)।

কাহাকে না পাইয়া? সমগ্র ভানকে (Fact or Given as a whole)।

বিমর্শ পঞ্চকের ভাস পঞ্চক লইয়াই ব্যবহার। অথচ বুদ্ধি এবং বুদ্ধিবিমর্শ এক নয়। বিমর্শের যেখানে সীমা, বুদ্ধির সেখানে সীমা নয়। বুদ্ধি বোধি এবং বোধরূপে তার আপন বিমর্শের পারগা।

বুদ্ধি বোধি (as Intuition, সহজ অথবা যোগজ) রূপে ভানকে 'গ্রহণ' এবং বোধরূপে তত্ত্বতে (the thing-in-itself) 'অবগাহন' করিতে চায়। ভানগ্রহণে তার আদিতে 'উ' কারের স্থলে 'ও' কার হয়, এবং 'ক্তি' বিভক্তির 'ই' কারটি থাকে কিন্তু 'ত'টি চলিয়া যায়। তত্ত্বাবগাহনে 'ই'টি চলিয়া যায়, তৎস্থলে 'অ' হয়। বিশ্ববোধাদি হইতে এই বোধবিশ্ব, অববোধ, শুদ্ধবোধ এবং নিজবোধের বিলক্ষণতা ভাবনা কর। এই বোধপঞ্চকের জ্ঞানে নির্ম্মলবোধ সমুদিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণে আনা ও অনুভবে আসা একই বস্তু? Process ও Perception কোথায় মিলিয়া যায়?

এ বর্ণগত পরিবর্ত্তনের ব্যঞ্জনা ভাবিয়া দেখ।

শেষেরটিতে, অর্থাৎ বোধে, 'অবগাহন'। বোধিতে 'ই'কার গতিসম্ভাবনা (or possibility of Becoming) রূপে বিদ্যমান। বোধে সেটি 'অ'কার হইয়া অক্ষরমাত্র (Changeless Being) হইতেছে। অর্থাৎ, বোধে আসিয়া বুদ্ধি তার তিনটি মূল ব্যবহারনির্ব্বহণ লক্ষণ পরিহার করে—(১) 'উ'কার=ওষ্ঠ্য =ব্যাকরণ ও ব্যাহরণ; (২) 'ত'কার=দন্ত্য=ছেদন বা বিশ্লেষণ এবং (৩) 'ই'কার=তালব্য=নিম্নতল হইতে উচ্চতলে গতি (যেটি 'মাত্রাস্পর্শ' মাত্র তাকে মাত্রাপাদাদিক্রমে মেয়তার ও জ্ঞেয়তার এবং সমীক্ষা-পরীক্ষা-সমীক্ষাক্রমে প্রমেয়তার উচ্চ স্তরে নয়ন)।

বোধে যে 'ও'কার সেটি প্রণবকে আশ্রয় করে। কেননা, প্রণব ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্বে প্রবিষ্ট হবার পক্ষে সাক্ষাৎ উপযোগ নাই। 'জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং' পর্য্যন্ত উপযোগ অন্যেরও আছে, কিন্তু 'প্রবেষ্টুং'এর উপযোগ প্রণবেই পরিনিষ্ঠিত।

পরিমেয়ত্ব এবং সংখ্যেয়ত্ব (measurability and knowability) এ দুয়ের ভেদ ও ব্যবধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা পরিমেয় তাহা জ্ঞেয়, এবং যাহা জ্ঞেয় সেটি পরিমেয় হইতেছে না। জগতে যাদের মাপ লইতেছি (যথা আণবিক বিকিরণ, তাড়িত চৌম্বকশক্তি ইত্যাদি) তারা বস্তুতঃ অথবা তত্ত্বতঃ যে কি তা জানিতেছি না; পক্ষান্তরে, সুখদুঃখ ইচ্ছাদিরূপে যাদের সাক্ষাৎ জানিতেছি, তাদের মাপ লওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। Science is measurement—বিজ্ঞান পরিমাণ-বিজ্ঞান এ সূত্র স্বীকার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, পদার্থ বিজ্ঞান মানকুশলী কিন্তু ভানকুশলী নয়। দক্ষমাপক কিন্তু ভাসক ও জ্ঞাপক নয়। অর্থাৎ, সব-কিছুরই সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরিমাণটি লইতে বিজ্ঞানের কর্ম্মকৌশল এবং ধ্যান কৌশল অসাধারণ; কিন্তু নিখুঁৎভাবে পরিমিত হইয়াও কোন কিছুই বলিতেছে না—'এই দেখ আমি এই বস্তু, এই তত্ত্ব। আর তুমি যে আমাকে মাপিতেছ, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক এই-টি সম্পর্ক।' বস্তুতঃ অজানাকে মাপের ও হিসাবের মধ্যেই জানাইবার এক অদ্ভুত কৌশল অবিষ্কার করিয়াছে বিজ্ঞান। যেমন কোন গুণী কলাবতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীতালাপ। আলাপটি আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—এই চারিপাদে সম্পাদ্য। গণিতবিৎ আমি হয়তো সে আলাপের যে রাগ তা জানিনা; আলাপের পাদচতুষ্টয়ে প্রকৃতি ও যোজনা সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ। তথাপি আলাপনের গতিতে কোনও এক কালিক ছন্দঃ আবিষ্কার করিলাম, এবং সে ছন্দের নাম দিলাম চৌতাল।

যদি আবার কম্পনাদির মাপের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করি, তবে ঐ চৌতালটি ছাড়া আলাপের স্বরকলাপের কম্পনগত আরও সূক্ষ্ম ছন্দঃ হয়তো আবিষ্কার করিতে পারিব। অন্য কোনও রাগের আলাপের সাথে তার তুলনা করিয়া তাদের কম্পন মানগত সাজাত্য বৈজাত্যাদিও ধরিতে পারিব। কিন্তু এত করিয়াও রাগের যেটি বাণী, যেটি মূর্চ্ছনা, যেটি অনুভবসিদ্ধ রস, সেটি আমি জানিবনা।

পাদ ও মাত্রা

জৈবধাতু বা প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মকে বিশ্লেষণ করিয়া তার উপাদানভূত অণুগুলির সংখ্যা এবং সংমিশ্রণের অনুপাত জানিয়াছি। অর্থাৎ সেটি পরিমেয় হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞেয় হয় নাই, যেহেতু তদধিষ্ঠানে যে প্রাণ অভিব্যক্ত, তাকে জানিতে পারি নাই। সুতরাং জানিতে অক্ষম হইতেছি যে, উক্ত উপাদান সমূহ উক্ত অনুপাতে সংমিশ্রিত হইয়াই প্রাণ নামক ধর্ম্ম বা গুণটিকে সৃষ্টি করিল, অথবা প্রাণ নামক কোন একটি পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুই আপন প্রয়োজনে আপন উপযোগী উক্ত সংমিশ্রণটি ঘটাইয়া লইল। প্রথম পক্ষটি অবশ্য এখন পর্য্যন্ত অন্বয় ব্যতিরেকে প্রতিপন্ন হয় নাই। প্রথমতঃ জৈববস্তুকে নির্জীব করিয়া তবে রাসায়নিক পরীক্ষাপাত্রে তার বিশ্লেষণ সম্ভাবিত হয়, সজীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ বিশ্লেষণের যোগ্যবস্তু হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, উপাদান গুলির যথানুরূপ সংমিশ্রণের ফলেও সজীবতা আসেনা দেখিতেছি। কি যেন কি একটা অজানা ঘটক (unknown factor) না উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত এ অঘটনটি ঘটে না মনে হইতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষেই কল্পনা লাঘব এবং সম্ভাবনাগৌরব বেশী।

মস্তিষ্ক বা Brain এবং আমাদের চেতনা সম্বন্ধেও এই অনিশ্চয়কোটি এখনও কাটাইতে পারি নাই। Brain-এর গঠন এবং গতি সম্বন্ধে জ্ঞান, অর্থাৎ 'তাল' বা মাত্রাজ্ঞান আমাদের কিছু নিতান্ত অল্প হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্য মাত্রাজ্ঞান এবং পাদজ্ঞান দুইটি বৃত্তের মতো পরস্পরের বাহিরে না রহিলেও, পরস্পরকে অংশতঃ ছেদ করিতেছে, পরস্পর মিলিয়া যাইতেছে না। মাত্রা ও পাদের পরস্পর অব্যাপ্তি সর্ব্বক্ষেত্রেই আমাদের বুদ্ধিব্যামর্শের হেতু হইতেছে।

পাদ কাহাকে বলে ?

'যেন পদ্যতে'—যদ্দ্বারা সম্পাদিত হয়, সমগ্রভাবে জ্ঞাত হয়, উপলব্ধি হয়—তাহাই পাদ।

তিনরকমে বলা হইল, পাদকে ক্রিয়াঙ্গ, জ্ঞানাঙ্গ, এবং ভাবাঙ্গ—এই তিনরূপেই দেখিতে হইবে বলিয়া।

অথবা, শ্রুতির রহস্যভাষায় এক 'সম্পন্ন' (কোথাও বা 'অভিনিষ্পন্ন') শব্দটির মধ্যে ক্রিয়াজ্ঞানভাবের অন্তর্নিবেশ করিলে, বলা যায়—সম্পাদ্যতা বা অভিনিষ্পাদ্যতার আবশ্যক অঙ্গ (inseparable component or constituent) যাহা, তাহাই পাদ।

সুতরাং পাদসমূহের স্বচ্ছন্দ সংহতত্ব (incongruent composition) না হইলে উক্ত সম্পন্নতাটি হইবেনা।

অনুষ্টুপ্ ছন্দে কারিকা লিখিব। কিন্তু তার পাদচতুষ্টয় স্বচ্ছন্দ-সংহত না হইলে কারিকা শ্লোকটি সম্পন্ন হইবেনা। জপযাগাদি ক্রিয়ার বেলাও তাই।

তারপর আত্মাকে জানিয়া তাতে 'অভিনিষ্পন্ন' হইব। ব্যষ্টিভাবে জাগ্রৎ (বিশ্ব), স্বপ্ন (তৈজস), সুষুপ্তি (প্রাজ্ঞ) এবং তুরীয় এবং সমষ্টিভাবে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং শুদ্ধচৈতন্য—এভাবে পাদচতুষ্টয়ের স্বচ্ছন্দসংহতিটি না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মাকে জানিয়া তাতে অভিনিষ্পন্ন হওয়াটি হইবে না।

যেটি সপাদ সেটির পাদচতুষ্টয়রূপে অঙ্গীকার আবশ্যক

যিনি পুরুষসূক্তের 'সহস্রপাৎ' তিনি 'এতাবানস্য মহিমা' রূপ উক্ত হইয়াও 'সম্পন্ন' হইলেন না, 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' এই লোকোত্তর অমৃতরূপে ত্রিপাদের অপেক্ষা রহিল।

'সম্পন্ন' মানে তিনি তো নিত্যসম্পন্ন আছেনই, আমার জ্ঞান তাঁতে সম্পন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। ভাবের দিক্ দিয়াও যদ্দ্বারা সমাপত্তি বা সমাপন্নতাটি ঘটিবে, সেই পাদের তদপেক্ষা আছে।

পাদ আবার স্বয়ং চতুষ্পাৎ—উপপাদ্যতা, প্রতিপাদ্যতা, সম্পাদ্যতা এবং নিষ্পাদ্যতা ভেদে।

'উপ' সমীপ বা তটস্থ করিয়া দেয়; 'প্রতি' সাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রতিযোগী ও সম্মুখীন করিয়া দেয়; 'সম্' তত্ত্বে সংপরিষক্ত (existence in coalescence) করিয়া দেয়। 'নিঃ' তত্ত্বে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে নিবিষ্ট করিয়া দেয়—যথা 'নদ্যা নদীনাথে'। তখন সম্পাদ্যতা আর নাই।

ক্রিয়া, জ্ঞান এবং ভাব—যথাক্রমে এই তিন সম্বন্ধে পাদের পাদচতুষ্টয়কে নিষ্পত্তিচতুষ্টয়, সম্পত্তি বা অভিনিষ্পত্তিচতুষ্টয় এবং প্রপত্তি বা সমাপত্তিচতুষ্টয়রূপে দেখিবে।

যেটি অমাত্র এবং অপাদ তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু যাহা কিছু সপাদ সেটিকে ক্রিয়ায়, জ্ঞানে এবং ভাবে সর্ব্বথা অঙ্গীকার করিতে হইলে পাদদ্বারাই, এবং পাদের আবার পাদচতুষ্টয়ক্রমেই, অঙ্গীকার করিতে হইবে।

জ্ঞানে ও আনন্দে ঐ চারিটি পাদকে কি ভাবে সমাপন করিতে হইবে?

পুনশ্চ, অন্বয় এবং ব্যতিরেক এতদুভয় রীতিতে সিদ্ধ না হইলে কোনও কিছুরই নির্ব্যূঢ় সিদ্ধি হইল মনে করা যায় না।

যেখানে খ গ ঘ আছে (যথা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি) সেখানে ক কিনা তুরীয় আছে, আবার যেখানে খ গ ঘ (যথা বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞাদিরূপ ভাস) নাই, সেখানেও সর্ব্ব প্রপঞ্চোপশমেও 'ক' কিনা তুরীয় আছে—এই ভাবে ক এর (তুরীয়ের) অঙ্গীকার না হইলে ক এর (তুরীয়ের) নির্ব্যূঢ় সিদ্ধি হইল না।

এই অঙ্গীকার (নিজবোধ রূপ অববোধ) আবার সাক্ষাৎ এবং ক্রমিকভাবে দ্বিবিধ।

ক্রমিক স্থলে, শ্রবণে উপপত্তি (কিনা, তটস্থজ্ঞান), মননে প্রতিপত্তি (বিচার-দৃঢ় সিদ্ধান্তরূপে জ্ঞান), নিদিধ্যাসনে সম্পত্তি (তত্ত্বের-সঙ্গে 'সম্পন্ন' যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান, অর্থাৎ পার-দৃশ্বরী অবধি প্রজ্ঞা) এবং সাক্ষাৎকারে নিষ্পত্তি (কিনা, নিঃ = নির্গত বা নির্গলিত হইয়াছে পত্তি, কিনা, পদত্ব যেখানে ; অর্থাৎ, এখানে পাদের পদ্যতার অবসান)।

এইরূপ আনন্দ। আনন্দ-স্বরূপে (অর্থাৎ, অপাদ অমাত্ররূপে) স্বলসিত। কিন্তু সেটির ভান হইয়াও যে হইতেছে না! বাহিরে এবং অন্তরে আনন্দের অলসিত ভাবেই যে বিমূঢ় রহিয়াছি! বিলোমে এই বিমূঢ়তা কাটাইয়া স্বরূপে উপনীত হও! আদৌ, অলসিতের আনন্দখ্যাপন কর। এইটি আনন্দের উপপত্তি বা তটস্থাপত্তি। তারপর, বিলসিতের (ছন্দোগের) আনন্দখ্যাতি হউক্। ছন্দঃ আনন্দেরি বিলসন—এই ভান হোক্। এটি প্রতিপত্তি। কেননা, বিশ্বচ্ছন্দের আনন্দবিলাস রূপটিই আনন্দের প্রতিপত্তি। তারপর, বিশ্বের আদ্যাশক্তি যে আনন্দরূপিণী, মুখ্যপ্রাণ যে আনন্দেরি উল্লসিত, উর্জ্জিত রূপ, এইটির ধারণায় সম্পত্তি। তারপর, স্বলসিত আনন্দে নিষ্পন্ন হও। তখন, কঃ কেন কথং বা পদ্যতে ?

অক্ষর বস্তুর অধিগম অধিভূতাদি পাদচতুষ্টয়েই সম্পাদ্য। এই নিমিত্ত শ্রুতি, প্রকাশমত্ব, আয়তনবত্ত্বাদি কথা বলিয়াছেন।

জপে পাদচতুষ্টয়

জপসাধনায়, বৈখরী হইতে মধ্যমায় প্রবিষ্ট হইলে জপ উপপন্ন হইল। তখন জপ তার test বা proving-টি দেখিতে পাইল। কেননা তৎকালে কেবল বাক্ ও মনঃ নয়, উভয়ের সন্ধি ও সেতু যেখানে সেই প্রাণ জপক্রিয়াটির ছন্দকে স্বয়ং গ্রহণ করিল। জপ সত্যকার—'শ্বাসে শ্বাসে' জপ হইতে চলিল। যে প্রাণনবৃত্তির ফলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শ্বাস চলিতেছে, অনিচ্ছায় বক্ষঃ এবং নাড়ী সমূহ স্পন্দিত হইতেছে, জপচ্ছন্দঃ সেই প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। সুতরাং তখন কমলিকে ছাড়লেও কমলি ছাড়ে না—জপো জাগর্ত্তি।

তারপর মধ্যমা ও পশ্যন্তীর সন্ধিতে যাইয়া জপের 'প্রতিপত্তি' (আপয়িতা, সংবর্দ্ধয়িতারূপ)। পশ্যন্তীতে সম্পত্তি এবং পশ্যন্তীর পারে নিষ্পত্তি। সম্পত্তিতেও অশনায়া, সুতরাং ভয়ের বীজটি দূর হয় নাই। নিষ্পত্তিতে আর কোনও বালাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞেয় ও মেয়র অন্যোন্য এষণা

'ওঙ্কার—এবেদং সর্ব্বম্'—ইহা যখন সত্য, তখন বলিতে হইবে যে ওঙ্কার তাঁর পাদমাত্রা এতদুভয়রূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ, পাদ ও মাত্রা বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত—cosmic functions.

পাদ ও মাত্রা যথাক্রমে সম্পরিষক্ত 'সত্যঞ্চ-ঋতঞ্চ', সত্য এবং ঋতের অভিব্যক্তি বলিয়া, বিশ্বে বস্তুতঃ পাদ ও মাত্রার পরস্পর বিধুরতা বা অব্যাপ্তি নাই। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিয়াছি। যিনি সর্ব্ববিৎ তিনি বিশ্বে সব তাতে পাদ ও মাত্রাকে পরস্পর ওতপ্রোত মিথুনরূপেই জানিতেছেন। তিনি সঙ্গীতের রাগটি জানেন, তালটি জানেন না, অথবা তালটি জানেন, রাগটি জানেন না, এমন হইতে পারে না।

সত্য কিনা, অস্তি আপনাকে পাদরূপে, এবং ঋত কিনা, ঋচ্ছতি, আপনাকে মাত্রারূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সত্যকে যদি পাইতে হয় তবে পাদাশ্রয়ে এবং ঋতকে মাত্রাশ্রয়ে পাইতে হইবে।

পাদও মাত্রা দুয়ে মিলিয়া ছন্দঃ। একটি ফোটা ফুল। ফুলটির অবয়বাদি বিন্যাসে যে ছন্দঃ (structural symmetry etc) সেই একটা দিক্, আর তার ফুটিয়া যাইয়া যে ছন্দঃ রূপায়িত হইতেছে (functional congruity), সেটি হইল আর একটা দিক্।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এ দুয়ের অংশতঃ সমব্যাপ্তি আছে, কিন্তু সর্ব্বতঃ নাই। ফুলটির স্থূল ও সূক্ষ্ম গঠনটি মানযোগ্য হইতেছে, কিন্তু তার গুণক্রিয়াদি সমগ্র ও মৌলিক ভাবে নয়।

তা ছাড়া, আমাদের জ্ঞানে মেয়তা ও জ্ঞেয়তা পরস্পর হইতে দূরে রহিয়া পরস্পরের নিকট হইতে অভিন্ন হবারই প্রয়াস করিতেছে। তফাতে রহিয়া তাদের যেন স্বস্তি নাই। মূলে যে তারা অভিন্ন, পূর্ণ জ্ঞানেও তারা অভিন্ন।

যে স্তরে জ্ঞেয় যাইয়া ভাবিতেছে, এটা জ্ঞেয়ই, পরিমেয় নয়, সেখানে পরিমেয় ছুটিয়া যাইতেছে, বলিতেছে—তুমি কি শুধুই জ্ঞেয়, এই দেখ তুমি পরিমেয়ও বটে। বিজ্ঞানে এই প্রকার জ্ঞেয় ও মেয়র লুকোচুরি খেলা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইতেছি। বিজ্ঞান সূক্ষ্মের দিকে এটম্ পর্য্যন্ত গিয়া মেয়কে বলিয়াছিল—বাস্, এ পর্য্যন্ত তোমার গতি। পরে অবিভাজ্য এটম্ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভক্ত হইল, ইলেক্‌ট্রনাদি আসিল, তখন এটমের ভিতরের মাপ লইতেই নূতন বিজ্ঞান তৈয়ারি হইল—Atomic Physics. ইলেক্‌ট্রনের নিজের মাপ আছে বটে, কিন্তু সেই ছিল মাপের প্রান্তসীমা। এখন, Wave Mechanics ইলেক্‌ট্রনাদিরও আভ্যন্তরীণ জরিপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ফলে, ইলেক্‌ট্রন একটা 'ঊর্ম্মি-গুচ্ছ' ('wave packet'), এবং ঊর্ম্মিটিও কোনও 'বাস্তব ঊর্ম্মি' না হইতে পারে, সম্ভাব্যতার ঊর্ম্মি (wave of probability)। অর্থাৎ থাকা এবং না থাকা—এই দুই সম্ভাবনা—কোটির মধ্যে যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত সম্ভাবনায় 'ঘনত্ব' বেশী সেইখানেই মনে করিতে পারি 'ক' নামক বস্তুটি বা ধর্ম্মটি বিদ্যমান। ঠিক যে কোথায় আছে তা জানিনা। তবে O-বিন্দুতে না থাকার চাইতে থাকার 'ঊর্ম্মিগাঢ়ত্ব' অধিক। অতএব বলিতেছি, 'ক' পদার্থ টি P, Q ইত্যাদি বিন্দুতে না রহিয়া O-বিন্দুতে রহিয়াছে।

জ্ঞেয় (সঙ্খ্যেয়) এবং পরিমেয়ের এবম্প্রকার অন্যোন্যৈষণা উচিতই বটে। কেননা, ওঙ্কারে জ্ঞেয় ও মেয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধে রহিয়াছে।

অর্চ্চ ও অর্চ্চিঃ

এইদুটি ধারাকে (সঙ্খ্যেয় পরিমেয়তার) মিলাইবার প্রয়াসই কেবল বিজ্ঞান নয়, সকল সাধনই তাই।

অতএব জপের সাধনও তাই। জপে স্থূল সংখ্যা এবং সূক্ষ্ম স্পন্দাদিরূপে যেটি পরিমেয়, সেটি প্রথমতঃ বাক্ ও মনের মিথুনীভূত প্রাণরূপে, তারপর প্রাণ ও মহদ্‌বুদ্ধির মিথুনীভূত বিজ্ঞানরূপে, শেষে বিজ্ঞান ও সংবেদনের মিথুনীভূত আনন্দরূপে সঙ্খ্যেয় (সম্যক্ খ্যাতিমান্) হইবে। এই নিগূঢ় 'ফন্ত' ক্রমটির ভাবনা কর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথুনকে পরপর মিথুনে হবন কর।

'অর্চ্চ' শব্দে পূজা বলিলে তো আসল কথাটাই অ-বলা রহিয়া গেল।

অশনায়া জপ 'মহাগ্রাস' (শ্রুতি এ শব্দটিও প্রয়োগ করিয়াছেন, এটি মৃত্যুকেও গ্রাস করিয়া থাকে—'মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্') তো কিছু বাদ দেয় নাই।

যজ্ঞের যেটি অশ্ব সেটি তো অ+শ্বঃ, এখন আছে, কাল রহিবে না। ইহার যেটি মেধ, সেটি তো মহাগ্রাসে পড়িয়া হইয়াছে মা+ইধ্ (ইন্ধ্), অর্থাৎ তার ইন্ধনত্ব তিরোহিত হইয়াছে, যেমন ভস্মীভূত ইন্ধনে দেখি। সে বিশ্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা অশ্বের আবার ইন্ধনত্ব হইবে কিরূপে? মেধ কিরূপে হইবে মেধস্ (মেধাঃ)—যে তপসা এবং মেধসা মহাগ্রাস হইতে আবার সৃষ্টি যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? ঐ 'স্' অথবা বিসর্গটি কিরূপ?

সেটি হয় ঐ 'অর্চ্চ' দ্বারা। অর্চ্চ হইতে অর্চ্চিঃ এবং অর্ক দুইই।

অর্চ্চকে প্রাণের এক মুখ্যবৃত্তিরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর। তবে না তদ্দ্বারা 'উপাসনা' হবে, আত্মন্বী, মনস্বী ইত্যাদি অস্তিপ্রত্যয় প্রতিযোগী যে সত্য তাতে পাদে ও মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে, মহাগ্রাস কবলমুক্ত হয়ে।

অর্ক, অপ্ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা। সর্ব্বকর্ম্মসু অপের অপেক্ষা কেন?

ঋ ধাতুর অর্থ গতি, ব্যঞ্জনা ঋতম্। ঋকারের গুণে অর্, (অদেঙ্ গুণঃ)। এ গুণের ফলে কি হইল? ঋ মূর্দ্ধন্যমাত্র ছিল, সেটি কণ্ঠ্যমূর্দ্ধন্য হইল; অর্থাৎ, যেটি চরমব্যাহৃতি মূল অস্তিরূপে (অথবা নাস্তিরূপে) আত্মসংবৃত ছিল, সেটি আপনাকে সপ্তব্যাহৃতির (কণ্ঠ হইতে মূর্দ্ধা সকল ভূমির) সম্ভাবনাটি করিল। সম্ভাবনা, কিন্তু কার্য্যতঃ কি? ঐ অর্চ্চের 'চ', যেটি তালব্য। অর্থাৎ, সম্ভাবনারূপে অস্তিতারূপ সপ্তখ্যাতির প্রসজ্যমানতা ঘটিলেও কার্য্যতঃ আসিল চরমের ঠিক নিম্নের ব্যাহৃতি বা খ্যাতিটি। সেটি কি? তপঃ। এই তপে আসিয়াই অর্চ্চ হইল অর্চ্চিরাদি (বর্চ্চঃ, তেজঃ, উর্জ্জঃ ইত্যাদি)।

'কং' কাহাকে এ অর্চ্চিঃ বরণ করিবে? আত্মসংবেদনরূপ যে সুখ তাকেই। ইহাই মূল অর্ক বা অগ্নি যাতে অশ্বের মেধটি নিখিল সৃষ্টির গোড়ায় মেধস্ বা মেধারূপে পরিণত হইবে।

সুষুপ্তি থেকে যখন জাগরণে আস তখন অশ্বের মেধসমূহ হইল অব্যক্ত অবিবিক্ত সংস্কার রাশি। কোন্ অর্চ্চিঃ বা অর্ককে বরণ করিয়া এই অনিন্ধন মেধসমূহকে ইন্ধন করিয়া তোমার জাগরযজ্ঞটি আরম্ভ কর তাহা ভাবিয়া দেখ। সুষুপ্তির ভঙ্গে তুমি আত্মন্বী হও, মনস্বী হও কিভাবে?

আত্মসংবেদন (যেটিতে কংরূপে সুষুপ্তির ঘনপ্রজ্ঞ অবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছিলে), সেটিকে জাগৃতিতে অর্করূপে পাইলে কি করিয়া?

একবারেই পাও নাই! মধ্যে অপ্, যেটি ঐ ঘনীভূত 'কং'কে রসরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঋতায়িত' করিয়াছে। অপ্ কি জল? তেজের পরে তো অপের উৎপত্তি শুনি। তবে?

এ অপ্ পঞ্চভূতের অপ্ নয়। ব্যাকরণের রীতিতে এ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনে প্রয়োগ কর, কিন্তু আসলে এটিও রহস্য সঙ্কেত।

অ+প্=কণ্ঠ্য+ওষ্ঠ্য। বাক্‌রূপ প্রাণ অগ্নি যে আধারে উত্থিত হইয়া সমন্তাৎ বিস্তারিত হইতে গেলেন, 'প' তাকে সংবৃত, রুদ্ধ করিতে গেল। এর ফলে মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্রের সৃষ্টি। যে শক্তি সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহিতেছে, মন্ত্র তাকে বলে—তুমি এই বীজের মধ্যে সংহত হও, ঘনীভূত হও; যন্ত্র বলে, তুমি আমার মধ্যে গাঢ় হও বা বেগবতী হও; তন্ত্র বলে, তুমি আমার মধ্যে ছন্দঃ শাসিত হও।

এই অপ্‌টিকে না পাইলে তো কোন যন্ত্রই চলে না, কোনও মন্ত্রই সিদ্ধিদ হয় না, কোন তন্ত্রই কুশল হয় না।

সুতরাং, এই অপ্‌কে পাইয়াই অশ্বমেধের যেটি অর্ক তার অর্কত্ব।

'তপঃ' এবং 'সত্যং' এই দুই ব্যাহৃতির ভানে খ্যাতির যে গ্রামে বা ভূমিতে যাইতে হয়, সে ভূমি মহাসমন্বয়ী ছন্দের অধিকারে। 'মহা' ও পরমের' সীমানাও এখানে। সীমানার পারে আর ভাষা নেই। মহাসমন্বয়ীর স্থান বলিয়া সত্যে সবকিছু ভেদ এবং দ্বন্দ্ব অবিরোধে, পরস্পরে সন্ধি করিয়া বিদ্যমান (অস্তি)। অথচ, প্রত্যেকের পূর্ণ ও শুদ্ধরূপটি সেখানে। পূর্ণ ও শুদ্ধ বলিয়াই সকল ভেদ ও দ্বন্দ্বের সন্ধি সমন্বয়। নীচের ভূমিতে অসঙ্গতি ও বিরোধ এই কারণে যে কোন কিছুরই পূর্ণ ও শুদ্ধরূপটি তথাকার খ্যাতিতে মিলিতেছে না। গোলাপটি আমার প্রিয়, কাঁটাটি তার অপ্রিয়; কালবৈশাখীর বর্ষণটি ভাল লাগে, ঝড়ে প্রমাদ গণি। পূর্ণ চিত্রটিতে গোলাপের কাঁটা, বৈশাখীর ঝড়—চমৎকার সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। তাদের বাদ দেবার যো নেই। এই কথাকয়টি খোলসা করিয়া বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ

বিশ্বব্যাপারের স্থিরলেখরূপ আধার তো আছেই। 'সর্ব্বং ক্ষণিকং' মনে করিলেও রেহাই নেই। তাই, 'ছায়ারূপেণ সংস্থিতা'র সঙ্গে আধাররূপে 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'; 'বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা'র সঙ্গে 'স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা'। কি বিজ্ঞান, কি প্রজ্ঞান উভয় দৃষ্টিতেই অতীত অনাগত বিশ্বের ধ্রুবলেখরূপ 'সত্য লোক'টি আবশ্যক। নহিলে দুয়ের কাহারও সম্যক্ উপপত্তি হয় না। বিজ্ঞানের Principle of Conservationএর মূল এখানে। জড়ের মূল বস্তুতে Memory বা স্মৃতির মতো একটা কিছু আছেই। প্রজ্ঞানে মহান্ ও সূক্ষ্ম, সমূর্দ্ধ ও সমকালিক বা অক্রমিক জ্ঞানের ভূমিটিও এখানে। এটি সে যুগের ঈথার অবশ্যই নয়। 'লোক' বা 'খ্যাতি' বলা হইয়াছে এটিকে। গণিতে 'locus'এর সঙ্গে তুলনা করিও। যেমন, ধর দুটি বিন্দু। একটি ধর ধ্রুব (স্থির) আছে; অপরটি চলিতেছে। যদি সেটি এমন ভাবে চলে যে ধ্রুববিন্দুর সাথে তার দূরত্ব বরাবর একই থাকে, তবে সে সচল বিন্দুর গতিপথটি কি? বৃত্ত, যার কেন্দ্র ঐ ধ্রুববিন্দু। যদি বলিতাম—আচ্ছা, ঐ সচল বিন্দুটি এক ধ্রুববিন্দু এবং এক ধ্রুব রেখার সঙ্গে দূরত্ব বরাবর সমান বজায় রাখিয়া চলিবে, তবে তার গতিপথটি বৃত্ত না হইয়া প্যারাবোলা হইত ইত্যাদি। এখন, এই 'লোকসে'র ভাবটিকে কাষ্ঠায় লইয়া যাও। প্রশ্ন কর—বিশ্বের সব কিছু চলিতেছে, আসিতেছে যাইতেছে, নাইও হইতেছে, কিন্তু এমন কিছু কি নাই যার সম্পর্কে সে সবই আছে? রবীন্দ্রনাথের সেই 'কণাটুকু যেথা না হারায়' এমন কোনও বিপুল অব্যয় ধাম নাই কি? এ প্রশ্নের 'হাঁ' উত্তর দিতে হইবে। অন্যথা বিশ্বব্যবস্থাটাই অচল।

সত্যলোকখ্যাতি

আর তারা কিভাবে আছে? 'বীজ', 'সংস্কার', 'potential' এই সব নাম দিয়া থাকি। কেননা, আমাদের 'খ্যাতি' (Experience) ওখান পর্য্যন্ত যায় না। বীজকে বীজই বলি কেন? বীজের মধ্যে পাদপের আকৃতি, শক্তি, ছন্দঃ ও সত্তা—এর কোনটাই প্রত্যক্ষ করি না বলিয়া। প্রত্যক্ষ করিলে হয়তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীজই বলিতাম না। নিখিলের বীজ আধাররূপে ওটি 'জনিপ্রত্যয়ের' বিষয়। তা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কিন্তু 'অস্তি' এই খ্যাতি (actual experience) রূপে 'সত্যম্'—পূর্ব্বালোচিত 'ধ্রুবলেখাধার'। 'লেখ' কথাটাও ব্যাপক অর্থে (আকৃতি, ছন্দঃ প্রভৃতি) অর্থে লইও। আমাদের খ্যাতিতে যেটির অনুমান করি, উর্দ্ধতন খ্যাতিতে তাকে পূর্ণ, পূর্ণতর রূপে প্রত্যক্ষ করি। যিনি সত্যলোক খ্যাতিতে অধিষ্ঠিত, তাঁর সম্পর্কে তাঁর 'লোকে' শুধুই বীজগুলিই আছে ভাবিও না, বীজ-অঙ্কুর-প্ররোহ-পাদপ সব কিছুই আছে। প্রথম খণ্ডের ২য় পরিশিষ্টের চিত্রটিও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

লোক ও লোকস্—দৃষ্টান্ত

এখন ভাবিয়া দেখ—'অস্তি প্রত্যয়ের প্রতিযোগী' বলিতে ঠিক কি বুঝিতে হইবে। ধর, এইক্ষণে কোনও অনুভবটি হইল। পরক্ষণে আর সেটি নাই। যেটি 'অস্তি', সেটি হইল 'নাস্তি'। বটে, কিন্তু সেটিকে পরে কোন সময় স্মরণ করিতে পারি। কাজেই, সেটি একান্তভাবে তো চলিয়া যায় নাই, কোন না কোন ভাবে 'অস্তি'। সেভাবে সেটিকে সংস্কার ইত্যাদি যা বলিবে বল। প্রশ্ন—কোথায় অস্তি? এই মস্তিষ্কের উপাদানে? Brain Substanceএ? তা বলায় অনেক মারাত্মক দোষ আসে। জন্মান্তর স্মৃতি ইত্যাদির তো কোনই উপপত্তি হয় না। 'সংযমের' দ্বারা পূর্ব্বজাতিস্মরণ, প্রকৃত্যাপূরণ প্রভৃতি অনেক কিছুই ঐ 'মস্তিষ্ক বাদে' বাদ পড়িয়া যায়। সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হয় যে—এমন এক মহাবিপুল কোনও 'লোক' (locus) এবং 'খ্যাতি' (Ground Experience) রহিয়াছে, সেখানে সবকিছু ঘটনা, অনুভূতি, কল্পনা (সত্য-মিথ্যা নির্ব্বিচারে) আপন আপন 'বীজ' বা সংস্কারটি রাখিতেছে। মনে অথবা বাহিরে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, সে সবই (সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক) ঐ মহাবিপুল লোকে বীজরূপে অস্তি। যেমন বায়স্কোপের ছবির রীল। রীলে সূক্ষ্মভাবে সমগ্র ভূত, বর্ত্তমান ও অনাগত ছবি জড়ান আছে। আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, স্কোয়ার ট্রাঙ্গল ইত্যাদিও অস্তি—কেননা, কল্পনায় অথবা কথায় তারা আসিয়াছে, আসিতে পারে। এ'লোক'টিকে 'মহাবিপুল' বলা হইল এই নিমিত্ত যে—সৃষ্টির আদিতেও 'যথাপূর্ব্বং অকল্পয়ৎ'—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন পূর্ব্বে ছিল সেইভাবে সৃষ্টি কল্পিত হইল। কোথায় ছিল, যেখান থেকে সে সব স্মৃতিতে বা ধ্যানে পুনরায় আসিতেছে? কাজেই, অস্তিতার—যারা চলিয়া গেল তাদেরও কোন না কোন ভাবে থাকার—একটা আধারপট (Background) অবশ্যই মানিতে হয়। আগেকার দিনে বৈজ্ঞানিকেরা এক Perfectly Elastic Æther মানিতেন। সেরূপ ঈথার বর্ত্তমানে প্রায় অচল। কিন্তু আমরা যে লোকের কথা বলিতেছি তার Elasticity বা স্থিতি-স্থাপকতা অদ্ভুত! সম্ভব অসম্ভব এমন কিছুই নাই, যাহা আপন 'স্থিরলেখাটি' ঐ অদ্ভুত আধারপটে না রাখিতেছে। এখানে বাস্তব-অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভবের দ্বন্দ্ব নাই। মনে হোক, বাহিরে হোক, কল্পনায় হোক কিংবা কেবল বাক্যেই হোক, এখানে সবকিছু অস্তি। বিশ্ব তো অতীত, বর্ত্তমান, অনাগত ভাবে চলিতেছে। কিন্তু তার এক এবংবিধ 'স্থির সমগ্র-লেখ' এক অস্তিতার লোক (যথার্থ অর্থে) আছে বলিয়া না রক্ষা! না থাকিলে নিয়ত-পরিণামিনী বিশ্বপরম্পরা তার কাঠামো'টা বজায় রাখিত কোথায়, কিভাবে? তার অন্তর্গত ঘটনাপুঞ্জ (Events) তাদের ছাপ' (impression, record) রাখিতই বা কোথায়? কর্ম্মের সংস্কার, অপূর্ব্ব' ইত্যাদি কিভাবে সম্ভাবিত হইত? রীলে করে গান, জারম্প্ল্যাজমে সংস্কার—এ সবই ঐ অস্তিতালোকেরই [illegible]র এবং তাহারই দৃষ্টান্ত।

জপ-অনুধ্যানাদির সমগ্র লেখ

জপ-অনুধ্যানাদিতে ক্রিয়ার সমগ্র লেখটি (Complete picture) আমরা তো দেখি না। তাই, হয় হতাশ (despondent) হইতে থাকি, নয়তো মুচাশ (complacent) বা স্ফীতাশ (over-confident) হই। জপ-কর্ম্মের সমগ্র চিত্র দৃষ্টিতে ফুটিলে দেখিতাম—একটি অক্ষর, একটি ক্ষুদ্র স্পন্দনও 'লোপাট' হয় নাই, আছে; সঞ্চিত, রক্ষিত হইয়া আছে। থাকার ঠাঁই —ঐ সত্যলোক। সে ঠাঁই একটা যেন Eternal Now, যার কুক্ষিতে অতীত-অনাগত সংপ্রবিষ্ট। আচ্ছা, তা না হয় হইল। কিন্তু এই বিপুল অস্তিতার জঠরে ভাল-মন্দ, মিত্র-বৈরী, কল্পনা-জল্পনা, অসম্ভব-আজগুবি—সবই তো আছে! সেখানেও কি একরাশ ভূষির গাদায় গোটা দুই চার শাঁস বেমালুম মিশিয়া আছে? সত্যলোক তো দেখিতেছি এক নিরপেক্ষ 'অস্তি'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা 'আছে'র দেশ ; সে দেশটি neutral—ভাল-মন্দ বেছে ঠাঁই তো সে দেয় না! তবে ? সেখানে যেয়ে লাভটা কি ? আমার জপকর্ম্মের আগা-গোড়া পূরো চেহারাটা সেখানে পাইলাম। কিন্তু, অন্তরাত্মা জানেন—এতদিন জপে বসিয়া মনের ঘরে কি পাপই না করিয়াছি! সে ভরা পাপের নরক দেখে কি লাভ ?

সমগ্র লেখ পাইয়া কি লাভ ?

মা ভৈঃ—আশ্বস্ত হও। ভুলিও না যে সত্যলোক ব্যাহৃতির চরম ভূমি। কাজেই, শ্রীশ্রীধূমাবতী তাঁর হাতের কুলো ওখানে ফেলেন তো নাই-ই, বরং কুলোর কর্ম্ম সেখানে তার সামর্থ্যের কাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ, সেখানে শাঁসও আছে ভূষিও আছে বটে, কিন্তু মোটেই মিশিয়া নাই। শাঁস শুদ্ধ অবিমিশ্র ভাবে 'ব্যাহৃত' রহিয়াছে। শাঁসে ভূষিতে তাল-গোল হবার জো মোটেই আর নাই। অর্থাৎ, সঙ্কর—যে সঙ্কর 'নরকায়ৈব'—তার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সঙ্কর হওয়াতেই তো যত গোল, যত বিপদ্! সত্য খ্যাতিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম—এই আমার জপের নাম অস্তি—শুদ্ধ স্বমহিমায় অস্তি; আর ঐ আমার অপরাধও অস্তি। সেও মহাবল অসুর বিক্রমে ? না। তার বিক্রম ঐ সঙ্করে, যাহা দূর হইয়াছে—completely isolated হইয়াছে। শুদ্ধে সে 'অপাস্ত'। পলাইতে পাইলেই সে বাঁচে, কিন্তু অস্তির কুক্ষি থেকে যে মুক্তি পাইতেছে না। আগে এই লোক সম্বন্ধে দুটি নিরূপক বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—স্থির ও সমগ্র। আরও একটি দাও—অমিশ্র বা তন্মাত্র। অবিমিশ্র নাম যে কি অদ্ভুত বস্তু তা এখানে সাধন পৌঁছিলে তবে খাঁটি করিয়া বোঝা যায়। একটি নামাক্ষরে পর্ব্বতপ্রমাণ অশুভ সংস্কারাদি তুলার মতো নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়! শ্রীভগবানের নামাষ্টকের মধ্যে একটি নাম—সত্য। এই নামের কৃপা হইলে, বুঝা যায়—নামই সত্য, আর বিরোধী যা কিছু সে সব থাকিয়াও অসত্য। বস্তুতঃ এই খ্যাতিতে না আসা পর্য্যন্ত কোন কিছু খাঁটি খাঁটি সত্যও হয় না, মিথ্যাও হয় না। সুতরাং সত্য এমন এক খ্যাতি যেখানে সমস্ত কিছুই তার শুদ্ধ ও পূর্ণরূপে ধ্রুব (= অস্তি)। এই তিন নিরূপকের পরীক্ষা পরে সবিশেষ হইবে। ধ্রুবের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ (যদি থাকে তো) বিচার করিতে হইবে। তবে—'অস্তি প্রত্যয়' পদটা লক্ষ্য করিও। প্রতি+ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধাতু থেকে প্রত্যয়। কাজেই অস্তিতায় যাহা রহিয়াছে এবং যাহা যাইতেছে—এই দুই ভাবেরই অন্তর্ভাব উহাতে। সত্যলোকটি static অথবা dynamic —এই সমস্যার বিচারও প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া থাকে।

সত্যলোক স্থির কি অর্থে? Basic Brain : Cosmic Memory

সত্যলোকের যে 'চিত্রলেখ' সেটি স্থির এই অর্থে যে তথায় যাহা 'রেখাপাত' করিয়াছে, সে রেখা রহিয়াই যায়, কদাপি মুছিয়া যায় না। ইহা এক Cosmic Reservoir of pictures and patterns, impressions and vestiges, seeds and potentials experienced as existent. আমাদের এই Brain এর মতো। কাজেই, একে Cosmic Brain অথবা Basic Brain একভাবে ভাবিতে পারা যায়। আমাদের Brain তো static নয়; নূতন 'রেখাপাত' তাতে সর্ব্বদাই হইতেছে। সত্যলোক সম্বন্ধেও সেইরূপ ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক। এটি শেষহীন, অন্তহীন নিত্য নূতনকেও ঠাঁই দিয়া চলিয়াছে! এ এক অদ্ভুত রহস্য! এক সাধারণ মানুষের আর এক মহাপণ্ডিতের Brain তুলনা কর। ওজনে বা আকৃতিতে সামান্যই তফাৎ। কিন্তু শেষোক্তটি ঠাঁই দিয়াছে কত না বিশাল বিদ্যাবৈভব! চতুর্থ ব্যাহৃতি যে মহঃ, সেখানে আসিয়া শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি তাদের সচরাচর পরিচিত চেহারা ও ধরণধারণ বদ্‌লাইয়া ফেলে। তখন তাদের আর আমরা সাধারণ মামুলি ফরমূলায় ফেলিতে পারি না। এখানে আসিয়া আমরা এক Basic Dynamics এর এলাকায় উপনীত হই—এক মৌলিক ছন্দোবিজ্ঞান।

Basic বলাতে ব্যঞ্জনা কতদূরে লইয়া যায়?

ইহার ব্যঞ্জনা যে কতদূর পর্য্যন্ত তাহা একটা দৃষ্টান্ত লইয়া ভাবনা কর। ধর "ওম্" অথবা "হরিবোল্" অথবা "আল্লাহ্" এইরকম ভগবানের কোন নাম জপ করিতেছি। জপের যেটি ধ্বনি অথবা যেটি ভাব সেটিকে স্থূলভাবে দেখিলে ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই মনে হয়। কণ্ঠযন্ত্রের (Larynx প্রভৃতি) কোন এক বিশেষ প্রকারের স্পন্দন জন্য ঐ ধ্বনি হইতেছে। স্পন্দনটি থামিয়া গেলে ধ্বনিটিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর থাকেনা মনে হয়। কিন্তু এরূপ ক্ষণস্থায়ী স্পন্দন এবং তজ্জন্য যে ক্ষণস্থায়ী ধ্বনি তদ্দ্বারা শব্দের যে অসীম ও অমোঘ শক্তি সেটি লব্ধ হইতে পারে কি প্রকারে? সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হয় যে স্পন্দনটিও সত্যসত্যই বিরত হয় নাই এবং তজ্জনিত ধ্বনিটিও একান্তভাবে শেষ হইয়া যায় নাই। উভয়ই সূক্ষ্মতার এমন এক স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে যেখান পর্য্যন্ত আমাদের অনুভূতি সচরাচর যায় না। অর্থাৎ স্পন্দনটিও ধারারূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিতেছে এবং তজ্জনিত ধ্বনিটিও তদনুপাতে এবং তদনুরূপ ভাবে চলিতেছে। আমাদের সাধারণ apparatus কে যদি বলি A_1, তবে অবশ্য A_2 A_3 A_4.....এইভাবে ক্রমিক সূক্ষ্মগ্রামের কতকগুলি apparatus স্বীকার করিতে হয়। A_1 এর স্পন্দন যখন বাহ্যতঃ নিবৃত্ত হইল, তখন A_2 এর স্পন্দন আরব্ধ হইল। অর্থাৎ প্রথমটির স্পন্দন সূক্ষ্মতার কোন এক গ্রামে আসিলে সে সেটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টি তার দেওয়া স্পন্দন নিজে চালাইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

সূক্ষ্মগ্রামে প্রতিপূরণ আপূরণাদি

শুধু চালাইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে এমন নয় সেটিকে Resonance effect ইত্যাদির দ্বারা বর্দ্ধিত ও সমৃদ্ধ করিতেও প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে দ্বিতীয় যন্ত্রটির কর্ম্ম যখন সমাধা হইয়া আসে, তখন তৃতীয় যন্ত্র বা A_3 উদ্বুদ্ধ হইয়া অনুরূপ ভাবে ক্রিয়াটিকে চালু করিয়া লয়। এইরূপ ক্রমবিন্যস্ত যন্ত্রপরম্পরার কল্যাণে গোড়ায় যেটি একটি সাধারণ স্পন্দন এবং তজ্জনিত উচ্চারিত ও শ্রুত ধ্বনি মাত্র, সেটি এক অতি সূক্ষ্মগ্রামের এবং মহাশক্তিশালী স্পন্দনে ও ধ্বনিতে ('Silent Sound' of tremendous potency) পরিণত হইতে পারে। তখন সাধারণ ধ্বনি অথবা sound, supersonics এর পর্য্যায়ে গিয়া উপনীত হয়। এরূপ ধ্বনিকে আমরা আগে 'মহারাব' রূপে চিনিয়াছি। মহর্লোকের সিংহদ্বার অবারিত না হইলে এই "হত দৈত্য মহাবল মহারাবের" সন্ধানটি মেলেনা। এই বিশ্লেষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে আমাদের এই কারবারী স্থূল যন্ত্রের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতর ও মহত্তর যন্ত্র পরম্পরা বিন্যস্ত রহিয়াছে। এদেশের রহস্য বিজ্ঞান তাহাদের ষট্‌চক্রাদি নামকরণও করিয়াছে। কিন্তু সচরাচর এই সূক্ষ্ম অথচ সমর্থ পর্য্যায়ের আন্তর যন্ত্রগুলি (Inner apparatus) উদ্বুদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির যে channel অথবা মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল যন্ত্রে উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে, সেই মার্গের সাধারণ নাম যদি দেওয়া যায় সুষুম্না, তবে জীবের সাধারণ ব্যবহারে ও অনুভূতিতে ঐ সুষুম্না মার্গের মুখ অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে এক প্রবল রোধিকা শক্তি। সাধনের উদ্দেশ্য ঐ রোধিকা শক্তিকে প্রসন্ন করিয়া সেটিকে সাধিকা শক্তিতে পরিণত করন।

আন্তর যন্ত্রগুলির আপন ছন্দঃ

ঐ সকল সূক্ষ্মগ্রামের যন্ত্রপরম্পরা (A_1 A_2 A_3.....) কেবলমাত্র যে কোন ক্রিয়াকে ধারারূপে অবিচ্ছেদে চালাইবার নিমিত্ত রহিয়াছে এমন নয় পরন্তু ক্রিয়াটিকে শক্তিতে, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় উত্তরোত্তর গরীয়সী ও মহীয়সী করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত আছে। কিন্তু চাই সাধকের আপন আস্পৃহা ও প্রয়াসের দ্বারা ঐ আন্তর যন্ত্রগুলির জাগৃতি ও প্রস্তুতি সংসাধন। ঐ যন্ত্রগুলি যে নিয়মে পরস্পরে শক্তি বিনিময় এবং আপূরণ কর্ম্মটি করিয়া থাকে, তাকে আমরা সাধারণ Dynamics এর formulaর ভিতরে সর্ব্বথা পুরিতে পারিনা বটে কিন্তু এটা স্থির যে, তাদেরও এক নিজস্ব Dynamics আছে যেটিকে আমরা Basic Dynamics নাম দিয়াছি। বর্ত্তমান আণবিক বিজ্ঞানে এই Basic Dynamics এর কিছুটা আভাসও আমরা পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। স্থূলভূতবিজ্ঞানের সূত্র ও ছন্দঃগুলি সূক্ষ্ম আণবিক বিজ্ঞানে সর্ব্বথা প্রয়োজ্য হয় না দেখিতেছি।

বিশ্বক্ষেমের মহাভাণ্ডার

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় এটি লক্ষ্য করিলাম যে কোনও স্পন্দন এবং তজ্জনিত ধ্বনি অথবা ভাব ক্ষণিকের মত মনে হইলেও সত্য সত্যই ক্ষণিক নয়। এমন এক লোক অথবা ভূমি অবশ্যই রহিয়াছে যেখানে বিশ্বের প্রতিটি স্পন্দন প্রকাশ্যে অন্তর্হিত হবার মত হইয়াও অবিনাশীভাবে নিজেকে রক্ষা করিয়া থাকে। শুধু আবার তাহাই নয়—স্পন্দনটি যদি কোন ক্রমবিন্যস্ত যন্ত্র-পরম্পরার সাহায্যে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর, মহত্তর এবং বীর্য্যবত্তর হইতে থাকে, তবে সে সমস্ত ফল বা effectsগুলি সঞ্চিত ও রক্ষিত হবার অবশ্যই এক ঠাঁই বিদ্যমান আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ঠাঁইটি হইল বিশ্বের সব কিছু পদার্থের এবং ঘটনার Conservation, Summation বা Accumulationএর Plane. এ Planeটি না থাকিলে বিশ্বের সব কিছুই ক্ষণিক, চপল, তুচ্ছ, অসার। সমস্ত কিছু রক্ষা এবং সঞ্চয়ের এই মহাভাণ্ডারটি না থাকিলে জীবনই বা কি, সাধনই বা কি, সিদ্ধিই বা কি! এইটি হইল সত্যলোক অথবা খ্যাতি।

সত্যলোককে বিশ্বের সম্বন্ধে 'সমগ্রা স্মৃতির' স্থান বলাতে এ যেন মনে না হয়—এটি এক বিশাল, বিরাট্ যাদুঘর, যেখানে যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার 'সংস্কার' গুলিই (relics, fossils ইত্যাদি) রক্ষিত হইয়া থাকে, তা নয়। এটি প্রাণ ও চেতনার অভিব্যক্তির এক উর্দ্ধতম খ্যাতি। কাজেই, নিখিলের (সত্যমিথ্যা, বাস্তব-কল্পিত সব কিছুরই) কেবল সংস্কার (রীল) নয়, পরন্তু স্মৃতিও (সমগ্র ছবি—বীজ থেকে পাদপ পর্য্যন্ত পর পর সকল পরিণতির) রহিয়াছে। সুতরাং সমগ্র স্মৃতিও জ্ঞান সে ভূমিতে সিদ্ধ। যেহেতু, এ ভূমিতেও পরিণতি রহিয়াছে, চিত্রপট এবং তাদের 'রীল' দুয়েরি ক্ষেম (রক্ষা—conservation) এবং যোগ (addition and alteration) দুই-ই হইয়া চলিয়াছে, কাজেই, এই সমগ্রা স্মৃতি ও জ্ঞানের লোকটিকে 'ধ্রুবা স্মৃতি' এবং পূর্ণজ্ঞানের ভূমি বলা যায় না। এইজন্য, এখানে যে বিশ্ববোধের লেখ (picture) সেটি (পূর্ব্বোক্ত অর্থে) স্থির বটে, কিন্তু ধ্রুব নয়; এবং জ্ঞানও সমগ্র বটে, কিন্তু পূর্ণ নয়। আবার যেহেতু, এখানেও সত্য-মিথ্যাদি 'অমিশ্র' বা অসঙ্কীর্ণ (unconfused) রহিয়াও ঠিক তত্ত্বতঃ নিরূপিত ও ব্যবস্থিত হইয়া নাই (অর্থাৎ যেহেতু এখানেও সব কিছুর validity এবং value এ দুয়ের পরিপূর্ণ সমাধান হইয়া যায় নাই), অতএব এ 'লোক'কে খাঁটি 'শুদ্ধ'ও বলা যায় না। ধ্রুব, পূর্ণ ও শুদ্ধ—এ তিন লক্ষণ এখানেও পুরাপুরি (finally) পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং এখানে আসিয়াও 'অতঃ কিম্'এর সম্মুখীন হইতে হয়।

বিষয়, সম্বন্ধ, ভাব বা ব্যঞ্জনা, সত্ত্ব এবং তত্ত্ব (content, relation, meaning, reality and absoluteness)—এ পঞ্চ পাদে জ্ঞান পূর্ণ ও শুদ্ধ হইয়া থাকে। সত্যলোকে এই পঞ্চপাদ লক্ষ্যের নৈকটিক (approximate) হইয়াও লক্ষ্যে সর্ব্বথা প্রবিষ্ট (consummated) হয় নাই। সেখানে এখন পর্য্যন্তও 'আপূর্য্যমাণতা', 'সিষাধয়িষা' (আপনাকে সিদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা) বর্ত্তমান। এক Dynamic Series আপনাকে work out

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া চলিয়াছে ; এ পর্য্যন্ত তার সমগ্র আকৃতিটিও দেখিতে পাইয়াছে ; আপন নিয়ামক ছন্দেরও কথঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়াছে ; যে পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ ফল constant perfect value তে যাইয়া সেটি চরম বিশ্রান্তি লাভ করিবে, তার আভাসও মিলিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেই ধ্রুব পরিপূর্ণ ফলটি এখনও লব্ধ হয় নাই, সুতরাং চরমবিশ্রান্তিটিও ঘটে না। সত্য লোকের খ্যাতিতে আসিয়া বিশেষভাবে ঐ পঞ্চপাদের শেষ দুইটি পাদ—সত্ত্ব এবং তত্ত্ব—সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্খা রহিয়া যায়। সত্যলোকে যিনি সিদ্ধ, তাঁর পক্ষেও এক চরম ও পরম সাধনার অপেক্ষাটি রহিয়া যায়। সেটি হইতেছে এই—ধ্রুব, শুদ্ধ এবং পূর্ণ সৎ (Reality) কি বস্তু ? এবং যেটি সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও অপর অপেক্ষাহীন বস্তু (Absolute,) সেটিই বা কি পদার্থ ? সুতরাং সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত সাধকের সাধন হইতেছে—"ওঁ তৎসৎ" এই ব্রহ্ম মন্ত্র এবং পরম ভাবের সাধন। সাধনের এই চরম ভূমিটি এখনও অধিগত না হইলেও ইহা স্থির যে যে-সাধক সত্যখ্যাতিতে অধিষ্ঠিত তাঁর মধ্যে স্মৃতি, জ্ঞান, মেধা, তপঃ, বীর্য্য এবং তুষ্টি এই এই সকল ঐশ্বর্য্যের এক বিপুল ও মহান্ বিকাশ অবশ্যই হইয়াছে। এবং যেহেতু এই সত্যখ্যাতিটি ব্যাহৃতি সপ্তকের শেষ খ্যাতি, অতএব এই খ্যাতিতে অভ্যুদয় সংঘটিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব খ্যাতির যাহা কিছু দৈবী সম্পদ্ সে সবই (gathered) এবং সংহত (integrated) হইয়া যায়।

আগে যে Dynamic Seriesএর কথা হইল, সেটি যদি কূর্ম্মাঙ্গন্যায়ে একবার সঙ্কুচৎ (convergent) আর একবার প্রসরৎ (divergent) ভাবা যায়, তবে সমগ্রভাবে, এটি প্রকৃতিরই আকৃতি। কাজেই, সত্যলোকে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি প্রকৃতিজিগীষু, এবং প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তে প্রকৃতিজয়ী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খ্যাতিতে অস্মিতাদি জিত হইয়াছে ভাবিতে হইবে। রসাশ্রিত সাধনে সত্যখ্যাতি অলসিত-উল্লসিত-বিলসিত রসের সমগ্র লেখটি দেখাইতে চায় ; কিন্তু স্বলসিত রসে (ভূমায়) সে স্বয়ং প্রবিষ্ট হয় না। সত্যখ্যাতিতে ভেদাভেদ অচিন্ত্য হইয়াও আছে ; এবং সেইভাবে খ্যাতিও আছে।

২৫। ভূরাদিভিরনন্তবত্ত্বম্ ॥

অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ-সমুচ্ছেদাদ্যসম্ভবাৎ।
আনন্ত্যং ব্রহ্মণি স্যাদ্ধ্যনন্তবত্ত্বং তু সপ্তসু ॥৬৮॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬। অর্চ্চিরাদিভি র্জ্যোতিষ্মত্ত্বম্ ॥
অগ্নৌজ্যোতিষ্টমস্ত্যেব কৃষ্ণবর্ত্মাপি স তথা।
ঊর্দ্ধগেন তেজসাগ্নি র্নির্ধূমঃ সোঽর্চ্চিরেবতু।
অস্মাদভ্যুদয়াদগ্নি র্যাত্যর্চ্চিরাদিমার্গতাম্ ॥৬৯॥

২৭। অক্ষাদিগ্রহণভূয়স্ত্বেন প্রকাশমত্ত্বম্ ॥
সমীক্ষা চ পরীক্ষা চান্বীক্ষেতি লৌকিকাদৃশিঃ।
বোধিশ্চর্ত্তম্ভরা প্রজ্ঞা সম্বোধিশ্চাপি যোগজা।
আধ্যাত্মিকা ইমাঃ নর্ব্বাঃ সন্ত্যাধিভৌতিকাদয়ঃ।
হেয়োপাদেয়তাহীনা স্বতঃসিদ্ধা দৃশির্মতা ॥৭০॥

২৮। কায়াদিভিরায়তনবত্ত্বম্ ॥
আয়তনানি সত্যস্য সপ্তকায়াদিষু ক্রমাৎ।
নিখিলানি হি বস্তূনি সপ্তায়তনতামিয়ুঃ।
কতি ব্যক্তানি ভূতেষু কত্যব্যক্তানি চাসতে ॥৭১॥
জীবেষু পঞ্চকোষা যে তেঽপ্যেবং সমবস্থিতাঃ।
তে চ সপ্তবিধাঃ সন্তি বাগ্‌জীবাভ্যাং সমন্বিতাঃ ॥৭২॥

চাতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণ

নব পদার্থবিজ্ঞানে যে কোন ঘটনার (Physical event) বিশ্লেষণের নিমিত্ত এক চাতুর্মাত্রিক আধার মানিয়া লইতে হইয়াছে। Space-এর সর্ব্বপরিচিত তিনটি dimensions এবং তার সঙ্গে Time, এই চতুর্থ dimension মিলাইয়া এই চাতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণটি (four dimensional analysis) নির্ব্বাহিত হইতেছে। এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে বাহ্যঘটনার বর্ত্তমান বিবৃতি অধিকতর বাস্তব ও বিস্পষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। Newton-এর যুগে বিজ্ঞানে (Classical Physics) এই অত্যাবশ্যক সমাহার ও সমন্বয়টি সংঘটিত হয় নাই বলিয়া তখনকারদিনের বিশ্লেষণ ও বিবৃতি অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণে অবাস্তব (abstract) ও নৈকটিক মাত্র (only approximate) ছিল। কিন্তু বিশ্বের কোন ঘটনাই তো কেবলমাত্র, পুরাপুরিভাবে স্থূল এবং বাহ্য ঘটনা নয়! গাছ হইতে একটি পাতা খসিয়া পড়িল অথবা শরীরে একটা শিহরণ খেলিয়া গেল—এরূপ কোন ঘটনাকে কেবলমাত্র বহিরঙ্গভাবে দেখিলে সেটিকে সত্যকার দেখাই হইল না, বোঝা তো পরের কথা। এই নিমিত্ত কি আন্তর কি বাহ্য বিশ্বের প্রতিটি ঘটনাকে দেখার এবং বোঝার উদ্দেশ্যে এক সত্যকার সমগ্র এবং জীবন্ত আধার (a living complete frame of reference) আমাদের অবশ্যই ধারণা করিয়া লইতে হয়। নব পদার্থ-বিজ্ঞানের আধারের মত আমাদের এই বিপুল প্রাণ ও চেতনার আধারটিও চাতুর্মাত্রিক ভাবিতে পারা যায়। যেখানেই যে ঘটনা ঘটুক না কেন সেটিকে মূলতঃ চারিটি দিক দিয়া আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হয়। প্রথম—এই স্থানে ও এই মুহূর্ত্তে যে ঘটনাটি ঘটিল (event as here and now), সেটির আগেই বা কিরূপ এবং পরেই বা কিরূপ? বিকাশের দিকেই বা কি রূপ আবার সঙ্কোচের দিকেই বা কি রূপ? সেটি উর্দ্ধগামী হয় কতদূর অবধি আবার নিম্নগামী হয় কতদূর অবধি? এ সকলগুলিই ঘটনাটির সম্বন্ধে অবধি বা সীমার প্রশ্ন। আমাদের বিশ্লেষণে এইটিকে বলা যায় Co-ordinate of Continuity (যেটিকে সূত্রে 'অনন্তবত্ত্ব' বলা হইয়াছে)। দ্বিতীয়—এই ঘটনাটির পশ্চাতে কোন্ শক্তি অথবা আবেগ (Energy or Urge) কতখানি বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং সেই শক্তির উত্তরোত্তর সমর্থ এবং যথার্থ রূপগুলি কি? যেমন কোন বাহিরের ঘটনায় যে-শক্তিটিকে স্থূলতঃ কার্য্যকরী দেখিতেছি সেটি হয়তো তাপ অথবা চুম্বকশক্তি, কিন্তু আরও গভীর এবং ব্যাপক দৃষ্টিতে সে শক্তি তার কোন্ চেহারা আমাদিগকে দেখাইতে থাকিবে? শেষ পর্য্যন্ত "বরেণ্যং ভর্গঃ" অথবা ভাগবতী শক্তি না ভাবা পর্য্যন্ত এ অন্বেষণের অব্যাহতি আছে কি? জড় বিজ্ঞানের মত Inscrutable Power ভাবিলেই কি রেহাই মিলিবে? আমাদের বিশ্লেষণে এইটিকে বলা হইয়াছে জ্যোতিষ্মত্ত্ব (Co-ordinate of Energy value)। তারপরে তৃতীয়—যে ঘটনাটিকে অনন্তবত্ত্ব এবং জ্যোতিষ্মত্ত্ব এই দুইদিক দিয়া বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস করিতেছি সে ঘটনাটি আপনাকে ঐ ঐ ভাবে প্রকাশ করিবে কি প্রকারে এবং কাহার কাছে? অর্থাৎ, সেটির বৃহত্তর এবং মহত্তর ভাবে প্রকাশের নিমিত্ত তদনুরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টি এবং অনুভূতির ভূমিও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। আমাদের বিশ্লেষণে এইটি হইল প্রকাশমত্ত্ব (Co-ordinate of apprehension and comprehension—Realisation)। চতুর্থ—ঐ ঘটনাটি ঠিক কোন্ কায়া, অবয়ব অথবা আকৃতি (Magnitude, Form, Pattern) ধরিয়া আসিতেছে এবং সেগুলি কখন্ কি ভাবে বদলাইতেছে অথবা না বদলাইতেছে, এটিও আমাদের লক্ষ্য করিতে হয়। প্রকাশ্যে সেটি যে রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, নেপথ্যে যাইয়া সে রূপটি তাহার রহিল অথবা রহিল না—এ প্রশ্ন আমাদের করিতেই হয় এবং খুঁজিয়া দেখিতে হয় শেষ পর্য্যন্ত সে ঘটনার কোন এক ধ্রুব, পূর্ণ এবং শুদ্ধ লেখ (Picture) আছে কিনা। যদি থাকে তো কোথায় কোন্ ভূমিতে আছে? আমাদের বিশ্লেষণে এইটি হইল আয়তনবত্ত্ব (The Co-ordinate of Magnitude, Form and Pattern)।

উক্ত অনন্তবত্ত্বাদি মন্ত্রাদির অবয়ব, প্রয়োগ, এবং উপলব্ধিতে কি ভাবে উদাহৃত?

আমরা ইতঃপূর্ব্বে পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠা ; মন্ত্র, ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ ; মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা, মাত্রাতীত, পূর্ণমাত্রা ;—ইত্যাদি কয়েকপ্রকার বিশ্লেষণের সূত্র প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে-ছান্দোগ্য শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অনন্তবত্ত্বাদি যে চারিটি প্রসঙ্গ করা হইল সেগুলিকে বিশ্লেষণের মৌলিক সূত্র (Principles of Basic Analysis) মনে করা যাইতে পারে। অপরাপর সূত্রগুলি এই চারিটিরই অন্তর্গত এবং এই চারিটিরই বিশেষ প্রয়োগরূপ। যেমন ধর, কোনও মন্ত্র বা নাম। প্রথমতঃ এটিকে 'অনন্তবৎ' রূপে দেখিতে হইবে ও পাইতে হইবে। সাধারণ যে কোন শব্দের সঙ্গে মন্ত্রের বা নামের বিলক্ষণতা এইখানেই। সাধারণ যে কোনও শব্দকে এই মুহূর্ত্তের কোনও ঘটনা মাত্র (Event as here and now) মনে করা চলে এবং সেরূপই আমরা মনে করিয়া থাকি। কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি একেবারেই অচল। তারপর মন্ত্রের বাচ্য কোনও দেবতা আছেন—সে দেবতাটি কি বস্তু? জ্যোতিঃ এবং লীলার কোনও উর্দ্ধতন ভূমি এবং খ্যাতিকেই দেবতা মনে করিতে হয়। সুতরাং 'জ্যোতিষ্মত্ত্ব' এই লক্ষণটিকে কোন এক কাষ্ঠায় লইয়া যাইতে না পারিলে দেবতার কোন পরিকল্পনা সম্ভব হয় না। তারপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতেছেন ঋষি। এই ঋষি হইতেছেন 'প্রকাশমত্ত্ব'র অথবা দিব্য অনুভূতির এমন এক স্বচ্ছোজ্জ্বল অবস্থা, যেখানে ভ্রমপ্রমাদাদি সর্ব্ববিধ কুণ্ঠাকার্পণ্যের সম্ভাবনা অপগত হইয়াছে। শেষকালে মন্ত্রের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অবয়ব বা তনু বা কায়া অবশ্যই আছে মনে করিতে হয় এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট ছন্দে ও আকৃতিতে মন্ত্রের বিনিয়োগও হইবে এটিও মনে করিতে হয়। মন্ত্রের অবয়ব ও বিনিয়োগের দিক দিয়া দেখিতে হইলে যে দৃষ্টিতে দেখিতে হয়, সে দৃষ্টির বিষয় হইল 'আয়তনবত্ত্ব' (Magnitude, Form, Pattern)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রণবের যে প্রথমমাত্রা অকার, সেটি হইল অনন্তবত্ত্ব ; দ্বিতীয় মাত্রা উকার, আয়তনবত্ত্ব ; তৃতীয় মাত্রা মকার, প্রকাশমত্ত্ব এবং নাদবিন্দু, জ্যোতিষ্মত্ত্ব। এইরূপ 'হ্রীঁ' এই বীজমন্ত্রে হকার হইল অনন্তবত্ত্ব, রকার প্রকাশমত্ত্ব, দীর্ঘঈকার আয়তনবত্ত্ব এবং চন্দ্রবিন্দু জ্যোতিষ্মত্ত। এই নির্দ্দেশগুলি মন্ত্রাক্ষর সমূহে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়া তবে সম্যক্ অনুধাবন করিতে হইবে। যেমন প্রণবের অকারকেই অনন্তবত্ত্ব এবং 'হ্রীঁ' বীজে হকারকে অনন্তবত্ত্ব বলা হইতেছে কেন ? পুনশ্চ ঐ দুটি বীজমন্ত্রে যথাক্রমে উকার এবং ঈকারকে আয়তনবত্ত্ব মনে করা হইল কেন ? এ সকল প্রশ্ন, ঐ ঐ অক্ষরের এবং তাদের মূলীভূত যে মুখ্যপ্রাণ ব্যাপার সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাধান করিতে হইবে। অন্যথা অব্যবস্থার আশঙ্কা আছে। জপসূত্রে পরবর্ত্তী কোন কোন স্থলে তল, লম্ব, বেধ এবং এ তিনের সমাহার ও সমন্বয়—এইভাবে সব কিছু বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে। সে চারিটিকেও অনন্তবত্ত্বাদি এই চারিটির সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক। যথা, তল বা আধার হইল অনন্তবত্ত্ব, লম্ব অথবা ঊর্দ্ধগবৃত্তি হইল আয়তনবত্ত্ব, বেধ অথবা depth dimension হইল প্রকাশমত্ত্ব এবং এই তিনেরই সমাহার ও সঙ্গতিতে হইল জ্যোতিষ্মত্ত্ব।

গায়ত্রীশিরঃ—রসকে প্রকাশমত্ত্ব মনে করা হইল কেন ?

ইহা লক্ষ্য কর যে, দেশ কাল বস্তু ও সম্বন্ধ ; অথবা সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ, এবং আকৃতি ;—এই ভাবে সব কিছু বিশ্লেষণের যে চতুঃসূত্রী (Fourfold Scheme of Analysis) আমরা ইতঃপূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সেগুলিও গভীর দৃষ্টিতে অনন্তবত্ত্বাদি এই চারিটিরই সামিল হইয়া যায়। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশ=আয়তনবত্ত্ব, কাল=অনন্তবত্ত্ব, ছন্দঃ=প্রকাশমত্ত্ব, এবং বস্তু=জ্যোতিষ্মত্ত্ব। এর ভিতরে ছন্দঃকে প্রকাশকের ভূমিকায় আনা হইতেছে এই নিমিত্ত যে, ছন্দঃই প্রকাশকের প্রতিকূল যাহা কিছু সেগুলিকে আচ্ছাদন করতঃ প্রকাশ-বিকাশের যেটি অনুকূল সেটিকে নিরুপদ্রব এবং সাবকাশ করিয়া লয়। এইরূপ, সত্তা=অনন্তবত্ত্ব, আকৃতি=আয়তনবত্ত্ব, ছন্দঃ=প্রকাশমত্ত্ব এবং শক্তি=জ্যোতিষ্মত্ত্ব। আগেকার সমীকরণ সমূহে যে জ্যোতিষ্মত্ত্বকে আমরা বস্তুরূপে পাইলাম (as Substance), শেষোক্তগুলিতে সেইটিকেই আবার শক্তিরূপে (as Power) পাইতেছি। গায়ত্রীমন্ত্রের "আপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্" —এই ভাগটিকে শিরঃ বলা হয়। গায়ত্রীর শিরোভাগে এই যে চারিটি তত্ত্ব বিদ্যমান সেগুলিকেও যথাক্রমে আমরা আকৃতিমত্ত্বাদি ঐ চারিটির সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারি। যেমন আপঃ=আয়তনবত্ত্ব, জ্যোতিঃ=জ্যোতিষ্মত্ত্ব, রস=প্রকাশমত্ত্ব এবং অমৃত=অনন্তবত্ত্ব। এই সমীকরণে রসকে প্রকাশকের ভূমিকায় আনা হইতেছে এই নিমিত্ত যে সত্যকার রসবোধ বা আনন্দের স্পর্শ ব্যতিরেকে অন্তর্বহিঃ বিশ্বে প্রকাশ-বিকাশের অনুভূতিটি সম্ভব হয় না। কোন কিছুরই সমৃদ্ধ সমুজ্জ্বল অনুভূতি হইতে গেলেই যিনি অনুভবিতা তাঁর প্রাণে একটা রসের চেতনা অথবা আনন্দ-সংবিদ্ অবশ্যই হওয়া চাই। এই জন্যই বলিতে হয় যে কোনও কিছুকেই পূর্ণ ও প্রাণবন্ত করিয়া দেখিতে গেলে কেবলমাত্র বাহ্যদৃষ্টি অথবা মননের দৃষ্টি আমার সম্বল হইলে চলিবেনা, সে নিমিত্ত চাই আমার ভাব, বেদনা, সহানুভূতি ও সামরস্যের দৃষ্টি।

ঘটনার বামনরূপ ও বিশ্বরূপ

একদিকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, অন্যদিকে কবি ও ঋষি—এ দুয়ের দৃষ্টির, উপলব্ধির, এবং আস্বাদনের বিলক্ষণতা তো এই কারণেই। বিগত শতকে একটা আতাফল যে কেন ভূতলে পড়িল তার কৈফিয়ৎ দিতে বসিয়া বৈজ্ঞানিককে তার হিসাবের খাতায় একটা ছোট কল্পিত নক্সা (diagram) আঁকিয়া লইয়া হিসাব লইলেই চলিত। তখন আলোচ্য ঘটনাটিকে যথাসম্ভব পরিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করিয়া লওয়ারই রেওয়াজ ছিল। এই ব্যাপারের পারিভাষিক নাম ছিল—limitation of data. এইরূপ না করিলে হিসাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব রকমের জটিল হইয়া পড়িত, কাজেই এরূপ করা ছাড়া গত্যন্তর আছে মনে হইত না। কিন্তু এর ফলে আমাদের হিসাব অত্যধিক সঙ্কীর্ণ ও অবাস্তব (restricted and abstract) হইয়াই অবশ্য পড়িত। বর্ত্তমান যুগে হিসাবের এই কৃত্রিম বাঁধ আমরা অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছি। পৃথিবী ও আতাফল এ দুয়ের পরস্পরের টানাটানির বদলে আমরা বর্ত্তমানে দেশ অথবা বিরাটের সংস্থিতিটাকেই এক অদ্ভুত জ্যামিতিক আকৃতিতে (intrinsic geometrical pattern) সাজাইয়া লইয়াছি। অর্থাৎ যে আধারে বহির্বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জ ঘটিতেছে, সে আধারের যে একটা নিজস্ব আয়তনবত্ত্ব আছে এটা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু নিখিল বিশ্বের এই যে আয়তন যার নাম দিয়াছি Space, সেটিকে অনন্ত বা অসীম মনে করিতে আমাদের বাধিতেছে। অর্থাৎ Space unbounded হইলেও unlimited নয়। ইহা একটা পরিমেয় ও পরিমিত বস্তু। এর সাথে কাল বা Timeকে জুড়িয়া লইয়া আমরা অনন্ত বা অসীমের তল্লাস করিতেছি। Space-এর হিসাবে যেটি পরিমিত, Time-এর হিসাবে কি সেটি তাই? Space ও Time এই দুইটিকেই এক করিয়া এক সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হয় Continuum. এই Continuumটি সম্বন্ধে অনন্তবত্ত্ব লক্ষণটি কি পুরাপুরি বর্ত্তিবে? এ প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর দানে বিজ্ঞান এখনও প্রস্তুত হয় নাই মনে হইতেছে। আমি দ্রষ্টা (Observer), সম্মুখে একটি শিশির বিন্দু দেখিতেছি। ঐ শিশির বিন্দুটির সত্তা শক্তি প্রভৃতি আমার সম্মুখে ঐ স্থানটুকুতে এবং আমার মনোযোগের এই মুহূর্ত্তটিতে কি পরিসমাপ্ত? বিজ্ঞান অবশ্য তা মনে করে না। এই বিরাট বিশ্ব সমগ্রভাবে এবং সমসূত্রেই প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হইতেছে। এই স্পন্দনটিকে যদি একটা ঊর্মিরূপে দেখিব মনে করি তবে অবশ্য কোনও দেশবিশেষ এমন কি কালবিশেষেও সে ঊর্মির পরিচ্ছেদ নাই, অন্ত নাই। তবে অবশ্য কোনও দর্শক-বিশেষের অভিনিবেশের সম্পর্কে সেই সীমাহীন ঊর্মি কোনও একটি স্থলে (here) এবং কোন একটি মুহূর্ত্তে (now) নিজেকে ঘনীভূত (condensed) করিয়া দেখাইতেছে। তার এই ভাবে আপনাকে দেখানোই হইল আমার সম্মুখে ঐ ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু। আমার ব্যবহার অথবা কাজ চালাইবার খাতিরে যেটি স্বরূপে বিশ্বরূপ সেটিকে এইভাবে ক্ষুদ্র বামনরূপে আমার কাছে দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতেই হয়। যেটি স্বয়ং সীমাহীন অগাধ সিন্ধু, সেটিকে এইভাবে আমার প্রয়োজনের গরজে বৃষ্টিবারি, নদী, হ্রদ ইত্যাদি হইয়া আমার কাছে হাজির হইতে হয়।

প্রকাশ বা অনুভূতির উচ্চতর গ্রাম। সেগুলি খুলিবে কার কাছে, কোন্ দৃষ্টিতে? বিজ্ঞানের প্রান্তভূমিতে (At the Boundary line) কোন্ সঙ্কটের সম্মুখীন আমাদের হইতে হইতেছে?

আবার এও ঠিক যে বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান, শক্তিকে (Energy) তার জড়তার পাশ হইতে মুক্তি দিতে একপ্রকার সমর্থ-ই হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে আর Energy কেবলমাত্র brute blind force মাত্র নয়, যার সম্বন্ধে Newton-এর যুগে সেই চিরাভ্যস্ত Equation এবং Formula-গুলি আওড়াইয়া গেলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। জড়বিশ্বের মূল বস্তু যদি Electricity হয় তবে সেটিকে অবশ্য আমরা স্বরূপেও জানি না এবং সমগ্রভাবেও জানি না। সেটি যে আসলে প্রাণ অথবা চেতনার এক সার্ব্বভৌম অভিব্যক্তি নয়, একথা আর আমরা জোর গলায় বলিতে পারিতেছি না। কাজেই জ্যোতিষ্মত্ত্বের মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর রূপগুলির অন্বেষণ এখনই সুরু হইয়াছে মনে করা যায়। ঠিক সরাসরিভাবে না হইলেও গভীর ও নেপথ্যভাবে সেটি অবশ্যই সুরু হইয়াছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান মুখে না হৌক্ অন্তরে ইহা ভাবিতে সুরু করিয়াছে—আমি শক্তির যে পরিচয়টি এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, সেটি তার সত্যকার পরিচয় নয়, সেটি তার বহিঃপ্রকোষ্ঠের বহিরঙ্গ পরিচয়। জ্যোতিষ্মত্ত্বের প্রান্তসীমায় আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি বটে কিন্তু কই জ্যোতিধামের সেই দিশারী, যে আমাকে এই অর্দ্ধজড়তা ও অর্দ্ধচেতনার সঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়া পরিপূর্ণ আলোকের মাঝে সকল কুণ্ঠা এবং দ্বিধার পারে আমায় লইয়া যাইবে? বিজ্ঞানের এই যে জ্যোতিষ্মত্ত্বের দিকে অভিসার তার পুরোগামী ও পুরোহিত হইবে কে? বিজ্ঞান তার যন্ত্রপাতি ও বিচার-মননাদির সাহায্যে যতটা অনুভূতি আপনাকে মিলাইতেছে, মাত্র ততটা অনুভূতি লইয়া থাকিলে তো বিজ্ঞানের কুণ্ঠা ও কার্পণ্য বিদূরিত হইবে না। এইজন্য আবশ্যক অনুভূতির উচ্চতর গ্রামগুলির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্মেষ। এইটিই হইল ঋষির দৃষ্টি, যার ফলে প্রকাশমন্ত্রের পরম পর্দ্দাগুলি আমাদের কাছে খুলিয়া যাইবে।

২৫। ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তখ্যাতি দ্বারা অনন্তবস্তু লক্ষিত হইয়া থাকে।

অনন্তবৎ বলিতে কি বুঝায়? সকল কিছুর আপন সীমার পারে যাইবার নিমিত্ত চিরন্তন আস্পৃহা

পূর্ব্বে ৫ম সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এমন এক পরমাশ্চর্য্য তত্ত্ব, যার সম্বন্ধে অবচ্ছেদাদি পঞ্চপ্রকারের ছেদ বা limitationএর কোন প্রসঙ্গ নাই। এবং তত্ত্বতঃ ব্রহ্মবস্তু যদি সেরূপই হন, তবে তৎসম্বন্ধে সত্যম্ এবং অনন্তম্ এই দুই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ স্বরূপলক্ষণ পুরাপুরি বর্ত্তিবে, তদপেক্ষা ন্যূন কোন বস্তু সম্বন্ধে বর্ত্তিবে না। এই জন্য কারিকায় বলা হইল যে, আনন্ত্যম্ এটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই নিজস্ব ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য এটিকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলাতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর কোনও ভেদ কল্পিত হইল না। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অনন্ত এ দুটি তত্ত্বতঃ একই বস্তু, কেবল কহিতে গেলে দুই করিয়া কহিতে হইতেছে মাত্র। ব্রহ্মের স্বরূপগত এই যে আনন্ত্য বা ভূমত্ব, এর সঙ্গে ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির যে অনন্তবত্ত্ব তার ভেদটি দেখাইবার নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল 'অনন্তবত্ত্বং তু সপ্তস্থ'। অর্থাৎ অনন্তবৎ বলাতে এটি সূচিত হইতেছে যে কোন কিছুর অন্ত বা সীমা রহিয়াছে বটে (অন্তবৎ) কিন্তু সেটি ক্রমাগত অন্ত বা সীমার পারে আপনাকে লইয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ সে যেন বলিতেছে—তুমি আমাকে এই গণ্ডীর ভিতর এতটুকু করিয়া দেখিতেছ ও পাইতেছ বটে, কিন্তু এই দেখ আমি সেই গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছি, বৃহত্তর ও মহত্তর হইতেছি—ক্রমশঃ "জ্যায়ান্", "বরীয়ান্" হইতেছি। পারতো তোমার দৃষ্টিটাকেও আমার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বিশাল করিয়া লও এবং তোমার পাওয়াটাকেও আমার সাথে সাথে উত্তরোত্তর মহীয়ান্ ও বরীয়ান্ করিয়া লও। 'ভূঃ' এই প্রথম ব্যাহৃতি আসিয়াই বলে, এই যে আমি তোমার সম্মুখে; তুমি আমাকে আপন করিয়া লও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেও সে কোন এক উর্দ্ধতন ধামের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া বলে—ঐ যে (অসৌ)। এটিকে আমরা স্বঃ ব্যাহৃতিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেই চিনিয়াছি। সুতরাং প্রথমব্যাহৃতি কোন কিছু সম্পদ আমার নাগালের মধ্যে আনিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলে—এই অন্তবৎ পরিমিত সামগ্রীটি লইয়া তোমার পড়িয়া থাকিলে তো চলিবেনা, ঐ যে অসীম সম্পদের ভাণ্ডার তোমার কারবারের অগোচরে রহিয়াছে তার সন্ধানে তোমাকে অভিসারী হইতেই হইবে। যেটি অন্তবৎ তার আপন অন্ত বা সীমার পারে যাবার নিমিত্ত যে চিরন্তন আকুতি সেইটিকেই উদ্দেশ করিয়া বেদমন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—"অমৃতস্য পুত্রা অমৃতা অভূম"। এই আকুতি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর প্রাণের ভিতর হইতে গুম্‌রাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিল "যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" কাজেই আমরা দেখিতেছি যে অনন্তবত্ত্বের মূলে রহিয়াছে এই গভীরতম আস্পৃহা। যেটি অনন্ত সেটি কোনমতেই কুত্রাপি কোন গণ্ডীতে চিরদিন চুপ করিয়া রহিবে না। সুতরাং এটি Dynamic, এটিকে Static বা আড়ষ্ট করিয়া দেখিলে একে বধ করিয়া ফেলা হয়। ব্রহ্মস্বরূপে যে অনন্তত্ব ধ্রুব এবং পরিনিষ্ঠিত, তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি রেণুতে সেই অনন্তত্ব আপনাকে হারাইয়া যেন পুনরায় নিজেকে মিলাইবার প্রয়াসে উদ্‌গ্রীব ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। ইহাও ব্রহ্মের তাঁর সৃষ্টিতে এক অভাবনীয়ভাবে অনুপ্রবেশ, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ।"

২৬। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দ্বারা যেটি জ্যোতিষ্মত্ত্ব সেটি লক্ষিত হইয়া থাকে।

অগ্নি—শুক্লবর্ত্ম্মা ও কৃষ্ণবর্ত্ম্মা। জ্যোতিঃ ও রসের পরস্পর সাহচর্য্য ও একাত্মতার ভূমি

পূর্ব্ব সূত্রে আমরা যেটি অনন্ত বা ভূমা তার সন্ধান পাইলাম। বর্ত্তমান সূত্রে সেই ভূমাকে জ্যোতিঃ এবং রস এতদুভয়ের পরিপূর্ণতা এবং অভেদ পরাকাষ্ঠারূপে আমাদের সন্ধান পাইতে হইবে। আমাদের সাধারণ অনুভবে জ্যোতিঃকে অগ্নি, তেজঃ, তড়িৎ ইত্যাদি ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিবিধরূপে জানিয়া থাকি। বিজ্ঞানের যেটি প্রত্যক্ষ, সেটি এসকলগুলিকে সূক্ষ্মতার ও বিপুলতার আরও গভীর ভূমিতে লইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে সন্দেহ নাই। বহির্বিশ্বে ক্রিয়াশীল যে শক্তি, সেটিকে আণবিক তেজঃ অথবা Nuclear Energy পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া যাইতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। আমাদের ব্যবহারে যেটি প্রাণ ও চেতনারূপে পরিচিত সেটির স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত কোন সঠিক সমাচার দিতে অপারগ। শক্তির এইপ্রকার ত্রিধা অথবা বহুধা অভিব্যক্তির মূলে কোন সমতা ও সামঞ্জস্যের আধার ও উৎস আছে অথবা নাই, এ সম্বন্ধেও বিজ্ঞান আপাততঃ নিরুত্তর। তবু এটা ঠিক, তার সর্ব্ববিধ সমীক্ষা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া জ্যোতীর বর্ত্ম ধরিয়াই অগ্রগামী হইয়াছে ও হইতেছে। তবে মুস্কিল এই যে বিজ্ঞানের সন্ধানের বস্তু যে আলোক, সেটি অনেক সময় কেবলমাত্র যে আলেয়ায় পর্য্যবসিত হইতেছে এমন নয়, সেটি আমার অনুসন্ধানের প্রান্তভূমিতে আসিয়া নিজেকে এক গাঢ়তর তমসার কুক্ষিতে (inscrutable unknown) হারাইয়াও ফেলিতেছে। আত্মানুভূতি এবং বিশ্বানুভূতির সব চাইতে অন্তরঙ্গতম যে সত্য, সেটি তো বাইরের তাপ, আলোক, তড়িৎ এ সবের কোনটাই নয়; সেটা হইল প্রাণ এবং চেতনা। এ দুটিকে যতখানি সাক্ষাৎ ও নিবিড়ভাবে আমি জানি, বহির্বিশ্বের অন্য কিছুকেই তো আমি তেমন আপন করিয়া জানিতে পারিতেছি না। অথচ, এই দুটি সম্বন্ধেই বিজ্ঞানের সংশয় প্রগাঢ় এবং অজ্ঞতা অপরিসীম। সুতরাং দেখিতেছি যে, বিজ্ঞান তার গবেষণাবেদীতে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, সে অগ্নি সত্যসত্যই কৃষ্ণবর্ত্মা—ধূমে সমাবৃত। সে অগ্নির যে দীপ্তি সেটি দৃষ্টিকে যতটা স্বচ্ছ করিয়া দিতেছে, সেটি তাকে ততোধিক ধূমে ও জ্বালায় আকুল করিয়া দিতেছে। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, নির্ধূম বা ধূমহীন অগ্নি কোথায়? এবং কেমন করিয়া সে অগ্নি আমি জ্বালাইব? সে অগ্নি কৃষ্ণবর্ত্মা নয়, পরন্তু সে অগ্নি শুক্লবর্ত্মা। এই শুক্লবর্ত্মা অগ্নির সাধারণ নাম দেওয়া হয় জ্যোতিঃ। আমাদের সাধারণ পরিচিত অগ্নি, তেজঃ, আলো প্রভৃতি এই জ্যোতিরই কুণ্ঠিত, লুণ্ঠিত ও গুণ্ঠিত রূপ। তাদের এই সচরাচর কুণ্ঠাদি জন্য যে কার্পণ্য, সেটি যদি কোন উপায়ে অপগত হয়, তখন আমাদের সামনেই জ্যোতির সন্ধানের যে পথ উন্মোচিত হয়, তার নাম অর্চ্চিরাদি মার্গ। যাঁরা যোগবলে তনুত্যাগ অথবা প্রয়াণে অভিলাষী, তাঁরা এই অর্চ্চিরাদি মার্গেরই প্রতীক্ষা করেন এবং এইটিকেই বরণ করেন।। "শুক্লেকৃষ্ণে গতীহ্যেতে"—গীতোক্ত এই দ্বিবিধা গতির মধ্যে শুক্লাগতিকেই ভজনা করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র প্রয়াণকালে নয়, জীবনের যেটি সাধন, সেটিকেও সর্ব্বতোভাবে এই শুক্লাগতির অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। এই শুক্লবর্ত্মে যতই অগ্রসর হইব, ততই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিব যে আমাতে ও বিশ্বে অভিব্যক্ত সকল প্রকার শক্তিই জড়, প্রাণ, চেতনা এক অভিন্ন পরমরসোজ্জ্বল মূলের অভিমুখী আমাকে লইয়া চলিয়াছে। জড়, প্রাণ ও চেতনার মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান এবং সময়ে বিরোধ ভাসিয়া উঠিতেছে, ক্রমেই দেখিব যে আমার আলোকের অভিসার পথে সে ব্যবধানও দূর হইয়া যাইতেছে এবং তাদের বিরোধও এক অভিন্ন সত্যচ্ছন্দঃ ও মধুচ্ছন্দের শাসনে আসিয়া পরম সমন্বয় এবং অচ্ছেদ্য মৈত্রীতে পরিণত হইতেছে। সুতরাং জ্যোতিস্মত্ত্বের পথ হইল The Way of Supreme Integral Yoga। আমাদের সাধারণ অযুক্ত, এমন কি যুঞ্জান অবস্থারও পরিচয়ে জ্যোতিঃ এবং রস, আলোক ও পুলক, এ দুটি যেন পরস্পরকে পাশ কাটাইয়া চলে দেখি। যদি বা কখন তারা পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া চলে, তবু তাদের সে মিলন পরিপূর্ণ ও স্থায়ী হয় না। সুতরাং প্রশ্ন উঠে—আছে কি উপলব্ধির এমন এক পরমতার স্থান, যেখানে জ্যোতিঃ বলে আমি রসই, রস ছাড়া আমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই; যেখানে আলোক বলে, পুলক শুধু আমার সাথী ও দোসর নয়, পুলক ও আলোক আমরা দুইই একাত্মা, একই বস্তু। এইখানে না আসা পর্য্যন্ত জ্যোতিস্মত্ত্বের যে সন্ধান তার অবসান হয় না।

শুক্লবর্ত্মে অভ্যারোহে পরপর অনুভূতি এবং সে সকলের জপধ্যানাদির সাধনক্রম

আমাদের নিত্যপরিচয়ের পার্থিব অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানের তৈজস বস্তু (Radiant Matter or Energy), ধ্যানের (ধীমহি) বরণীয় ভর্গঃ, এবং শেষকালে তুরীয় ভাব বা সমাধির "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ যস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" পর্য্যন্ত ভাস্বর ও ভাস্বান-এর ক্রমঊর্দ্ধগামী ধারা চলিয়াছে। এ ধারার বিশ্রান্তি অবশ্য জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ যে পদার্থ তাতেই; কেননা, সেখানে জ্যোতিঃ সাতিশয়তা-রহিত বা নিরতিশয় এবং অন্যাপেক্ষারহিত বা নিরপেক্ষ (Light as Absolute)। আমরা পূর্ব্বে এই সকল ক্রমোন্নত ভূমিপরম্পরাকে সপ্তার্চ্চিঃ অগ্নি রূপে চিনিয়াছি। বিভিন্ন ভূমিতে এদের সংজ্ঞা বা নাম বিভিন্ন হইলেও, এদের সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় অর্চ্চিঃ (ঋক্ এবংঅর্চ্চিঃ এই দুই শব্দের মূলগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বস্তু)। এই অর্চ্চির পন্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রগামী হইতে যাইয়া যে মন্ত্রটিকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে জপধ্যান করিতে হয়, সেটি হইল সেই অভ্যারোহ মন্ত্র "ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়"। এই যোগে যখন আমি আরূঢ় হইতে সমর্থ হই, তখন আমার উপলব্ধি যে মন্ত্রে ও বাণীতে আমাকে অভিব্যক্ত করিতে চায়, সেটি হইল সেই প্রসিদ্ধ বেদবাণী "অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—আমরা জ্যোতির লোকে উপনীত হইয়াছিলাম এবং সে লোকের যে দৈবীশক্তি ও বিভূতি সেটিকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়াছিলাম। তারপর এই ভূমিতে আরূঢ় হইয়া যখন নিজের সত্তাটিকেই জ্যোতিঃ এবং রসের সঙ্গে পরিপূর্ণ অভেদে উপলব্ধি করি, তখন আমার মন্ত্র এবং বাণী যেন ডাকিয়া বলে—"ওঁ জ্যোতীরহং বিরজা বিপাপ্মা বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ"—আমি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ আমাতে রজঃ এবং পাপ্মার লেশটুকুও আর নাই, সুতরাং আমি সম্পূর্ণরূপে মৃত্যু এবং শোকের পারে গিয়াছি।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া বস্তু ও শক্তির বিশ্লেষণ ও সমীকরণ। এর কাষ্ঠা কোথায় মিলিবে?

আধুনিক জড়বিজ্ঞান বস্তু এবং শক্তির (Mass & Energy)—এদের সমীকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সে শক্তিকেও অনেক পরিমাণে জড়তার পাশমুক্ত করিয়া তৈজস কলেবর ধারণ করাইতেও সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পদার্থের নাভিনিষ্ঠা শক্তি পরচ্ছন্দা না রহিয়া স্বচ্ছন্দাও হইয়াছে সন্দেহ নাই (Indeterminacy Principle)। কিন্তু তবু প্রশ্ন দিনের পর দিন অধিকতর উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছে—আমার অন্তরতম পরিচয়ের সামগ্রী যে প্রাণ ও চেতনা, তার সাথে ঐ সকল equation এবং formulaর আকৃতি-বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের শক্তিসম্পর্কটা কি এবং কতখানি। বলা বাহুল্য যে, অর্চ্চির পথে যে সন্ধান অগ্রগামী হইয়া চলিয়াছে, সে কিছুতেই প্রাণ এবং চেতনাকে এড়াইয়া যাইবে না; বরং সেইটি উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিবে যে শক্তির সত্যকার স্বরূপ এবং আকৃতি (Reality এবং Pattern) যদি কোথাও খুঁজিয়া পাইতে হয়, তবে সেটি পাইতে হইবে প্রাণ এবং চৈতন্যের গভীরতর এবং বিপুলতর প্রকাশের মাঝেই, অর্থাৎ শক্তি আসলে বিশ্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওতপ্রোত, বিশ্বের আধার এবং নিয়ামক যে প্রাণ এবং চৈতন্য, তাহাই। এইটিকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন, "প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানম্ বীজমব্যয়ম্।" বৈজ্ঞানিকের শক্তি এই ভাগবতী চিৎশক্তিরই একটি পাদ, একটি মাত্রা এবং একটি কলা মাত্র। কাষ্ঠা বা সীমার অন্বেষণটি চলিয়াছে, এখনও নিরস্ত হয় নাই, এইটুকু ভরসা। বিগত শতকের বিজ্ঞানে এক বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর কতকগুলি বামনাকার বিলিয়ার্ড বর্তুল সাজাইয়া, তাদের পরস্পরের ঠোকাঠুকি ধাক্কাধুক্কির দ্বারা এই বিরাট বিশ্বের সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধানের প্রয়াস হইত। এখন সে নিরেট বর্তুলগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাদের স্থানে দেখা গিয়াছে কতকগুলি তৈজস আকৃতি (Energy Patterns)। কিন্তু এই তৈজসরূপগুলি যে ঠিক কাহার বা কাদের, তা এখনো আমরা জানিতে পারি নাই। আণবিক শক্তির আকারে সেটি আসুরী মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু আসলে সেটি কি? আমরা কি কোনদিন বিজ্ঞানের কণ্ঠে সেই প্রাচীন বেদবাণীটি শুনিব—"অগন্ম জ্যোতি-রবিদাম দেবান্"!

প্রকাশ ও প্রকাশয়িতা

নিত্যহবনের "ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা"—এই ভাবে গোচর ও অগোচর সর্ব্ববিধ অগ্নিকেই জ্যোতির সঙ্গে অভেদ ভাবনা করতঃ যে মন্ত্রের বিনিয়োগ হইয়া থাকে, সেটি হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ জ্যোতিরহং..." ইত্যাদি বিবিদিষা সন্ন্যাসের যে বিরজা হোম তাতে নিজের আত্মা এবং পরম জ্যোতির সাক্ষাৎ অভেদ ভাবনা পর্য্যন্ত এক উর্দ্ধবিশাল জ্যোতির্ধাম আমাদের অনুভূতিতে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া ওঠে দেখিতে পাই। ভূর্ভুবস্বঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি বা খ্যাতিকে এই উর্দ্ধবিশাল অসীম জ্যোতির্ধামের এক এক প্রান্ত ভূমি (leading stages) মনে করা যাইতে পারে। এখন এই প্রকার বিশাল হইতে বিশালতর, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রকাশের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে যেটি প্রকাশক বা অবভাসক, সেটিরও কতকগুলি ক্রমবিন্যস্ত ভাব ও ভূমি-পরম্পরা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সেই প্রকাশয়িতার কথাই পরের সূত্রে বলা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭। অক্ষ অথবা ইন্দ্রিয় থেকে আরম্ভ করিয়া আমাদের বিষয় ও বস্তু গ্রহণের যে উপায়টি রহিয়াছে, তার উত্তরোত্তর উৎকর্ষের (ভূয়স্ত্ব) দ্বারা প্রকাশময়ত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

গ্রহণ কাহাকে বলে এবং তাহার ভূয়স্ত্ব বলিতে কি বুঝায় ?

কোন বিষয়কে আমাদের বোধে বা জ্ঞানে গ্রহণ করা যায় যার দ্বারা, তার সাধারণ নাম "গ্রহণ"। এই গ্রহণ সম্বন্ধে বিষয়টি হইল "গ্রাহ্য" এবং যে গ্রহণ করিতেছে কিম্বা যার বোধ হইল সে নিজে "গ্রহীতা"। বাহ্য রূপ রসাদি বিষয় সম্বন্ধে গ্রহণটিকে ইন্দ্রিয়ও বলা হয়। আর মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকার করিলে সুখ দুঃখাদি আন্তর বিষয়ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়ের আর একটি নাম অক্ষ, (যেমন ভগবানের "অধোক্ষজ" এই নামটিতে দেখি)। অক্ষ এবং গ্রহণ এই দুইটি শব্দের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ ; অর্থাৎ গ্রহণ ব্যাপক, অক্ষ তার ব্যাপ্য। এ বলিতে এই বুঝায় যে আমরা চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা, এমন কি অন্তঃকরণের দ্বারাও যে সব বিষয় জানিয়া থাকি, আমাদের বোধ, অনুভব, জ্ঞান, মাত্র সেই সবেতেই সীমাবদ্ধ অথবা পরিসমাপ্ত নয়। আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং মানস জ্ঞানের অতীত এবং তাদের উর্দ্ধে অবশ্যই অন্যপ্রকারের জ্ঞান আছে। সে প্রকারের জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং অতিমানস জ্ঞান বলা যাইবে। এবম্প্রকার super-sensuous এবং supramental experience এর নিমিত্ত আমাদের ভিতরে নিশ্চয়ই অন্যবিধা প্রকাশ এর সম্ভাবনাটিকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই প্রকাশ ব্যাপারটির যদি সাধারণ নাম দেওয়া যায় গ্রহণ (owning an acceptance of what has been disowned and ignored), তবে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে গ্রহণের ব্যাপার এবং অক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সমপর্য্যায়ে নয় ; তাদের অধিকারও বিভিন্ন এবং ছন্দঃও বিভিন্ন। এবং এও বুঝিতে পারা যায় উর্দ্ধতন প্রকাশের যে ভূমি, সেটির সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এমন কি বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাও একটি পাদ মাত্র ; এবং তার যেটি ঋত এবং ছন্দঃ সেটি নিম্নতন ভূমির ছন্দের আনুগত্য করে না, বরং সেটি নীচের ছন্দঃকে আপনার অনুগত করিয়া লয়, আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লয়। এটিকে বলে Integral Synthesis। এখন উপর এবং নীচ এবং মধ্য এ সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকে আক্রান্ত করিয়া যে সমগ্র প্রকাশের রাজ্য, তার সম্বন্ধে যেটি প্রকাশক, তার সাধারণ নাম দেওয়া যাক দৃশি— যে দেখায়। আমরা দেখিলাম যে এই দৃশি কোনও অনড়, আড়ষ্ট বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। এটি মুখ্যপ্রাণ এবং বিরাট চেতনার ধর্ম্মে ধর্ম্মী; সুতরাং এটি অবশ্যই Dynamic। এই নিমিত্ত ইহার সম্বন্ধে "ততোভূয়ঃ", "ততঃ কিম্", এবম্বিধ প্রশ্ন এবং প্রয়াস স্বভাবতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সূত্রে বলা হইল "অক্ষাদিগ্রহণ ভূয়স্তেন"। "অক্ষাদিগ্রহণ"-রূপ প্রকাশ ধর্ম্মটি ভূয়ঃ, ততোভূয়ঃ, ততোঽপি ভূয়ঃ, এভাবে এক অসীম সত্য শিব সুন্দরের পরাকাষ্ঠার পানে অগ্রসর হইয়াছে।

আধিভৌতিকাদি তিনপ্রকারের দৃষ্টি—দৃষ্টান্ত

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এই ত্রিবিধ দৃষ্টিতে গ্রহণ অথবা দৃশিকে দেখা যাইতে পারে। যেমন চক্ষুঃ একটি গ্রহণ, আধিভৌতিক দৃষ্টিতে এটি আমাদিগকে বাহিরের যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতপদার্থ সেটিকে দেখাইতেছে। যন্ত্রের সাহায্যে দেখাটিকেও আমরা এর সামিল করিয়া লইয়াছি। আমার মধ্যে এই যে দেখার ব্যাপারটি ঘটিতেছে, সেটি অবশ্য আমার ভিতরেই গণ্ডীবদ্ধ কোন শক্তির প্রভাবে ঘটিতেছে ইহা মনে করা যায় না। এর আধার, অধিষ্ঠান এবং নিয়ামক রূপে অবশ্যই কোন বিপুলতর শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সে শক্তি প্রাণ এবং চেতনার পর্য্যায়েই পড়িবে, জড়ের পর্য্যায়ে অবশ্যই পড়িবে না; অর্থাৎ সেটিকে কোন Cosmic Material Agency ভাবিলে চলিবে না। সুতরাং এই দেখা ব্যাপারের পশ্চাতে এর অধিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রীরূপে যে বিশ্বজনীন প্রাণ ও চেতনা শক্তি বিদ্যমান, সে শক্তিকে বলিতে হইবে দেবতা। এই ভাবে চক্ষুরভিমানী দেবতাকে বলা হয় আদিত্য। আদিত্যের অপর নাম প্রাণ, এবং প্রাণ, ব্রহ্মেরই গোড়াকার অভিব্যক্তি। এইটি হইল আধিদৈবিক ভাবে ব্যাপারটিকে দেখা। কিন্তু এভাবে দেখিলেও তো দেখার শেষ হয় না। কেননা, আগেকার দুই রকমের দেখাতেই আমি খুঁজিতেছি আমার বাইরে যেন আমার অনাত্মীয় কোন এক সত্তা এবং শক্তিকে। এইবার দৃষ্টি আপনার পানে ফিরাইয়া আপন আত্মার মাঝেই এ সবকিছুর মূল এবং প্রতিষ্ঠা এবং পরিণতি খুঁজিয়া পাইতে হইবে। ইহাই হইল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিভৌতিক দৃষ্টির সীমা এবং তন্নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকের সঙ্কোচ

ভূত এবং ভৌতিক পদার্থকে অধিকারে আনিতে চায় যে দৃষ্টি, তাকে বলে আধিভৌতিক দৃষ্টি। বিজ্ঞান এই দৃষ্টির অনুশীলনে ও সম্প্রসারণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সমীক্ষা, পরীক্ষা এবং অন্বীক্ষা (observation, experiment, ratiocination)—এই তিনটি হইতেছে বিজ্ঞানের শিষ্টসম্মত গবেষণার পথ। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এবং গবেষণার উপায় ও পদ্ধতিগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত ও মার্জ্জিত করা সত্ত্বেও, ইহা বলা চলিবে যে বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত কোন তথ্য অথবা তত্ত্বই একান্তভাবে নির্ভরযোগ্য কিম্বা ধ্রুব নয়। সমীক্ষা ও পরীক্ষার নিমিত্ত বিজ্ঞান উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যন্ত্র এবং তাদের প্রয়োগ-প্রণালী আবিষ্কার করিতেছে সন্দেহ নাই ; এবং অন্বীক্ষা ও বিচারের নিমিত্ত বিজ্ঞান যে বিশেষ টেক্‌নিক্‌টি অবলম্বন করিয়াছে, তাতে ভ্রমপ্রমাদাদির সম্ভাবনা যথাসম্ভব নিরস্ত হইয়া তথ্যটিকে প্রায় নিখুঁৎভাবে আমাদের কাছে হাজির করিতেছে। তথাপি এই বিবিধ উপায়েই যেটি সীমা (limitations) সেখানে বৈজ্ঞানিক স্বয়ং যতখানি সজাগ, আমরা সাধারণ খবরদারেরা বোধ হয় ততখানি সজাগ নই। এই নিমিত্ত আমরা বিজ্ঞানের তথ্য এবং তত্ত্বগুলিকে যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিতে প্রস্তুত হই, বিজ্ঞান স্বয়ং ততখানি নিষ্ঠাতে সায় অথবা উৎসাহ দিতে প্রস্তুত নয়।

যোগের পন্থা ঃ—পরিপূর্ণতা ও নির্ব্যূঢ়তারই অভিমুখে লইয়া চলে

এই নিমিত্ত জ্ঞান ও অনুভূতির এক অভিনব উন্মেষ বিকাশের পন্থাও আমাদের খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। সেই পন্থার সাধারণ নাম হইল যোগ। এই যোগজ দৃষ্টি দ্বারাই আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে ক্রমোন্নত ভূমিগুলি আমাদের জ্ঞানের ও পরিচয়ের মধ্যে আনিতে পারা যায়। এ স্থলে আধ্যাত্মিক শব্দটিকে আমরা অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবেই লইতেছি। শাস্ত্রে অনেক স্থলে সাধারণ শারীর ও মানস ব্যাপারগুলিকেও আধ্যাত্মিকের কোঠায় ফেলা হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, যথা আধ্যাত্মিক দুঃখ। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে আমরা অধ্যাত্ম রাজ্যে উর্দ্ধতন স্তর ও ভূমিগুলিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি (Realms of higher Psychic and Spiritual Phenomenon)। এই সূত্রের কারিকায় যোগজ অনুভূতির কতিপয় নাম দেওয়া হইল মাত্র—যথা, বোধি, সম্বোধি, ঋতম্ভরা ইত্যাদি। এ সকলের সবিশেষ বিভাগ ও বিশ্লেষণ পরবর্ত্তী গ্রন্থে হইয়াছে। কারিকায় শেষকালে এটিও বলা হইল যে যিনি দৃশি বা দ্রষ্টা, যিনি স্বপ্রকাশ হইয়া সকল কিছুকে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোনও প্রকার সাধন অথবা সিদ্ধির proving এর প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না, এবং তিনি স্বরূপে হান (Elimination or Subtraction) এবং উপাদান (Addition or assimilation) এ দুয়েরই অতীত ; অর্থাৎ তাঁহা হইতে বাদ দিবারও কিছু নাই এবং তাঁতে যুক্ত হর্বারও কিছু নাই। সিদ্ধি সাধন অথবা যোগ বিয়োগ অথবা হরণ পূরণ—এ সকল ব্যাপার যেখানে সাবকাশ, সেখানে সত্যকার পরিপূর্ণতা এবং নির্ব্যূঢ়তা (Perfectness and Absoluteness) নাই।

২৮। কায়াদি দ্বারা বিশেষভাবে নিরূপিত অথবা নিরূপণ-যোগ্য হওয়াই হইল আয়তনবস্তুর লক্ষণ।

কোষপঞ্চক কি ভাবে কোষসপ্তকরূপে গণ্য হইবে ?

'সপ্ত' এই মূল সংখ্যান দ্বারা ভূরাদি ব্যাহৃতি, অর্চ্চিরাদি অগ্নি ইত্যাদি যেমন সপ্তবিধ হইয়াছে, কায়া দ্বারা লক্ষিত যে আয়তন সেটিও সেই প্রকার সপ্তবিধ হইয়াছে, এই কথাটি কারিকাতে বলা হইল। এই সপ্তবিধ আয়তন যে সর্ব্ব স্থলেই ব্যক্ত বা প্রকট এমন নয় ; এদের অনেকগুলিই অব্যক্ত বা সম্পুটিত ভাবে (enfolded) বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এদের কতিপয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক পরিচয় ঘটে, অপরগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে ঘটে না। তাই বলিয়া সেগুলি যে প্রভাবরহিত এমন নয় ; বরং যেটি অগোচর, অব্যক্ত (অসৌ বা স্বঃ) সেইটি দ্বারাই যেটি সম্মুখীন ও গোচর সেটি লালিত ও প্রভাবিত হইতেছে। জীবের ভিতরে সাধারণতঃ পঞ্চকোষের কথা বলা হয় ; কিন্তু জীব স্বয়ং এবং বাক্ এই দুটিকে হিসাবের মধ্যে লইলে কোষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চকের স্থলে কোষসপ্তক হইয়া থাকে। এখানে জীব বলিতে কোষসপ্তকের যেটি নাভিনিষ্ঠকেন্দ্রী সত্তা ও শক্তি Nuclear Substance or Power manifesting itself as 'অহম্' বা 'The Self') সেটি বিশেষভাবে সূচিত হইল। এইটিকে নাভি বা কেন্দ্রেতে পাইয়াই কোষসমূহ আপনাদিগকে এক বিশেষভাবে সাজাইয়া (organised) লয়; এবং এইটি কেন্দ্রে রহিয়াছে বলিয়াই সেই বিশেষ যন্ত্র বা Apparatus-টি এক বিশেষভাবে আপনাকে ব্যাপারবান্ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং এটিকে বাদ দিলে কোষসমূহের মধ্যে সন্ধি ও সংযোগ বলিয়া কিছু থাকিল না, এবং তাদের নিয়ামক বলিয়াও কিছু রহিল না। সুতরাং জীব একাধারে co-ordinating and controlling Principle (যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ)। তারপর বাক্‌কেও এই যন্ত্র (organism)-এর এক মুখ্যস্থানে অবশ্যই বসাইতে হয়। কেন না, বাক্ কেবলমাত্র যে উৎপাদ্য ফল (evolved resultant of other factors) এমন নয়; সে নিজে উৎপাদক (evolving agency)। অতএব জীব এবং বাক্ এ দুটির অন্তর্ভাব করিয়া কোষসপ্তকরূপে সপ্ত আয়তন আমাদের মিলিল।

সপ্তবিধ আয়তনের শেষের তিনটি কি এবং কিরূপে সেগুলি মিলিবে?

সূত্রে 'কায়াদি' শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। বলার উদ্দেশ্য এই যে, কায় শব্দটিকে কেবলমাত্র স্থূল গোচর অর্থে লইলেই চলিবে না; এটিকে বিভিন্নগ্রামে আমাদের বুঝিতে হইবে এবং উপলব্ধিতে পাইতে হইবে। যেমন শ্রীচণ্ডীতে যে প্রসিদ্ধ নারায়ণী স্তব আছে তাতে ভগবতীর বিভিন্নরূপের কথা বলা হইয়াছে এবং সেই সকল রূপকে বারবার নমস্কার করা হইয়াছে। 'কায়াদি' বলিতে এই সকল রূপের মধ্যে সাতটিকে আমাদের বিশেষভাবে ধ্যানে ধারণা করিতে হয়। প্রথম "ছায়ারূপেণ সংস্থিতা"—What is apparent। দ্বিতীয় "শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—What is manifesting as Power। তৃতীয় "জাতিরূপেণ সংস্থিতা"—What is evolved as type or pattern। চতুর্থ "বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা"—What manifests

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

as function or process। পঞ্চম "স্মৃতিরূপেন সংস্থিতা"—What is at the back as potency or predisposition। ষষ্ঠ "ব্যাপ্তিরূপেণ সংস্থিতা"—What pervades as the continuum। সপ্তম "চিতিরূপেণ সংস্থিতা"—What sustains as Divine Life and Consciousness। সুতরাং চণ্ডীর অপূর্ব্ব এই নারায়ণী স্তবে আমরা কায় বা আয়তন বস্তুটিকে এই সপ্ত পর্য্যায়ে দর্শন করিলাম। সাধারণ বোধের দিক হইতে দেখিতে গেলেও আয়তনকে আমরা প্রধানতঃ চারি রকমে পাই—দৈশিক, কালিক, বাস্তব এবং ছান্দস। বলা বাহুল্য আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যে বিজ্ঞান সব কিছু দেখিয়া চলিয়াছে, সে বিজ্ঞান এই চতুর্ব্বিধ আয়তনের খোঁজ রাখে ও রাখার চেষ্টা করিতেছে। এর মধ্যে 'ছান্দস' বলিতে বুঝিতে হইবে সেই আয়তন বা আকৃতি যেটি ছন্দঃকে বিশেষভাবে অধিকার করে। বহির্বিজ্ঞান বিশ্বের এই ছান্দস আয়তনটিকে কতিপয় মৌলিক সমীকরণ সূত্র (equations) দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। "বাস্তব" বলিতে কি বুঝিব? বিশ্বের যেটি আসল বস্তু সেখান পর্য্যন্ত আধিভৌতিক দৃষ্টি অবশ্যই যাইতে পারে না; কাজেই সেইটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কিছু বলার নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহারে যেটি এতকাল পর্য্যন্ত Mass-রূপে চলিয়া আসিতেছিল, সেটি সম্প্রতি Energy-রূপেই রূপান্তরিত হইয়াছে; অর্থাৎ বিজ্ঞানের বস্তু এবং শক্তি এ দুয়ের মধ্যে শক্তিই মৌলিক, বস্তু তার এক অবস্থান ও সংস্থান বিশেষ মাত্র। এ দুয়ের মধ্যে পরিমাণগত অনুপাতটিও স্থির হইয়াছে। সুতরাং যেটিকে আমরা "বাস্তব" বলিতেছিলাম, সেটিকে যদি "শাক্ত" বলি তাতে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সায় আছে। বিজ্ঞানের গবেষণা এই চরিটি আয়তন লইয়া শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মের এবং কারণের ভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমার দৃষ্টির সম্মুখে কোন পদার্থের যে আয়তন বা রূপটি ফুটিয়া উঠিল সেটি কি পরিমাণে যথার্থ এবং কতখানি সমগ্র এবং পূর্ণের কাছাকাছি—এই সমস্যার সমাধানেই বিজ্ঞানের যত কিছু গবেষণা ব্যাপৃত রহিয়াছে। যেটি যথার্থ, যেটি সমগ্র ও পূর্ণ সেটি অবশ্য বহু দূরে। আমরা দেখিয়াছি যে সত্য খ্যাতিতে না উপনীত হইলে কোন কিছুরই লেখ স্থির, সমগ্র, অবিমিশ্রভাবে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান যে চারিটি আয়তনের খোঁজে ব্যাপৃত রহিয়াছে সে চারিটিকে অতিক্রম করিয়া অথচ সে চারিটিকে ব্যাপিয়া আরও ত্রিবিধ আয়তন আমাদের মিলাইতে

CC0. In Public,Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। মিলাইতে পারিলে তবে ঐ সপ্ত সংখ্যাটি পূর্ণ হইল, নচেৎ নয়। আয়তনের আর একটি নাম যদি দিই "তনু" তবে উপরকার ঐ ত্রিবিধ তনুকে বলা যায় মাত্রী, শাক্তী ও ব্রাহ্মী তনু। প্রকাশমত্বের সমুন্নত স্তরগুলির উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ত্রিবিধ মহীয়সী তনুর সন্ধান মিলিবার নয়। পূর্ব্বোক্ত নারায়ণী স্তবে "চেতনা" এবং "শ্রদ্ধা" এই দুইটি রূপের দ্বারা মাত্রী তনু, "শক্তি" এই শব্দের দ্বারা শাক্তী তনু, এবং "মাতৃ", "ব্যাপ্তি" এবং "চিতি" এই তিনের দ্বারা ব্রাহ্মী তনু লক্ষিত হইয়াছে জানিবে।

কাষ্ঠা বা সীমাকে চারি প্রকারে দেখা—অধ্যাত্মজীবনে সব চাইতে যেটি মর্ম্মী প্রশ্ন তার সাথে এর সম্বন্ধ

আয়তনতত্ত্বের উপলব্ধি এবং তার যাথার্থ্যের মধ্য দিয়া (in respect of validity and value) সাতটি সোপান অথবা পর্ব্ব আমরা ধারণা করিয়া লইতে পারি। স্থূল-গোচরতা, সূক্ষ্মগোচরতা, পরিসংখ্যেয়তা (measurability), পরিকল্পনীয়তা (as scientific theory), নিদিধ্যাসিতব্যতা (valdity and value as revealed in Yogic experiment), পরিনিষ্ঠিততা (as finally ascertained and established), এবং চরমে সাক্ষাৎ অপরোক্ষতা (as perfect and direct realisation)। এ সকল পর্ব্বের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান প্রয়োজন মত পরে করা যাইবে। এ স্থলে ইহাও লক্ষ্য কর যে, পাদ মাত্রা কলা ও কাষ্ঠা এই চারিটিকে যদি আয়তনের লক্ষণের মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায় তবে শেষের যেটি অর্থাৎ কাষ্ঠাটিকে চারিরকম করিয়া না দেখিলে সেটির পরিপূর্ণতা ও বিশ্রান্তি হয় না। সে চারিটি দিক হইতেছে এই :—কাষ্ঠা বা সীমাকে সমগ্রভাবে কি লইতেছি? সেটিকে কি অখণ্ডভাবে লইতেছি? সেটিকে কি বিশুদ্ধভাবে লইতেছি? এবং সেটিকে কি পূর্ণ সমন্বয়ীভাবে লইতেছি? এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর না মেলা পর্য্যন্ত কাষ্ঠা যেন কিছুদূর যাইয়া কাষ্ঠবৎ পঙ্গু হইয়া রহে, এবং সেরূপ কাষ্ঠায় আমাদের পূর্ণ নিষ্ঠা সম্ভব হয় না। যেমন কেবল জড়ের ক্ষেত্রে তুমি আমাকে যে কাষ্ঠায় লইয়া যাইলে, প্রাণ ও চেতনার দেশে সেই কাষ্ঠাই কি কাষ্ঠারূপে পরিগণিত হইবে? প্রকৃতির এলাকাতে (In the domain of Nature) কোন ব্যাপারকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন এক সীমায় লইয়া যাইয়া সেটিকে সেইখানেই দাঁড় করাইয়া রাখিলাম; কিন্তু প্রশ্ন উঠে—প্রকৃতির পারে অপ্রাকৃত অমায়িক কোন ধাম আছে অথবা নাই? এপারে কার্য্যকারণাদির যে নিয়মগুলি চালু রহিয়াছে, অপর পারেও সে নিয়মগুলি ঠিক সেই ভাবেই সচল? প্রাকৃতিক নিয়মের এলাকা হইতে স্বতন্ত্র অথচ ইহার উপরে অধ্যক্ষতা করে এমন কি কোন উর্দ্ধতন লোক নাই, যেখানে তুল্যবল ঘাত-প্রতিঘাতের বদলে একান্ত শরণাগতি এবং অহেতুক কৃপার সন্ধান আমাদের মেলে? অধ্যাত্ম-সাধনের জীবনে এই প্রশ্নের চাইতে অধিক মর্ম্মী প্রশ্ন আর কিছুই নাই।

সাধকের পক্ষে তার আয়তনের পর পর রূপান্তরের অবস্থা এবং তার ফলে উপলব্ধির পর পর ভূমির উন্মেষ

শেষকালে সাধকের জীবনে তার নিজ আয়তনটিকে কিভাবে ক্রমশঃ রূপান্তরিত (reform and transform) করিয়া লইতে হয় সেটি বিবেচনা কর। আমাদের এই সাধারণ কারবারী যন্ত্রটীকে ভোগায়তন নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এটা অবশ্য অনড় আড়ষ্ট কোন সামগ্রী নয়। শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা এটির পরিবর্ত্তন নিয়তই ঘটিতেছে। প্রাকৃত ধর্ম্মেও এটি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু প্রশ্ন এই—আমার নিজের এই আয়তনটির সদাক্ষণ এই যে পরিবর্ত্তন সেটিকে আমি আমার সাধনের অনুকূলে লইব কিরূপে? জপধ্যানাদি ক্রিয়া দ্বারা অভীষ্ট পরিবর্ত্তনটি (desired transformation) আমাকে সংসাধিত করিতে হয়। আমার নিজের প্রয়াস নিষ্ঠার সঙ্গে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পূর্ব্বোক্ত উর্দ্ধতনধাম হইতে এক পরমাশ্চর্য্য প্রেরণা ও সহায়তা আমার মিলিয়া থাকে। এইটি হইল সাধকের পক্ষে বড় ভরসার কথা। বাহ্য প্রকৃতিতে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। যেমন জলকে শৈত্যপ্রয়োগে ধীরে ধীরে বরফ করিবার চেষ্টা করিতেছি। শৈত্য এক নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় নামিয়া আসিলে জলীয় দানাগুলির (molecules) যেন সহসা এক বিপ্লবী পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, যার ফলে জলীয় দানাগুলি নিজেকে বরফের দানা রূপে সাজাইয়া লয় এবং তার ফলে কতকগুলি নূতন ধর্ম্ম নিজের ভিতরে প্রকাশ করে। শুধু আবার তাহাই নয়, এই নূতন ব্যূহ রচনার ফলে যে শক্তি কার্য্যকরী হয় (molecular

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

energy) সেটি এত প্রচুর যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এক শক্ত নিরেট ইস্পাতের গোলার মধ্যে জল পুরিয়া সেটিকে centigrade এর শূন্য ডিগ্রীতে লইয়া যাইলে ভিতরকার জল বরফ হইয়া তার ইস্পাতের আবরণও ফাটাইয়া ফেলে। প্রকৃতিতে এইভাবে কতনা সুদৃঢ় প্রস্তর স্তর বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এইরকম জল যখন আবার উত্তাপের ফলে বায়বীয় আকার ধারণ করে তখন কেবল যে তার দানাগুলির নতুন প্রকারের বিন্যাস ঘটে এমন নয়, সেস্থলেও এক প্রচণ্ড শক্তিকে আমরা আবির্ভূত ও কার্য্যকরী হইতে দেখি। এই শক্তির বলেই বাষ্পচালিত যন্ত্রগুলি চলিতেছে। Molecule ছাড়িয়া আরও সূক্ষ্ম পর্য্যায়ে যাইলে বস্তুর রূপান্তরটিও যেরূপ অভাবনীয় ভাবে ঘটে, শক্তির উদ্রেক এবং তার বিপুলতাও সেইরকম অভাবনীয় রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে Atomic Energyর কথা চিন্তা কর। এখন এই সকল বাহিরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জপাদি সাধনের ঋত এবং মিত্রচ্ছন্দের দ্বারা আমাদের এই আয়তনটির যখন রূপান্তর সাধিত হয়, তখন কেবলমাত্র যে ইহার আকৃতি-প্রকৃতি বদলাইয়া যায় এমন নয়, তার ফলে অতর্কিত এক মহাশক্তির উৎস আমাদের পরিচয়ে এবং ব্যবহারের দ্বারে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরে। এইটি হইল উর্দ্ধতন লোকের অতর্কিত সহায়তা (Unforeseen aid and assistance from Above)। এর প্রসাদে আমার আয়তনটির পরিবর্ত্তন এত দ্রুত এবং বিপুল ভাবেতে সংঘটিত হয় যে আমি নিজেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই। মনে ভাবি—আমার কীই বা ছিল আর হে স্বামিন্! তোমার কৃপায় ও প্রসাদে সেটা এমনতরই হইয়া গেল। এই রূপান্তরটিকে লক্ষ্য করিয়া সাধকেরা সাধনদেহ, দিব্যদেহ, সিদ্ধদেহ, অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ এই সকল রাহস্যিক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে এই প্রাকৃতমায়িক ভৌমদেহ ভজনের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথমতঃ প্রাকৃতের যেটি প্রান্তসীমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে আসিয়া সে বিরজা স্নানটি সমাপন করিয়া লয়। তখন সে হয় শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিন্ময় লোকের অধিবাসী হবার যোগ্য। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে বিরজার পারে উর্দ্ধতন এই অমায়িক ধামগুলিকে বৈকুণ্ঠ গোলোক এবং ব্রজ এইসব আখ্যা দেওয়া হয়। এসবেরই নিজ নিজ উপযোগী আয়তন অবশ্যই রহিয়াছে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের যেটি আয়তন সেটিকে গোলোকে যাইতে হইলে আপনাকে তদনুরূপভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয়। ব্রজের আয়তনটিকে সকল রসের পরাকাষ্ঠা যেটি সেটির আস্বাদনের ভূমি মনে করা হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিতে আয়তনের যেটি ছন্দ সেটিকে পঞ্চধা ধারণা করিতে পারি—ভৌমচ্ছন্দঃ, বিরজাচ্ছন্দঃ, বৈকুণ্ঠচ্ছন্দঃ, গোলকচ্ছন্দঃ এবং ব্রজচ্ছন্দঃ। এ সকলের আবার অবান্তর ভেদও আছে।

এই আয়তনবত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মাতঙ্গ রহস্যটিও বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। কেননা মাতঙ্গ হইল আয়তনেরই ক্রম বিবর্ত্তনশীল রূপ।

কৃষ্ণং মূঢ়ং মতঙ্গং মনতি বহুবলং পাতিতং ভিন্নতুণ্ডং
সিংহেনান্যঞ্চ ঘোরং মদচলিতমিভ ঞ্চাঙ্কুশাচ্ছোণশুণ্ডম্।
পীযূষস্নাপনার্থং সিতকরিযুগলং হেমকুম্ভঞ্চবিভ্রন্
মন্দাকিন্যাং মদারং গজবদনগজং দিগ্‌গজং বা গজেন্দ্রম্ ॥৭৩॥
জাত্যং মন্ত্রাক্ষরাণাং সপদি পরিহরেদাদ্যমাতঙ্গমুণ্ডং
হিঙ্কারাদ্ ব্যাজবিঘ্নাবপিচ বিজয়াতাং ছন্দসাং বাগ্‌ভবেন।
সোমস্নানে দধীত প্রণবকরিযুগোত্তলিতং রুক্মরেত
উগ্রং ব্যগ্রং চ দুর্গং হরতি পরতরং শ্রীগণেশেভতুণ্ডম্ ॥৭৪॥

বেদাগমাদি আম্নায় এক কৃষ্ণবর্ণ মহাবল মূঢ় মাতঙ্গের কথা বলিয়াছেন, যেটিকে মাতঙ্গী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর ধ্যানে ছিন্নমুণ্ড হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখি (পাতিতং ছিন্নমুণ্ডং)। সিংহবীর্য্যদ্বারাই সেটি নিপাতিত ও বিমথিত হইয়াছে। আবার কেবল মূঢ় রূপে নয় (not only as static massive Brute Force), পরন্তু সেটিকে আবার ঘোর (রাজস্) রূপেও দেখিতে পাই ; সেরূপে সেটি মদমত্ত হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে (মদচলিত-মিভং)। এই ঘোররূপ মাতঙ্গের শাসনটি হয় অঙ্কুশ দ্বারা, যার ফলে ইহার শুণ্ড শোণিত বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে (অঙ্কুশাচ্ছোণশুণ্ডম্)। এর শাসনের উপায় যে অঙ্কুশ, সেটিকে আমরা দেবীর হস্তে আয়ুধরূপে অবশ্য দেখিতে পাই। কিন্তু সেটি আসলে যে কি তা ভাবিয়া দেখিও। আবার অন্যত্র দেখিতে পাই (যেমন মহাবিদ্যা কমলার ধ্যানে) যে দেবী এক প্রস্ফুটিত শতদলের উপরে মহামহিমময়ী হইয়া সমাসীনা রহিয়াছেন, আর দুইদিকে দুই শ্বেতহস্তী সুধা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিন্ধুতে হেমকুম্ভ ভরিয়া দেবীর পীযূষস্নানটি করাইয়া দিতেছে। এই শ্বেতকরি-যুগলই বা কি আর এই পীযূষস্নানের রহস্যই বা কি? পুনশ্চ, যে সুরহস্তী ঐরাবত দেবী ইন্দ্রাণীর বাহন, সেই ঐরাবত একদা মদোদ্ধত হইয়া মন্দাকিনীর পাবন ধারাটিকে রোধ করিব এই স্পর্দ্ধা করিয়াছিল, কিন্তু তার সে স্পর্দ্ধা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল (মন্দাকিন্যাং মদারং)।

তারপর মাতঙ্গকে আরও অন্য তিনরূপে আমরা দেখিয়াছি—একটি হইল তার দিগ্‌গজরূপ, অপরটি হইল তার সেই প্রসিদ্ধ গজেন্দ্রোপাখ্যানের আর্ত্তি-বিহ্বল রূপ, আর শেষেরটি হইল যিনি স্বয়ং গজবদন গণেশ তাঁর তুণ্ডে গজের যে রূপ, সেই রূপ। এ তিনেরই বা তাৎপর্য্য কি?

পূর্বশ্লোকে যে কৃষ্ণবর্ণ মূঢ় মহাবলী মাতঙ্গের কথা আগেই বলা হইল সেটি অবশ্য গাঢ় পুঞ্জীভূত তামস শক্তির প্রতীক, কাজেই সেটি মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে রহিয়াও মন্ত্রশক্তির পূর্ণ উদ্ধার এবং চৈতন্যের বাধা দান করিতেছে। এই নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষরের এক প্রকার জাড্য বা জড়তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিংহ হইল প্রাণশক্তির সমর্থতম রূপ। বর্ণসমূহের মধ্যে মহাপ্রাণবর যে হকার সেটি বিশেষভাবে এই সিংহবীর্য্যদ্বারা অনুগৃহীত জানিবে। কাজেই হিঙ্কার, হুঙ্কার, প্রভৃতি হকারমুখ্য মন্ত্রশক্তি দ্বারা আদিম ঐ কৃষ্ণ মাতঙ্গটিকে নিপাতিত ও বিমথিত করিয়া লইতে হইবে। তারপরে মাতঙ্গের যেটি ঘোররূপ সেটি হইল উগ্র রাজস রূপ, এর ফলে সাধনে ব্যাজ ও বিঘ্ন দেখা দিয়া থাকে। এটিকে নিরসনের নিমিত্ত অঙ্কুশের প্রয়োগ আবশ্যক। সে অঙ্কুশটি কি? সেটি হইল বাক্‌ভব, কিনা "ঐঁ" এই বীজমন্ত্র (দেবীর ধ্যানে যে সকল আয়ুধ আমরা দেখিতে পাই, সেগুলির তাৎপর্য্য মন্ত্রের দিক দিয়াও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যেমন ধনুঃ—প্রণব, ইত্যাদি)। "ঐঁ" হইতেছে মহাসরস্বতীরও বীজ, কাজেই রজোগুণের তিরোভাব ঘটাইয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক ও বিশালতা সাধন করিতে এই বীজের বিশেষ শক্তি। কিন্তু সত্ত্বগুণের উদ্রেক ও বিশালতা ঘটিলেই সেটি নিরুপদ্রব হয় না, শুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেটি প্রাকৃত নিয়মের এলাকায় থাকিয়া যায়। অর্থাৎ সেটি "মর" রহিয়া যায় "অমর" হইয়া যায়না। এই নিমিত্ত "ঐঁ" প্রভৃতি সকল বীজ মন্ত্রেরই অমৃতস্নানটি হওয়া আবশ্যক। দশমহাবিদ্যার শেষ মহাবিদ্যা শ্রীশ্রীকমলার ধ্যানে এই অমৃতস্নানটি দেখানো হইয়াছে। সেখানে দুইদিকে দুই শ্বেতহস্তী হইল দুটি প্রণব। দুইদিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে দুইটি প্রণব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই হিরণ্যরেতঃ সাধকের বীজ মন্ত্রের উপরে বর্ষণ করিতে থাকে। যার ফলে সেই বীজমন্ত্রের মধ্য হইতে অমৃতশক্তি (নাদ) জাগরিত, উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে (দুহানা অমৃতস্য ধারাম্)। অমৃতত্ব লাভ করিয়া, অমৃত স্নানে উদ্বুদ্ধ হইয়া বীজ মন্ত্র সকল প্রাকৃত বাধা ও অন্তরায়, মৃত্যু ও তমসার পারে স্বয়ং চলিয়া যায় এবং সাধককেও লইয়া যায়। তখন সত্ত্ব হয় শুদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ। এই শ্লোক দুটিতে মাতঙ্গের প্রসঙ্গে কৃষ্ণ, রক্ত এবং শুভ্র এই তিন বর্ণের প্রসঙ্গও করা হইয়াছে লক্ষ্য করিতে হইবে। এ তিন বর্ণের রহস্য গভীর ভাবে ধ্যানযোগ্য। বর্ণের শুভ্রতা দেখা দিলেই নিরাপদ্ হওয়া যায়না এটি দেখাইবার নিমিত্ত মাতঙ্গকে আরও তিনরূপে দেখানো হইয়াছে—উগ্র, ব্যগ্র, ও দুর্গ। এ তিনের মধ্যে শ্বেত ঐরাবত উগ্রের রূপ, দিগ্‌গজ ব্যগ্রের রূপ এবং গজকচ্ছপ উপাখ্যানের গজেন্দ্র হইল দুর্গের রূপ। শুদ্ধ সত্ত্বে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি হইলেই এই তিন প্রকারের রূপ আর উপদ্রব সৃষ্টি করে না। উপদ্রবের সাধারণ নাম যদি দেওয়া যায় বিঘ্ন, তবে বিঘ্ন বিনাশন শ্রীগণেশ স্বয়ং শুভ্র গজমুণ্ড পরিগ্রহ করতঃ ঐ ত্রিবিধ এবং আনুষঙ্গিক সকল প্রকার বিঘ্নের নিরসনের ভার লইয়াছেন। এবং এ সকলের পরতর যে গুণাতীত ভূমি, যেটিকে গীতা নিস্ত্রৈগুণ্য বলিয়াছেন, সেখানে লইয়া যাইবার ভারটিও শ্রীগণেশ লইয়াছেন। কেননা আমরা দেখিয়াছি যে শ্রীগণেশ হইলেন ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক যে প্রণব তারই পরিপূর্ণতম মূর্ত্তি (একাধারে নাদ-বিন্দু-কলাত্মা এবং নাদ-বিন্দু-কলাতীত)। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও লক্ষ্য করিবে যে আমাদের প্রাকৃত সাধনের ক্ষেত্রে অশুভ কৃষ্ণ রক্তাদি যে যে বর্ণে দেখা দেয় সেটিকে নিবারিত ও বিবর্ত্তিত (transform) করার জন্য উর্দ্ধতন ধ্যানের লোক হইতে কি কি প্রকারের বর্ণের প্রভাব অবতরণ করিয়া থাকে। যেমন, প্রাকৃত রজের বর্ণ রক্ত, কিন্তু ভাগবতী-শক্তি সে রক্তকে আত্মসাৎ করিবার জন্য স্বয়ং রক্তবস্ত্র-পরিধানা হইয়া দেখা দিতেছেন। কিন্তু প্রাকৃত রজের যে রক্তবর্ণ আর ধ্যানে আবির্ভূতা দেবীর আসন বসনাদির যে রক্তবর্ণ সে দুটি একপ্রকারের নয়। ধ্যানগোচর কৃষ্ণ-রক্ত-শুভ্রাদি বর্ণের সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না আমাদের সাধারণ অনুভবে যে সব বর্ণ তাদের। যেমন ধ্বনিগত, সেইরূপ বর্ণগত—এই মৌলিক প্রভেদটিও সকল সময় মনে রাখিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯। হানোপাদান-বিরহ-প্রতিযোগিকত্বাভাববত্ত্বংতত্ত্বম্ ॥

ন কিঞ্চিদ্ধীয়তে যত্র ন চোপাদীয়তেঽপিবা।
অনাবৃতি-পরামৃষ্টি সামগ্র্যং তত্ত্বমুচ্যতে ॥৭৫॥

প্রত্যয়রূপবৃত্তিত্বে সত্যংমিথ্যেত্য বিকল্পিতম্।
অংশাংশিত্বাদ্যখ্যাতঞ্চ সাক্ষাচ্চাপ্য পরোক্ষকম্ ॥৭৬॥

ভাতীতি ভানরূপেণ সামগ্রী হি বিরাজতে।
ভানস্য ভাসতাপত্তির্ভাণতাপত্তিরেব চ।
প্রথমা ভেদজন্যা চ দ্বিতীয়া স্যাদ্ বিকল্পজা ॥৭৭॥

দেশকালৌ চ ছন্দশ্চ বস্তিতি ভেদকৈঃ পুনঃ।
শিথিলশ্চপলো ভাণো কুটিলো জটিলস্তথা।
দৈশিকঃ কালিকশ্চেমে ছান্দসো বাস্তবঃ ক্রমাৎ ॥৭৮॥

কিংবা ভাতি ন ভাতি বিশ্বমখিলং ভাত্যেব ভাসা ভৃশং
কিংবাঽভাত্যবভাসতে খলু পুন র্ভাত্যেব নির্ব্যূঢ়ভাঃ।
কিংবা প্রত্যবভাসতে ধিয়ি ন বা ভাত্যেব সাক্ষী ধিয়াং
কিংবা পূর্ব্বমিদং পরং বিলসিতং ভাত্যেব ভানুঃ সনাৎ ॥৭৯॥

প্রতিভাসঃ পরামর্শাদবভাসোঽবমর্শনাৎ।
আভাসশ্চাপ্যপামর্শাদনুভাসোঽনুমর্শনাৎ।
ভাসঃ প্রপঞ্চিতশ্চৈবং বিমর্শাৎ প্রত্যবাদিকঃ ॥৮০॥

যো বিশিনষ্টি লিঙ্গেন পরামর্শঃ স উচ্যতে।
বিশ্লেষয়তি চ সংশ্লিষ্টং বিশ্লিষ্টং সংযুনক্তি যঃ।
বৌদ্ধব্যাপারমূলত্বাদ্ বিমর্শঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৮১॥

নিরাকুর্ব্বন্নধিষ্ঠান মপাকুর্ব্বংশ্চ কল্পিতম্।
অনিরুক্তং নিযুঙ্‌ক্তে যঃ সোঽপামর্শো নিগদ্যতে ॥৮২॥

প্রতিমর্শানুমর্শৌ দ্বৌ সঙ্কল্পস্মরণাত্মকৌ।
নিশ্চিনোত্যবপূর্ব্বো যো বিদ্ধ্যেবং মর্শপঞ্চকম্ ॥৮৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিমর্শাদ্ধি নৈষ্কল্যং সাকল্যঞ্চ বিমর্শনাৎ
তয়োর্দ্বন্দ্বে মৃশৎ সর্ব্বমদ্বন্দ্বে মর্শনং কুতঃ ॥৮৪॥

সদিতি পরনৈর্দ্বন্দ্ব্যং সামগ্র্যং পরমঞ্চ তৎ।
মূল বিমর্শ ভাবশ্চ বিদ্ধীতি প্রণবঃ পরঃ ॥৮৫॥

নাদবিন্দুকলাত্মা স নাদবিন্দুকলাতীতঃ।
তয়োঃ সেতুরর্দ্ধমাত্রা যাঽপ্য সকল নিষ্কলা ॥৮৬॥

ওঁ তৎসদিতি জানীয়াদ্ তনুর্মাত্রী হি ব্রহ্মণঃ।
শাক্তী তনুর্মহামায়োপরিষ্টাৎ সূত্র্যতে চ যা ॥৮৭॥

অতঃপর তত্ত্বসূত্রের এবং তদন্তর্গত কারিকাগুলি সংক্ষেপে বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। এর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু পূর্ব্বেই কতক আলোচিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থে আরও হইবে।

হান (Subtraction) উপাদান (Addition), এদুয়ের যেটি বিরহ কিনা অভাব, সে অভাবের অপ্রতিযোগী হওয়াকে (অর্থাৎ হান-উপাদান এতদুভয়ের রহিত হওয়াকে) তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। পরমভাবপদার্থ অলক্ষণ, তাই অভাবরূপে লক্ষিত হইতেছে। তত্ত্ব স্বরূপে অব্যবহার্য্য কিন্তু প্রত্যয়রূপে ব্যবহারযোগ্য হয়

প্রথম কারিকাটিতে সূত্রে লক্ষিত তত্ত্বপদার্থকে বিশ্লেষণ করতঃ বলা হইতেছে যে সামগ্রী অথবা সমগ্রত্ব হইতে (as Absolute Wholeness) কিছুই বাদ কিংবা যোগ দেওয়ার থাকে না; যেটি নিজে "আবৃতি" (veiling) এবং "পরামৃষ্টি" (stressing) এই দুই হইতে মুক্ত, সেটিকে তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে (Thing in Itself, Absolute Thatness)। আগে যে সামগ্র্য (Wholeness unveiled and unconditioned) এর কথা বলা হইল, সেটি স্বয়ং সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ (Direct Self-revealed) সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যবহারে প্রত্যয়রূপে (as usable experience) সেটি বৃত্তিমৎ হইতেছে; অর্থাৎ যেটি নিজে "অব্যবহার্য" সেটি প্রত্যয়রূপে আমাদের ব্যবহারে আসিতেছে। এই ভাবে ব্যবহারে আসিবার ফলে যেটি নিজে সত্য মিথ্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত তাতে "এটি সত্য" "ওটি মিথ্যা" এই প্রকার বিকল্পনার সম্ভাবনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটিতেছে ; এবং যেটি স্বয়ং অখণ্ড সামগ্রী মাত্র (Seamless Whole of Being-Experience) তাতে "এইটি অংশ এবং এইটি অংশী" এবম্প্রকার নানাবিধ সম্বন্ধের অভিব্যক্তিও ঘটিতেছে। সুতরাং যেটিকে আমরা প্রত্যয়রূপে জানিতেছি, সেটি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ যে তত্ত্ব তাতে অস্মদাদির ব্যবহারানুরোধে নিরূপিত এক রূপ মাত্র।

ভান, ভাস এবং ভাণ এ তিনের লক্ষণ ও সম্বন্ধ

তত্ত্বরূপ যে সামগ্রী "ভাতি বা প্রকাশ" রূপে দেখিলে তাকে বলা যায় "ভান"। আগে "অদ্বৈতাদ্বৈত দশকম্" ইত্যাদি নানাস্থলেই এই ভানবস্তুটি আমাদের কাছে পরিচিত হইয়াছে। এই ভানবস্তুতে তত্ত্বের যে সমগ্রত্ব ও অখণ্ডত্ব লক্ষণ তাতে সেটি বজায় থাকে। ইহা আমরা পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে যত্ন করিয়াছি এখন এই ভানবস্তু আবার আপনাকে "ভাস" কখনও বা "ভাণ" রূপে দেখাইয়া থাকে। এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটি দেখা দেয় যখন দ্বৈতাদ্বৈত বর্জ্জিত (Alogical) ভান সামগ্রীর মধ্যে কোনও প্রকারে "অহম্" "ইদম্" ইত্যাকার ভেদ অথবা দ্বৈত আসিয়া দেখা দিয়া থাকে ; অর্থাৎ ভাস হইল ভান এর সেইরূপ যেখানে "অহম্ ইদম্" ইত্যাকার দ্বৈতসম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়াছে এবং সেইভাবে সমগ্র বোধটিকে বিভাগ করিয়া লইয়াছে। আর যেটি "ভাণ" সেটি হইল বিকল্প হইতে জাত। যেখানে বিকল্প সেখানে বস্তু সুস্থির বা নিশ্চিত ভাবে নাই। সুতরাং সেটির সম্বন্ধে সংশয় ও অনিশ্চয়তা (Doubt and Uncertainty) বিদ্যমান রহিয়াছে। "ভাসতাপত্তি"র মূলে যে ভেদ (Differentiation) সেটিকে আমরা অহম্ ও ইদম্ এই একপ্রকারে দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে দেশ, কাল, বস্তু এবং ছন্দঃ এই চারিটিই সচরাচর ভেদক (Categories of Differentiation) হইয়া থাকে। বিকল্প জন্য যে ভাণরূপতা (Doubt, uncertainty, misapprehension, misrepresentation) ঘটিয়া থাকে, সেটিকে চারি-প্রকারের করিয়া দেখিতে হইবে :—শিথিল, চপল, কুটিল এবং জটিল। এ চারিটির মধ্যে যদি বিকল্প (উক্ত uncertainty প্রভৃতি) দেশ সম্বন্ধে (As regards Spatial relations) হয় তবে সেটির নাম দেওয়া যায় "শিথিল" (Incompact, Incoherent)। যদি কাল সম্পর্কে হয় তবে সেটিকে বলা হয় "চপল" (Unabiding, Arbritrarily variable) ; যদি ছন্দঃ সম্পর্কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় তবে সেটিকে বলা যায় কুটিল (Unrhythmic, Unharmonic) আর যদি সেটি বস্তু সম্বন্ধে হয় তবে সেটিকে বলা যায় জটিল (Complicated, confused)।

[ভান, ভাস এবং ভাণ এই তিনের প্রসঙ্গ এইখানে সংক্ষেপে করা হইল। কেবল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়া নয়, আমাদের অধ্যাত্মসাধনের সঠিক পরিচয়টি পাবার জন্য এই তিনটিকে ভালমতে চিনিয়া রাখা ভাল। ভান হইতেছে সমগ্র অখণ্ড বোধ, যেটি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ কিন্তু যার সম্বন্ধে বুদ্ধির অথবা বাক্যের (Categories or Predicables) পুরাপুরি ভাবে প্রয়োগটি হয় না। It is undivided alogical whole of experience. তথাপি সূত্রে তত্ত্বের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তার সঙ্গে এই ভানের একদিক দিয়া বিলক্ষণতাও আছে। তত্ত্বকে বলা হইয়াছে হানোপাদান রহিত। কিন্তু আমাদের অনুভূতিতে যেটি ভানরূপে আবির্ভূত হয় সেটিতে এ লক্ষণটি বর্ত্তে না বলিয়াই মনে হয়। অর্থাৎ ভানকে আমরা এক moving continuum রূপেই পাইয়া থাকি। এর অন্তর্গত অনেক কিছু চলিয়া যাইতেছে এবং এতে প্রকট নয় এমন অনেক কিছু আসিয়া এতে সংযুক্ত হইতেছে। অর্থাৎ এটি সম্বন্ধে হান এবং উপাদান নাই একথা বলা চলেনা। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে যেটি ভান সেটির সম্বন্ধে পরাকাষ্ঠা কোথাও আছে ইহাই মনে করিতে হয়। সেই পরাকাষ্ঠা হইল ভানরূপ ব্রহ্ম, যেখানে বোধ স্বতঃসিদ্ধ এবং নিত্যপূর্ণ (Eternally Realised and Perfect)। তারপর 'ভাস' হইল ভানের সেই রূপ যাতে বুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের ব্যবহার (বিমর্শাদি) আরব্ধ হইয়াছে—Logically appreciated Experience. শেষকালে 'ভাণ'—এটিকে পূর্ব্বালোচিত ব্যাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। সাধারণ ছল কপট অর্থে একথাটি লইলে চলিবেনা। অর্থাৎ ভাণ মানে conscious or unconscious sophistication of fact মাত্র নয়। এটিকে cosmically and basically বুঝিতে হইবে। যেখানেই মূলে দ্বিধা বা সংশয় থাকার দরুণ বোধটি আপনাকে ঋজু যথার্থ এবং নিশ্চিত ভাবে ফুটাইতে পারিতেছেনা সেইখানেই ভাণের এলাকা বুঝিতে হইবে। দেশ কালাদির দিক দিয়া এই ভাণকে আমরা চারিপ্রকারে দেখিলাম—শিথিল, চপল ইত্যাদি। কেবলমাত্র ব্যবহারিক বোধেই নয় অধ্যাত্মসাধনের অনুভূতিগুলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাণকে তাহার এই চারিটি মূর্ত্তিতে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে এবং খুঁজিয়া পাইলে বোধের শোধন ও সংস্কারটি করিয়া লইতে হইবে। এখানে এই 'ভাণ' কথাটির সঙ্গে নারায়ণী স্তবে "লজ্জারূপেন সংস্থিতা" এর "লজ্জা" কথাটির তুলনা করা যাইতে পারে। ওখানে লজ্জা বলিতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সেটি অবশ্যই নয়। দেবীর "জাতি"রূপের কথা বলিয়া তারপর "লজ্জা"রূপের কথা বলা হইয়াছে এবং তারপর "শ্রদ্ধা" রূপের কথা। এই পারম্পর্য্যের অবশ্যই এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আছে। প্রাচীন Plato প্রভৃতি দার্শনিকদের মত ইহা যদি মনে করা যায় যে আমাদের লৌকিক অনুভূতিতে প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের এক শুদ্ধভাব-রূপ বিদ্যমান আছে (Pure archetypal form) তবে সেটিকে আমরা 'জাতি' এই নাম দিতে পারি। এখন কোন এক জাতির সম্পর্কে তার যেমন স্বজাতীয় কিছু আছে তেমনি আবার তার বিজাতীয় কিছু আছে। বৈজাত্যের দ্বারা বিদ্ধ এবং অভিভূত হইলে শুদ্ধ যে জাতি (Pure Type) সেটি জাতি-সঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়—যাহা সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—"সঙ্করো নরকায়ৈব"। এখন এই বৈজাত্যের (What is incompatible, incongruent) স্পর্শ এবং বেধ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য প্রতিটি জাতিতে যে স্বাভাবিক ক্ষেমপ্রবণতা (Tendency to self-preservation) তাকে বলে "লজ্জা"। লজ্জাকে এইভাবে ধ্যান করিয়াই প্রাচীনেরা বলিতেন 'লজ্জা হইল নারীর ভূষণ' এবং ভগবতীর যে বিবিধ শক্তিরূপে অভিব্যক্তির কথা বলা হয় হ্রী বা লজ্জা হইল তাহার অন্যতমা। এই হ্রীর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে আদ্যাশক্তির মূল বীজটি পাই হ্রীঁ। এটিকে লজ্জাবীজও বলা হইয়া থাকে।]

মূল ও নিত্য প্রকাশরূপতা কোথায়?

এই অখিল বিশ্ব বোধে উদিত হউক আর না হউক যেটি তৎ ও সৎ বস্তু সেটি আপন জ্যোতিতে (ভাসা) সম্যক্‌রূপে (ভৃশং) প্রকাশমান আছেই (ভাত্যেব); বিশ্ববোধের যেটি অখণ্ড ভূমা আধারপট তাতে কোন ছায়াচিত্র ফুটিয়া উঠুক আর নাই উঠুক সে আধার স্বয়ং আপন নিঃসংশয় মহিমায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আছেই (ভ্যাত্যেব নির্ব্যূঢ় ভাঃ); অস্মদাদির বুদ্ধিতে এমন কি সমষ্টি মানসেও (হিরণ্যগর্ভ) বিমর্শাদি বশতঃ যে সব প্রত্যয় হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা হইতে পারে সে সকলের শুদ্ধ নিরঞ্জন সাক্ষীরূপেও সেটি বিরাজমান (ভাত্যেব সাক্ষী ধিয়াং); আবার কালের সম্বন্ধে এই বোধ বিশ্ব অথবা বিশ্ববোধ পূর্বেই প্রপঞ্চিত হউক অথবা পরে হউক শুদ্ধচৈতন্যরূপ সেই ভানু স্বয়ং পূর্ব্বাপর সম্বন্ধাতীত হইয়া এবং এ সকল সম্বন্ধের প্রকাশক হইয়া বিদ্যমান আছে (ভাত্যেব ভানঃ সনাৎ)॥

পঞ্চ প্রকারের মর্শ ও ভাস—তাদের পরস্পর সম্বন্ধ

অতঃপর পরামর্শাদি মর্শ পঞ্চকাদির সঙ্গে প্রতিভাসাদির ভাস পঞ্চকের সম্বন্ধ কারিকায় বলা হইতেছে :—পরামর্শ (limiting and conditioning of what is otherwise unlimited and unconditioned) রূপ ধী বৃত্তি হইতে আমাদের পূর্ব্বালোচিত ভাস যে আকার ধারণ করে, সেটির নাম দেওয়া হইতেছে প্রতিভাস (experience as related to a given frame of reference); সকল সংশয়, বিকল্প নিরসন করিয়া, অর্থাৎ ভাণের সম্ভাবনাটি নিরস্ত করিয়া বুদ্ধির (Pure Reason) যেটি স্বাভাবিকী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি সেটি যখন উদিত হয় তখন বুদ্ধির সেই রূপটিকে বলে অবমর্শ (অব=অবধারণে); এই অবমর্শের ফলে ভাস (experience) যে আকারটি ধারণ করে তাকে বলা হইল অবভাস। লক্ষ্য কর যে এখানে "অব" এই উপসর্গটি অবধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, অপরাপর অর্থে নয়। তারপর অপামর্শ হইল বুদ্ধির সেই ব্যাপার যার দ্বারা আবৃতি এবং আক্ষেপ (Suppressing and ascribing) এই দুটি ঘটিয়া থাকে এবং তার ফলে আমাদের বোধ যে আকার ধারণ করে তার নাম দেওয়া হইল আভাস (What appears)। তারপর বুদ্ধির অপর এক ব্যাপার হইতেছে জ্ঞাত বা অনুভূত বস্তু সম্বন্ধে অনুধ্যান (Refection) করা, এবং যেটি অতীত সেটিকে আবার নূতন করিয়া জ্ঞানে ও অনুভবে আনার প্রয়াস করা (Recollection)। এই ব্যাপারের ফলে আমাদের বোধ যে আকার ধারণ করে, সেটিকে অনুভাস বলা হইল। আগে বুদ্ধির যে চারি প্রকার ব্যাপার (function) এর কথা বলা হইল সে সকলেরই মূলে হইতেছে বিমর্শ (Discursing analytically or otherwise)। এই বিমর্শের প্রসঙ্গ আমরা আগে করিয়াছি। এই বিমর্শরূপ মৌলিক ব্যাপারের ফলেই যেটি স্বরূপে ভান সেটি আমাদের পরিচয়ে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহারে (In appreciation and usage) ভাসরূপে দেখা দিয়া থাকে। সুতরাং বিমর্শ ব্যতিরেকে ভাসের (experience not indeed as actually given but as understood and appreciated by us) এর সম্ভাবনাটিই ঘটেনা। অতএব মূলে এই বিমর্শকে লইয়া যেমনধারা একদিকে বুদ্ধির পরামর্শাদি পঞ্চবিধা দেখিতে পাই সেইরূপ আবার অন্যদিকে তৎ তৎ সম্বন্ধে আমাদের বোধেরও ভাস প্রতিভাসাদি পঞ্চ আকার দেখিতে পাই।

মর্শপঞ্চকের লক্ষণ। বিমর্শ ও প্রণব। পরব্রহ্মের মান্ত্রী ও শাক্তী তনু

যেটি কোন প্রকার লিঙ্গ, হেতু, অর্থ সূচক (Index) দ্বারা কোন বস্তু বা বিষয়কে বিশেষিত (qualifies) করে, তার নাম পরামর্শ। এই পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন জ্ঞান বা বোধ সম্পর্কে কোন প্রকার অনুমানাদি করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সে সম্বন্ধে কেন, কিরূপে, কোন ইত্যাকা প্রশ্নগুলির কোন প্রকার সমাধান হয়না। পরামর্শ অনুমর্শাদি কোন প্রকারের বৌদ্ধ ব্যাপার (Process of Reasoning) হউক না কেন তাদের সকলের মূলে বীজ ক্রিয়ারূপে যে ব্যাপারটি রহিয়াছে তার নাম বিমর্শ। যেটি সংশ্লিষ্ট (undifferentiated) সেটির বিশ্লেষণ (differentiation, analysis) হয় যার দ্বারা এবং যেগুলি আবার বিশ্লিষ্ট (differentiated, discrete, manifold) সেগুলি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট (Integrated, unified) হয় যে মৌলিক প্রক্রিয়া (Basic function) দ্বারা, সেটিকে বলে বিমর্শ। যেটি অধিষ্ঠান (Ground Consciousness-Being), সেটিকে স্বরূপে আবরণ করতঃ (নিরাকুর্ব্বন্) কল্পিত রূপ গুণ সম্বন্ধাদি যেটি আরোপ করে (অপাকুর্ব্বন্), এবং সেই রূপ করিয়া যেটি অনিরুক্ত, অলক্ষণ, অব্যবহার্য্য তত্ত্বকেও আপন কল্পিত ব্যবহারে আনিয়া লয় (নিযুঙ্‌ক্তে), সেটিকে অপামর্শ নাম দেওয়া হইতেছে। প্রতিমর্শ অনুমর্শ এবং অবমর্শ এই তিনের লক্ষণ এইবার বলা হইতেছে :—প্রথমটির মূলে হইল সঙ্কল্প ; দ্বিতীয়টির মূলে সংস্কার ও স্মরণ ; তৃতীয়টির মূলে "ইহা অন্য কিছুই নয়" এই ভাবের নিশ্চয় বা অবধারণ। সুতরাং এই সকলগুলিকে লইয়া পাঁচ প্রকারের "মর্শ" বলা হইল। যেখানে কোন প্রকার বিমর্শের লেশ নাই (অবিমর্শাৎ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে অবশ্য কলারহিত ভাব (নৈষ্কল্য) ; বিমর্শ দেখা দিলেই সকল ভাব বা সাকল্য দেখা দিয়া থাকে। আগমশাস্ত্রে নিষ্কল এবং সকল শিবতত্ত্বটি এই বিমর্শের সূত্র দ্বারাই বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ যতক্ষণ বিমর্শের লেশটুকুও নাই ততক্ষণ পরমতত্ত্ব বস্তুকে শিব-শক্তি এই ভাবে দুই করিয়া দেখা ও বলা যায় না ; ততক্ষণ শিব-শক্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত সামরস্য। বিমর্শের ফলে যেটি পরম তুষ্ণীম্ ভাব তার মাঝে প্রথমে নিষ্কল ও সকল এই দ্বন্দ্ব (Polarity, কলাশক্তি) দেখা দিয়া থাকে। এই দ্বন্দ্ব বা Polarityকে আধাররূপে পাইয়াই সব কিছু ভাস প্রতিভাস ইত্যাদি রূপে ব্যাপারবান হইতেছে (মৃশং সর্ব্বম্) ; কিন্তু একান্ত দ্বন্দ্বাতীত যে পরমতার ভূমি সেখানে এই মর্শনের অবকাশ কোথায় (অদ্বন্দ্বে মর্শনং কুতঃ)? অতঃপর "ওঁ তৎসৎ" এই ব্রহ্মবাচক যে মন্ত্র সেটি প্রসঙ্গক্রমে আসিতেছে। দ্বন্দ্বাতীত যে পরম ভূমি (পরনৈর্দ্বন্দ্যম্) সেটি হইল সৎ ; সেই ভূমির যেটি সামগ্র্য অর্থাৎ অখণ্ডত্ব ও ভূমত্ব সেটি হইল তৎ এবং এই অখণ্ড দ্বন্দ্বাতীত ভূমার অধিষ্ঠানে যে আদিম বিমর্শের আরম্ভ ও বিকাশ সেইটিকে প্রণব বা ওঙ্কার বলিয়া জানিবে। সুতরাং প্রণবকে আশ্রয় করিয়া সেই পরম অধিষ্ঠানে নিখিল বিশ্বের উদয় স্থিতি এবং লয় ঘটিতেছে। দেশ-কালাদি সর্ব্ববিধ নির্ব্বচন-এর মূলেও এই আদিম বিমর্শ-রূপী প্রণব। কাজেই এই ওঙ্কারকে পুরতঃ বা অগ্রে রাখিয়াই "তৎসৎ"-রূপী যে পরম সত্য এবং তত্ত্ব তাতে যাইতে হইবে। প্রণবকে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—যে ইহা নাদ-বিন্দুকলাত্মা (কেননা এই ভাবেই গোড়ায় বিমর্শটি হইয়া থাকে) ; কিন্তু প্রণব নাদ-বিন্দু কলাত্মা হইয়াও সেই ত্রিতয়ের অতীত। প্রণবের যে এই দুটি ভাব এদের মধ্যে সেতুস্বরূপা হইয়াছে অর্দ্ধমাত্রা, যেটিকে সকলা এবং নিষ্কলা এ দুয়ের কোনটাই পুরাপুরি বলা যায় না (যাহ্যপ্য সকল নিষ্কলা)। একদিকে সকল বা কলাবিশিষ্ট যাহা কিছু, অপরদিকে নিষ্কল যেটি এ দুয়ের মাঝে সেতুরূপা হওয়াতে অর্দ্ধমাত্রা অনির্ব্বাচ্যা (অনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ)। এইবার উপসংহারে বলা হইতেছে যে "ওঁ তৎসৎ" এইটিকে ব্রহ্মের মান্ত্রী তনু বলিয়া জানিবে, এবং পরব্রহ্মের যেটি শাক্তীতনু, সেটি মহামায়া। পরের পাদের গোড়াকার সূত্রেই এই মহামায়া কথিত হইয়াছেন।

আগেই সূত্রাকারে যে মর্শপঞ্চক ও ভাসপঞ্চকের কথা বলা হইল সেগুলিকে কেবলমাত্র বৌদ্ধব্যাপারে বিশ্লেষণ (analysis of logical process)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করা চলবে না। জপধ্যানাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যেমন জপে অথবা ধ্যানে কোনপ্রকার জ্যোতি দর্শন হইল বা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শ্রবণ হইল। প্রশ্ন ওঠে এটি কি আভাস, mere appearance? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত ভাসপঞ্চক এবং তাদের মূলীভূত মর্শপঞ্চকের বিশদ পরিচয়টি লইয়া রাখিতে হয়। আভাস বলিতেছি কাকে? আমার এই যে কারবারী চেতনা, এর আধারে যেসব ছবি হইতেছে, তার সব না হোক অধিকাংশই তো আভাস মাত্র। এই আভাসের ধাঁধা কাটাইয়া এর পেছনে তৎসৎরূপে যে পরম সত্য বিদ্যমান তার পানেই আমাকে ধাপেধাপে অগ্রসর হইতে হইবে। অর্থাৎ জপ বা ধ্যানের দ্বারা আমার এই সাধারণ চল্‌তি আভাসের প্রতি এমন কোন সমর্থক প্রক্রিয়া চালাইতে হইবে যার ফলে সেটি রূপান্তরিত এবং শোধিত হইয়া চরমে যেটি পূর্ণভান (Perfect Experience) তাতে বিবর্ত্তিত হইতে পারে (Transformed, Sublimated)। এই অত্যাবশ্যকীয় বিবর্ত্তনের পরপর সোপান এবং উপায়গুলি দেখাবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত ভাস এবং মর্শ পঞ্চকের প্রসঙ্গ এখানে করা হইল বুঝিতে হইবে। আমরা সচরাচর যে জপধ্যানাদি করি তাতে প্রায়শঃ আমাদের এই আভাস বিশ্বের (Apparent Universe) মাঝেই রহিয়া যাই। যদি বা কখনও একটুখানি আলোক পুলকাদি অনুভূতি মেলে তবে সেটিকে এই আভাস বিশ্বের মাঝে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারি না, কাজেই সেটাকে একটা প্রক্ষেপ (interpolation) মনে করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রদ্ধাভাব সহকারে কাজটি চলিতে থাকিলে বুঝিতে পারি যে আভাস বিশ্বের এই বিরাট বুদ্বুদটি যেন এইবার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন আমার ক্রিয়ার মধ্য হইতে এক অভিনব শক্তির বাহু যেন উদ্‌গত এবং প্রসারিত হয়। সেইটাকে প্রত্যক্ প্রবণতা বলা হইয়াছে। এর ফলে যেটি সত্যকার ভাস (Experience as Real) তার "প্রতি" এক প্রিয়োন্মুখতা দেখা দিয়া থাকে। এই সূচনাটিকে "প্রতিভাস" বলা হইয়াছে। এই প্রতিভাসটি দেখা দিলে লক্ষ্য রাখিতে হয় কোন্ পথে কি ভাবে সেটি অগ্রসর হইতেছে। গতির মুখটি তিনদিকে হইতে পারে। প্রথম, সকল সংশয়ের পারে যে পরম নিশ্চয়ের ভূমি (Realm of Absolute Certainty), সেই দিকে। দ্বিতীয়, অবচেতনায় সংস্কার-ভূমিতে যেসকল শুভমিত্র সংস্কার সুযোগের প্রতীক্ষায় এতদিন রহিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের সাথে সন্ধি-স্থাপনের দিকে। প্রথম স্থলে গতির মুখটি যেন উপরের দিকে; দ্বিতীয় স্থলে সেটি গভীরতার দিকে। প্রথমটির ক্রমপরিণতির ফলে মিলে প্রত্যবভাস, অবভাস, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। দ্বিতীয়টির ক্রমপরিণতির ফলে মিলে শরণ, অনুঃসরণ (অনুভাস) এবং ধ্রুবাস্মৃতি। গীতা এইটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "ব্যহরন্ মা অনুস্মরন্"। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ জপ আভাসের গণ্ডীমুক্ত হইয়া প্রতিভাসের ক্ষেত্রে না পৌঁছিলে সেটিকে সত্যকার "ব্যহরন্" বলা যায় না; সেইরূপ আবার ধ্যানও এই ক্ষেত্রে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে অনুধ্যান বা অনুস্মরণ বলা যায় না। এ দুইটি ছাড়া তৃতীয় আর একপ্রকারের পরিণতিও হইতে পারে কিন্তু সেটি বাঞ্ছনীয় নয় এবং সেটির নিমিত্ত সাধককে সতর্ক রহিতে হয়। সেটিকে বলে "প্রত্যপভাস।" এস্থলে যেটি যথার্থ ভাস (Experience as Real) তার সন্নিকট হইতে থাকি না পরন্তু যেটি ভাসের অপলাপ বিভ্রম অবাস্তব কল্পনা ইত্যাদি তারই মধ্যে গিয়া বেমালুম ডুবিয়া যাইতে থাকি। অনেক সাধকের জীবনে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাসে এই অপপরিণামটি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়া থাকে। সাধনলব্ধ অনুভূতির যাথার্থ্যের বিচার এর পরের সূত্রে কিয়ৎপরিমাণে করা হইয়াছে।]

পূর্ব্বে এক সূত্রে সপ্তব্যাহৃতির শেষ ব্যাহৃতি রূপ যে সত্য সেটির লক্ষণ করা হইয়াছে। অতঃপর "ওঁ তৎসৎ" "সত্যমজ্ঞানমনন্তম্"—অথবা সচ্চিদানন্দের যেটি 'সৎ' ব্রহ্মের এই স্বরূপলক্ষণে যেটি সত্য, সেটি সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত ঐ সত্য অথবা তাহা হইতে স্বতন্ত্র অন্য কিছু, এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত পরের সূত্র করা হইতেছে :—

৩০। বাধমাত্রবিরহপ্রতিযোগিকত্বাভাববত্ত্বং সত্ত্বমিতি॥

বাধমাত্র রহিত, অর্থাৎ কোন প্রকার বাধ সম্ভাবনা যাহাতে নাই এবংবিধ সত্যকে বলে 'সৎ'। (৫ম সূত্র তুলনীয়)

সত্য কিংবা মিথ্যা এ প্রশ্ন আসে কিরূপে ?

সত্য এবং সত্যত্বের মধ্যে এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাহা কিছু 'অস্তি' বা 'আছে' রূপে প্রতিভাত হইতেছে তাহাকেই আমরা সত্য বলিতে পারি এক অর্থে। সেটি ভ্রম হউক অথবা প্রমা হউক, তবু অস্তি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে এইরূপে সেটির সম্বন্ধে কোন সংশয় আসিতে পারে না। যেমন অন্ধকারে রজ্জুসর্প পরক্ষণেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু রজ্জুর সর্পরূপে যে ভাবটি হইতেছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। এইরূপ যখন আকাশকুসুম অথবা বন্ধ্যাপুত্র মনে কল্পনা করিতেছি তখন কল্পনার বাহিরে তার অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও সেটি কল্পনায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশকুসুম যে কল্পনাতেও নাই এমন কথা তো কেহ বলিবে না। পরস্পর বিরোধী দুটি ভাবকে—যথা বৃত্ত এবং চতুষ্কোণ—কল্পনাতেও একসঙ্গে মিলান সম্ভবপর হয়না বটে, কিন্তু বাক্ সে অসাধ্যসাধনটিও করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সুতরাং সেটি কল্পনাতে রহিল না বটে কিন্তু বাক্যে রহিল। এই সব উদাহরণে আমরা দেখিতেছি যে কেবলমাত্র অস্তি এইরূপে অনুভূতিমাত্রেই সত্য। কোন অনুভূতি সত্য অথবা মিথ্যা এ প্রশ্ন যখন আমরা উত্থাপন করি তখন সে প্রশ্ন অনুভূতিটি আছে কি নাই এ সম্পর্কে নয়; কেন না, অনুভূতিটি যে আছে সে সম্বন্ধে কোন সংশয় বা প্রশ্নের অবকাশ নাই। রজ্জুসর্প দেখিলাম বলিয়াই প্রশ্ন করি—যাহা দেখিলাম তাহা কি সত্য? যদি কিছুই না দেখিতাম, অর্থাৎ কোন অনুভূতিই না হইত, তবে এ প্রশ্ন করার অবকাশও আসিত না। অনুভূতিকে অন্যের অপেক্ষারহিত করিয়া কেবলমাত্র অনুভূতিরূপে গ্রহণ করিলে সেটি অস্তি, আছে, সুতরাং সত্য। কিন্তু যখনই কোন অনুভূতিস্থলে অপর কিছুর অপেক্ষা করিতে যাই তখনই সে অনুভূতি সম্বন্ধে সত্য মিথ্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন সম্ভাবিত হইতে পারে। যথা উক্ত রজ্জুসর্প স্থলে আমার নিজের দেহের অনুভূতি প্রভৃতি অথবা হস্তস্থিত দণ্ডের অনুভূতির সঙ্গে পুরোভাগে দৃষ্ট ঐ রজ্জুসর্পের অনুভূতিটি যখন তুলনা করিতে যাই তখনই সেটি যে মিথ্যা বা প্রাতিভাসিক ইহা স্বীকার করিতে হয়। আমার নিজের দেহ বা হাতের যষ্টি যেভাবে রহিয়াছে পুরোভাগে রজ্জুসর্পটি সেভাবে নাই।

অসাধারণ অনুভূতির দৃষ্টান্ত

গাঢ়ভাবে জপ অথবা ধ্যান করিতে করিতে ভিতরে বিশেষ কোন এক প্রকার অনুভূতি হইল। কোন জ্যোতি বা মূর্ত্তি দর্শন হইল, কোন ধ্বনি শ্রবণ-গোচর হইল অথবা কোন গন্ধ বা স্পর্শ অনুভূত হইল। অনুভূতি যে হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। সেটি অস্তি সুতরাং সত্য। কিন্তু অনুভূতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ামাত্রেই অথবা পরে মন স্বতঃই এই প্রশ্ন করিতে চায়—যাহা দেখিলাম বা শুনিলাম সেটি কি সত্য অথবা স্বপ্নবৎ অলীক অথবা নিছক কল্পনামাত্র? বলাবাহুল্য এবংবিধ প্রশ্ন তুলিতে গেলেই মনকে সত্য মিথ্যার একটা লক্ষণ বা মাপকাঠি ভাবিয়া লইতে হয়। যথা—আমি চোখ খুলিয়া সামনে প্রদীপের আলো যেমন দেখিলাম চোখ বুজিয়া যে আলো দেখিলাম ভাবিতেছি সে আলোক কি ঐরূপ বাস্তব একটা কিছু? এ প্রশ্ন তুলিতে গেলেই বাস্তবের একটা লক্ষণ আমাকে চিন্তা করিয়া লইতে হয়। চর্ম্মচক্ষু দ্বারা যেটি দেখিব একমাত্র সেটিই বাস্তব, বাস্তবের এই লক্ষণ করিলে চোখ বুজিয়া যেটি আমি দেখিলাম সেটিকে অবাস্তব বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যদি বলি আমার মত আর দশজনে যাহা দেখিতে পাইতেছে কেবল সেইটিকেই বাস্তব বলিব, তাহা হইলেও আমার ঐ নিজের আন্তর অনুভূতিটিকে অবাস্তবই বলিতে হয়। কেননা, উহা কেবল আমিই দেখিতেছি, অপর কেহ আমার নিকটে উপস্থিত থাকিলেও দেখিতেছে না। তবে কি সত্যই এটি অবাস্তব? বাস্তব ও অবাস্তবের এই কারবারী হিসাবটি খুবই মোটামুটি হিসাব। সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ হিসাব আমাদের ছাড়িয়া দিতে হয়। যেমন বিজ্ঞানাগারে অনেক গবেষণায়। বিজ্ঞানগারে কোন নূতন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি যাহা যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহা হয়তো অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র সাহায্যেই দেখিতে পাইলাম, মাত্র চর্ম্মচক্ষে নয়। আবার যৎকালে সেটি দেখিতে পাইলাম তৎকালে একমাত্র আমিই দেখিলাম, অপরে নহে; কিন্তু মাত্র এ কারণে সেটিকে অবাস্তব বা মিথ্যা বলিতে হইবে কি? ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে আমি বিজ্ঞানাগারে যে উপায়ে যে ভাবে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি অপরেও সেই উপায়ে সেই ভাবে উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অবস্থাপুঞ্জ একই প্রকার হইলে ফলটিও একই প্রকার হইবে, এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই যে কোন পরীক্ষার সত্যতা অথবা অসত্যতা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। জপাদি সাধনে যে অনুভূতিগুলি আসিয়া থাকে সেগুলিও এই জাতীয়। সে ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণাদি দ্বারা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করিতে হয় না বটে কিন্তু তাহা প্রসারিত করিবার অন্য উপায় সুষ্ঠুভাবে আশ্রয় করিতে হয়। বিজ্ঞানের যন্ত্র প্রসাদে যেরূপ ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট পদার্থ সমূহের দর্শন সম্ভবপর হইয়াছে, যোগের সংযমাদি প্রয়োগেও (অর্থাৎ ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা) সেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন সম্ভাবিত হইতে পারে। তাহা যদি হয় তবে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা ও প্রসারের নিমিত্ত বাহিরের যন্ত্রের অপেক্ষা সেক্ষেত্রে না থাকিতে পারে।

সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় ত্রিবিধ দোষ সম্ভাবনা ও ত্রিবিধ পরিহার

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে ভ্রমপ্রমাদের অপেক্ষা অল্পবিস্তর থাকে এবং তার হেতুগুলিকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিতে হয়। দোষগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যে যন্ত্র এবং উপায় দ্বারা পরীক্ষাটি হইতেছে তারা সদোষ হইতে পারে। এই নিমিত্ত যন্ত্র শুদ্ধি এবং উপায় শুদ্ধি আবশ্যক। দ্বিতীয়, যে অবস্থাপুঞ্জের মধ্যে পরীক্ষাটি হইতেছে সেগুলি হয়তো সুনিরূপিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই; অর্থাৎ অবস্থাপুঞ্জ ঠিক এইরূপ অন্যরূপ নয় এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায় নাই, অথবা অবাঞ্ছিত কোন অবস্থা যদি বিদ্যমান থাকে সেটিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপায়ও দেখা যায় নাই। তৃতীয় যিনি পরীক্ষক, তাঁর নিজের সংস্কারগত অথবা অনবধানাদি নিমিত্ত দোষ। এই ত্রিবিধ দোষের সম্ভাবনা অল্পবিস্তর থাকে বলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কোন দৃষ্টফলকে সরাসরি গ্রহণ করা চলে না। পরীক্ষায় যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়াও পরীক্ষককে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের অপেক্ষা রাখিয়া চলিতে হয়। প্রথম যে বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিতেছি সে সম্বন্ধে যে প্রামাণিক শাস্ত্র রহিয়াছে তার সমর্থন মিলিল কিনা। দ্বিতীয়, সেই বিষয়ে অথবা তদনুরূপ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যেরা পরীক্ষায় যে ফল পাইয়াছেন, আমার লব্ধ ফলের সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে কিনা। তৃতীয়, যদি অসঙ্গতি থাকে তবে সে অসঙ্গতির যথেষ্ট এবং সঙ্গত হেতু বর্ত্তমান ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে কিনা। আধ্যাত্মিক সাধনে আমরা যে অসাধারণ অনুভূতিগুলি লাভ করি, সেগুলি সম্বন্ধে ভ্রমপ্রমাদের আশঙ্কা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কারণে তাতে দোষের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে পরীক্ষকের বাহিরে যে হেতুগুলি রহিয়াছে (objective conditions) সেইগুলিরই প্রাধান্য; পরীক্ষকের নিজের আন্তর ত্রুটি বশতঃ পরীক্ষায় ভ্রমপ্রমাদাদি সম্ভাবিত হইলেও সেগুলি পূর্ব্বোক্ত হেতুগুলির তুলনায় গৌণ; কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনের বেলায় বাহ্যযন্ত্রের (Apparatausএর) প্রয়োগ থাকেনা, সাধকের আপন শারীর এবং মানস অবস্থার উপরেই পরীক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলাফল প্রধানতঃ নির্ভর করে। দেশ-কালাদি পারিপার্শ্বিক হেতুগুলির যে একান্তভাবে অপেক্ষা নাই এমন নয়, কিন্তু প্রধানতঃ সাধকের প্রাণময় মনোময় এবং বিজ্ঞানময় এই ত্রিবিধ কোষের উপযুক্ততার উপরেই সাধনের সফলতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং সাধককে তাঁর প্রাণময় কোষটিকে সর্ব্বাগ্রে সাধনের অনুকূল অবস্থায় আনিতে হয়। এই নিমিত্ত আহারাদি শুদ্ধির এবং আসন প্রাণায়ামাদির অভ্যাসের প্রয়োজন হইতে পারে। দেহে প্রাণের প্রবাহ-গুলি অনাবিল ও শান্ত হইলে সাধনের প্রথম ভূমিকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যম, নিয়ম, আসন এবং প্রাণায়াম এই চারিটি যোগাঙ্গ এবংবিধ অনাবিল ও শান্ত প্রাণ-প্রবাহ প্রবর্ত্তনের সহায়ক। তৎপরে সাধকের মনোময় কোষ শোধিত হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য মনের বা চিত্তের মল হইতেছে রজঃ এবং তমঃ।

চিত্তের মল কিরূপে অপগত হয়? সাধনায় কল্পনার ক্রমিক শোধন ও বোধন

দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারপূর্ব্বক সম্যক্‌ভাবে সাধন ভজন চলিতে থাকিলে চিত্তের এই দুইটি মল অপগত হইয়া যায় এবং চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণোপেত হইয়া থাকে। ইহার ফলে চিত্ত সাতিশয় প্রকাশশীল হয়। এবংবিধ চিত্ত যে বিষয়টি যেভাবে গ্রহণ করে, সে বিষয়টি সেইভাবে সত্যসত্যই বিদ্যমান। সুতরাং এবংবিধ চিত্তের লব্ধ যেটি জ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা। মূঢ়, ক্ষিপ্ত অথবা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তের যেসকল জ্ঞান হইয়া থাকে সে সকল জ্ঞান শুদ্ধ ও যথার্থ জ্ঞানরূপে গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই মনোময় কোষেই শেষ হইলে চলিবে না। বিজ্ঞানময় কোষকেও তন্নিম্ন কোষগুলির সংস্কারপাশ হইতে মুক্ত করিয়া আপন শুদ্ধ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্ন করিতে হয়। সাধারণতঃ জীবের বিজ্ঞানময় কোষ অন্নময়াদি নিম্ন কোষগুলির বিচিত্র ভোগপ্রবণ যে সংস্কার, তাহার দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধি স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণাত্মক হইলেও সে সত্ত্বগুণ নীচেকার কামনা বাসনাদি (Subconsciousএর negative momenta) দ্বারা সমাবৃত হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে। এই রাহুগ্রাস হইতে বুদ্ধিকে মুক্ত করিতে না পারিলে বুদ্ধি কেবল-মাত্র আমাদের বন্ধন সংস্কারেরই পোষকতা করিয়া যায়, মোক্ষ বা মুক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কারের কোন উপায় করিয়া দিতে অপারগ হয়। আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যেটি দৈন্য ও কার্পণ্য সেটিও মুখ্যতঃ এই বুদ্ধিদোষেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিকে নির্দ্দোষ না করা পর্য্যন্ত আমাদের কোন জ্ঞান বা অনুভূতি যথার্থ বিজ্ঞানরূপে অভিহিত হইতে পারে না। সচরাচর আমরা নিজেদের রাগদ্বেষের সংস্কার চালিত হইয়াই যুক্তি বিচারের সূত্র অনুসরণ করি। কাজেই সেই সূত্র আমাদের বিজ্ঞানের সন্ধান দেয়না। আলোকের সন্ধান দিবার ভরসা দিয়া সেটি আমাদিগকে আলেয়ার পিছনেই ধাবমান করে। অতএব সাধকের পক্ষে তার শারীর এবং মানস যন্ত্রের অনুকূলতা লাভই হইল মোক্ষসাধন। যন্ত্রটি যে পরিমাণে অনুকূল ও উপকারক হইবে, সেই পরিমাণে যন্ত্রলব্ধ ফল, অর্থাৎ অনুভূতি সত্য হইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে একটা ক্রমের অপেক্ষা রহিয়াছে। ক্রমের অপেক্ষা আছে বলিয়া সাধনের যেটি সফলতা সেটিও ক্রমের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে। অর্থাৎ, সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম প্রথম যে অনুভূতিগুলি আমরা পাইয়া থাকি সেইগুলিকে পূর্ণ এবং একান্তভাবে সত্য মনে করা যায় না। প্রাণময়াদি উক্ত ত্রিবিধ আভ্যন্তরীণ যন্ত্র এই সবেমাত্র অনুকূল হবার দিকে একটা প্রবণতা লাভ করিতেছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনুকূল এখনও হয় নাই। বিরোধী সংস্কার নিমিত্ত বাধা এখনও প্রচুরভাবে বিদ্যমান। পাতালাদি "নিম্ন" তল বৃত্তি স্বরাদি 'উর্দ্ধ' তলবৃত্তির সঙ্গে এখনও congruent হয় নাই। সুতরাং এবংবিধ যন্ত্র-সাহায্যে যে ফলটি পাইলাম সেটিকে আবশ্যকমত শোধনাদি করার অপেক্ষা থাকে। লব্ধ অনুভূতিটির সঙ্গে অনেক মিথ্যা কল্পনাদিও বেমালুম জড়ীভূত হইয়া থাকে। অনেক সময় কতটা কল্পনা আর কতটা বাস্তব তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। হয়তো কল্পনাকেই অজ্ঞাতসারে সত্য অনুভূতিরূপে নিজের কাছে চালাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারি না। আমরা পরে দেখিব যে সাধারণতঃ যাকে আমরা কল্পনামাত্র বলি আর ব্রহ্ম-কল্পনা যদ্দ্বারা "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ"ক্রমে এই নিখিল সৃষ্টি রচিত হইয়াছে—এ দুইএর মধ্যে অনেকগুলি ক্রমোন্নত স্তর বা ধাপ আছে। সে ধাপগুলি পরপর অতিক্রম করিয়া যে পর্য্যন্ত আমাদের অনুভূতি ব্রহ্মকল্পনায় উপনীত না হয়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বের সত্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ এবং অভ্রান্ত জ্ঞান সম্ভাবিত হইতে পারে না। সেই পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞানের নাম বেদ। বলা বাহুল্য এ বেদ নিত্য অপৌরুষেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিদের দর্শনে এটি প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধনা লব্ধ সকল অনুভূতিরই চরম লক্ষ্য হইল এই পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞান। কিন্তু লক্ষ্য যখন দূরে তখন সাধককে অবশ্যই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, যেমন জপের সাধনে প্রথমে বৈখরীজপ লইয়াই আরম্ভ। তখন মধ্যমা, পশ্যন্তী বা পরার কোন সন্ধানই নাই। তখন, কয়টি মাত্র শব্দের আবৃত্তি করিয়াই হয়তো জপ চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা বা ভাবনা করিবার যে বস্তুটি গুরু নির্দ্দেশ করিয়া দেন, মলিন ও চঞ্চল মন সেটিকে কল্পনা বা ধারণা করার একটা প্রয়াস করিয়া যায় মাত্র। কিন্তু ঠিকভাবে জপটি চলিতে থাকিলে বৈখরীজপ যেমন ধারা মধ্যমার সেতুতে গিয়া উপনীত হয় এবং সেতুপারে পশ্যন্তী লোকের স্পর্শ লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জপঃশক্তির অসাধারণ পরিচয়ও কিছু কিছু পাইতে আরম্ভ করে। মনের কল্পনাও সেইরূপ ক্রমশঃ স্থির এবং স্বচ্ছ হইয়া দৃঢ় ভাবনায় নিজেকে ঘনীভূত করিয়া লয়। তখন জপকালে সাধকের বাহ্যসংজ্ঞা অল্পাধিক তিরোহিত হইয়া যায় এবং সাধক তখন ধ্যান-লোকে যাইয়া প্রবিষ্ট হন। এই সময় যেটিকে ধ্যানরস বলে সেটির আস্বাদ সাধকের মিলিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বের ভূমিতে নানা বিরোধী অরিচ্ছন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে সাধকের যে অভ্যুদয়টি হইতেছিল, সেটিকে আমরা কৃচ্ছ্রোদয় নাম দিয়াছি। কিন্তু ধ্যানরসের আস্বাদ পাইতে থাকিলে এই কৃচ্ছ্রোদয় পর্ব্বটির অবসান হইয়া যায়।

জপের বিভিন্ন ভূমিতে বিভিন্ন খ্যাতি ও ছন্দঃ—
শ্বাসে শ্বাসে জপ

আমরা পূর্ব্বেই সপ্তব্যাহৃতির আলোচনায় দেখিয়াছি যে উক্ত সপ্তব্যাহৃতি বিশ্বজনীন সত্য; কাজেই বিশ্ব-অনুভূতির দিক দিয়া এগুলিকে সপ্তখ্যাতি বলিতে পারা যায়। সুতরাং জপাদি সাধনেরও এই সপ্তখ্যাতি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক খ্যাতিস্থলে একটি নির্দ্দিষ্ট ছন্দও রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে "সপ্ত সপ্ত" বা ৭×৭ এই আকৃতিটি আমরা বিবেচনা করিব। বৈখরীজপে যে বিশেষ খ্যাতিটি এবং ছন্দটি বিদ্যমান থাকে, মধ্যমা অথবা তদূর্দ্ধ কোন গ্রামে জপ পৌঁছিলে জপের সে খ্যাতি এবং ছন্দটি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই খ্যাতি এবং ছন্দের পরিবর্ত্তনের ফলে জপের রূপ এবং ফলটিও বদলাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। অর্থাৎ নিম্নভূমিতে জপ যে আকারে বা প্রকারে চলিতেছিল উচ্চতর ভূমিতে জপের সে আকার প্রকার সেরূপ থাকে না। নিম্নভূমিতে সংখ্যা রাখিয়া আয়াস সহকারে জপাক্ষরগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতে হয় কিন্তু উচ্চতর ভূমিতে যত্নপূর্ব্বক কোন সংখ্যা রাখিয়া জপাক্ষর আবৃত্তি করার প্রয়োজন চলিয়া যায়। তখন আমার চেষ্টায় জপ না চলিয়া জপের প্রসাদে আমি চলিতে থাকি। জপ তখন আমার প্রাণ-প্রবাহটিকে আপন ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। তখন এই দেহযন্ত্রের তাগিদে অথবা আমার জপক্রিয়ার গরজে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে না, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বচ্ছন্দ জপে যেন লয় হইয়া যায়। যেমন ভাল সঙ্গীতের বেলা গীত এবং বাদ্যের লয় হইয়া যায়। জপের ছন্দ এবং শ্বাসের ছন্দের এবংবিধ সমীকরণকে বলে "শ্বাসে শ্বাসে জপ"—যখন জপের প্রসাদে চিত্তের গাঢ় তন্ময়তা আসিয়া থাকে তখন যেমন জপের সংখ্যাবৃত্তি লয় হইয়া যায়, সেইরূপ তখন আমাদের এই স্বাভাবিক অজপাও স্থির হইয়া কুম্ভকে পরিণত হইয়া থাকে।

কল্পনার ও ভাবনার তিনটি 'তিনটি' স্তর—শেষ, সমাপত্তি

খ্যাতি বা অনুভূতির দিক দিয়া দেখিলে জপের ভাবনাকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি ভূমিকায় দেখিতে পারি। প্রথম, কল্পনার ভূমিকা। এটির আবার তিনটি স্তর :—মলিন স্তব্ধ কল্পনা, চপল ব্যস্ত কল্পনা এবং দৃঢ় সমস্ত বা সমগ্র কল্পনা। প্রথমটিতে যেটি কল্পনা করিতে চাহিতেছি সেটি অস্পষ্ট আড়ষ্টভাবে করিতে পারিতেছি মাত্র। দ্বিতীয় স্থলে কল্পনা চঞ্চল হইয়া ধ্যেয় বস্তুর এখানে একটু ওখানে একটু অথবা একবার এই নাম অন্যবার আর এক নাম এইভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে মাত্র। মধুকর যেমন-ধারা পুষ্পের চারিধারে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়, তেমনি ধারা। কখনও বা সে পুষ্প ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যান্তরেও ধাবিত হয়। পূর্ব্বে যে বৈলক্ষ্যাদি দোষের কথা আলোচনা করিয়াছি, সেই দোষগুলি এই অবস্থায় বিশেষভাবে আমাদের পাইয়া বসে। তাহার পর কল্পনা দৃঢ় এবং শান্ত হইলে সে ধ্যেয় বস্তুটিকে সমগ্রভাবে কল্পনা করিতে সমর্থ হয় বটে তথাপি সে এখন পর্য্যন্ত কল্পনাই। এই নিমিত্ত এই কল্পনার ভূমি কাটাইয়া সাধককে ইহার উপরের ভূমিকায় আরূঢ় হইতে হয়। সে ভূমিকার নাম ভাবনা। ভাব গাঢ় না হইলে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনাটি হয় না। ভাবনা হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে সাধকের বস্তুতে রসবোধ হইতেছে। মধুকর এখন আর গুন্ গুন্ করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় না। সে ফুলের মধু গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতেই সে বসিতে চায়। এই ভাবনা ভূমিকারও তিনটি স্তর :—প্রথম অযুক্ত ভাবনা, দ্বিতীয় যুঞ্জান ভাবনা, তৃতীয় যুক্ত ভাবনা। এর শেষের দুইটিকে মোটামুটি আমরা ধারণা এবং ধ্যান বলিতে পারি বটে কিন্তু যুঞ্জান এবং যুক্ত বলাই সুবিধাজনক। যুক্ত ভাবনার পরেও আর একটি ভূমি আছে—সেটিকে আমরা ভাবন-ভাবনা অথবা সমাপত্তি বলিতে পারি। এই সপ্তম স্তরে পৌঁছিলে ধ্যেয় সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভূতি হইতে পারে। যথা 'ক্রীং' এই কালীবীজ জপ করিতে করিতে যখন এই সপ্তমভূমিতে খ্যাতি বা অনুভূতি আসিয়া উপনীত হয়—তখনই মা আমার শুধু আর মন্ত্রাক্ষররূপিণী, কল্পনারূপিণী অথবা ধ্যানরূপিণী হইয়া রহেন না, তিনি সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হন। বালক ধ্রুব নারদের নিকট দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র পাইয়া জপ করিতে করিতে ধ্যানে বাসুদেবের প্রথম দর্শন পাইলেন বটে কিন্তু সেরূপ পাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব ধ্রুবকে সাক্ষাৎ দেখা দিলেন, তাঁকে স্পর্শ করিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা কহিলেন। এই সাক্ষাৎকালে আন্তর অনুভূতি (Subjective Experience) এবং বাহ্য অনুভূতি (Obejctive Experience) এই দুইএর ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব তিরোহিত হইয়া গেল।

সাধকের আন্তর অনুভূতির স্থলে নিজেকে কি কি প্রশ্ন করিয়া তার সদুত্তর পাইতে হইবে? সত্য অনুভূতির পাঁচটি লক্ষণ

যতক্ষণ বাহ্য এবং আন্তর অনুভূতির এই ব্যবধানটি দূর না হইতেছে ততক্ষণ সাধককে আপন লব্ধ অনুভূতিটি পরখ করিয়া লইতে হয়। মোটামুটি তিনটি সূত্র ধরিয়া এই পরখের কাজটি করিতে হয়। প্রথম আমার ভিতরে যে অবস্থাটি হইল, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন? দ্বিতীয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্ত মহাজনেরা কি সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন? তৃতীয়, এ সম্বন্ধে আমার আপন গুরুর কি অভিমত? এই পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে অধ্যাত্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের যেটি পরীক্ষা, সেটির মিল রহিয়াছে। কিন্তু সাধনের বেলায় এই তিনটি সূত্র ছাড়াও আপন লব্ধ অনুভূতির আকার প্রকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ ও সাবধান হইতে হয়। যেমনধারা স্বপ্নের বেলা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিলে সে স্বপ্নকে আর অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না, সেইরূপ সাধনলব্ধ আন্তর অনুভূতি বা অবস্থা যদি বিশেষ কতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত হয় তবে সেটিকে কল্পনা বলিয়া মনে করা চলে না। অভীষ্ট লক্ষণগুলিকে মোটামুটি পাঁচ (৫) ভাবে ধরিতে পারা যায়। প্রথম, অনুভূতির সুস্পষ্টতা এবং ঔজ্জ্বল্য। দ্বিতীয়, অনুভূতির স্থিরতা বা স্থায়িত্ব। তৃতীয়, অনুভূতির সুষমতা ও সঙ্গতি। চতুর্থ, অনুভূতির উত্তরোত্তর উন্মেষ অথবা বিকাশ। পঞ্চম, জীবনের সমগ্র অনুভূতিধারার উপরে সেই অনুভূতিটির প্রভাব এবং শাসন। এই পঞ্চলক্ষণের পরিমাণের সঙ্গে কতখানি বিশ্বাস হইবে না হইবে, তার মাত্রা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। যেটি সত্য অনুভূতি তার সাথে জ্যোতিঃ এবং আনন্দ ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সাধকের কোন আন্তরঅনুভূতি হইলে পর—তিনি আপনাকে আদৌ এই দুইটি প্রশ্ন করিবেন :—প্রথম, এটি কি আমাকে অজানা এবং অবোঝার তমঃ হইতে জ্ঞানের এবং বোধের আলোকে লইয়া গেল? যেখানে কিছুই না পাইয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছিলাম সে স্থান কি আলোকে উদ্ভাসিত হইল? দ্বিতীয়, না জানা এবং না পাওয়া যে অস্বস্তি এবং অশান্তি সেটি কি বিদূরিত হইয়া আমার চিত্তকে সুস্থ এবং শান্ত করিয়া দিল? বলা বাহুল্য—বিজ্ঞানাগারের মত সাধনক্ষেত্রেও যে যে অনুভূতি বা অবস্থাগুলি আসিয়া থাকে, সেগুলির সবই অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয় নহে; তার মধ্যে কোন কোনোটি হয়তো বা প্রেয়স্কর হইতে পারে কিন্তু শ্রেয়স্কর নয়। কতকগুলি আবার প্রেয়স্করও নয়। এরূপস্থলে বুঝিতে হইবে যে কেবলমাত্র মিত্র ও মধুচ্ছন্দে নিরুপদ্রবে সাধনটি ঘটিতেছে না, অরিচ্ছন্দটিও বিদ্যমান রহিয়াছে। অরিচ্ছন্দ বিদ্যমান থাকিলে অশুভ সংস্কারগুলি বিরোধী ভাবে ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ পায়। তার ফলে নানাবিধ অশুভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। অশুভ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের পক্ষে মলিন সঙ্কর-ধারা মুক্ত হইয়া শুভ্র শঙ্কর-ধারায় প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয় না। বহুদূর পর্য্যন্ত এই দুইটি ধারা পাশাপাশি অথবা পালাক্রমে চলিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য অনুভূতিরও ক্রমিকতা

সত্য অনুভূতির যে পাঁচটি লক্ষণ করা হইল—কেন? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে উহাদের প্রত্যেকটিরই ক্রমিকতা ও তরতমতার অপেক্ষা রহিয়াছে। ধর, কোন আন্তর অনুভূতি উজ্জ্বল ও বিস্পষ্টরূপেই হইল। কিন্তু প্রশ্ন উঠে—কোথায়, কি পরিমাণে, কোন্ ভাবে, কোন্ সম্বন্ধে ওটি উজ্জ্বল ও বিস্পষ্ট? আমি চক্ষু মেলিয়া কোনও বস্তুকে যেভাবে উজ্জ্বল ও বিস্পষ্ট দেখিতে পাই, আমার ধ্যানগোচর বস্তুটি কি সেই ভাবেই উজ্জ্বল ও বিস্পষ্ট? অথবা তার তুলনায় বেশী বা কম? সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঐ পাঁচটি লক্ষণের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পাদ, মাত্রা এবং কলা এই তিন বিষয়ক প্রশ্ন উত্থিত হয়, এবং তা যদি উত্থিত হয় তবে এ জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে—এর কাষ্ঠা বা সীমা কোথায়? অর্থাৎ অনুভূতি কোন্ মাত্রা পাদ এবং কলায় ফুটিয়া তবে নিরতিশয় বা যথার্থতম অনুভূতি হইতে পারে? যে উপায় দ্বারা সত্যের অনুভূতি হইয়া থাকে, সেটির সাধারণ নাম যদি দেওয়া যায় বুদ্ধি তবে অবশ্য এই প্রশ্ন করিতে হয়—বুদ্ধি কতখানি বিশারদী হইলে তবে সে সত্যকে নিরতিশয়রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে?

সত্য চতুষ্পাৎ—সত্তা, শক্তি, আকৃতি, ছন্দঃ

আমাদের অনুভবে সত্য চতুষ্পাৎ হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই চারিটি পাদকে আমরা সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি এই চারি নাম দিয়াছি। সুতরাং সত্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে গেলে সেটিকে এই চারিদিক দিয়াই পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। জীবের বুদ্ধি এই চেষ্টাতে নিরন্তর ব্যাপৃত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রায়শঃ সে ছায়া লইয়াই বিভ্রান্ত হইয়া থাকে, কায়ার সন্ধান কদাচিৎ তার মেলে। এরূপ বুদ্ধিকে সত্য সম্বন্ধে 'অযুক্ত' বলা হইয়াছে। কিন্তু যে বুদ্ধি ছায়ার বিভ্রম কাটাইয়া 'কায়ার' সন্ধানী হইতে চায়, এবং সেই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তদুপযোগী উপায় আবিষ্কার করিতে সযত্ন হয়, সে বুদ্ধিকে 'যুঞ্জান' বলা হইয়াছে। এই যুঞ্জান ভূমিতেও সত্যের সঙ্গে তার ব্যবধান বিদ্যমান, কিন্তু সে ব্যবধানটি ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে। এই ব্যবধানের দূরীকরণই হইল সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের লক্ষ্য। শেষকালে ধর, বুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন এক বিশারদীভূমিতে আসিয়া পৌছিল যেখানেতে সত্যের সঙ্গে তার ব্যবধান সর্ব্বথা আর নাই। এই ভূমিকে 'যুক্ত' অবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে আসিয়াই কি যাত্রার অবসান? স্বয়ং গীতাও যুক্ত, যুক্ততর এবং যুক্ততম এই তিন ভূমিকার কথা বলিয়াছেন। কাজেই 'যুক্তভূমি'তে আসিয়াও তরতমতার পারে এখনও আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই বলিতে হয়। তখনও বুদ্ধিকে বলিতে হয়—আমি তো সত্যে যুক্ত হইয়াছি, কিন্তু যুক্ততর হইব কি উপায়ে? এবং অন্তিমে যুক্ততমই বা হইব কিরূপে? ইহা কি শেষ পর্য্যন্ত একটা অফুরান পথচলা? পরিপূর্ণ সত্য কি শেষ পর্য্যন্ত আমাকে এড়াইয়াই যাইবে? কোন কোন দার্শনিক মত সত্যের পানে এই জ্ঞানের অভিযানটিকে অন্তহীনই ভাবিয়াছে বটে, এবং আমাদের বুদ্ধিও সচরাচর ক্রমিকতার ও ধারাবাহিকতার মধ্যে কারবার করিতে অভ্যস্ত; এতে মনে হয় সত্যের সম্বন্ধে বুদ্ধির এই আকুতি ও অভিযান কস্মিন্ কালেও হয়তো শেষ ও চরিতার্থ হবার নয়।

বুদ্ধি—সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা। তুরীয়খ্যাতি কোথায় আরম্ভ?

কিন্তু বুদ্ধিকে আমরা 'সাধারণ কারবারী'রূপে চিনি বলিয়াই এরূপ মনে করিতে বাধ্য হই। বুদ্ধি আপন সাধারণ ব্যবহারে কতকগুলি 'সূত্র' (Categories) অনুসারে চলিতেই আপনাকে বাধ্য রাখিয়াছে, কিন্তু এ বাধ্যতার পাশ থেকে আপনাকে মুক্ত করার একটা সত্যকার আকুতি ও সম্ভাবনাও তার ভিতরে বিদ্যমান। তাই সাধারণী বুদ্ধিরূপে যেটিকে আমি এক অনন্ত শ্রেণী বা ধারারূপে পাইতেছি, বোধি অথবা সম্বোধিরূপে সেটিকে অক্রমিক সমগ্র এবং পূর্ণরূপেও আমার পাইতে বাধা নাই। আগের এক সূত্রে অন্ধকারে বনের ভিতর চলিতে চলিতে টর্চ্চের সাহায্যে পথ দেখিয়া চলা এবং বিদ্যুদ্‌বিকাশে পথ দেখিয়া চলার পার্থক্যটি লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ বুদ্ধি মহঃ এই তুরীয়খ্যাতিতে উপনীত হইলেই তার আপন 'আকার প্রকার' বদ্‌লাইয়া ফেলে। আগে যেখানে কত সঙ্কোচে কত আয়াসে তাকে একটির পর একটি পা বাড়াইয়া চলিতে হইতেছিল, এখন এই চতুর্থ খ্যাতিতে উপনীত হইয়া সে দেখিতে পায় যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার ভিতরে বামনরূপী যে পুরুষটি এতদিন শয়ান ছিলেন, তিনি এইবার সাক্ষাৎ উরুক্রমরূপে জাগরিত হইলেন এবং 'ত্রেধা নিদধে পদং'—তাঁর একটি পদেই তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিভুবন অধিকৃত করিয়া বসিলেন। তখন নিজেই অবাক হইয়া ভাবিতে হয়—'এতাবানস্য মহিমা'! যে বুদ্ধি আমার এতদিন সামান্য এটা সেটা লইয়া মাপাজোকায় ব্যাপৃত ছিল, সেই বুদ্ধি আজ অতর্কিতে এমন এক মহা বিপুলের সন্ধান পাইয়াছে যার সম্বন্ধে তার কোনও মাপকাঠিই (Measures, Preconceptions) আজ আর অবকাশ খুঁজিয়া পাইতেছে না! বুদ্ধির সেই পরম সত্যকে বরণ করার নিমিত্ত এবম্প্রকার যে 'অভিসার', সেটিকে নায়িকার অভিসারের সঙ্গে তুলনা কর নিম্নের এই কারিকাটিতে :—

ব্যস্তং ছন্দঃ ক্রমিকবিষয়ং যাতি সাধারণী ধী
বৈরাজং যাঽনুসরতি সমা চাঞ্জসা মধ্যমা সা।
পূর্ণংহ্যর্থং ভজতি মহসা ছন্দসো যা সমর্থা
ত্রেধাত্মানং ত্বতিজিগমিষু র্নায়িকা সা তুরীয়া ॥৮৮॥

সাধারণী নায়িকার মত জীবের এই সাধারণ বুদ্ধি কার অনুসরণে চলিয়াছে? বুদ্ধির অনুসরণের বস্তু সকল স্থলেই ছন্দঃ, ছন্দঃ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ঐ সাধারণী নায়িকা কিরূপ ছন্দে অনুসরণ করিতেছে? সেটি হইল ব্যস্ত ছন্দঃ—অর্থাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা ছন্দঃ—যাদের ব্যাপ্তি স্বল্প এবং হয়তো যাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতিরও অভাব আছে। জীবনের ব্যবহারটি চালাইবার নিমিত্ত এরূপ ছন্দের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু এরূপ ছন্দের দ্বারা জীবনের ব্যবহারটি অবশ্য সৌষ্ঠবের সহিত চলিতে পারে না। কাজেই, সাধারণী নায়িকাকে পদে পদে বহির্বাধা, স্ববিরোধ এ সবের সম্মুখীন হইতে হয়। আমরা আগে ছন্দের যে পাঁচটি পর্ব্বের আলোচনা করিয়াছি তার মধ্যে বড় জোর প্রথম দুইটি মাত্র সাধারণী বুদ্ধি সাধিয়া উঠিতে পারে—অর্থাৎ পরিণয়ি ও অন্বয়ি। এই সাধারণী বুদ্ধির যেটি কার্পণ্য তাকে কাটাইয়া ওঠে যে বুদ্ধি তাকে বলা যায় সমঞ্জসা। এই সমঞ্জসা নায়িকাটি কার অনুসরণ করে? বৈরাজ ছন্দের, অর্থাৎ যে ছন্দঃ এখানে একটু ওখানে একটু এভাবে কুণ্ঠায় দেখা যায় না, পরন্তু যেটি স্থূল ও সূক্ষ্ম সমগ্র বিরাটের মাঝে অকুণ্ঠ অনুস্যূত—সেই সমন্বয়ি ছন্দঃ। বিজ্ঞানের যে বুদ্ধি সেটি এবম্প্রকার সমন্বয়ি ছন্দেরই অনুসরণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছে। কিন্তু বহুদূর অগ্রসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াও অকুণ্ঠের অভিসারিকা এই সমঞ্জসা বুদ্ধি আপন কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না দেখিতেছি! বিশ্বের সকল ঘটনাই ছন্দের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু বিশ্বের মূলে যে ঋতম্, যে সত্যম্, সেটি? অণু মহান্ সব কিছুর মূলে যে পরিপূর্ণ সত্যার্থ (Complete Meaning or Significance) সেটিকে আপন মহান্ ছন্দের দ্বারা ভজনা, বরণ এবং উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় যে বুদ্ধি সে বুদ্ধি বিজ্ঞানের বুদ্ধিরও উর্দ্ধে।

বিজ্ঞানের উর্দ্ধে প্রজ্ঞান। সমঞ্জসার পর সমর্থা

এটি হইল প্রজ্ঞানের বুদ্ধি এবং এটি সমর্থা নায়িকা। এ বুদ্ধি ছন্দের যে পর্ব্বে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয় সেটিকে আমরা মহা-সমন্বয়ি রূপে জানিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? বুদ্ধি নিজেকে এই ত্রিবিধ নায়িকার ভূমিকায় সাজাইয়া ছন্দোরূপী সত্যকে তিনভাবে ভজনা করে। কিন্তু আপনার এই তিনটি ভূমিকারও পারে বুদ্ধি নিজেকে প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করে যে (অতি জিগমিষুঃ) এত করিয়াও সে যেন এখনও পরম সত্যটিকে একান্ত আপনার করিয়া পায় নাই! এই নিমিত্ত বুদ্ধির একটা তুরীয় ভাবও রহিয়াছে এটি মনে করিতে হয়। বলা বাহুল্য এভাবে আসিলে বুদ্ধির মানমেয়াদি সকল স্বভাব ব্যবহার অপগত হইয়া যায়। তখন বুদ্ধি যেন আপন স্বভাবকেই অতিক্রম করিয়া বসে (transcends itself)। কাজেই, যে পরম উপলব্ধি ও আস্বাদনটি তখন তার হয়, সেটি সম্বন্ধে বুদ্ধির অথবা তার অনুগামিনী ভাষার কোন বিবৃতি দেওয়ার কিছু থাকে না। এই পরমভূমিতে আসিয়া বুদ্ধির যে ছন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় মিলে, সেটিকে আমরা পরম সমন্বয়ি রূপে জনিয়াছি।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার দুশ্চিন্তা

সচরাচর বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক চিন্তা বুদ্ধির ঐ সমঞ্জসা ভূমিকা পর্য্যন্ত স্বীকারেই প্রস্তুত হইয়াছে। সমর্থার সংবাদে সে ভয় পাইয়াছে, অথবা অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়াছে; আর তুরীয়া তো তার কল্পনাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করে কই! বুদ্ধিকে Intellect, Understanding এমন কি Reason রূপে দেখিলেই এইভাবে এক এক সীমান্তে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। পশ্চিমে Kant প্রমুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দার্শনিকেরা শেষের দুটিকে পায়ে শিকল বেড়ি পরাইয়াই রাখিতে চাহিয়াছেন। বুদ্ধি আপন শুদ্ধিরূপে (as Pure Reason) যে সব মহত্তর 'অক্রমিক' সত্যের সন্ধান আমাদের দিতে চায়, সেগুলি সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইতেই Kant প্রভৃতি 'প্রকাশ্য' পরামর্শ দিয়াছিলেন। অবশ্য Kant স্বয়ং প্রকারান্তরে (যেন ঘোমটা পরাইয়া) এবং তাঁর পরবর্ত্তী কেহ কেহ অনেকটা সরাসরি ঐ সব মহত্তর সত্যের অনুভূতিকে আমলে ও আসরে আনিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি বলিতে হয় যে তাঁদের চিন্তায় ও ধ্যানে বুদ্ধির ঐ সমর্থা ও তুরীয়া এই দুই সর্ব্বোত্তম ভূমিকার অবগুণ্ঠনটি সম্যক্ উন্মোচিত হয় নাই। বুদ্ধিকে তার আপন মানস সংস্কারের উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে না পারা পর্য্যন্ত, অথবা Supramental ভূমি অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত, সত্যের 'মহান্' এবং 'পরম' এই দুটি রূপই আমাদিগকে এড়াইয়া যাইবে।

এইবার বুদ্ধিকে 'ত্রিনেত্রা' রূপে ধ্যান কর নিম্নের এই কারিকায় :—

উরসি শিরসি চাস্যে ত্রীণি চক্ষূংষি তেষাং
দৃশিপটরসভাসঃ কঃ প্রধীর্নিশ্চিনোতি।
বহিরিতি চ সদেকং ভাশ্চভর্গো বরেণ্যং
রস ইতি রসভূমা কস্য তারশ্চ তৎসৎ ॥৮৯॥

তোমার মুখমণ্ডলে যে চক্ষুর্দ্বয়, তদ্দ্বারা বহির্বিশ্বের যে বিচিত্র চিত্রপট, সেটি তুমি দেখিতেছ, এবং তা দেখিয়া তোমার মন ও বুদ্ধি তাদের সাধারণী বৃত্তিটি চালাইতেছে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে (উরসি) এবং ভালে (শিরসি) আরও দুইটি চক্ষুঃ আছে তা জানতো? একটি ভাবের চোখ—সে তোমায় দেয় রসবোধ, রসানুভূতি; অপরটি জ্ঞানের নেত্র—সে তোমায় দেয় আলোকের, জ্যোতির সন্ধান। তুমি সাধারণী নায়িকাটির ভজনায় এমনি ভুলিয়াছ যে—অপর দুটি নেত্রের সাড়া প্রায়ই তোমার কাছে পৌছায় না। অথচ, এ দুটি নেত্র না ফুটিলে বুদ্ধি তো সমঞ্জসা-সমর্থা হইবে না!

তাই কারিকায় বলা হইতেছে—কে এমন প্রধী (প্রকৃষ্ট ধী-সম্পন্ন) আছে, যার ধী ঐ ত্রিবিধ দৃষ্টির বিষয়বস্তু যে দৃশ্য পট, রস এবং জ্যোতিঃ (ভাঃ), এ তিনকেই নিশ্চয়পূর্ব্বক গ্রহণ এবং আপন পরম প্রয়োজনে বিনিয়োগ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে (নিশ্চিনোতি) ? সেই পরম প্রয়োজনটি কতদূরে এবং সেটি কি ? অন্তরে বাহিরে তো অফুরান বিচিত্র এক ছবি দেখিয়া যাইতেছ, ফলে পাইতেছ ঘাত-প্রতিঘাত, হাসি-কান্না কত কি ? কিন্তু এ সবই সেই এক সদ্‌বস্তু (সদেকং),—সবই তিনি—ইহা জানিয়া শান্ত হও। ললাটের আঁখি গুরু কৃপায় জপাদি সাধনে যদি তোমার ফোটে, এবং তা দিয়ে যদি তুমি অলোকলোকের আলোর সন্ধান পাও, তবে জানিও সে আলো (ভাঃ) সেই 'বরেণ্যং ভর্গঃ' যার কথা গায়ত্রীমন্ত্র শুনাইয়াছেন। আর, হৃদয়ের নেত্রে যদি রসের (ভাবপুলকাদির) পরশ পাও তো জানিও, সে রস 'রসো বৈ স ভূমা।' তখন বুঝিবে—'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি !'

বস্তুরূপে যেমন জানিলে, মন্ত্ররূপেও সেই পরম সত্যকে জান—'ওঁ তৎ সৎ'। কিন্তু যে বুদ্ধি এভাবে জানিবে, সে বুদ্ধি কই ? (কস্য)। পূর্ব্বের কারিকায় বুদ্ধির ভূমিকাগুলি এই ভূমিকাগুলির সাথে তুলনা কর।

বাইরের ও মনের চলচ্চিত্রে যতক্ষণ বেশী অভিনিবেশ থাকে (শ্রুতির সেই 'পরাঞ্চি খানি' আবারও স্মরণ কর), ততক্ষণ অপর দুটি দৃষ্টি সম্যক্ ফুটাইবার নিমিত্ত 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হবার সাধনটি করিতে হয়। অর্থাৎ, সত্যকার জ্যোতীরসের (অমৃতের) অভিলাষীকে 'ধীর' ও শান্ত হইতে হয়। কিন্তু জ্যোতীরস সম্বন্ধিনী যে দৃষ্টি তার পূর্ণ উন্মেষটি হইলে পরাক্ বা বহির্মুখও আর সেরূপ থাকে না। তখন 'বহিরিতি সদেকম্'। আবার, ভাবনেত্র এবং জ্ঞাননেত্র—রসের অনুভূতি এবং জ্যোতির উপলব্ধি—এ দুয়ের কোনটাই 'অন্ধ' হইলে হইবে না।

বুদ্ধিকে 'নায়িকা' (Leading Light) রূপে দেখিলে সমর্থার পরেও তুরীয়া ভাবটিকে স্বীকার করা হইয়াছে ; সেইরূপ, 'ত্রিনেত্র' (Three Meanings) রূপে দেখিলেও, ঐ তিনেরও অতীত এক 'তুর্য্যগা' দৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়। 'তুরীয়া' এবং 'তুর্য্যগা' এই দুয়েতেই বুদ্ধি চায় আপনাকেই যেন অতিক্রম করিতে।

প্রপঞ্চোপশম মদ্বৈত মধিষ্ঠানং তুরীয়য়া।
তত্র তুর্য্যগয়া পূর্ণং ধ্রুবং শুদ্ধমপীষ্যতে ॥৯০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসমন্বয়ো যত্র পারম্যমবগাহতে।
সর্ব্ববিত্ত্বং চ সার্ব্বজ্ঞ্যং তত্র নিরঞ্জনী স্থিতিঃ ॥৯১॥
বিষয়ঃ সন্ধিভাবৌ চ তাৎপর্য্যং পরমার্থতা।
দ্বেহন্তিমে নিষ্ঠিতে যত্র তত্র তৎ সৎ ব্যবস্থিতম্ ॥৯২॥
বিচিনুতে হন্তিমখ্যাতিং সত্যাদ্ যঃ সৃষ্টি সূক্তগাৎ।
তপশ্চৈবং সতঃ সত্যং তস্যৌংতৎসদিতি স্থিতিঃ ॥৯৩॥
স্থিরত্বাদীনি লিঙ্গানি ত্রীণি ব্যাহৃতিমূর্দ্ধনি।
ধ্রুবত্বাদীনি সংলক্ষ্যে লক্ষ্যশেষে হ্যলক্ষণম্ ॥৯৪॥
অভ্যারোহায় সত্যে স্যাৎ সব্যাহৃতি জপক্রতুঃ।
সৌক্তে তু ব্যাহৃতীর্হিত্বা চৌং তৎসদিতি তৎপরম্ ॥৯৫॥
অভ্যাসো ব্যাহৃতৈঃ কুর্য্যা ধীমহীতি চ ভর্গসা।
বি-ব্যাহৃতিং তপশ্চোরং হিত্বৌংতৎসদিতি স্থিতিঃ ॥৯৬॥

ভূমাকাশং স্বভাবান্ নিরতিশয়সুখং তত্র ভাবাশ্চ নানা
শুদ্ধ জ্ঞানং স্বধাম্না প্রমিতি পরিমিতং বা প্রমাতৃ প্রমেয়ম্।
শুক্লং কৃষ্ণঞ্চ ধূম্রং সদিতি ভবতি কিং বস্তু চৈকং বিচিত্রং
ভর্গোদেবস্য পাদান্ কতিবিধনিলয়ান্ মিৎসমানা ধিয়ো নঃ ॥৯৭॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যঃ পরম উপশমো বা প্রপঞ্চস্য তস্মি-
ঞ্ছাখাবিস্তারমূলং সদসদিতি মহাবীরুধো নির্ব্বিশেষম্।
মায়াহনির্ব্বাচ্যমূলং তদপি বদসি কং মায়িনং বা মহেশং
ক্লেশাদ্যৈস্তত্র নৃণাং দনুজদিবিষদাং বা পরামৃষ্টিলেশঃ ॥৯৮॥

ন বেত্তি মাতা সুতাশ্রুধারং
ন ধরতি ধাতাহবলস্যভারম্।
ন পাতি পাতাহতুরং বিপাকে
শরণং কুতো বাস্তীহলোকে ॥৯৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ ও ভাবার্থ বিস্তার

নিখিল প্রপঞ্চের উপশম ভূমি অবশ্যই আছে। কেবল বেদাগম নয়, আত্মপ্রত্যয়ও তার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেয়। এটি সকল বোধের অধিষ্ঠান এবং দ্বৈতলেশহীন। এটি স্বপ্রকাশ, তথাপি তুরীয়া দৃষ্টিতেই প্রকাশের আবরণ সরিয়া গিয়া থাকে। এই অধিষ্ঠানে যে পূর্ণ, শুদ্ধ ও ধ্রুব তত্ত্ব বিদ্যমান, সেটি উন্মেষিত হয় যে দৃষ্টিতে, সেটি তুর্য্যগা বা পারীণা। বিশ্ববোধে সব কিছুই এক কাষ্ঠার দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সবাই বলে—আমিতো 'এই' মাত্রা, পাদ ও কলায় অভিব্যক্ত হইতেছি, কিন্তু আমার পরাকাষ্ঠা (পূর্ণতা, শুদ্ধি ও ধ্রুবত্ব) কিসে এবং কোথায়? এই পরাকাষ্ঠাটিকেও 'ন স্যাৎ' করা যায় না।

ছন্দের সোপানাবলি অধিরোহণ করিয়া মহাসমন্বয়িতে উপনীত হইলে। সেখানে ছন্দঃ আসিয়া বলে—এইবার আমি পরমতায় অবগাহন করিব। এই যে মহারহস্যময় 'মহা' ও 'পরমের' মিলনভূমি, এখানে কি দেখিলে? একদিকে সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্ববিত্তরূপ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা (শক্ত্যাদিরও বটে), অন্যদিকে একান্ত প্রপঞ্চোপশমরূপ 'নিরঞ্জনী স্থিতি'।

পাঁচটি প্রশ্ন এবং তাদের উত্তর। তৎপরতা ও পরমার্থতা

কোন ভান অথবা বোধকে এই পাঁচটি প্রশ্ন করিতে পার:—তোমার বিষয় (Content) কি? তোমার 'সন্ধি' অথবা সম্বন্ধ (Relation) কি? তোমার ভাব (লক্ষ্য, হেতু, কারণ, নিদান—Meaning or Intent) কি? কি, কিভাবে এবং কেন (What, How and Why)-ঘটিত এই তিনটি প্রশ্ন। এই তিন প্রশ্নের অনুসরণ করিতে করিতে যে কাষ্ঠা বা সীমার পানে অগ্রসর হই, সে তিনটি কাষ্ঠা যথাক্রমে—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর। প্রত্যেকটি সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এই চারিদিক্ দিয়া চতুষ্পাৎ। আচ্ছা, প্রশ্নের অবসান কি এখানেই? না, এর পরও আর দুটি প্রশ্ন আসে। এতক্ষণ মুখ্যতঃ Empirical Analysis ও Synthesis (ব্যবহারদৃষ্টিতে বিশ্লেষণাদি) চলিতেছিল। এইবার Metaphysical Meaning—তত্ত্বতঃ দৃষ্টি। বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় তো বোধের (Experienceএর) মূলীভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণভূমি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কিন্তু অতঃপর? আপনাকে কার্য্য-কারণরূপে দেখাইয়াও স্বয়ং কার্য্যকারণাতীত কোনও ভূমি? Absoluteএর এলাকা? বোধের বিষয় বা 'What'কে Absolute 'That' রূপে (শুদ্ধ, হানোপাদান-হীন 'তৎ' রূপে) জানার উপায় কি? 'তৎ' পদার্থের পরমশোধনটি হইবে কিরূপে? তারপর, 'How' and 'Why'—সম্বন্ধ ও ভাব—এ দুয়েরি বা ধ্রুব এবং পরিপূর্ণ পর্য্যবসান কোথায়? অর্থাৎ, সম্বন্ধ কোথায় যাইয়া বলিবে—আর আমার কোন অপেক্ষাই নাই; ভাব বলিবে—আমার পূর্ত্তি শেষ, আর আমার সঙ্গে অভাবও নাই? এই পরমতার ভূমিকে বলে 'সৎ'। এটি 'বাধমাত্রবিরহী'। কেননা, ইহা মাত্রাদির পারংগত—transcending all measure. এই শেষের দুটিকে কারিকায় 'তৎপরতা' এবং 'পরমার্থতা' বলা হইয়াছে। এ দুয়ে নিগমন করে যে বস্তু, সেটি হইল—পরব্রহ্ম। 'ওঁ তৎ সৎ'—এই মন্ত্রে ইহার নির্দ্দেশ। 'মহামায়া,' 'ভগবত্তা'—এ সব 'তৎ সৎ' এর প্রকাশ। শেষের এ দুটি দৃষ্টিতে ন্যূনতা বা আধিক্যের কোনও প্রসজ্যতা নাই। অর্থাৎ, এখানে আসিয়া কাকে উপরে কাকে নিম্নে রাখিবে—এ 'ঝামেলা' তুলিও না। তাতে যেটি 'তৎ সৎ' তার স্বরূপহানি ঘটিবে।

'ওঁ তৎ সৎ'—এই পরব্রহ্মবাচক মন্ত্রের জপধ্যানে কার স্বভাবতঃ স্থিতি, তাই বলা হইতেছে। সপ্তখ্যাতির শেষ খ্যাতি যে 'সত্যম্', আর সৃষ্টিসূক্তের 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এর যে 'সত্যম্'—এ দুটিকে যে বিলক্ষণ করিয়া জানে (অর্থাৎ ঐ দুটির কোথায় অন্বয় এবং কোথায় ব্যতিরেক); আবার, দ্বিতীয় খ্যাতি 'তপঃ' এবং সৃষ্টিসূক্তের 'তপঃ'—এ দুটিকেও যে ঐ ভাবে জানে; পুনশ্চ, 'সৎ' এবং 'সত্য'—এ দুইকেও যে মনন ও উপলব্ধিতে বিলক্ষণ করতঃ জানে;—সেই ব্যক্তিরই পরব্রহ্মবাচক মন্ত্রে যথার্থতঃ স্থিতি জানিও।

সংলক্ষ্য বা লক্ষণের পরাকাষ্ঠা কোথায়? Supreme Logical বা Perfect Harmony কি বস্তু?

বিলক্ষণতার রীতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে:—স্থিরত্ব, অসঙ্করত্ব এবং সমগ্রত্ব এই তিনটি 'লিঙ্গ' সপ্তম খ্যাতিতে (ব্যাহৃতি মূর্দ্ধনি) নিরূপিত হইয়াছে। এ তিনের সংলক্ষ্য, কিনা, চরমত্তার ভূমি (পরাকাষ্ঠা) কোথায়? অর্থাৎ, কোন্ ভূমিতে স্থির হইবে ধ্রুব, অসঙ্কর হইবে শুদ্ধ, আর সমগ্র হইবে পূর্ণ? ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষণগুলির (স্থিরত্বাদির) একটা ক্রমিকতা (progression) আছে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—কোথায় তাদের সীমা ? সীমা যেখানে, তাহাই ব্রহ্মের 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপ। ঋতম্ এবং সত্যম্, আর তাদের সংযোজক 'চ'কারদ্বয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আর, 'লক্ষ্যশেষে', অর্থাৎ আর লক্ষণ বা লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতা আর চলেনা, সেখানে 'অলক্ষণম্'—তুরীয়। ব্যাহৃতি পর্ব্বের যেটি শেষ, সেখানে যাইয়া বিশ্ববোধের একটা complete analytic-cum-synthetic view মিলিল বটে, কিন্তু সেটা বিশ্বের একটা complete logical apprehension ; comprehension বা appreciation এর পূর্ণ সমাধানটি সেখানেও হয় নাই। এইজন্য এক Supreme Logical এর অপেক্ষা তখনও থাকে। এই Supreme Logical হইতেছে সত্য, শ্রীভগবানের রূপ। Harmony বা ছন্দঃ কথাটি এই গ্রন্থে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই, সত্য হইতেছে ছন্দোগত্বের যেটি পূর্ণতা ও পরমতা তাই। কিন্তু আধার বা Background রূপে রহিয়াছে 'অলক্ষণম্'—Alogical—দ্বৈতাদ্বৈতাদিবিবর্জ্জিত।

জপাদি সাধন-ব্যাহৃতি সহযোগে এবং তদতীত রূপে

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভ্যারোহ অথবা লক্ষ্যাভিমুখী অধিরোহণ পর্ব্বটি চলিতেছে, অর্থাৎ গীতার ভাষায় বলিতে গেলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি 'আরুরুক্ষু' অথবা 'যুঞ্জান', ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার জপাদি অনুষ্ঠান (জপক্রতুঃ) অবশ্যই আমাকে ভূ ভুর্বস্বঃ প্রভৃতি ব্যাহৃতি সহযোগে করিতে হইবে—যথা গায়ত্রী জপে। অথবা গায়ত্রী এবং মধুমতী এ দুয়ের সম্মিলিত জপে (যেমন ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক করিতে বলিয়াছেন)। এই ভূমি অতিক্রম করতঃ যখন আমি সৃষ্টিসূক্তাদি প্রসিদ্ধ "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" অনুভূতিতে উপনীত হইব, অর্থাৎ যখন যুঞ্জান অবস্থা হইতে যোগারূঢ় অবস্থায় পৌছিব, তখন ব্যাহৃতির অপেক্ষা আর রহিবে না (সৌক্তে তু ব্যাহৃতীর্হিত্বা)। এরও পারে যদি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম আমার লক্ষ্য হন, তা হইলে পরব্রহ্মের বাচক যে "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র সেটিকে আমায় আশ্রয় করিতে হইবে। অর্থাৎ যোগযুক্ত অবস্থায় এই মন্ত্রের জপ এবং ধ্যানই আমার সাধন। সাধন বলা হইল এইজন্য যে, উপলব্ধির যেটি পরম বা চরম ভূমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি এখনও সম্যক্ অধিগত হয় নাই ; অর্থাৎ তখনও গীতার ভাষায় "যুক্ততর" এবং "যুক্ততম" হইবার অপেক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে।

গায়ত্রী জপে পূর্ব্বোক্ত ক্রমের দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াটি গায়ত্রী জপের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইতেছে। যতক্ষণ অভ্যাসযোগপরায়ণ রহিয়াছি, ততক্ষণ 'ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ' এই ব্যাহৃতি সহকারী জপধ্যান করা আমার কর্ত্তব্য। তারপরে যখন অভ্যাস আমাকে ধ্যানের গভীরতায় লইয়া যাইয়া স্বয়ং নিরস্ত হইতে চায়, তখন "বরেণ্যং ভর্গঃ" এইটিকেই ধ্যানযোগে সমাশ্রয় করিতে হয় (ধীমহীতি চ ভর্গসা)। তৎপরে যখন ধ্যান এতখানি গভীর, শান্ত এবং সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে যে তার ভিতরে ধ্যাতা এবং ধ্যান এ দুটিকে আর আলাদা করিয়া রাখা সম্ভব হয় না, তখন "ওঁ তৎসৎ" এই পরম ভাবেই আমার ব্রাহ্মীস্থিতি সংসাধিত হইয়া থাকে। তখন "ওঁ তৎ সবিতুঃ"—গায়ত্রীর এই আদিম পাদে যে "বি" এবং "উর্" এই দুটি ভাগ রহিয়াছে (যথাক্রমে ব্যাহৃতি এবং ঊর্দ্ধগা তপঃশক্তির সূচক) সে দুটি স্বভাবতঃই নির্গলিত হইয়া যায়। সুতরাং তার ফলে "ওঁ তৎসৎ"—ইহাই শেষ আশ্রয়রূপে অবশিষ্ট থাকে।

[মন্তব্য :—অভ্যাসযোগপরায়ণ অবস্থায় বিশেষভাবে ব্যাহৃতিকে ভজনা করিতে হয় কেন ? এটি বুঝিতে গেলে ব্যাহৃতির মূল কথাটি আবার ভাবিয়া দেখিতে হয়। সাধকের পক্ষে কতকগুলি ছন্দঃ যেমন অনুকূল অথবা মিত্রভাবে সহায় হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার অপরাপর অনেক ছন্দঃ হয় উদাসীন নয়তো প্রতিকূল ভাবে সাধকের অগ্রগতি ব্যাহত করিতে প্রবৃত্ত থাকে। সাধকের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে গেলে দুটি দিকে মনোযোগী হইতে হয়। প্রথম—অরি, মিত্র এবং উদাসীনের জটলার মধ্য হইতে মিত্রটিকে বাছিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়—ঊর্দ্ধতম লোকে মিত্র ছন্দের এবং সহায়ক শক্তির যে মহাভাণ্ডার বিদ্যমান রহিয়াছে, তার সাথে সাধকের জীবনে সাক্ষাৎভাবে কার্য্যকরী যে মিত্রচ্ছন্দঃ ও শক্তি তার সজীব সংযোগটি ঘটাইয়া লইতে হয়। এখন লক্ষ্য কর যে প্রথম ব্যাহৃতি "ভূঃ" কি বলে ? সে বলে—এই তোমার মিত্রচ্ছন্দঃ, তোমার সাধনের সহায় ও সুহৃৎ ; এটিকে আমি সমগ্র বাধা এবং অন্তরায়-এর মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সম্মুখে হাজির করিয়া দিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন সর্ব্বপ্রযত্নে তুমি এটিকে রক্ষা ও পোষণ কর। যারা অরি এবং উদাসীন তারা এই মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু তারা তো নিরস্ত হয় নাই! তারা যে প্রতীক্ষায় রহিয়াছে অতর্কিত আক্রমণে তোমার সাধনটিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত! তবে উপায়? তখন "স্বঃ" এই ব্যাহৃতি সাধককে আশ্বাস দিয়া বলে—এই যে তোমার দৃষ্টির অগোচরে আমি রহিয়াছি এক উর্দ্ধতন জ্যোতির্ধামের দিশারী হইয়া; তোমার আকুতি (aspiration) আমার পানে তার শিখা মেলিয়া সমুত্থিত হউক, আমি তাতে দিব্যলোকের বরণীয় ভর্গঃ এবং ছন্দঃ আহুতি দিতে থাকিব, যার ফলে তোমার ভিতরে ভাগবতী সত্তা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে তুমি উপলব্ধি করিতে থাকিবে। "ভুবঃ" এই মধ্যম ব্যাহৃতিটি কি করে? আমার সাধনের যেটুকু সামান্য সম্পদ্ সেটিকে এক মহীয়সী দৈবী সম্পদের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া দেয়। এই এবং সেই এ দুয়ের মধ্যে সে হয় সেতু বা সন্ধি। সুতরাং দেখিতেছি যে "ভূ ভুর্ব স্বঃ" এই আকৃতিটির (pattern) মধ্যেই উপরি উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সিদ্ধিরই উপায়টি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দেওয়া রহিয়াছে।]

ভূমা স্বরূপে ও বুদ্ধির পরিমাপে

শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে ভূমা অথবা আকাশ সেটিতো নিরতিশয় সুখস্বরূপই বিশ্বের এবং বিশ্ববোধের অধিষ্ঠান ও আধার হইয়া বিদ্যমান আছে। কিন্তু এও দেখিতেছি যে সেই আধারের উপর অশেষবিধ ভাবের লহরীও খেলিয়া যাইতেছে। (তত্র ভাবাশ্চ নানা)। এক শুদ্ধ নির্বিশেষ নিরঞ্জন জ্ঞানও স্বমহিমায় স্বপ্রকাশ; এর হ্রাস-বৃদ্ধিও নাই, উদয়াস্তও নাই, ইহা ঠিক। তথাপি দেখিতেছি যে এই অপ্রমেয় শুদ্ধ জ্ঞান যেন বিশ্ববোধ বা প্রমিতির খাতিরে পরিমাণ অঙ্গীকার করতঃ নিজেই প্রমাতা এবং প্রমেয় (Subject and object) এ দুইই হইয়াছে। এইভাবে আবার এক শুদ্ধ বিকারহীন সৎবস্তু (সদিতি বস্তু চৈকং) বিদ্যমান। স্বরূপে সেটি নিরঞ্জন বটে কিন্তু তথাপি তাহাতে শুক্ল, কৃষ্ণ, মিশ্র (ধূম্র) এই সব অশেষ বর্ণ বৈচিত্র্যের উদ্ভবও হইতেছে; অর্থাৎ এক শুদ্ধ সৎবস্তু কোন্ লীলাচ্ছলে বলিতে পারিনা আপনাকে যেন সত্যমিথ্যাদি নানা ভূমিকায় বিশ্বদৃশ্যপটে প্রতিফলিত করিতেছে। যিনি দেবতার দেবতা (পরব্রহ্ম) তিনি তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপে পরম জ্যোতীরসস্বরূপ বটেই, কিন্তু তাহা হইয়াও তিনি তাঁর এই বিশ্বে এবং আমাদের বিশ্ববোধে না জানি কত পাদ বিস্তার করিয়াছেন এবং না জানি কত না আধার বা ভূমিতে তার সেই পাদসমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে (পাদান্ কতিবিধনিলয়ান্)! যেটি ভূমা শুদ্ধ এবং অসীম, তার স্বরূপমহিমার সম্মুখীন হইতে অপারগ হইয়া আমাদের এই বুদ্ধি কত রকমে না সেটিকে লইয়া মাপাজোকা, হিসাব-নিকাশ করিতেছে (মিৎসমানা ধিয়ো নঃ)।

সত্তার জ্ঞান ও আনন্দের দিক হইতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভাবে কোথাও কি সঙ্গতি নাই?

শ্রুতি এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ পুরুষ এবং তাঁহার জ্ঞানময় তপের কথা বলিয়াছেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ পুরুষটি কীদৃশ এবং তাঁর জ্ঞানময় তপটিই বা কীদৃশ? তিনি নিখিল প্রপঞ্চের পরম উপশমের ভূমি, ইহা অবশ্য ঠিক বটে, কিন্তু কেবলমাত্র তাঁহা হইলেই তো বুঝা যায়না যে, তিনি কেমন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ হইয়াছেন, এবং কেমন করিয়াই বা সৃষ্টির আদিতে তাঁর জ্ঞানময় তপটি তিনি করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ বলাতে এটি সূচিত হয় যে, তিনি সব কিছু যে সামান্যভাবে জানেন এমন নয়, পরন্তু তিনি সমস্ত কিছু বিশেষভাবেও জানেন; অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাহিরে নেই বা থাকিতে পারেনা। যেটি অধিষ্ঠানে নিরঞ্জন শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র, তাতে এই অসীম অকুণ্ঠিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যের সম্ভাবনা কি করিয়া হইল? শুধু আবার তাহাই নয়, সৃষ্টির নিমিত্ত সঙ্কল্প ও তপঃ তাঁতে কী করিয়া সম্ভাবিত হইল? সে তপের মূলে আনন্দ, সে তপের রূপ জ্ঞান এবং সে তপের ফল "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ"। মূলীভূত যে আনন্দ তাঁর এবম্প্রকার লীলাকৈবল্য কেমন করিয়া বুঝিব? এইজন্য অবশ্যই ভাবিতে হয় যে গোড়াকার তত্ত্বটি নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ, অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত এই দুই ভাবেই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন ও তাই করিয়াছেন। ক্ষর এবং অক্ষর তাঁর এই দুইটি ভাব হইতেও তিনি স্বয়ং উত্তম বলিয়া তাঁকে বলা হইয়াছে পুরুষোত্তম। এতো গেল জ্ঞানের দিকের কথা। সৎ অথবা সত্তার দিক থেকেও সেই মূল তত্ত্বটিকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এবম্প্রকার সকল দ্বন্দ্বেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলে কি ভাল হয়না? বিশ্বরূপ এই যে মহা বীরুধ (লতিকা), এর অশেষ শাখা বিস্তারের মূল অথবা বীজ হইতেছেন তিনি; কিন্তু সে মূল বা বীজটিকে একান্তভাবে নির্ব্বিশেষ ভাবিলে এই বিরাট্ বিশ্ববল্লী এবং তার অশেষ বিচিত্র বিস্তার কি আদৌ বুঝা যাইবে? যদি বল তিনি স্বয়ং এর মূল অথবা বীজ নন, তাঁর মায়াই—তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই এর মূল, তবে তাঁর নিজের স্বরূপের সাথে এই অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তির যে কেমনধারা সম্বন্ধ তাই বা কে বুঝাইয়া দিবে? 'অনির্ব্বচনীয়' এই কথাটি ব্যবহার করিয়া ঐ মহারহস্যের তো কোনও সমাধানই করা গেলনা! মাত্র এইটুকু স্বীকার করা হইল যে, তাঁতে এবং তাঁর মায়াশক্তিতে যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ এত গহন যে তাতে প্রবেশ করাই অসম্ভব। অথচ শ্রুতি এবং আত্মানুভূতি দুই-ই একবাক্যে বলিতেছে যে তিনি যে মায়াতীত এমন নন, তিনি মায়াধীশ, মায়ী এবং মহেশ্বর। সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হয় যে তিনি সকল সম্বন্ধের অতীত হইয়াও (as Absolnte) শক্তি-শক্তিমান ইত্যাদি নিখিল সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন এবং তাদের নিয়ামকও হইয়া রহিয়াছেন। মায়াধীশ এবং মহেশ্বর এ দুটির দ্বারা তাঁর এই পরমোত্তম স্বভাবটি সূচিত হইতেছে না কি? শেষকালে আবার রস বা আনন্দের দিক দিয়াও দেখ। তিনি তো সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী মহেশ্বর কিন্তু এইভাবে কেবলমাত্র শুদ্ধ স্বলসিত যে আনন্দ তাতে অচ্যুতস্থিতি হইলেই কি হইবে? নিখিল সৃষ্টির যত কিছু বিচিত্র ব্যথা বেদনা সে সবই তাঁকে একটুখানি স্পর্শ না করিলেই কি এই বিশ্ব-মহানাট্যের যেটি নিগূঢ় মর্ম্মার্থ ও আবেদন সেটি সম্যক্ ধারণায় আসিল? কোথাও বা ঈশ্বরের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে—তিনি এমন এক পুরুষ যাঁকে জীবের ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয় এই চারিটির কোনটিই কোনকালে পরামৃষ্ট করেনা। তাই যদি হয় তবে জগতের করুণানিদান আদি গুরুরূপে ক্লেশবিদ্ধ জীব তাঁতে শরণ লইবে কি প্রকারে এবং কি উদ্দেশ্যে? সুতরাং এটিও মনে করিতে হয় যে তিনি স্বীয় ব্রহ্মানন্দে স্থিত রহিয়াও জীবের প্রতিটি ব্যথা বেদনা, আর্ত্তি আকুতির সমাচার অবশ্যই রাখিয়া থাকেন এবং তার সকল সঙ্কটেই তিনি তার একমাত্র শরণ সহায় এবং সুহৃৎরূপে বিদ্যমান আছেন॥

(ক্লেশাদ্যৈস্তত্র নৃণাং দনুজ দিবিষদাং বা পরামৃষ্টিলেশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি জগতের মাতা তিনি যদি তাঁর সন্তানের বিগলিত অশ্রুধারের কোনও খোঁজ না রাখেন (ন বেত্তি); যিনি জগতের ধাত্রী তাঁর যদি এই-ই স্বরূপ ও স্বভাব হয় যে তিনি অবলের ভার বহন করিতে পারেন না; যিনি জগতের পাতা অথবা পিতা তিনি যদি বলেন—ওগো আর্ত্ত আতুর! তুমি তো বিপাকে পড়িয়াছ দেখিতেছি, কিন্তু তোমাকে পালন করার ইচ্ছা বা শক্তি আমার নাই, তবে বল দেখি এই মহাসঙ্কটসঙ্কুল লোকে কোথায় কী-ই বা আমার শরণ আছে ?

তুচ্ছং ন নেত্রাদ্ গলিতাশ্রুবারি
তুচ্ছং ভবেচ্চেৎ তথামন্যমানম্।
তুচ্ছা ন চার্ত্তি র্হৃন্মন্থনী বা
তুচ্ছা ভবেচ্চেন্ মথ্নাতি শর্ম্ম (ভাবম্)॥১০০॥
প্রশান্তাম্বুরাশৌ বড়বানলোঽপি
ক্ষমো ন বোঢ়ুং তৃণং মাতরিশ্বা।
দ্বারে চ ভিক্ষুর্জগতাং স নাথঃ
কিমাশ্চর্য্যমেভ্যঃ পরং বদাস্তি ॥১০১॥
রাকেন্দুতুল্যো নয়নাশ্রুবিন্দু
রানন্দসিন্ধোরুল্লাসকারী।
তুভ্যং তৃণায় সদা হৈমবত্যাঃ
কারুণ্যশৌর্য্যংস্মুরগর্ব্বহারি ॥১০২॥

তোমার নেত্র হইতে বিগলিত ব্যথার বা পুলকের অশ্রুবারি সেটি অবশ্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু সেটি তুচ্ছই হয় যদি তুমি নিজে সেটিকে তাই-ই মনে কর (তথামন্যমানম্) অর্থাৎ তোমার যেটি ক্ষণিকের ব্যথা ও পুলকের অশ্রুবিন্দু তার সাথে দরদের যোগ রাখিয়া রহিয়াছে এমন এক মহাসিন্ধু যেটি একাধারে অসীম ব্যথা এবং পুলক। কাজেই এই সমদরদী মহানের কথাটি যদি মনে রাখিতে পার তা হইলে তোমার নয়ন হইতে যে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল সেটি কখনও মিথ্যা নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। আবার তোমার সারা হৃদয়টি মথিত করিয়া যে আর্ত্তি দেখা দিতেছে সেটি অবশ্য তুচ্ছ নয়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি তুচ্ছ হয় যদি সে তার মর্ম্ম বা ভাবটিকেই মথিত নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে (মথ্নাতি শর্ম্ম)। অর্থাৎ তোমার হৃদয়ের এই যে আর্ত্তি তার নিগূঢ় মূলটিই বা কোথায় এবং তার সত্যকার পরিণতিটিই বা কিসে এটি মনে রাখিলে তোমার আর্ত্তি আর তুচ্ছ হয় না।

মহাসাগরের যে প্রশান্ত জলরাশি তারও বুকের মাঝারে বাড়বাগ্নি লুকাইয়া থাকে; এই বিশ্বরূপ মহামহীরুহটিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ যে বায়ু তিনিও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই যক্ষের নির্দ্দেশে সামান্য একটি তৃণকেও বহন করিতে সমর্থ হইলেন না দেখি (ক্ষমোন বোঢ়ুং)। পুনশ্চ যিনি জগতের নাথ ও স্বামী তিনিও দেখি দ্বারে আসিয়া ভিক্ষুকের সাজে দাঁড়ান (যেমন বামনরূপে বলির দ্বারে)। এখন বল দেখি এসবের চাইতে অধিক আশ্চর্য্য আর কি আছে বা হইতে পারে? এই সৃষ্টির মূলে যে ভাগবতী সত্তা, সেটি যে অনন্ত আনন্দ এবং শান্তির পরমতার ভূমি সে পক্ষে তো কোনও সন্দেহ নাই কিন্তু মহাসাগরের মত সেই অসীম ও গভীর প্রশান্তির মাঝখানে বিশ্বের প্রতিটি ব্যথা বেদনার যে চেতনা তার প্রতি দরদে, করুণায় ভরা কোনও বাড়বানল কি চিরসজাগ হইয়া বিদ্যমান নাই? জগতের যিনি মাতা ও ধাত্রী ও পালয়িত্রী তিনি কি তার আপন আনন্দ ও প্রশান্তির মাঝখানে এতটাই বিভোর যে তিনি তার আপন বিশ্বের অনন্ত দুঃখরাশির পানে বিমুখ, উদাসীন! আবার যিনি নিখিল জগতের স্বামী তিনি কি ঐ একবার বলির দ্বারে ভিখারীর বেশে আসিয়া তার অভিনয়ের পালাটি শেষ করিয়া গিয়াছেন? তিনি কি প্রতিটি জীবের হৃদয়-দুয়ারের কাছে শাশ্বত ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়া নাই? তিনি কি ঐ একটি বার মাত্র মদোদ্ধত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দম্ভচূর্ণ করার নিমিত্ত তুচ্ছতা ও লাঘবের একান্ত প্রতীক যে তৃণ সেই তৃণটি দেবতাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন? আনন্দসিন্ধুরূপে তিনি তো স্ব-মহিমায় স্বলসিত রহিয়াছেনই তথাপি সেই স্বলসিত আনন্দরাশি নিজেকে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত না দেখিলে তার সাধটি যেন মেটে না। তাই তিনি যেন অপেক্ষায় রহেন—কখন্ তোমার নেত্র হইতে একটি বিন্দু অশ্রু তাঁর পানে গড়াইয়া পড়িবে আর সেটি পূর্ণিমার শশীর মত তাঁর চিরশান্ত সমাহিত চিদাকাশে উদিত হইয়া তাঁকে তোমার পানে আকৃষ্ট ও উদ্বেল করিয়া লইবে। আর তুমি যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন অহঙ্কার ও দম্ভ একান্তভাবে বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে একটি তৃণের মতই তাঁর দৃষ্টি এবং প্রসাদের নিম্নে ফেলিয়া রাখ তবে নিশ্চয় জানিও যে তোমার একান্ত শরণাগত ঐ তৃণরূপ সত্তাটির পিছনে রহিয়াছে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই উমা হৈমবতীর অসীম অমোঘ করুণাশৌর্য্য যেটিকে জানিতে ও বুঝিতে না পারিয়া অগ্নি-বায়ু-প্রমুখ দেবতাদের গর্ব্ব স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে গর্ব্ব আবার লজ্জায় ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (ক)

নাদানুসন্ধান সম্বন্ধে জপসূত্রকারের এই ষোলটি কারিকা প্রয়োজনীয় বোধে সানুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া যাইতেছে।

আদিমচ্চ যদুৎপাদ্যং বিকার্য্যং ব্যভিচারি চ।
ব্যপদেশবিকল্পার্হ মপায়ীনি হি তানি ষট্ ॥১
ভূরাদ্যৈ রন্তবত্ত্বঞ্চ জন্যত্বঞ্চ তদাদিভিঃ।
বিকারং ব্যভিচারঞ্চ ভর্গ আদি ত্রিভিঃ পদৈঃ ॥২
ব্যপদেশ্যং ধিযোয়োনো বৈকল্পিকং প্রচোদয়াৎ।
ষণ্মাত্রঃ প্রণবঃ ষড়্বৈ গায়ত্রী দুদুহেঽমৃতম্ ॥৩-৪
মূলস্পন্দস্বরূপা যা ধ্বনিঃ সুরধুনী ধ্রুবা।
তস্যামুপরি তায়ন্তে বীচয়ো ইব যা গিরঃ ॥৫
বীতি বিয়দি শব্দোযোঽক্ষরোঽখরোঽজরোঽমরঃ।
মাত্রাস্পশাৎ ক্ষরন্ খে স বিখরোঽভূদ্রুবন্ রুদন্ ॥৬
আমূর্দ্ধকণ্ঠ ঘাতোত্থা স্থূলা সূক্ষ্মাতি বৈখরী।
নাদাদ্ বহিরক্ষা সা বিষমা বীচিসন্ততিঃ।
ধ্রুবাক্ষাভিন্নপশ্যন্তী নিরক্ষৈব পরা মতা ॥৭
মেয়স্পর্শান্ জয়েজ্জাপান্ মানস্পর্শাংশ্চ ধারণাৎ।
মাতৃস্পর্শান জয়েদ্ ধ্যানা দস্পশঞ্চ সমাধিনা ॥৮
বিখরাপ্যায়নং কুর্য্যাদ্ জপাদোং জাতবেদসে।
হংসবত্যা স্ততো মধ্যাপ্যায়নং হ্যমৃতম্ বৃহৎ ॥৯
জ্যোতীরসে পশ্যন্ত্যা ঋগ্‌ভ্যামাপ্যায়নং কুরু।
সর্ব্বস্যাপ্যায়নং নাম স্বয়মাপ্যায়নং পরা ॥১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরি স্পৃগন্ত্য চাধঃ স্বরাদ্যো
রতং বিপ্রতীকং তয়ো রুকারাৎ।
চেছিদ্যমানা সকৃচ্ছিরো মুদঃ
পীযূষধারাং পেপীয়মানা
(হখিলো নাদধারাং পেপীয়মানা) ॥১১

অর্কেন্দুশক্তী দ্বে পায়য়ন্তী স্বয়ংপিবন্তী মধ্যমাং সুষুম্না।
মুক্তাং ত্রিবেণী মপি যোজয়ন্তী পশ্যন্তীপারে পরা তুরীয়া ॥১২
নীচৈর্মনোভূ রুপরি বিকল্পনা তন্মৈথুনাচ্চেৎ চ্যুতমস্তি চেতঃ।
স্বয়ং রুক্মরেতোহচ্যুতং পিবন্তী কামকলা দ্বে পরা পায়য়ন্তী ॥১৩॥
প্রণবে চ বীজে গায়ন্ মনৌ বা মাত্রাহি সন্তি পিহিতাশ্চতুর্দ্দশ।
গর্ভেগিরাং নাদ কলে চ বিন্দু র্দেদীপ্যতে তে চিতি দীপমালা ॥১৪॥
নাদস্তথা বিন্দু কলে চ কাল আকাশ শূন্যে জ্যোতিঃসদেকম্।
আলম্বনেম্বেষনপায় ধাম্নঃ প্রত্যঙ্ নাদোহি সুগমঃ সুভদ্রঃ ॥১৫॥

স্পন্দঃ পরব্যোম্নি রেতোহখিলস্য
সবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ।
প্রাণেষু ভর্ত্তা রসয়িতা রসেষু
ব্রহ্মাসি প্রত্যঙ্ নাদ প্রসীদ ॥১৬॥

অনুবাদ

অনেক বস্তু বা ভাব আসিয়া আবার চলিয়া যায়, স্থায়ী হয় না। এরা আগমাপায়ী। যেটি আসিল (আগত) সেটি চলিয়া যাইবেই (অপায়ী হইবে) যদি তাতে এই ছয়টি ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে—যদি তার সত্য সত্যই একটা আদি বা আরম্ভ থাকে (আদি মৎ), যদি সেটি উৎপাদ্য বা জন্য হয়, যদি সেটির বিকার সম্ভব হয় (বিকার্য্য), যদি সেটির ব্যভিচার দেখা গিয়া থাকে (ব্যভিচারী), যদি সেটি কেবলমাত্র প্রতীক, সঙ্কেত বা চিহ্নমাত্র হয় (ব্যপদেশ্য) এবং যদি সেটির সম্বন্ধে বিকল্প বা সংশয়ের অবকাশ থাকে ॥১॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের যে ভূরাদি ব্যাহৃতি তদ্দ্বারা আদিমত্বকে পরিহার করিবে, কেননা, ব্যাহৃতিদ্বারা আদিমত্ব এবং অন্তবত্ত্ব এ দুয়েরই পরিহার ঘটিয়া থাকে। তারপর "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" এই তিনটি পদের দ্বারা উৎপন্ন হওয়া এই ভাবটিকে পরিহার করিবে। "ভর্গদেবস্য ধীমহি" এই তিনের দ্বারা বিকার ও ব্যভিচার এ দুয়ের পরিহার ঘটাইবে। তদনন্তর যেটি ব্যপদিষ্ট বা অতাদৃশ সেটিকে তাদৃশ বা যথার্থ করিবে "ধিয়োয়োনঃ" এই পদের দ্বারা। শেষকালে বিকল্প বা সংশয় নিরসনের নিমিত্ত "প্রচোদয়াৎ" এই পদের স্মরণ লইবে। এ স্থলে 'পদ' বলিতে পদ এবং পদের ভাব এ দুই-ই বুঝিতে হইবে। প্রণব একাই তাঁর ছয়টি মাত্রা দ্বারা (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা) ঐ ছয় প্রকারের অযথার্থ অনিত্যকে পরিহার করিতে সমর্থ জানিবে। বেদমাতা গায়ত্রী অনিত্য নশ্বরের ভয়ে ভীত অমরদিগকে এই ভাবেই আবার অমৃত মিলাইয়া দিয়াছিলেন ॥২-৩॥

আমরা যে সব বাক্ উচ্চারণ করি (যা গিরঃ) সেগুলি স্পন্দনরূপা এবং এই বিবিধ বিচিত্র স্পন্দনগুলি তরঙ্গের মত উঠিয়া খেলিয়া যাইতেছে অবশ্যই কোন এক আধারে। সে আধার হইল ব্রহ্মাকাশে জ্ঞানময় তপরূপ যে মূল স্পন্দ, তাহাই। এই মূল স্পন্দ নিজেকে নাদ বা ধ্বনি রূপে অভিব্যক্ত করিতেছে। বলা বাহুল্য এর ধ্বনি সাধারণ শ্রুত ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি-রূপা সুরধুনী ধ্রুবা বা সনাতনী। "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং" এইটি হইল—এই ধ্বনির পরা ভাব; ব্রহ্মলোকে যে কুণ্ঠাহীন দিব্য অনুভূতি সেইটি হইল পশ্যন্তী-ভাব; হরজটাজালাভ্যন্তরে অবগুণ্ঠিত হইলে হয় মধ্যমা; শেষে ভগীরথের শঙ্খনিনাদে গোমুখী নিঃসৃতা হইলে হয় বৈখরী। আমাদের সকল বাক্ অথবা শব্দই এই ধ্রুব ধারার বক্ষে বীচিরৎ উত্থিত হইয়া আবার লীন হইয়া যাইতেছে। অতএব সাধক! মূল স্পন্দরূপা সেই "ধ্বনি-সুরধুনী-ধ্রুবার" সন্ধান করিতে যত্ন কর ॥৪॥

ব্রহ্মাকাশে (বিয়দি) মূল স্পন্দরূপ যে শব্দ সেটি স্বভাবতঃ অক্ষর, অখর, অজর এবং অমর। বিবিধ মাত্রা স্পর্শ বশতঃ সেই মূলশব্দ যেন ক্ষরণশীল হয়; তখন মনে হয় যেন সে শব্দ আকাশে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। অর্থাৎ "বি" কিনা "বিয়দি", যে শব্দ অখর সেটি মাত্রা স্পর্শ বশতঃ আকাশে খর হইয়া ব্যক্ত হইতেছে। (খে স ক্ষরোঽভূদ্রুবন্ রুদন্)। এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটি মহামৌন সেটি বিশ্ব কলরব (cosmic disturbance) রূপে মুখর হইতেছে ॥৫॥

মাত্রা স্পর্শ যে কি তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। মূর্দ্ধা থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত যে যন্ত্র তাতে অভিঘাতের ফলে বৈখরী বাক্ প্রকট হইয়া থাকে। বাচিক উপাংশু জপে বৈখরী স্থূলা, মানসজপে সূক্ষ্মা অর্থাৎ মানস জপেও যন্ত্রের অভিঘাত এবং তজ্জন্য স্পন্দন সূক্ষ্মভাবে থাকে। সচরাচর বৈখরীর স্পন্দন সুষম নয় কিন্তু বিষম। এই বিষম তরঙ্গগুচ্ছ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। এই তরঙ্গগুচ্ছের যেটি অক্ষ (Axis) সেটি সচরাচর নাদধ্বনির বাহিরেই থাকে (নাদাৎ বহিরক্ষা সা) ॥৬॥

পূর্ব্বোক্ত বৈখরী সাধারণতঃ ইড়া ও পিঙ্গলা এ দুয়ের সাহায্যেই চলিতেছে। কিন্তু নাদের যেটি আপন অক্ষবর্ত্ম, সেই সুষুম্নায় বৈখরীর প্রবেশ সচরাচর ঘটে না। কিন্তু নাদের এই আপন বর্ত্মের মধ্যে গমন করিতে যে বাক্ সমর্থা হয়, সে বাক্ হইল মধ্যমা (মধ্যমেতি)। আবার দেখ প্রণবের শেষ বর্ণ যে ম কার সেখানে যাইয়া বৈখরী বাক্ স্তব্ধ হইয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু অনাহত ধ্বনিরূপ যে নাদ তার মধ্যে "ম"কে লইয়া যায় বলিয়া মধ্যমাকে 'মধ্যমা' বলা হয়। মধ্যমা বাকের যেটি অক্ষ সেটি নাদে প্রবিষ্ট হইলেও নাদের যেটি ধ্রুব অক্ষ তার সঙ্গে একান্ত মিলিয়া যায় না। যখন বাক্ সেই ধ্রুব অক্ষ একান্তভাবে আশ্রয় করে তখন সেটি হয় পশ্যন্তী, আর যখন কোনও অক্ষই আর তার থাকে না, তখন সেটি হয় পরা (নিরক্ষা চ পরা মতা)। সুতরাং অক্ষের দিক দিয়া বিচার করিলে চারি প্রকার বাকে আমরা চারি প্রকারের সংস্থা দেখিতে পাই—বহিরক্ষা, অন্তরক্ষা, ধ্রুবাক্ষা এবং নিরক্ষা ॥৭॥ ('অক্ষ' বলিতে ইন্দ্রিয় বা করণও বুঝায়।)

মাত্রা স্পর্শের কথা বলা হইতেছে, কিন্তু মাত্রাকে তিনরূপে জানিতে হইবে—মেয়, মান ও মাতা। মেয় যে সকল বিষয় রূপরসাদি তাদের যেটি স্পর্শ (শীতোষ্ণ সুখদুঃখ ইত্যাদি) সেটিকে জয় করার নিমিত্ত প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার জপাভ্যাস করিবে (বৈখরী)। মান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণ নিমিত্ত যে স্পর্শ (বাধা, সঙ্কোচ, ইত্যাদি) সেটিকে জয় করার নিমিত্ত ধারণা অভ্যাস করিবে (নাদানুসন্ধানরূপ মধ্যমায় স্থিতি)। মাতা অর্থাৎ আমির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেগুলি সংস্কার সংকল্প বিকল্প আদি সেগুলির স্পর্শ জয় করার জন্য আন্তর দিব্য অনুভূতিরূপ যে ধ্যান সেই ধ্যানের অভ্যাস করিবে আর এই ত্রিবিধ স্পর্শেরই পারগামী হইতে গেলে পরা বাক্ এবং শান্ত আত্মায় সমাধির সাধন করিবে ॥৮॥

অতঃপর "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি" এই শান্তিপাঠ মন্ত্রের যে "আপ্যায়ন" সেটি কি ভাবে সাধিতে হইবে তা বলা হইতেছে। যেটি "বিখর" কিনা বিশেষ ও বিবিধ ভাবে "খর", সেটির আপ্যায়নের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ "ওঁ জাতবেদ সে…" ইত্যাদি মন্ত্র জপধ্যান করিবে। কেননা, ঐ মন্ত্রে অগ্নি এবং সোম ইড়া ও পিঙ্গলা, প্রাণ ও অপান ইত্যাদি সকল বিষম দ্বন্দ্বের সুষমতা সম্পাদনরূপ যে আপ্যায়ন সেটি বিহিত হইয়াছে। তারপর, হংসবতী ঋকে স্থূল সূক্ষ্ম অনু বিরাট সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত যে "ঋতম্ বৃহৎ", সেটির জপধ্যানের দ্বারা মধ্যমার আপ্যায়ন সাধন করিবে, "হংসঃ সোঽহং স্বাহা" এই মন্ত্র বিশেষভাবে সমাশ্রয়ণীয়। তারপর পশ্যন্তীর আপ্যায়ন সম্মিলিত গায়ত্রী এবং মধুমতী এই দুই ঋকের যে অভিন্ন জ্যোতীরস তাহা দ্বারা নিষ্পন্ন হউক। ওঙ্কার অথবা ভগবানের কোনও নামের দ্বারা সর্ব্ববিধ আপ্যায়নই সাধিত হইয়া থাকে জানিও (সর্ব্বস্যাপ্যায়নং নাম)। আর যেটি পরাবাক্ সেটি স্বয়ং আপ্যায়ন স্বরূপ, সুতরাং অপর কিছু দ্বারা সেটির আপ্যায়নের অপেক্ষা নাই (স্বয়ং আপ্যায়নং পরা) ॥ ৯—১০ ॥

অতঃপর সর্ব্বত্র নিগূঢ় যে ছিন্নমস্তাতত্ত্ব সেটি নাদানুসন্ধানে কিভাবে উদাহৃত তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কয়েকটি কারিকা অনূদিত হইতেছে :—উচ্চারিত যে 'ম'কার তার অন্তে বা পরে রহিয়াছে 'অ'কার; এই অকার কে অধঃ কিনা আগে লইয়া যাও আর তার উপরি হসন্ত ম কে স্থাপন কর (অম্)। স্পৃক্ কিনা স্পর্শ বর্ণের অন্তিম বর্ণ যে মকার আর স্বরের আদিবর্ণ যে 'অ'কার এ দুয়ের বিপরীত করণ হইল এইপ্রকারে। এইবার এই স্বরাদ্য (অকার) এবং স্পৃগন্তা (ম-কার) এ দুয়ের মাঝখানে উকার কে বসাও। এই উকারের দ্বারা অকার ও মকার এই দুই বর্ণের যে বিপরীত রমণ সংঘটিত হইল তদ্বারা অবশ্যই এক উল্লাসের সূচনা হইয়া থাকে। কিন্তু এই উল্লাস খণ্ডিত, চিরন্তন নয়। এই বারেকের উল্লাসকে ছিন্ন করিয়া তার মধ্য হইতে অখণ্ড উল্লাস রূপ যে পীযূষধারা (অখিল নাদ ধারা) সেটিকে নিরন্তর পান করাইবেন যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি হইলেন মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা। ইনি বারেকের যে উল্লাস তাকে একান্তভাবে ছেদন করিয়া (চেছিদ্যমানা সকৃচ্ছিরোমুদঃ) তার অভ্যন্তরে নিরন্তর বহমানা অখণ্ড নাদরূপিণী যে পীযূষধারা সেটিকে নিরন্তর পান করিয়া থাকেন (পীযূষধারাং পেপীয়মানা) ॥ ১১ ॥

অখণ্ড নাদরূপ এই পীযূষধারা আবার ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ত্রিধারায় পীত হইতেছে দেখিতেছি। মহাবিদ্যা স্বয়ং সুষুম্নারূপে যেটি মধ্যগা ধারা সেটিকে পান করিতেছেন। আর ইড়া ও পিঙ্গলা (চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়ী) এ দুয়ের যে দ্বিবিধা শক্তি তাদিগকে অপর দুটি ধারা পান করাইতেছেন। তার ফলে সাধারণ বৈখরী জপ ধ্যানও সুধারসে অভিষিঞ্চিত হইয়া যায়। আবার এই যে মুক্ত ত্রিবেণী ধারা তাকে আপন শক্তিতে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (মুক্তাং ত্রিবেণীমপি যোজয়ন্তী) তিনি পশ্যন্তীর ওপারে যে তুরীয়া পরাবাক্ রহিয়াছে তাতে যাইয়া বিশ্রান্তি লাভ করেন ॥ ১২ ॥

বাকের দিক্ থেকে দেখিলে এইবার মনের দিক থেকেও দেখ। মনের দ্বিবিধ বৃত্তি—সংকল্প (কাম) এবং বিকল্প (বিকল্পনা)। এই কামকে নীচে রাখিয়া (নীচৈ র্মনোভূঃ) আর বিকল্পনারূপ রতিকে উপরে লইয়া তুমি জপধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এস্থলে কাম হইল তোমার Aspiration আর রতি হইল তোমার Devotion। এ দুয়ের রমণের ফলে তোমার এই সাধারণ মন (চেতঃ) যদি নিজেই চ্যুত কিনা গলিত হইয়া যায় তবে তাতে আশ্বস্ত হইও, কেননা এই মনের চ্যুতি বাঞ্ছনীয়। এই মনের চ্যুতি ঘটিলে এক অচ্যুত হিরণ্য রেতসের ধারা নিঃসৃত হইয়া থাকে যেটিকে মহাবিদ্যা পরমা কামকলারূপে নিজেই পান করিতে থাকেন (পিবন্তী) এবং সাধক সন্তানের যে বাক্ ও বুদ্ধি সে দুটিকেও সে ধারা পান করাইয়া থাকেন। (দ্বে পায়য়ন্তী) ॥ ১৩ ॥

নিত্য স্থিতি ও চির বিশ্রান্তির স্থান যেটি সেটিকে বলে অনপায়ধাম। এই অনপায়ধাম লাভ করার নিমিত্ত সাধককে তার জপধ্যানে কোন না কোন সূত্র অবলম্বন করিতে হয়। সেটিকে বলে আলম্বন। আলম্বনকে মোটামুটি আট প্রকারে দেখা যাইতে পারে :—নাদ, নাদের পরম সূক্ষ্মভাব যে বিন্দু সেটি, কলাশক্তি যার দ্বারা সমস্ত কিছু আকলিত হইতেছে, আক্রমিক ধারারূপ কাল, নির্লেপ আকাশ, শূন্য, জ্যোতিঃ (যার শেষ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ) এবং সবকিছুতে অনুস্যূত শুদ্ধ যে সৎ তাই (সদেকম্)। ভাব ও নিষ্ঠা সহকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপধ্যানের ফলে যখন অনাহত ধ্বনিরূপে নাদ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয় (প্রত্যঙ্ নাদঃ), তখন সেই নাদই ঐ সকল আলম্বনের মধ্যে সব চাইতে বেশী সুগম এবং সুমঙ্গল হয় জানিবে। অন্য আলম্বনগুলি ঠিকভাবে ও নিয়ত মেলানোই মুস্কিল। কিন্তু নাদ একবার উপলব্ধিতে আসিলে সে আমার সমগ্র সত্তাকে যেন ধরিয়াই রাখে, বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী হইতে দেয় না। এই নিমিত্ত নাদানুসন্ধান অধোমুখী ধারাকে ঊর্দ্ধমুখী করার পক্ষে প্রকৃষ্ট সাধন বলিয়া জানিবে। নাদকে আশ্রয় করিলে তার মধ্য হইতেই জ্যোতি প্রভৃতি অপরাপর আলম্বন যথা-সময়েই মিলিয়া যায় ॥ ১৪ ॥

শেষকালে জপ ও অনুধ্যানকে যে কিভাবে এক অপূর্ব্ব আন্তর দীপমালায় পরমের আরতিরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তা বলা হইতেছে। প্রণব অথবা কোন বীজমন্ত্র কোন নাম অথবা গায়ত্রী—এ সকলেরই মধ্যে নিগূঢ় অথবা প্রকটভাবে চতুর্দ্দশ মাত্রা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ যে গায়ত্রীমন্ত্র তাতে এই চতুর্দ্দশ মাত্রা প্রকটভাবে বিদ্যমান। প্রণবাদিতে এই চতুর্দ্দশ মাত্রা নিগূঢ়ভাবে যে রহিয়াছে (সপ্তব্যাহৃতি এবং প্রত্যেক ব্যাহৃতির দ্বিবিধা গতি ইত্যাদি ভাবে) সে পক্ষেও যাঁরা অভিজ্ঞ সাধক তাঁদের সংশয় নেই। এখন এক একটি মাত্রাকে এক একটি দীপের মতন আন্তর জ্যোতিতে জ্বালাইয়া লও। দীপের যেটি আধার সেটি হইল বাক্, কলা বা শক্তি হইল দীপের স্নেহ স্থানীয়, নাদ হইল তার বর্ত্তি, এবং সেই নাদের যেটি সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ভাব সেটি হইল সেই বর্ত্তির মুখ। নাদ প্রকট হইয়া যদি না তার সূক্ষ্মতা ও শুদ্ধির একটা কাষ্ঠায় যাইয়া উপনীত হয়, তবে সে নাদ আপনাকে জ্যোতীরূপে বিবর্ত্তিত করিবেনা জানিও। এই যে চতুর্দ্দশ দীপের অপরূপ জ্যোতির্মালা তুমি জ্বালাইলে, সেটি জ্বলিল কোথায় ? এবং তাদ্বারা আরতিই বা করিলে কার ? তোমার আপন ঊর্দ্ধ চেতনার মাঝে এ দীপ জ্বলিয়াছে এবং পরা যে চিচ্ছক্তি, তাঁরই আরতি এই চতুর্দ্দশ দীপমালাদ্বারা হইল জানিও (দেদীপ্যতে তে চিতি দীপমালা)। এই 'চৌদ্দ প্রদীপ' না জ্বলিলে সাধকের ভূতের ভয় সত্য সত্যই তো কাটে না ॥ ১৫ ॥

পরব্যোমে অথবা ব্রহ্মাকাশে পরাবাক্‌রূপ যে মূলস্পন্দ তা তুমিই, অখিলের রেতঃ কিনা বীজ এবং ওজঃ শক্তি, তাও তুমি, সেই পরম দেবতা সবিতার যে বরেণ্য ভর্গঃ সেটিও তুমি, তুমিই নিখিল প্রাণের মধ্যে নিগূঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া সে সকলের মুখ্য এবং ভর্ত্তা হইয়া রহিয়াছ, তুমিই সকল রসের মধ্যে তাদের রসয়িতারূপে বিদ্যমান ; সুতরাং সকল কিছুতে অনুস্যূত অথচ প্রকট রূপে তুমিই ব্রহ্ম ; হে নাদ তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ! ॥ ১৬ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (খ)

হংস

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ.

মানুষ যখন নিজের ভাবে থাকে, তখনই সুখ পায়। এ সময়ে তা'র জীবন-স্রোত সমান হ'য়ে চলে, কোনো রকম বাধা পায় না—স্বচ্ছন্দভাবে, 'সহজ'ভাবে বহিতে থাকে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বেদ বলিয়াছেন—"সমানং সাম ভবতি—দেবলোকো বৈ সাম"। জীবনের এই 'সম' ভাব যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ স্বস্থ ভাব আসিতে পারেনা। জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের এই 'সমান স্পন্দ' ভাব লাভ করাই হার্দ উদ্দেশ্য। 'চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্'—মহাভারতের এই নীতি সকলেরই অনুকরণীয়।

কিন্তু এই সহজ-ভাব লাভ করিতে মানুষের আয়াস প্রয়োজন। এই সহজ-ভাব আমার মধ্যে সর্ব্বসময়েই বর্ত্তমান, অথচ তাহা আমার জ্ঞানে আসে না। প্রাণবায়ু সততই একবার একদিকে, পরে অন্য দিকে প্রবাহিত হইতেছে ও এইভাবে এক 'সহজ-জপ' সৃষ্টি করিতেছে। প্রাণবায়ু এটি করিবে, কারণ, 'প্রাণা বৈ সজাতা।' আমি না করিলেও এই 'দোলন' বা স্পন্দন আপনি আপনি জপ সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া ইহার নাম 'অজপা'। কিন্তু এই 'অজপা' অবোধ-পূর্ব্বক হইতেছে, তাহা 'বোধ'সহ করা প্রয়োজন, ইহাই প্রাথমিক 'অজপা' সাধন।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—আমাকে আনিতে হইবে 'শান্ত' মন, কিন্তু প্রাণবায়ুর উপর এত জোর দেওয়া হইতেছে কেন? দর্শনের দিক্ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আমাদের দেহ ও মন একেবারে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন পদার্থ নহে—ইহাদের মধ্যে পরস্পরের উপকার্য্য-উপকারক ভাব, এক 'অবিনা ভাব' সম্পর্ক বর্ত্তমান। ব্যবহারিক অনুভূতিতে এটি বুঝা যাইবে। যখন কোনো বিষয় ভাবিবার চেষ্টা করি, তখন মনোযোগ দিতে হয়। এই মনোযোগ শরীরে ইচ্ছাশক্তির স্বাভিমত প্রদেশে সঞ্চালন ও এই সঞ্চালন ব্যাপার 'ক্রিয়া' ছাড়া কিছুই নহে। এই ক্রিয়া 'ভাব' স্পর্শ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ক্রিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবে হউক্ 'শব্দ' উৎপন্ন করিবে। ক্রিয়া হইতেছে অথচ শব্দ নাই—ইহা অন্ততঃ প্রত্যক্ষীকৃত ব্যাপারে দৃষ্ট হয় না। অতি সূক্ষ্ম, Atom-proton কৃত Waves of Probabilityতে যে 'শব্দ' নাই তাহা কোনো বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক্, ব্যবহারিক-ভাবে ভাব-ক্রিয়া-শব্দ এই ত্রিতয় সমাবেশ লক্ষিত হয়। ইহার একটিকে ধরিলে অপরগুলি আসিবে। ধ্যাতব্য বিষয়টি 'বুঝিয়াছি' এই assentই নীরব ওঁঙ্কার এবং এই ওঁঙ্কারাত্মক 'শব্দ'ই আলোচ্যমান ব্যাপারটির সার নিষ্কর্ষ। অপরোক্ষ অনুভূতিতে লব্ধ এই বিষয়টি এতই স্বতঃসিদ্ধ যে বোধহয় সকলপ্রকার শাস্ত্রই এটি মানিয়া লইয়াছে।

এই তত্ত্বটি বেদে পরিস্ফুট হইয়াছে এইভাবে—'প্রজাপতি হি বাক্'। এখানে প্রজাপতি অর্থ জগৎকারণ পরমাত্মা, তাঁহা হইতেই যজ্ঞ ও জাগতিক ব্যবহারের সমস্ত ব্যাপারই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রাথমিক বাক্ 'তা-তা-ততমম্' (ঐতরেয় আরণ্যক) মনের সহিত সংযোজিত হইলে হয় সরস্বতী। ইহা প্রাণ-অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইলেই 'ক্ষেত্র' বা শরীরের স্বামী বা অধিপতির স্থান গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত উক্তি সায়নকৃত ভাষ্যের সহিত একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

'যো দেবো দেবেষু বিভুরন্তঃ। আবৃদৃদাৎ ক্ষেত্রিয়ধ্বগৎ অধ্বগস্ত বৃষা। তমিৎ প্রাণং মনসোপশিক্ষত। অগ্রং দেবানাম্ ইদমস্ত নো হবিঃ'।

'দীব্যন্তি ইতি দেবাঃ প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রাদয়ঃ। তেষু মধ্যে যো মুখ্যঃ দেবঃ প্রাণঃ শ্বাসকর্ত্তা সো অয়ম্ অন্তরাবৃদাৎ পুনঃ পুনঃ বহিশ্চ আবর্ত্তমানত্বাৎ বিভুঃ কৃৎস্নদেহব্যাপী, ক্ষেত্রী ক্ষেত্রস্য স্বামী বৃষা শ্রেষ্ঠঃ। তস্য দৃষ্টান্তঃ—অধ্বগঃ যথা লোকে অধ্বগঃ নাঃ আলস্যগমনং করোতি ইত্যেবং প্রাণঃ প্রতিক্ষণং উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসং করোতি। তমিৎ তমেব প্রাণং মনসা উপশিক্ষত ভক্তিপুরঃসরং উপচরত। স প্রাণো দেবানাম্ মধ্যে অগ্রং প্রথমং নো অস্মৎ ইদং হবিরত্তু ভক্ষয়তু'। (সায়ন)

স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলেও এখানে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসঘটিত অজপার কথা বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শরীর স্বস্থ হয় ও মনের সহিত এক অবিরুদ্ধ সমতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মন ও দেহ একসুরে গাঁথা হইলে যে ভাব লব্ধ হয় তাহাই মানুষের 'সহজ'ভাব—কখনো কখনো এই ভাব আমাদের উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। শরীর সমভাব প্রাপ্ত হইলেও মন অবান্তর চিন্তা দ্বারা এটি নষ্ট করিবার চেষ্টা করে—এজন্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—

রপৎ গন্ধর্বী অপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরিপাতু মে মনঃ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতি র্নিধাত নঃ ভ্রাতা নঃ জ্যেষ্ঠ প্রথমং বিবোচতি॥

ঋষি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেছেন। এই আহুতিরূপ 'বারি' উত্তম-লোকে আরূঢ় হইয়া শ্রদ্ধাদেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। 'ভক্তি'রূপিণী এই দেবী উদ্গীথ বা তারস্বরে বেদধ্বনিতে পরিণত হইয়া ক্রমে মাধ্যমিক বা 'গন্ধর্ব্ব' ঘাটে আরূঢ় হ'ন ও মাধ্যমিক স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা স্তোতৃবর্গের মন নির্ম্মল করিয়া দেন। ইহাই 'নদস্য নাদে পরিপাতু মে মনঃ।' শব্দের শেষ ঝঙ্কার বা নাদের দ্বারা মন পরিষ্কৃত হয় ইহাই এখানে সূচিত হইতেছে।

এখানে শব্দের বিভিন্ন অভিব্যক্তি—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীর কথা উঠিলেও সংক্ষেপের জন্য সংযত করিব। তবে অ উ ম—প্রণবের এই সার্দ্ধ ত্রিমাত্রা নাদ প্রথমে শ্রুতিগোচর হয় বা 'বৈখরী'ভাব ধারণ করে, পরে 'ওঁ' এ ভ্রমরগুঞ্জনধ্বনি জন্মে (পশ্যন্তী), শেষে 'পরব্যোমে' মিশিয়া যায় ও 'পরা' ভাব ধারণ করে (বাক্যপদীয় দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক্—বাক্ বা ছন্দে তাঁহাদের (ঋষির) এই হার্দ্দ ছিল যে তাঁহারা ব্রজ বা গোস্থান—তাঁহাদের স্বাভাবিক বিহারভূমিকে 'ছন্দ'ভাবে দেখিতেন—'ছন্দাংসি বৈ ব্রজো গোস্থানঃ।'

এখন প্রাণবায়ু বা বাক্‌ঘটিত কাজ কোন্ দেবতায় প্রত্যক্ষ হয়—এটি লইয়া বিচার করিব। বেদে প্রধানতঃ এই ভাবের দুই দেবতা পাওয়া যায়—মিত্রাবরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। একটি বা দুইটি বা বচন উদ্ধৃত করিব। সামবেদে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আছে :

পাতং নো মিত্রা পায়ুভিঃ উত ত্রায়েথাং সুতত্রাং।
সাহ্যাং দস্যুং পায়ুভিঃ।

মূল পঞ্চম মণ্ডলে নিম্নলিখিত ঋক্‌টি আছে :—

পাতং নো রুদ্রা পায়ুভি উত ত্রায়েথাং সুতত্রাং।
তূর্য্যাম দস্যুন তনুভিঃ।

এই মন্ত্রে মিত্রাবরুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এখানে মিত্রাবরুণ দেবতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও আমাদের শরীর সম্বন্ধেও ইহা ঘটিতে পারে। কারণ, আমাদের শরীর দেবতার সহিত ঘনসন্নিবিষ্ট। শরীর না হইলে আমাদের অন্তর্নিবিষ্ট মনোময় দেবভাব বুঝিতে পারি না। সুতরাং সামবেদোক্ত এই মন্ত্রটিতে আমরা শরীরের সঙ্গে মনোময়ভাব একসঙ্গে আছে—এই বলিয়া শারীরিক ভাব, প্রাণ-অপানবায়ুঘটিত দস্যুভাব নিরাকরণের নিমিত্ত প্রার্থনা পাইতেছি।

ইহা স্পষ্টই অষ্টম মণ্ডলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিতে পাই—

সোমস্য মিত্রবরুণা উত্ ইতা সুরে আদদে
তৎ আতুরস্য ভেষজম্।

'সুরে সূর্য্যে উদিতে সোমস্য সোমম্ আদদে স্বীকরোমি। তত্র হেতুমাহ—তৎ স্বীকাররূপং কর্ম আতুরস্য অস্মদাদে র্ভেষজম্ ঔষধম্ হিতকরম্ ইত্যর্থঃ'।

এখানে প্রাণ ও অপানকে সংযত করার কথা স্পষ্টই বলা হইতেছে। প্রাণ ও অপানবায়ুকে শরীররক্ষার নিমিত্ত সংস্কার করার কথা বা ঠিক করার কথা বলা হইতেছে। এই সংস্কারটি কিরূপভাবে হয় তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত 'যো দেবো দেবেষু' এই ব্রাহ্মণাংশের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণ ও অপান—এই দুই বৃত্তির একীভাবের উপর আমরা এত জোর দিতেছি কেন? প্রথমে বেদই বলিয়া দিতেছেন এই প্রাণ ও অপান দিন ও রাত্রি। ইহারা দিবারাত্রের মত নিরন্তর শরীরকে একযোগে গ্রথিত করিতেছে। এই দিবারাত্র—ইহারা প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বেদে মিত্রাবরুণের সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একযোগ লক্ষিত হয়। প্রথমে হয়তো অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃতিত্ব এখানে বেশী ফুটিয়া উঠে; কারণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় উষার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকেন। পরে যখন এই জীবন-ঘটিত বা প্রাণবায়ুঘটিত ব্যাপারের উপর জোর পড়িল, তখন মিত্রাবরুণ এই দুইয়ের মধ্যে বেশী ফুটিয়া উঠেন। যেমন অধ্বগ দিনরাত চলাচল বায়ু একদিকে চলিতেছে ও শরীরের বাহিরের ভাবটা খুব জাগাইয়া দিতেছে, তেমনি প্রাণ ও অপানবায়ুর সংযোগাত্মক অবস্থাটাই এখানে অহ বা দিনরাত এই দুই ব্যাপারের সহিত একযোগ স্থাপন করিল। এইভাবে প্রাণ ও অপানের এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলনযোগই দেহ-আত্মার একত্র সংযোগের স্থান হইয়া পড়িল। যতদূর বোধ হইতেছে—বেদে প্রাণ ও অপানের সহিত মিত্রাবরুণের এই সম্বন্ধ পাওয়া যায়। তন্ত্রে ইহার খুব বিস্তৃত পরিণতি হইয়াছে। তন্ত্রের কথা বলিলে এখানে আর কুলায় না। আমি কেবল "বিজ্ঞান-ভৈরবে"র—'ব্রজেৎ প্রাণো বিশেজ্জীব ইচ্ছয়া কুটিলাকৃতিঃ' এই টীকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব—

"পরা দেবী অন্তঃপ্রবেশদশায়াং 'হং'কারস্য মস্তকোর্দ্ধে 'অম্ ইত্যনুস্বারঃ' ইতি কৃতলক্ষণানুস্বাররূপা কেবলবিন্দুতয়া অজপ্যা। এবং বহিঃনিঃসরণদশায়াং সঃকারপার্শ্বে 'অঃ ইতি বিসর্জনীয়ঃ' ইতি কৃতলক্ষণবিসর্জনীয়াত্মিকা অকারং বিনা বিন্দুদ্বয়স্য অনুচ্চার্য্যত্বাৎ অজপ্যা"। "সোমঃ অপানো-হকারঃ সকলবেদ্যবর্গ-পোষকত্বাৎ, জ্ঞাতৃত্বাৎ সকারাত্মা সূর্য্যঃ হংকার-সঃকারয়োঃ অন্তংগতয়োঃ সতোঃ মধ্যতুটিঃ উদ্ধর্তব্যা—মাণিক্যমালিন্যাদিবৎ। সকারস্য অন্তং গমনং স্বহৃদয়ে বিসর্জনীয়ে হকারস্য চ স্বহৃদয়সম্পুটীকরণলক্ষণে অনুস্বারে যদা বিশ্রান্তিঃ তদা মধ্যমা তুটিঃ—বিভজ্যাবস্থানলক্ষণো যঃ কালখণ্ডঃ স উৎক্রটিতব্যঃ, তদানীম্ 'অহং সঃ' ইতি বিমর্শ উৎপদ্যতে। হংসমন্ত্রাশ্লিষ্টং অহং সঃ, সোঽহম্ ইতি মহামন্ত্রঃ, স এব বিমৃষ্টব্যঃ স্বাত্মপ্রত্যভিজ্ঞানোপায়ত্বাৎ।"

ভাষ্যকার অক্ষরের কুটিলাকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণকে এক পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া যেভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে সহজে বুঝা যায় তান্ত্রিক ব্যাপারটি কিরূপে বৈদিক পর্য্যায়কে বিশদ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় তান্ত্রিক পর্য্যায়টি কিরূপভাবে আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। বৈদিক মিত্রাবরুণ ঋষির দেহ লইয়া অত নাড়াচাড়া ব্যাপার স্পষ্ট বুঝা যায়না। ফল্গুভাবে থাকিলেও তন্ত্রে ইহা একটি সাধনের ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের নিকট 'হংস'জপ একটি শরীরমনঘটিত ক্রিয়াবিশেষ। ইহা আমাদের কার্য্যকে শোধন করিয়া থাকে। একটি উদাহরণযোগে এবার শেষ করিব। কবীর সাহেব তাঁহার নিম্নলিখিত ঝুলনায় একটি বর্ণনায় বলিয়াছেন—

'দো সুর চলে সুভাবসেহি নাভিসে উল্‌টা আবতা হ্যায়্
ইংলা পিংলা তিন নাড়ী সুষ্মনসে ভোজন পাবতা হ্যায়্
পূরাক্রারে কুম্ভক্রারে রেচকক্রারে ঝৈ যাওতা হ্যায়্
কারণ 'কবীর' ক্যা ঝুলনাজী দয়া মূলপরে পচিতাবতা হ্যায়্।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা একটি নিছক তান্ত্রিক সাধন-ক্রিয়া। কবীর যাহা আরম্ভ করিয়াছেন বাংলার সাধনযন্ত্র তাহা দেখাইতেছেন। সাধক রামপ্রসাদ "মন কি কর ভবে আসি" এই গানে

'হবর্গ পূরকে হয় সবর্গ রেচকে হয়
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলি,'

এই চরণে এই সাধনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং বৈদিক মিত্রাবরুণ আজকার তান্ত্রিক ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে।

ইংরাজিতে Coleridge কৃত ইংরাজী অভিমত দর্শন করিলে ইংরাজি ভাষায় এটি কিরূপ দাঁড়ায় তাহাও আমরা বুঝিব। কিন্তু এখানে বাহুল্য-ভয়ে সে আলোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম। সুতরাং বোঝা গেল 'হংস'-তত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী এবং বিশ্বের সর্ব্ববিধ সাধনার মূল সূত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi